নির্ঘণ্ট।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা অক্টোবর ১৮৮৩। [১ সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বৎসর।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অসীম করুণায় বঙ্গবন্ধু অদ্য দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। অনেক বিঘ্ন প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া বঙ্গবন্ধু আপনার ব্রত পালন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইতেছে দেখিয়া আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যাঁহা ব্যতিরেকে কিছুই পবিত্র, কিছুই শক্তিময় নয়, তাঁহার হস্তে বঙ্গবন্ধুকে সমর্পণ করিয়া আবার আমরা আপনাদের পবিত্র ব্রত পালন করিতে অগ্রসর হইলাম। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে সুস্থ রাখিয়া এই শুভ কার্য্য উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম করুন!

বিগত বৎসর আমরা কি রূপে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি, তাহা যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে আমাদের যে প্রকার আদর্শ ও ইচ্ছা, ঠিক সেই প্রকারে এখনও বঙ্গবন্ধু সম্পাদিত হয় নাই। তবে আমাদের নিতান্ত বাসনা যে ক্রমে২ আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসারে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেক পৃষ্ঠা ও প্রত্যেক পংক্তি লিখিত হইবে। অবতরণিকায় আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলাম যে, কেহ যেন আমাদের নিকট হইতে “অমৃত নিঃস্যন্দিনী” লেখার প্রত্যাশায় না থাকেন। ভাষার সৌন্দর্য্য ও লালিত্য হয়, ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর ও শ্রেষ্ঠ বিষয় আছে। সত্যের জ্ঞান যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার চেষ্টায় থাকা আমাদের বোধে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। আমরা অনেক বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইতে পারি, কেন না ভ্রান্ত

হওয়া মানব-স্বভাব-সুলভ, কিন্তু যাহাতে ভ্রম ও কুসংস্কার অপনোদন হয়, যাহাতে সত্যের আবিষ্কার ও মহিমা রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ সর্ব্বদা আমরা যত্নবান হইব। লাটিন ভাষায় একটী প্রবাদ বাক্য আছে, যাহার তাৎপর্য্য এই, ভ্রান্ত হওয়া মনুষ্যের প্রকৃতিগত, কিন্তু ভ্রম স্বীকার করা ঐশিক স্বভাবানুমোদিত।

যেহ বন্ধুগণ প্রথমাবধি পরামর্শ দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ না করেন। এখনও আমরা তাঁহাদের সৎপরামর্শ ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।

যে সকল পাঠক, পাঠিকা বঙ্গবন্ধুর গ্রাহক হইয়া আমাদের উৎসাহ সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ করি। যদি কোন বিষয়ে আমাদের মতের সহিত তাঁহাদের অনৈক্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রোধপরতন্ত্র বা অধীর না হইয়া বরঞ্চ প্রতিবাদ করিয়া আমাদের নিকট প্রবন্ধাদি পাঠাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিব। যদি প্রেরিত প্রবন্ধাদি আমাদের অনুমোদনীয় না হয়, তাহা হইলেও সে সকল বঙ্গবন্ধুতে স্থান পাইবে। কেবল লেখকদিগকে দেখিতে হইবে যেন সে সকল কুনীতি ও কুরুচির পরিপোষক না হয়।

যে সকল বিজ্ঞ সহযোগী আপনাদের কাগজ পত্রাদি বঙ্গবন্ধুর বিনিময়ে আমাদিগকে এতাবৎকাল পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সময়ে ২ বঙ্গবন্ধুর হইয়া দুই এক কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমরা নিয়মিত রূপে বঙ্গবাসী, সাধারণী, সুলভ সমাচার, সারস্বত পত্র, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, ধর্ম্মবন্ধু, তত্ত্বকৌমুদী, ইণ্ডিয়ান চর্চম্যান, খ্রীষ্টীয় বান্ধব, নিউডিস্পেনসেসন প্রভৃতি সুবিখ্যাত কাগজ পত্রাদি পাইয়া থাকি। এই জন্য আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই।

সকলের কাছে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উৎসাহ প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যাহাতে বঙ্গবন্ধু সকলের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়, তজ্জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। যদি বঙ্গবন্ধু পাঠে এক জনেরও প্রকৃত উপকার হয় এবং যদি ইহার দ্বারা একজন ক্ষুদ্রতমেরও মন পরমেশ্বরের দিকে আকৃষ্ট এবং উন্নীত হয়, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব। ইহা দ্বারা লাভবান হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তথাপি গ্রাহক ও বন্ধুগণ যদি আর কিছু সদয় হইয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে। শুভাকাঙ্ক্ষীগণ বর্ত্তমান বৎসরে যেন এটী মনে রাখেন।

বঙ্গদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

কিছু দিন হইল আমরা বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলাম। দুই এক কথা-মাত্র বলা হইয়াছিল, কিন্তু বোধ করি এ বিষয়ে আর কিছু আন্দোলন করা পরামর্শ সিদ্ধ। প্রথম প্রস্তাবে আমরা কোন্২ বিষয়ে স্বাধীন অথবা মুক্ত নাহ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন্২ বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা আছে তাহা এখন প্রদর্শিত হয় নাই। পশ্চাতে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইবে। এক্ষণে দুইটী বিষয় আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটী, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিতদের সম্বন্ধে; দ্বিতীয়টী, ইউরোপীয় মিশনরীগণ সম্বন্ধে।

১। বাঙ্গালী খ্রীষ্টাশ্রিতগণ অনেক দিন ধরিয়া ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে সাংসারিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া এক রকম অবশ, নিশ্চিন্ত ও জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন। চিরভিক্ষুকতা অভ্যস্ত হইলে মনুষ্যের যেরূপ অবনত ও হীনাবস্থা হয়, তাঁহাদের সেই রূপই হইয়াছে। আত্ম নির্ভর কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়। আত্ম নির্ভরের ত কথাই নাই, বরঞ্চ ইউরোপীয় মিসন কর্ম্মচারিগণের উপর অতিরিক্ত নির্ভরের কথা মনে উদিত হইলে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা একেবারে জানেন না। তাঁহারা জানেন না যে, ইংরাজেরা স্বভাবতঃ স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি। তাঁহারা মনের কথা স্বাধীন ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন, কিন্তু যে কথায় ইংরাজ কার্য্যকারিগণ সন্তুষ্ট হন, সেই২ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচরে ব্যক্ত করিতে দিবানিশি যত্নবান থাকেন। অনেকের সংস্কার যে, স্বাধীনভাবে আপনাদের মত ব্যক্ত করিলে অহংকার প্রকাশ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, অহংকার অথবা স্পর্দ্ধা ভাবের সহিত স্বাধীনতার সম্বন্ধ নাই। এক জন নম্র ও ধীর ব্যক্তি ধীর ও বিনীত ভাবে আপনার স্বাধীনতার পরিচয় দিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমাদের প্রকৃত সাহস, মনুষ্যত্ব এবং আত্মনির্ভর না থাকাতে মিসনকার্য্যের বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অনেক তোষামোদ-প্রিয় দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে দেখা যায়, যাহারা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া ইউরোপীয় মিসনরিগণের মনে সজাতিদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুসংস্কারের বীজ বপন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ইউরোপীয় মিসনরীগণ এবম্প্রকার লোকদের নিকট হইতে এ দেশীয় লোকদের ভাব ভক্তি, আচার ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করেন, এবং এরূপ জ্ঞান যে অজ্ঞানতা অপেক্ষা অহিতজনক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যখন ইউরোপীয় মিসনরিগণের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে দোষ ও ভ্রম প্রদর্শন করা হয়, তখন আমাদের বাঙ্গালী ভায়াদের কতদূর তাহাতে হাত আছে, তাহা বিবেচনা করিলে অনেক

জ্ঞান জন্মিতে পারে। এটী বাঙ্গালীদেরই লজ্জার কারণ, ইহার জন্য হয়ত আদৌ ইউরোপীয়েরা দায়ী নহেন। এই জন্য আমরা আশা করি, বাঙ্গালীরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা শিক্ষা করিতে উত্তরোত্তর চেষ্টা করিবেন।

২। যখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হয়, তখন যেন ইউরোপীয় মিসনরিগণ চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেশীয়দিগকে দেখাইয়া দেন। আবার যখন শিক্ষিত ও উন্নত বাঙ্গালিদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তখন যেন উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতেই সেই ২ বিষয় জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব, ততদূর তাঁহাদের সতর্ক হওয়া বিহিত। তাহার পরে যদি তাঁহারা ভুল করেন, তাহা হইতে আমরা নাচার। পরামর্শদাতা অনেক পাওয়া যাইবে, কিন্তু যাহাদের পরামর্শের মূল্য আছে, তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, কেননা যাঁহারা বাস্তবিক সৎপরামর্শ ও সৎশিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহারা নিজে আপনাদের মূল্য জানেন না, আপনাদের যোগ্যতার পরিচয়ও লন না।

স্বাধীনতার জন্য চর্চ্চ কৌন্সিল এবং অন্যান্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভাল কার্য্যেরই সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের শুভানুধ্যায়ী ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সময়ে বড় সতর্ক হইতে হইবে। বাঙ্গালীরা যে দিকে যাইতে চায়, তাহাদিগকে তাঁহারা অনেকটা সেই দিকে যাইতে দিউন। তাহাদের কার্য্যে বড় হস্তক্ষেপ করিলে অমঙ্গল হইবে। যদিও তাহারা প্রথমে কতকগুলি ভুল করে, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। স্বায়ত্তশাসন, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং আত্মনির্ভরের উপর যে ভিত্তি সংস্থাপিত হইবে, তাহাই স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা, আর যাহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহির হইতে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব থাকিবে না। একদা আমাদের কোন বন্ধু একজন ভক্ত ও উদ্যোগী ইংরেজ মিশনরির সহিত দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের বিষয় কথোপকথন করিতেছিলেন। কথাবার্ত্তার সময় উক্ত মিশনরী সরলভাবে বলিলেন যে, "আমি আমার অধীনস্থ লোকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভাল বাসি না। কেননা উচ্চ শিক্ষা পাইলে তাঁহারা মিসন কার্য্য করিতে ভাল বাসিবেন না। তাহা হইলে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে চলিতে শিখিবেন ইত্যাদি।" আমাদের বন্ধু ঐ কথাটী শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে একটী গুরুতর কথা আছে অর্থাৎ এই নীতি অবলম্বন করাতে মিসন কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। পূর্ব্বকালে অনেকের মত ছিল (এখন আছে কিনা বলিতে পারি না) যে, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান অবোধের কর্ম্ম। তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিলে তাহারা আর পাষ্টর, কাটিখিষ্ট, রিডর, বাইবেল শিক্ষক এবং জেনানা টিচর হইতে চাহিবে না।

বাস্তবিক এই নীতির অনুসরণে কি ফল হইয়াছে ? মিসন ক্ষেত্রে এমন অনেক কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা অগত্যা আপনাদের বর্ত্তমান কার্য্য করিয়া থাকেন। ভাল লেখা পড়া জ্ঞান ও সুবিধা থাকিলে তাহারা অন্য প্রকারে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এখন তাঁহারা উড়তে না পারিয়া যেন পোষ মানিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এমন লোকদের দ্বারা কি অভীষ্ট সিদ্ধি ও পরমেশ্বরের কার্য্য হইতে পারে ? ঈশ্বর কি এমন অনিচ্ছুক কার্য্যকারিদের হস্তে আপনার পবিত্র কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন? মিসনরিগণ যদি প্রথমাবধি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতেন এবং যদি তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভাবে চলিতে দিতেন এবং তাহার পর যদি লোকেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের জন্য কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া লইত, তাহা হইলে কেমন শুভ ফল হইত বল দেখি ? যাহারা কোন কার্য্যের নহে, তাহাদিগকে বাইবল শিক্ষক অথবা অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী করা কতদূর পর্য্যন্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে।

এ বিষয়ে বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ভ্রম স্বীকার করিয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কার্য্য।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

২৭৫ পৃষ্ঠার পর।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাধু পৌল অনেক গুলি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন,কিন্তু যে২ পত্র তিমথীও তীতকে লিখিয়াছেন, তাহাকে "প্যাসটরেল" অথবা মণ্ডলীর পালন বা শাসন সম্বন্ধীয় পত্র বলা যায়। তিনি ইফিস নগরের বিশপ তিমথীকে দুই খানি এবং ক্রীত দ্বীপের বিশপ তীতকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্র গুলি আনুপূর্ব্বিক রূপে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, পৌল উহাঁদিগকে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও অপরাপর মণ্ডলীর শাসন কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত বিশেষ উপদেশ দিতেছেন। তিমথী এবং তীতের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ২ ক্ষমতা ছিল, এবং আপনাদের অধীনস্থ লোকদের জন্য বিশেষ রূপে দায়ীও ছিলেন। যাহাতে মণ্ডলীর পালকেরা স্বেচ্ছাচারী ও অনিয়ন্ত্রিত রূপে শিক্ষা না দেন, তাহা তাঁহাদিগকে দেখিতে হইত, যাহারা কুশিক্ষা দিত, তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন এবং তাঁহাদের নিষেধ না মানিলে স্বেচ্ছাচারী পালক ও পরিচারকগণ স্বস্থানবিচ্যুত হইতেন। আবশ্যক ও অভাব মতে তাঁহারা "প্রেসবিউটের" অর্থাৎ প্রধান অথবা প্রাচীন এবং "ডিকন" অর্থাৎ সেবকদিগকে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অর্থাৎ তিমথী ও তীতের নিকট তাহা উপস্থিত করা যাইত। অপরাধিদিগকে তাঁহারা প্রকাশ্য-

রূপে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিতেন। (১ তিম ১,৩। তীত ১ ১১; ৩-৩০; ১,৫, ১৩। ১ তিম ৫; ১৯-২০। তীত ২; ১৫)।

কোন মণ্ডলী অথবা সমিতি বিশেষকে পৌল উক্ত রূপে লিখেন নাই, কেবল যাঁহারা বিশেষ রূপে মণ্ডলীর শাসন পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই লেখা হইয়াছিল। ইফিস একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল এবং তিমথী তাহারই বিশপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তীতও একটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত দ্বীপের বিশপরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিমথীর বয়স অল্প ছিল; (১ তিম ৪; ১২) এবং বোধ হয় তীতের বয়স তাঁহার অপেক্ষা বড় অধিক ছিল না (তীত ২)। অতএব বিশেষ ক্ষমতা ব্যতিরেকে তাঁহারা কখন এবম্প্রকার গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রাচীন ইতিহাসে তিমথী ইফিস এবং তীত ক্রীতের বিশপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। (ইউসিবিউস প্রনীত ইতিহাসের ৩অধ্যায় দেখ) যোহনের প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত পুস্তকোল্লিখিত সাতখানি পত্র কতকগুলি প্রাচীন অথবা প্রধান লোকের সমিতিকে প্রেরিত হয় নাই, কিন্তু দূতরূপে আখ্যাত কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষকে লেখা হইয়াছিল। স্বয়ং খ্রীষ্ট উহাদিগকে দূত বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের শাসন, পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে অনেক দায়িত্ব ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত পদ গুলি পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। (প্রকা, পু, ২, ১, ৬, ১৪, ১৫, ২০; ৩-২)। মণ্ডলী সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা, উষ্ণ, শীতল, ধনবান, দরিদ্র, নগ্ন সেই সকল "এক্লেসিয়ার" (চর্চ্চের) সহিত সমান লিঙ্গ বিশিষ্ট। এক্লেসিয়া শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট, কিন্তু উক্ত বিশেষণ গুলির সম্বন্ধ দূতগণের সহিত রহিয়াছে বলিয়া বিশেষণ গুলি কাযে২ পুংলিঙ্গ হইয়াছে। দূতগণ চর্চ্চের মস্তক ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধি স্বরূপ। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ বলেন, উক্ত দূত শব্দে বিশপ বুঝিতে হইবে। টরটুলিয়ন সত্যধর্ম্ম বিদ্বেষী মারসিয়নের বিরুদ্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট রূপে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, প্রৈরিতিক কালে বিশপগণ কর্ত্তৃক মণ্ডলী শাসিত হইত। ইতিহাস এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহা ইফিস, ক্রীত ও ক্ষুদ্র এশিয়ার অন্তর্গত মণ্ডলীতে হইয়াছিল, আদিম কালে পৃথিবীর অন্যান্য খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে বিশপ সম্বন্ধে সেই রূপ হইত। চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত যেরুশালেম, আন্তিয়খ, রোম এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মণ্ডলীতে যে২ বিশপগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা এখনও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। ইউসিবিয়স অনেক পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে বিশেষ২ স্থানীয় মণ্ডলী হইতে বিশপদিগের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসবেত্তা ইউসিবিয়স আপনার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইউসিবিয়সের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইরেনিউস নামক একজন বিখ্যাত গ্রন্থ-

কর্ত্তা বলেন যে, "যাঁহারা প্রেরিত কর্ত্তৃক বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ গণিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নাম ও সংখ্যা জানি।" হুকর নামে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ বলেন, "সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটীও মণ্ডলী দেখাইয়া দেও যাহা প্রৈরিতিক কাল অবধি বিশপ সংক্রান্ত বিধান ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মণ্ডলী সম্বন্ধে যদি কোন বিষয় ঐশিক থাকে, তাহা হইলে বিশপ সংস্থাপন, স্বর্গ হইতে, এমন কি, ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলা যাইবে। পবিত্র আত্মাই ইহার স্রষ্টা।"

খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের সত্যতা ও বিশ্বাসোপযোগিতা।

সত্য বা প্রকৃত সাক্ষ্য তিনটি লক্ষণাত্মক। ১ম, সংঘটিত ব্যাপারের প্রত্যক্ষ দর্শন; ২য়, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের বিচক্ষণ বিচারক হইবার নিমিত্ত যোগ্যতার সদ্ভাব বা প্রতিবন্ধকাভাব; ৩য়, দৃষ্ট ব্যাপারের বর্ণনার্থ সত্যনিষ্ঠা বা সত্যভ্রষ্ট করণক্ষম প্রলোভন ও প্রবর্ত্তনাবিশেষের অসদ্ভাব। যে স্থলে এই তিনটি লক্ষণের *সমবায় ও কার্য্যকারিতা থাকে, সেই স্থলেই* সত্য বা প্রকৃত সাক্ষ্য অপেক্ষা করা যায়। খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়ার (Miracles) সাক্ষীদিগের চরিত্রে এই লক্ষণত্রয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিদ্যমানতা ও সম্যক বিকাশ অতি বিশদরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। পক্ষপাতবর্জ্জিত সরলান্তঃকরণে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তাঁহাদের সাক্ষ্য সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; তাহাতে মিথ্যার আরোপ, কোন প্রকারে করা যাইতে পারে না।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের চারিজন লেখকের মধ্যে মথি ও যোহন অহোরাত্র *খ্রীষ্টের সমভিব্যাহারে থাকিয়া* মনোযোগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; সুতরাং উভয়েই খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লূক অলৌকিক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষদর্শীদিগের নিকট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (লূক ১; ১-৪)। মার্ক খ্রীষ্টকৃত অধিকাংশ ক্রিয়া *স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, এবং খ্রীষ্টের নিত্য* সহচর পিতরের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ইতিবৃত্ত লিখেন। প্রেরিত পিতর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে খ্রীষ্টের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু উক্ত সুসমাচার চতুষ্টয় হইতেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই, তৎপ্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট ও অনুরাগ সঞ্জাত হয়। তৎপরে প্রভুর নিত্য সংসর্গে তদীয় অলৌকিক ক্রিয়া গুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েন, এবং প্রভুর স্বর্গারোহণের পর সর্ব্ব সমক্ষে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করেন; (প্রেরি ২, ৩২। ১০, ৩৮।) তদ্রচিত পত্রদ্বয় তাঁহার

আন্তরিক বিশ্বাসের সাক্ষাৎ ফল। আচার্য্যবর পৌল্ খ্রীষ্টীয় শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ক্রিয়ার অর্থাৎ খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত শরীরের এক জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী; (১ কর, ১৫।) ইনি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে খ্রীষ্টের জীবন-চরিত্র না লিখিলেও আপনার প্রণীত পত্রনিচয়ে খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া প্রতিবিম্বিত ও সমর্থিত করিয়াছেন।

ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণার্থে ইহাঁদের কাহারও বিচক্ষণতা বা যোগ্যতার অভাব ছিল না। স্বং প্রণীত গ্রন্থমধ্যে ইহাঁদের কাহারও কোন রূপ চিত্ত বিকৃতি, বিভ্রম বা উন্মত্ততার কোন রূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, বরং স্থির বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁরা সবল-হৃদয় ছিলেন বটে, কিন্তু বর্ব্বর, জড়বুদ্ধি বা একেবারে অনক্ষর ছিলেন না। কোন বহুবিদ্যাবিশারদ জ্ঞানগভীর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের দ্বারা বাহ্য ব্যাপারের যথাদৃষ্ট বর্ণনা সমধিক সম্ভবপর নহে; যেহেতুক তাঁহারা বাহ্য ব্যাপারে তাদৃশ মনঃসংযোগ না করিয়া তাহার গূঢ় সম্বন্ধ আলোচনা ও নির্ণয় করণে সমধিক মনোযোগী হয়েন। সুতরাং কুতর্ক বর্জ্জিত সরল শিক্ষিত, প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যগণ যথাদৃষ্ট সংঘটন বর্ণনা করণে অধিকতর উপযোগী ছিলেন। জল দ্রাক্ষারসে পরিণত হইয়াছে কিনা, মৃত পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে কিনা, ইহা স্থির করণার্থে সহজ জ্ঞান এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শন শক্তির প্রয়োজন এবং দৈব প্রসাদাৎ ইহাতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে সহজবিশ্বাসী বা আশুপ্রত্যয়ী ছিলেন না, তাহাও তাঁহাদের স্বং লিপিমধ্যে লক্ষিত হইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সারভূত মহা অলৌকিক ক্রিয়া (১ বার ১, ৫; ১৪) অর্থাৎ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান প্রত্যয় করণে শিষ্যগণ নিতান্ত মন্দমতি ও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্ত্রীলোকদিগের সংবাদে শিষ্যদের অপ্রত্যয় ও থোমার সন্দিগ্ধচিত্ততা। অখণ্ডনীয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের পৌনঃপুন্যে তাঁহাদের সংশয়ের উচ্ছেদ ও ধ্রুববিশ্বাসের সংগঠন হয়। অধিকন্তু অলৌকিক ক্রিয়ায় আশুপ্রত্যয় কিরূপ স্থলে সম্ভবে? যখন মনোমধ্যে তদনুকূলে কোন পূর্ব্বানুরাগ বা অনুকূল সংস্কারের সঞ্চার থাকে, তখনই তৎপ্রতি আশুপ্রত্যয়ের সম্ভাবনা। যিহূদী সাধারণের ন্যায় শিষ্যগণের মনোমধ্যেও বাল্যাবধি সর্ব্ববিষয়েই খ্রীষ্টের বিরুদ্ধ সংস্কার সঞ্চিত ছিল; সুতরাং প্রতিকূল ভাবাপন্ন শিষ্যগণ যে খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ায় আশুপ্রত্যয়ী হইবেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত।

পুনশ্চ, খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার লেখকদিগের সত্যভ্রষ্ট হইবার বা কূট সাক্ষী হইয়া প্রতারণা পূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করিবার কোন প্রবর্ত্তক কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। লোকে ঐহিকার্থ অর্থাৎ ধনলোভ, যশস্পৃহা বা ইন্দ্রিয় সুখাদি চরিতার্থ করণার্থে অসত্য কথনে প্রবর্ত্তিত বা প্রতারণা ঘটিত মিথ্যা জল্পনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের চরিত্রে তাদৃশ ঐহিকার্থ বা স্বার্থসিদ্ধির কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হয় না। খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ

কালে যদিও তাঁহাদের মনোমধ্যে কোন রূপ ঐহিকার্থ সিদ্ধির স্পৃহা সঞ্জাত হইয়া থাকে; কিন্তু অবিলম্বে খ্রীষ্টের উপলক্ষে তাঁহাদিগের সর্ব্বত্যাগী হইবার আদেশ দ্বারা, (লূক ১৪;) ভবিষ্যতেও তাঁহাদের অশেষ দুর্গতি, তাড়না ও ক্লেশ ভোগাদির সম্বন্ধে খ্রীষ্টের পুনঃ২ প্রসঙ্গ ও পূর্ব্বোক্তি দ্বারা, (মথি ২৪, ৯। মার্ক ৪, ১৭। লূক ১১, ১২।) এবং অবশেষে এক মাত্র আশ্রয়ভূত গুরু খ্রীষ্টের ঘোরতর যন্ত্রণা ও অবমাননাকর ক্রুশীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করণ দ্বারা তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে সেই অঙ্কুরকল্প আশা বা স্পৃহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল! খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের কিছু কাল পরেই দৃষ্ট হয়, (পঞ্চাশত্তমী পর্ব্ব অবধি) তাঁহারা অবলম্বিত কার্য্যে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিপদ ও দুর্গতির উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও খ্রীষ্টীয়-বার্ত্তা প্রচারণ রূপ অপার ক্লেশ সঙ্কুল বিপদ সাগরে একেবারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঝম্প প্রদান করিলেন।* খ্রীষ্টীয় বার্ত্তা প্রচার দ্বারা তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের সম্ভাবনা দূরে থাক্, তদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল।

জীবনোৎস।

১

মরি কি অদ্ভুত উৎস প্রেম-প্রস্রবণ!
যীশুর শোণিতে, হেরি, পূর্ণ অনুক্ষণ!
[জগত পত্তন-পূর্ব্বে যাহা বিদ্যমান,]
জীবন বারির সেথা নাহি অবসান।

২

ইম্মানুয়েলের শিরা হতে অনুক্ষণ
শোণিত ঝরিছে তাহে, হেরবে নয়ন!
করিবারে পাতকীর পাপ প্রক্ষালন,
নিরন্তর উথলিত প্রেম প্রস্রবণ।

৩

হেরি কত অপরাধী পাতকী দুর্জ্জন
অজস্র করিছে তাহে পাপ প্রক্ষালন।
অগাধ শোণিত কুণ্ডে হয়ে নিমজ্জন
প্রাণ ভরি পান করি' জুড়ায় জীবন।

৪

আহা, কি মধুর, শুনি নাথের বচন—
"আমার শোণিত পানে বাঁচাও জীবন,
মনুষ্য-পুত্রের রক্ত না করিলে পান,
বাঁচাইতে কেহ নারে পাতকী পরাণ!"

* এই স্থলে বলা আবশ্যক, প্রথম শিষ্যগণ শুদ্ধ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে দৃঢ় প্রত্যয় হেতুই, চিরাভ্যস্ত জাতীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ঐশ্বরিক অভিজ্ঞান স্বরূপ (Credentials) খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়ার সত্যতায় প্রত্যয়ই তাঁহার ঈশ্বরত্বে প্রত্যয়ের জনক। (যোহন ২, ১১) খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সুগভীর নীতি, বিমল আদর্শ চরিত্র সেই বিশ্বাসের উৎপাদক নহে। তবে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে, অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে প্রত্যয়ের যে অটল ভিত্তিমূল সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদীয় অন্যান্য বিষয় দ্বারা সেই ভিত্তিমূল দৃঢ়ীভূত হয়। ইহার একটি স্পষ্ট প্রমাণ এই, খ্রীষ্টের মৃত্যুতে শিষ্যগণের হৃদয় হইতে তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় ছিন্নমূল প্রায় হইয়া পড়ে; তাঁহারা একেবারে অগাধ নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হয়েন। কিন্তু যখন তাঁহার পুনরুত্থিতিরূপ মহৎ অলৌকিক ক্রিয়ার অখণ্ড্য ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন শুদ্ধ প্রকৃতিস্থ নহে, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে একেবারে অটল বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন এবং সেই ধ্রুব বিশ্বাস প্রভাবেই তাঁহারা তাদৃশ কঠোর জীবন যাপনে ব্রতী ও সমর্থ হইলেন।

৫
মরি, কি অদ্ভুত এই রক্তের মহিমা !
অপার শকতি তার, নাহি পরিসীমা।
তিলেকে নাশয়ে শত বর্ষের পাতক ;
নশ্বর জীবের নিত্য জীবন সাধক।

৬
মম সম কত দীন দুরাচার জন
ডুবিয়া সে জীবনোৎসে বাঁচায় জীবন।
আমিও যীশুর রক্তে লভি পরিত্রাণ,
অহর্নিশি করি তাঁর প্রেম গুণ গান—

৭
হে খ্রীষ্ট প্রাণেশ তুমি প্রেম-প্রস্রবণ,
অমৃত জীবন উৎস হৃদয়-তোষণ।
প্রেম-স্রোত তব আমি এই পৃথিবীতে
করিয়াছি পান কত পিপাসিত চিতে !

৮
ঊর্দ্ধে গিয়া সেই প্রেম পূর্ণ পরিমাণে
প্রাণ ভরি পান করি, জড়াইব প্রাণে।
সেথায় করুণা তব অতি প্রসারিত ;
[অগাধ জলধি যথা সলিল-পূরিত ;]

৯
প্রাণ-প্রিয়তম। আমি তোমারি কেবল ;
তুমি মাত্র এ দীনের পথের সম্বল।
লয়ে এই দুরাচার দীন পাতকীরে
রাখিবে যতনে নিজ অমিয় মন্দিরে।

১০
নির্ভর করেছি আমি তোমার পুণ্যেতে,
ভবদাব স্থল আর নাহি এ ভবেতে।
তোমা বিনা কোথা আর জুড়াব জীবন ?
এক মাত্র তুমি, নাথ, পরাণতোষণ।

১১
গিয়াছি শতেক স্থানে জুড়াতে জীবন,
শান্তি-তরে দেশে দেশে করেছি ভ্রমণ।
কল্পিত নির্ঝর কত করিয়াছি সার,
তাহে নাহি পিপাসার হল প্রতিকার।

১২
কত নীরে ডুবিয়াছি লয়ে মনস্তাপ,
নিবিবে কি, দিনে দিনে বেড়েছে সন্তাপ !
মনোব্যথা নিবাইতে ধরেছি যাহায়,
জ্বালায়ে দিয়েছে সেই আগুনি মাথায়।

১৩
এখন চিনেছি আমি প্রেম প্রস্রবণ ,
এখন জুড়াল মম তাপিত জীবন।
প্রাণেশ, তোমার দত্ত প্রেম বারি পানে
অতুল অনন্ত সুখ লভিয়াছি প্রাণে।

১৪
কে আছ আমার সম পাতকী ভুবনে ?
অবিলম্বে এস ভাই এই উৎস সনে।
বিদ্যাবত্তা, যশোমান, উপাধি-অম্বরে
পরিহরি' এস তুমি প্রেম-সরোবরে।

১৫
সঙ্কীর্ণ দুয়ারে সবে হইবে পশিতে,
উপাধি কৌলিন্য বোঝা পাইবে না নিতে;
এস, আজি এ উনুয়ে করি নিক্ষেপণ—
বিদ্যা, জাতি, চর্ম্ম-গুণ, বাহ্য আবরণ !

১৬
ধন্য, যার অপরাধ মার্জ্জিত ধরায় !
খ্রীষ্ট শোণিতের ফল তাহে দেখা যায়।
প্রেমেতে মাতিয়া সেই খ্রীষ্ট গুণ গায়,
আপনি নাচয়ে, আর অপরে নাচায় !

"মধুকর।"

ঈশ্বরের চিন্তা আত্মার প্রকৃত বল।

সাংসারিক দুঃখ মৃত্যু উপস্থিত করে। যাহারা জীবনের উৎস ঈশ্বরের নিকট না আসিয়া আপনাদের চিন্তায় চিন্তিত, তাহাদের চিন্তা কোন কার্য্যেরই নহে, বরঞ্চ তাহাতে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তাহারা হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরকে কিছু বলিবে না, সংসারকে ও মনের ব্যথা কিছু জানাইবে না। সংসারকে বলিলেও সংসার গ্রাহ্য করিবে না। সংসার দুঃখের সময় আমাদিগকে সান্ত্বনা

করিতে পারে না, কেননা সংসার সান্ত্বনাদাতা নহে। আমরা নিজের দুঃখে আবদ্ধ থাকি এবং সেই জন্য দুঃখ আরও অসহ্য হইয়া পড়ে। হয়ত কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না, আবার হয় ত যাহা বাস্তবিক দুঃখ তাহা অভ্যাস বশতঃ দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা অনেকবার আপনা হইতে বাহির হইয়া বাহ্যিক বিষয়ে নিমগ্ন থাকিতে চেষ্টা করি, অথবা আপনাদিগকে অন্যের পূজ্য মনে করিয়া তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে যত্নবান হই; কিন্তু ঈশ্বরকে অনন্ত আশ্রয় রূপে গ্রহণ না করিলে, পদে২ তাঁহার বিদ্যমানতা হৃদয়ঙ্গম না করিলে, বাস্তবিক তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। সংসারের আশ্রয় লইতে যাই, সংসার আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বিদায় করিয়া দেয়।

যে কার্যতঃ এই বিষয় হইতে শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহার জীবনে সুখ কি? দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে সে এই অসার সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এখন সে অখাদ্যে আপনার আত্মার পুষ্টি সাধন করিবে মনে করে। এখন মনে করে, লক্ষ্য বিহীন হইয়া, আদর্শ বিহীন হইয়া, চলিলে চলিবে; বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুখের অভাব থাকিবে না; এই সংসারের সুখসম্ভোগ ও খ্যাতি তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ভ্রম! কত শত জ্ঞানবান, অজ্ঞান, ধনবান, নির্দ্ধন, এই রূপে শুষ্ক হইয়া আপনাদের জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কত শত ব্যক্তি প্রস্তরসম অন্তঃকরণে কালাতিপাত করিতেছে। বিষয়ী লোকেরা বিষয়ে মগ্ন থাকিয়া, হয়ত দেশের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আর বড় অগ্রসর হন না। যিনি আত্মার মধ্য বিন্দু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর বস্তুতে তাঁহারা সংলগ্ন থাকেন। জীবন, ধন, বন্ধু, প্রশংসা গত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু কেবল এক জন নিত্য স্থায়ী, এক জন আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না; এক জন আমাদের ইহকাল ও পরকালের এক মাত্র সম্বল; এক জন আমাদের সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারেন; এক জন আমাদিগকে পূর্ণ ও সিদ্ধ অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন; এক জন আমাদের প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন; এক জন আমাদিগকে আন্তরিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য দিতে পারেন, এক জন আমাদিগকে প্রকৃতরূপে সংগঠিত করিতে পারেন। আমরা কি আপনাদিগকে তাঁহার নেতৃত্ব দ্বারা চালিত করিবার অধিকার পাইয়াছি? ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয়। তিনি কি আমাদিগকে তাঁহার পুত্র করিয়া পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদিগকে একেবারে অধিকার করিয়াছেন? আমাদের পাপ স্বভাব সত্ত্বেও কি আমরা প্রসাদ রাজ্যের অন্তর্ভূত? আমরা যদি অকপট হৃদয় ও পবিত্র ভয়ে তাঁহার প্রেমময় মুখের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে গ্রাহ্য করিতে পারেন। আমাদের নিজের কোন গুণ নাই, কোন ক্ষমতাও নাই, কেবল মাত্র

কতক গুলি নিশ্চয় কর্ত্তব্য আছে। "স্বর্গে আমার কে আছে? এবং পৃথিবীতেও তোমা ব্যতীত আর কাহাকে চাহি না। আমার মাংস এবং আমার হৃদয় অবসন্ন হয়; ঈশ্বর নিত্য আমার হৃদয়ের শৈল এবং আমার অংশ।"

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক।

ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রার্থনা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (১) গোপনে বা নিজের প্রার্থনা। যখন কোন ভক্ত লোক ঈশ্বরের নিকটে একাকী প্রার্থনা করেন, তখন তাহা গুপ্ত প্রার্থনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। এস্থলে সেই ব্যক্তি নিজ অভাব ও নিজ মনের ভাব, আপন প্রবৃত্তি মতে ও আপনার ভাষায় স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রকাশ করে; তাহার জন্য কোন বিশেষ বিধান বা ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়; কেননা যে কিছু প্রথা বা নিয়ম অবলম্বিত হয়, তাহা স্বেচ্ছাধীন এবং প্রয়োজন মতে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, তদ্রূপ প্রার্থনায় কিছু পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা নাই। মনুষ্য জ্ঞান ও বিবেক বিশিষ্ট, সুতরাং তাহার সকল কার্য্যে এক প্রকার নয় এক প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। আহার, পরিধান, বিষয় কর্ম্ম, সকলই পদ্ধতি মতে হইয়া থাকে, অতএব ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনারূপ গুরুতর কার্য্যে যে তাহার অভাব হইবে ইহা কোন প্রকারে সম্ভবে না। (২) একাধিক লোক যেখানে একত্র হয়, অর্থাৎ পারিবারিক বা সামাজিক প্রার্থনায় যে বিধান ও প্রণালীর প্রয়োজন আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা সকলেই এক কালে প্রার্থনা করিতে পারেন না, সুতরাং প্রথমেই কে প্রার্থনা করিবে তাহা নিরূপণ করিতে হয়; তৎপরে ঐ ব্যক্তিকে বিবেচনা করিতে হইবে, সকলের প্রয়োজন, সকলের ভাব কি প্রকার, কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলে যোগ দিতে পারিবে। অর্থাৎ এস্থলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বকীয় ভাব প্রকাশ করিলে চলিবে না; তিনি পাঁচ জনের মধ্যে এক জন মাত্র। যদি আপনার ভাব প্রবল রাখেন, তবে তাহার প্রার্থনা গুপ্ত বা নিজের প্রার্থনা হইল, ইহাকে পারিবারিক বা সামাজিক আরাধনা বলা যাইতে পারে না। (৩)সাধারণ প্রার্থনা; অর্থাৎ উপাসনালয়ে সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা কালে, এক জনের মনের ভাব বা তাহার নিজের প্রথা প্রচলিত করা যে নিতান্ত দূষ্য ও অহিতকর তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু পারিবারিক বা সামাজিক প্রার্থনা স্থলে যে সকল কথা বলা গিয়াছে সে সকল এ স্থলে বিশেষ রূপে সঙ্গত। নিয়মাধীন হইয়া মনুষ্য মাত্রেই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। এইটী মনুষ্যের নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ, এবং এই কারণে একাকী কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও আমরা

আপনাদের জন্যে আপনারাই বিধান নিরূপণ করিয়া থাকি। অনেকে একত্র হইয়া যখন কার্য্য করে, তখনও এভাবটী যে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারত কথাই নাই। অনেকে ভ্রম বশতঃ বলিয়া থাকেন যে, আমরা প্রার্থনায় কোন প্রণালী অবলম্বন করি না; কিন্তু যাহারা উহাতে যোগ দেন, তাঁহারা বিলক্ষণ ঐ ভাবটী দেখিতে পান, এবং উল্লিখিত ব্যক্তিরা আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের প্রার্থনাদি একেবারে প্রণালীশূন্য নহে। তবে প্রভেদ এই মাত্র যে, কাহার বা মনের মধ্যে ঐ ভাব থাকে ও কার্য্য করে, অন্যদের সেটী প্রকাশিত, আদিষ্ট বা লিখিত রূপে প্রত্যক্ষ হয়। মণ্ডলীতে প্রাচীনকাল হইতে রচিত ও লিখিত প্রার্থনা কেন ব্যবহৃত হয়, সংস্কার সম্পাদনে ও অন্যান্য কার্য্যে কেন প্রণালী ও পদ্ধতি আছে, বোধ হয় পাঠকবর্গ এখন বুঝিতে পারিলেন। এটী মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, সাধারণ প্রার্থনার প্রধান অঙ্গ, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়; ইহার অভাবে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় ও এই গুরুতর কার্য্যে বিষম ব্যাঘাত জন্মে।

১। যিহুদী মণ্ডলীতে যে লিখিত প্রার্থনা প্রচলিত ছিল, এ কথা পুরাতন নিয়ম পাঠকগণ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন; সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করা বৃথা সময় ব্যয় ও পণ্ডশ্রম মাত্র সন্দেহ নাই। তথাচ কয়েকটী প্রমাণ উল্লেখ বিধেয় মনে করিয়া আমরা এই স্থানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম। মূসার রচিত প্রশংসা ও ধন্যবাদের গীত (যাত্রাপুস্তক ১৫; ১-২১) স্ত্রী পুরুষ সকলেই গান করিতেন; গণনা পুস্তকের ৬; ২২-২৬ পদে আশীর্ব্বাদের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। গণনা, পু, ১০, ৩৫, ৩৬; দ্বিতীয় বিঃ ২১, ৭, ৮; ২৬, ৩, ১৫; বিচারক ৫, দেখিলে উক্ত প্রণালীর স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। গীত সংহিতার অনেক গীত (৪,৫,৬,৪২,৪৪, ৯২) যে মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনার্থে রচিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। লাইট্‌ফুট্ ও অন্যান্য ইব্রীয় পুরাবিদগণ বলেন যে, যিহুদিদের মন্দিরে ও প্রার্থনালয়ে নিরূপিত প্রার্থনা ও অন্যান্য পদ্ধতি এবং প্রণালীর স্পষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। প্রার্থনা, সংগীত শাস্ত্রাধ্যয়ন, বলিদান ও ধুনা জ্বালান নিয়ম অনুসারে হইত, (লূক ৪; ১৬। প্রেঃ ৪; ২৪ ৩০। ১৩; ১৫) এই পদ গুলিতে উক্ত বিষয় গুলি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।

১। প্রভু যে মন্দির ও ভজনালয়ের উপাসনায় যোগ দিতেন ইহার ভূরি২ প্রমাণ নূতন নিয়মে আমরা দেখিতে পাই। এবং এই সেবা যে ব্যবহারের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত ও রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। ঐ সেবায় কোন২ বিধান ও পদ্ধতি শাস্ত্র আদিষ্ট না হইলেও যিহুদী মণ্ডলী কর্ত্তৃক নিরূপিত বলিয়াই প্রভু সে সকল পালন করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠা পর্ব্বে উপস্থিত ছিলেন, শেষ পাস্কা পর্ব্ব পালন সময়ে তিনি রুটী ভিজাইয়াছিলেন, একটী গানও করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকলের আদেশ শাস্ত্রেতে কিছুই নাই। প্রভুপ্রদত্ত প্রার্থনা সম্বন্ধীয় বিবরণটী পাঠ করিয়া স্পষ্ট

জানা যায় যে, উক্ত প্রার্থনাটী কেবল আদর্শ প্রার্থনা নহে, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যানুসারে সতত ব্যবহার করা খ্রীষ্ট ভক্তগণের প্রকৃত লক্ষণ। যোহন যিহূদী প্রথানুসারে আপন শিষ্যদিগকে একটী একটী প্রার্থনা শিখাইয়াছেন, ইহা শিষ্যেরা জানিয়া প্রভুর নিকটে গিয়া কহিল, আপনিও আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন। এই উপলক্ষে প্রভু আপনার জগৎ বিখ্যাত প্রার্থনা শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

৩। আদিম মণ্ডলীতে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার আভাস শাস্ত্রেতেই পাওয়া যায়। প্রেঃ ৪, ২৪ পদে লেখা আছে যে, তাঁহারা "এক চিত্তে" প্রার্থনা করিলেন। নিয়ম, পদ্ধতির বিরুদ্ধে কাজ করাতে সাধু পৌল করিন্থ মণ্ডলীর লোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ১করি ১৪, ২৬। ১ তিমঃ ২, ১ পদে প্রার্থনা, বিনতি ও ধন্যবাদের উল্লেখ আছে। কলঃ ৩, ১৬ পদে নানা প্রকার সংগীতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। জষ্টিন মার্টার ও অরিজিন এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাধু যাকুবের উপাসনাবলি তৃতীয় শতাব্দীতে যিরূশালম নগরে ব্যবহৃত হইয়াছিল; সাধু মার্কের, আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগরে প্রচলিত ছিল; কনেষ্টান্টিনোপেলে ব্যবহারার্থে সাধু খ্রুসষ্টম, সাধু বাসিল কাপাদকিয়ায় ব্যবহারার্থ একং খানি সাধারণ প্রার্থনা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও পূর্ব্ব নিরূপিত ও লিখিত সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক যে অনেক পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আর প্রেরিতদের মৃত্যুর অনতি বিলম্বে নানা দূরদেশে এককালে এই প্রথা প্রচলিত হইবার এক মাত্র সম্ভাব্য কারণ এই যে, তাঁহারা নিজেই এবম্প্রকার বিধান দিয়া গিয়াছিলেন। অতএব সহজ জ্ঞান, যিহূদী মণ্ডলীর ধারা, প্রভুর ব্যবহার ও আদিম মণ্ডলীর প্রথাদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব রচিত ও লিখিত প্রার্থনা এবং বিধান ও প্রণালী ঈশ্বর সেবায় চিরকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এইরূপ প্রার্থনার উৎকৃষ্টতার কয়েকটী কারণ উল্লেখ করা যাইবে। (১) এই পদ্ধতি থাকিলে সকল স্থানের লোকদের প্রার্থনায় বাস্তবিক ঐক্য থাকে এবং এক স্থানের লোক স্থানান্তরে গিয়া মণ্ডলীর উপাসনাতে অনায়াসে যোগ দিতে পারেন। (২) প্রার্থনার ভাবের জন্য অন্যের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারা যায়। (৩) কোন বিশেষ শিক্ষা ও ভাবের প্রাদুর্ভাব জন্মে না। (৪) এক জনের অপ্রতিহত আধিপত্য থাকে না, সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তির অহঙ্কারের সম্ভাবনা নাই। (৫) পুনরুক্তি বা অশিক্ষিত লোকদের অত্যুক্তি ও অভক্তিসূচক বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কা থাকে না।

এ স্থলে একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আধুনিক ডিসেন্টারদের এই প্রথার প্রতি সাধারণতঃ যেরূপ বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষভাব দেখা যায়, তাহার কিছু মাত্র ব্যাক্স্টার প্রভৃতি প্রাচীন ভক্ত লোকদের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা প্রার্থনা পুস্তকের কোনং অংশ সম্বন্ধে আপত্তি

করিয়াছিলেন বটে, এবং তাহা সংশোধনের চেষ্টাও পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে কোন কটু বা শ্লেষ উক্তি করেন নাই। ইউরোপের লুথার, কালভিন প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারকদের প্রার্থনা পুস্তক সম্বন্ধে কেন, বিশপ দ্বারা মণ্ডলীর শাসন, হস্তার্পণ ইত্যাদি মণ্ডলীর অনেক বিষয়ে, কেবল যে আপত্তি ছিল না তাহা নহে, বরং নানা কারণ বশতঃ সে সকলের অনুকরণ করিতে না পারাতে সাতিশয় দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুশিক্ষিত ডিসেন্টার প্রচারকেরা এই প্রথা আপনাদের মধ্যে প্রচলিত হয় এ রূপ ইচ্ছা মধ্যে২ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ও সে বিষয়ে উদ্যোগ দেখাইতে ত্রুটি করেন না। ধার্ম্মিকপ্রবর ওয়েসলী যে মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তক-ভক্ত ছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে যে পূর্ব্বে ইহার প্রতি অনাদর ছিল না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এখন-বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে ওয়েসলির তাদৃশ প্রতিপত্তি নাই, সুতরাং তাঁহার শিক্ষা ও বিধান যে অগ্রাহ্য হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিবিধ বিষয়।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ সংস্কারক মার্টিন লুথরের জন্মের চতুর্থ শত বাৎসরিক উৎসব আগামী ১০ নবেম্বরে পালিত হইবে। আমাদের ব্রাহ্ম সহযোগী "লিবেরাল" বলেন যে, লুথরের জন্মের পর চারি শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত "প্রটেষ্টান্ট" নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রোমীয় মণ্ডলীর বহির্ভূত খ্রীষ্ট সম্প্রদায় সকল আর কত দিন রোমীয় মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকিবে?

বোম্বাই অধিবাসীগণ ভাল করিয়া ডিউক অব্ কন্যাট এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে অভ্যর্থনা করিবার যোগাড় করিতেছেন। তদুপলক্ষে আমরা শুনিতে পাই মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। কলিকাতার এক রকম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

বিলাতের বড়২ লোক ইলবার্ট বিলের পোষকতা করিয়া কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন ও বক্তৃতাও করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ভারতে ইউরোপীয়দের অতিরিক্ত আধিপত্য সংযম করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক, স্যর আরথর হবহউস, অধ্যাপক মোক্ষমূলরের ন্যায় সদাশয় মহাত্মারা এতদ্বিষয়ে যে২ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উক্ত বিলের পোষকতা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা বিপক্ষগণের পক্ষে বিষম ব্যাপার। বিল পাস করা অথবা না করা শেষে লর্ড রিপণেরই হস্তে থাকিবে। ইংরেজেরা কেন ক্ষেপিয়া গিয়া-

ছেন, তাহা আমাদের বলা দুঃসাধ্য।

প ইনিয়র নামে ইংরাজী পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, জাবা দ্বীপে আগ্নেয়োৎপাত এখনও হইতেছে। আজকাল আগ্নেয়োৎপাত ও ভূমি কম্পের কথা যেথানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, মেঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হইবেন। তিনি যে রূপ যোগ্যতা সহকারে এতাবৎকাল কায করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাহাই তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার শুনিলাম যে সে জনরবটী সত্য নহে।

✓ জাতীয় ধন ভাণ্ডার সংস্থাপনের কথা শুনিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহাতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হয়, তাহাতে যে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে জাতীয় ধন ভাণ্ডারের ন্যায় গুরুতর কার্য্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে অথবা সঙ্গে কতক গুলি গুণের সমাবেশ থাকা চাই। প্রকৃত আত্ম শাসন, আত্ম সংযম, স্বাধীনতা, পরোপকারিতা, জাতীয় সহানুভূতি, একতা, কর্ত্তব্যানুরাগিতা, সত্যপ্রিয়তা এবং আর২ গুণের উপরে প্রকৃত মহত্ত্ব স্থাপিত রহিয়াছে। যদি উক্ত মহত্ত্বের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করা যায়, যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তদ্বিষয়ে সফলপ্রযত্ন হওয়া যায়, তাহা হইলেই জাতীয় ধন ভাণ্ডারের ন্যায় গুরুতর প্রস্তাব সুফলপ্রদ ও কার্য্যকারী হইতে পারে। আমাদের সুবিজ্ঞ সহযোগী বঙ্গবাসীর দুই এক কথায় যে রূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য না করিলে বিপরীত ফলোৎপত্তির সমূহ সম্ভাবনা।

আগামী অকটোবর মাসে বিলাতের রিডিং নামক স্থানে এ বারে চর্চ্চ কনগ্রেস হইবে। অক্সফোর্ডের বিশপ সভাপতি হইবেন। তদুপলক্ষে অনেকানেক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। যেহ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, যথা, বর্ত্তমান বিজ্ঞানোন্নতির সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সম্বন্ধ। বাইবেল সমালোচনা এবং ঐতিহাসিক আবিষ্ক্রিয়ার সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সম্বন্ধ। মণ্ডলীস্থ সাধারণ লোকদের মন্তব্য জ্ঞাত হইবার প্রকৃত উপায় নিরূপণ; স্ত্রীলোকদের কার্য্য। বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা। নির্ম্মলতা। স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের অবনতি নিবারণ করিবার উপায় নিরূপণ। দারিদ্র্য ও পরিমিতব্যয়। বিদেশীয় মিসন ক্ষেত্র। খ্রীষ্টমণ্ডলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীষ্টমণ্ডলী এবং সাধারণ বিদ্যালয় সমূহ। রবিবার পালন। রবিবাসরীয় শিক্ষা। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। মণ্ডলী সম্বন্ধীয় আদালত। ইত্যাদি। বিদেশীয় মিসন ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ভার বিশপ ফ্রেঞ্চ, উইলিয়ম মিউর, আর্চ ডিকন ফাররের এবং রেভঃ টউনসেণ্ড ষ্টরসের হস্তে পড়িয়াছে। উক্ত কনগ্রেসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইলে পর আমরা বিশেষ২ জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুবাদ

করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব।

১৮৮২ সালে বিলাতের ডাক ঘরের চিটীর সংখ্যা ১,২৮০,০০০,০০০ এবং পোষ্ট কার্ডের সংখ্যা ৪৪,০০০,০০০ হইয়াছিল।

কাপ্তেন ওয়েবের ন্যায় অতি অল্প লোকই সন্তরণ করিতে পারিত। নদ নদী পার হওয়া তাঁহার পক্ষে খেলার বিষয় ছিল। তিনি অবলীলাক্রমে ৫। ৬ ক্রোশ সাঁতার দিয়া যাইতে পারিতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিস্ চ্যানেল সাঁতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সফল-প্রযত্ন হন নাই। তাহার পরে আর এক সময় সেই কর্ম্মে কৃতকার্য্য হন। তখন তিনি প্রায় ২২ ঘন্টাকাল জলেতে ছিলেন। সম্প্রতি জগৎ বিখ্যাত নায়েগেরা জলপ্রপাত সন্তরণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। কি সাহসে তিনি এমন ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা বলিতে পারি না। প্রকৃতির সহিত এমন অসঙ্গত সংগ্রাম করা ঘোর অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। এ লোমহর্ষণ ব্যাপার পাঠ করিয়া দুঃসাহসিক ব্যক্তিদেরও জ্ঞান জন্মিবে। এ কর্ম্ম এক রকম আত্মহত্যা বলিতে হইবে এবং তাহা নিবারণ করা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিতান্ত উচিত।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে মান্দ্রাজের একজন দেশীয় মিসনরির স্ত্রী নাকি একটী স্থানীয় আদালতে উকিলের কর্ম্ম করিতে অনুমতি পাইয়াছেন। ভারতে স্ত্রীলোকদের এ প্রকার কর্ম্মের এটী সুত্রপাত বলিতে হইবে। আমাদের দেশের লোকেরা কিছু নুতন করিতে পারেন না, কিন্তু অনুকরণ করিতে বড়ই পটু। সকল বিষয়ে ইউরোপীয়দের অনুসরণ করা কতদুর দেশোন্নতি সাধক, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনকার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ, বা আপনি আমার নিম্ন লিখিত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর প্রদান করিলে চিরবাধ্য হইব।

১। মৃত্যুর পর মানবাত্মার কোন পরিবর্ত্তন, বা উন্নতি সংঘটিত হইতে পারে কি না?

২। মৃত্যুর পর মানবাত্মা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা অবগত হইতে পারে কি না।

বশম্বদ,

শ্রী ———

এক্সিটরের বিশপের সবন্ধের মধ্যে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্যে পাদরি বয়েড সাহেব চারি লক্ষ টাকার উইল করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ডাক্তর লিভিংষ্টনের শ্বশুর সুবিখ্যাত ডাক্তার মফেটের গত ৯ই আগষ্টে মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কাফ্রিদের নিকট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া-

ছিলেন এবং আফ্রিকা দেশে প্রায় ৫৪ বৎসর কাটান।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সহভাগিত্বে, স্কটল্যাণ্ডে ৭ জন বিশপ, ৪ টী ক্যাথিড্রেল অর্থাৎ মেরে, সেন্ট এনড্রুস, ইডেনবরা, এবং আরগিল আছে। ২০৩টী গীর্জা, এবং ২৪৬ জন পুরোহিত আছে।

অল্পদিন হইল ইসচিয়া নামক দ্বীপে কাসামিকসিওলা নামক একটী নগর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দ্বারা একেবারে বিনষ্ট ও ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আনুমানিক ৪ হাজার লোক মারা পড়িয়াছে, এবং অনেকের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। শুনিলাম বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ গ্রিন সাহেব উক্ত সহরে ছিলেন, তিনিও এই ভূমিকম্পে মারা পড়িয়াছেন। ইতালীর রাজা এই শোচনীয় ঘটনার পর আপনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আপনার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাহাতে আঘাত প্রাপ্ত লোকদের উপকার হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা উক্ত ঘটনার সময় মৃতপ্রায় লোকদের উপকার করিয়াছিল, তাহাদিগকেও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরস্থ ভ্রাতৃগণ শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, তাঁহাদের অনেক দিনের পালক ব্লুমহার্ট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী ওয়াটেমবর্গ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিসন কার্য্যের নিমিত্তে প্রস্তুত হইবার জন্যে প্রথমে বাসিল বিদ্যালয়ে, পরে ইস্‌লিংটন কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ ব্লুমফিল্ড কর্ত্তৃক পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ সালে তিনি আবিসিনিয়ায় যান, কিন্তু তথা হইতে নিষ্কাসিত হইলে, ভারতে আসিয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ১৮৩৯ সাল হইতে ১৮৭৭ পর্য্যন্ত মিসন কার্য্য করিয়া বিলাতে শেষ যাত্রা করেন। ইহার এক পুত্র কয়েক বৎসরের জন্য এদেশে মিসন কার্য্য করেন। ইনি বাঙ্গালীদিগকে বড় ভাল বাসিতেন এবং বাঙ্গালীরাও ইহাকে বন্ধু মনে করিত। বোধ হয়, সেই জন্যেই বা তাঁহার এই দেশে পুনরাগমনের বাধা পড়িল?

বাঙ্গালীর স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে ইংলিশম্যান পাঠ করিলে যেমন স্বভাবতঃ তাহা অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি আমেরিকার ট্রুথ সীকর (Truth Seeker) পত্রে খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রি অথবা স্যালভেষণ আর্ম্মির কোন দোষ বর্ণিত দেখিলে স্বভাবতঃ তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সুবিজ্ঞ সহযোগী বঙ্গবাসী বোধ হয় ট্রুথ সীকার সম্পাদকের কাণ্ড কারখানা জানেন না, জানিলে ঐ ঘৃণিত পত্রের কুৎসিত দোষারোপ দ্বারা আপনার পত্র কলুষিত করিতেন না। তাহা ছাড়া এ সব বিষয় কাগজে ছাপাইবার উদ্দেশ্য কি? ইহা কুরুচির পরিচায়ক মাত্র, আর কিছু নহে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কি ইহাতে লুপ্ত হইয়া যাইবে?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দক্ষিণ বাঙ্গালায় আমেরিকান ফ্রী বাপ্তিষ্ট মিশন ক্ষেত্রের কার্য্য বিবরণী।

উক্ত বিবরণী কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমাদের হস্তগত হওয়াতে গতবারে উহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে পারি নাই। প্রেরয়িতা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

এই বার্ষিক রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছি; ইহার যথেষ্ট প্রমাণ এই যে আদ্যোপান্ত ইহা আমরা পাঠ করিয়াছি। যাঁহারা আজ কাল মিশন রিপোর্ট আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহারা অতি বিরল এবং আমরাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত নহি। তজ্জন্যই আমরা বলিতেছি যে, ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজ কাল যে ধরণে রিপোর্ট লেখা হয়, তাহাতে বোধ হয় যেন পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করাই লেখকের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল ঘটনা গোলাপ-রঞ্জিত বলিয়া যেন বোধ হয়। সুতরাং রিপোর্ট পড়িতে সাধারণের বড় প্রবৃত্তি জন্মে না। বাঙ্গালায় আমেরিকান ফ্রী বাপ্তিষ্ট মিশনের কার্য্য বিবরণী এ দোষে প্রায় দূষিত নয় বলিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছে। রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী নূতন যুগ উপস্থিত বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে।

যেখানে এত উদ্যোগী কর্ম্মচারীগণ পরিশ্রম সহকারে আপনাদের কার্য্য করিতেছেন, সেখানে এক জনের বিশেষ করিয়া নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা এ স্থলে না বলিয়াও থাকিতে পারি না যে, ডাক্তার ফিলিপ্স যে ধাতুর লোক, তাহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভা যেন তাঁহার সকল কার্য্যে অঙ্কিত রহিয়াছে। সরল ভাবে প্রকৃত ঘটনা গুলি বিবৃত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যেখানে প্রসংশা করিতে হয়, সেখানে তিনি প্রশংসা সূচক কথা ব্যবহার করিয়াছেন, যেখানে শোচনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে হয়, সেখানে তিনি অসঙ্কুচিত ভাবে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমে লেখা আছে, "এ বৎসর এমন কিছু নূতন বিষয় লিখিবার নাই, কিন্তু পাঠক যে এই কার্য্য বিবরণীতে প্রকৃত বৃদ্ধি ও উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না, তাহাও নহে। সংখ্যার বৃদ্ধিতে যে এই উন্নতি প্রকাশ পায় তাহা নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অযোগ্য সভ্যদিগকে নির্ব্বাসিত করাও উন্নতির লক্ষণ" ইত্যাদি। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কয়জন মিশনরী কার্য্যতঃ এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন? সংখ্যা পূরণ করাই কি অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? যেন তেন প্রকারেণ সংখ্যা ঠিক রাখিতে পারিলেই হইল।

চরিত্রে জীবন্ত খ্রীষ্টীয়তা প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে বড় দৃষ্টি থাকে না। আবার বিবরণী লেখক বলিয়াছেন,

মণ্ডলী হইতে নিষ্কাসিত অথবা ছিন্ন করা উন্নতির লক্ষণ। অনেকে হয়ত এই কথায় অবাক্ হইয়া যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে অবাক্ হইবার কোন কারণ নাই। যাহারা খ্রীষ্টীয় আহ্বান অনুসারে চলে না, যাহারা গোপনে বিধর্ম্মী সাংসারিকদের ন্যায় "অন্ধকারের ক্রিয়াতে" নিমগ্ন থাকে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মণ্ডলীর বল নহে, তাহারা মণ্ডলী ও সমাজের দুর্ব্বলতার কারণ স্বরূপ, তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে মণ্ডলীচ্যুত করিয়া সংশোধন করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত ও সাধারণের হিত জনক। অযোগ্য সভ্যগণকে কোন প্রকারে সভ্য বলিয়া গণনা করা ও পুষিয়া রাখা যারপর নাই অবিহিত। উক্ত বিবরণীর পঞ্চম পৃষ্ঠায় বালেশ্বর মণ্ডলী সম্বন্ধে লেখা আছে, "কতকগুলি লোকের পতন দ্বারা অন্যদের শিক্ষা লাভ হইয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে।" আমরা তাহাই বলি। অযোগ্য ও দুরাচারী ব্যক্তিদিগকে শাসন দ্বারা দৃষ্টান্তস্থল স্বরূপ কর, তাহা হইলে অপরের উপকার হইবেই হইবে। এই বিবরণী সম্বন্ধে আমাদের আর যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

"এফিফ্কণী"। অক্সফোর্ড মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত। উক্ত নামে এক খানি ইংরাজী এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আলোচনা করাই এই পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কাগজে সকলের লিখিবার অধিকার থাকিবে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান সকলেই ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাদের বিশ্বাস ও সন্দেহের বিষয় উহাতে উত্থাপিত করিতে পারিবেন। আমরা বোধ করি এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইহা একটী অতি সুন্দর উপায়। প্রথম দুই এক সংখ্যা পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, ইহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইবে। ইহাতে যেরূপ প্রীতি, সম্মান, সহানুভূতি ও চিন্তাশীলতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে ইহা দ্বারা সাধারণের মঙ্গল হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। ভাষা ও ভাব কিছু সহজ হইলে সাধারণের আরও পাঠোপযোগী হইতে পারে। অল্প শিক্ষিত লোকেরা যাহাতে উহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য, ভরসা করি, সমধিক চেষ্টা করা হইবে।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

'মুক্তাহার'। 'হিন্দুধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধিকরণ'। 'সুকুমারী'। আমাদের হস্তগত হইয়াছে; আগামীবারে সমালোচিত হইবে।

শ্রী ন, মিত্র, আব্দুল। এবারে ক্ষমা করিবেন। আগামীবার হইতে নিয়মিত রূপে আপনার সম্বাদাদি প্রকটিত হইবে।

"ধনীর প্রতি"। আমরা মনে করিয়াছিলাম এই পদ্যটি এবারে প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু স্থান হইল না। আগামী বারে দেখা যাইবে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা নবেম্বর ১৮৮৩। [২ সংখ্যা।

সুলেমানের জীবনী সমালোচন।

ভিক্‌টর হ্যুগো নামক বর্ত্তমান শতাব্দীর এক জন প্রসিদ্ধ ফরাসিস্ উপন্যাস লেখক ও কবি বলেন, জগতে তিনটী অদ্ভুত পদার্থ আছে, অর্থাৎ সমুদ্র আকাশ ও মানব হৃদয়। আমাদের বোধে, ক্ষুদ্র মানব-হৃদয় বিচিত্রতা সম্বন্ধে আকাশ ও সমুদ্র এ উভয়ের সমষ্টি ফল। বস্তুতঃ যে২ উপকরণে এই অসামান্য দ্রব্যটী রচিত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের গভীরতা ও আকাশের অনন্ততা এবং উভয়ের ক্ষণিক-প্রশান্ত ও ক্ষণিক-লীলাময় পরিবর্ত্তনশীল ভাব একাধারে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। নীলিমারঞ্জিত সাগরবারির প্রসাদগুণ, অন্যথা, বাত্যাস্পৃষ্ট ঊর্ম্মিমালার সমর-নির্ঘোষ, অথবা প্রলয়াবসানে অবসন্ন জলধিবক্ষের শ্বেত ফেনকলাপ,—এ সকলই তোমার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডে মিশিতেছে; অন্যত্র, তোমার মস্তকোপরি লম্বায়মান দিগন্তব্যাপী অনন্ত গগনের অনন্ত ভঙ্গী,—ঋতুকালভেদে তাহার বিশাল প্রাঙ্গণে তরঙ্গায়িত মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র ইত্যাদি যদি দেখিতে চাও, তাহাও তোমার ঐ হৃদয়াধারে নিহিত রহিয়াছে।

রক্তমাংসে রচিত এই অদ্ভুত মানবহৃদয়ের ইহজগতে অস্তিত্বকালীন গতি বিধি, ক্রিয়াকলাপের নাম "জীবন-বৃত্তান্ত।" ভারতের বৃত্তান্ত বিশেষকে যেমন তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস বল, হৃদয়ের বিবৃতিকেও তদ্রূপ আমি জীবন-বৃত্তান্ত বা জীবন-ইতিহাস বলি। যে হৃদয় নামক অদ্ভুত পদার্থে, মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার, যাহার বিচিত্র, অনন্ত লীলায় পড়িয়া তুমি, আমি সকলেই কখন২ ঘূর্ণিত, মথিত, আকর্ষিত হইয়া ভ্রমণ করি, তাদৃশ যুগপৎ শক্তি

ও দৌর্ব্বল্য সমাশ্রিত পরমায়ুপুঞ্জসমষ্টি এই হৃদয়ের ইতিহাস জানিতে কাহার কোন্ কালে অনিচ্ছা বা অশ্রদ্ধা হয়? কএকটী স্থান, কাল ও অবস্থাভেদজনিত বিষয় যদি পরিত্যাগ কর, তবে এ জগতে হৃদয় হৃদয়ান্তরের প্রতিবিম্বধারী আশ্চর্য্য দর্পণ। অন্তর ও বহির্জ্জগতের ভিন্ন২ নিয়মানুসারে হৃদয়ের ইতিহাসও স্বতন্ত্র ও বহুবিধ হইয়া থাকে; অর্থাৎ স্থান, কাল, অবস্থা এবং ক্বচিৎ জাতিভেদ জনিত মানব হৃদয়ের বহির্জ্জগৎ-বৃত্তান্ত সকলের কখনই এক প্রকার হইতে পারে না, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের দিগে যদি নেত্র পাত কর, দেখিতে পাইবে, তোমার ও আমার হৃদয়গত সাদৃশ্য এত প্রচুর যে, উভয়ে কোন প্রভেদ নাই বলিলেও কখনও অত্যুক্তি হয় না। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাবর্জ্জিত কোন বর্ব্বর যদি আপন অন্তর্জ্জগতের আমূল হৃদয়-বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে বর্ত্তমানকালীন সভ্যতম দেশের মহাবিজ্ঞ সম্রাটও সে বৃত্তান্তে নিজ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে২ স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত হইতেন। বস্তুত, বিধাতা-নির্ম্মিত এই ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডাধারে বিপরীত গুণবিশিষ্ট কত প্রকার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, সে বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া একজন প্রসিদ্ধ কবি খ্যাত নামা পণ্ডিত বেকন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অত্যুক্তি বোধ হয় না।*

এই জন্য আজ আমরা স্লেমান রাজার জীবনচরিত আলোচনা করিতে বসিয়াছি। স্থান, কাল ও অবস্থাগত বৈষম্যহেতু তাঁহার বহির্জ্জগৎ বৃত্তান্তের সহিত আমাদের সাদৃশ্য অতি অল্প, সুতরাং সে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন বা বিচার করাও তত আবশ্যক বোধ হয় না। তাঁহার তুল্য জ্ঞানী এবং ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট ধরাতলে আর জন্মিবে না, একথা বলা কেবল দ্বিরুক্তি করামাত্র। স্লেমান রাজার ন্যায় স্থান, কাল ও অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তোমার অথবা আমার মনের বহির্জ্জগৎ চরিত্র কোন্ প্রকার গতি ধারণ করিত কে বলিতে পারে? কাল সম্বন্ধে তিনি জগতের কৈশোরাবস্থায় আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন এবং তুমি আমি এখন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার খরস্রোতে ভাসিতেছি। এ সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া একবার তাঁহার অন্তর্জ্জগতবিলীন মানব-হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অমনি দেখিবে খ্রীষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যে হৃদয়ে শোণিত সঞ্চার হইত, তাহার গূঢ়তম প্রদেশের অন্তঃকাহিনী, তোমার বর্ত্তমান জীবনকাহিনীর সহিত কেমন আশ্চর্য্যরূপে মিলিতেছে! দেখিবে তোমার আমার বাঙ্গালী-জীবনের মত তাঁহার জীবনেও সেই অদ্ভুত বিচিত্র লীলা,—সেই বিপুল বিলয়-ভূয়িষ্ঠ-লালসা,—সেই অর্দ্ধ-পশু-অর্দ্ধ-নরাকৃতি মনোদেহে স্বর্গ নরক, আলো আঁধার, আসল নকলের অনন্ত অচিন্ত্য দুশ্ছেদ্য বন্ধন,—আর সায়াহ্নে তোমার আমারই মতন নগরপ্রান্তে নিভৃত নিস্তব্ধ সেই

* "The wisest, greatest, meanest of mankind."

সঙ্কীর্ণ সমাধিশয্যা!! এত আশা, এত চিন্তা, এত শ্রম, এত ক্লান্তির চরম পুরস্কার কি ঐ ভীষণ বিস্মৃতি-মন্দির! নয়নের অশ্রু, কপোলের ঘর্ম্ম, প্রাণের পিপাসা, মর্ম্মের বেদনা, এ সকলের অন্তিম পরিণাম কি ঐ মৃত্তিকাগর্ব্বের আঁধার বিজন কক্ষ! কে বলিবে, কে বুঝিবে মানবহৃদয় সম্বন্ধে বিধাতার কি অদ্ভুত অনন্তলীলা! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বুদ্ধ গৌতম গাইয়াছিলেন,—"সর্ব্বং নির্ব্বাণং গচ্ছতি!"

তাই বলিতেছিলাম, আজ আমরা সুলেমান রাজার জীবন চরিত আলোচনা করিব। তোমার আমার সকলেরই অন্তস্তলের মর্ম্ম কাহিনী যদি বিস্ময়কর হয়, তবে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব চরিত্রের অদ্ভুত গতি তো বৈচিত্র্যপূর্ণ হইবারই কথা। কে কোথায় তাঁহার তুল্য জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য ভূষিত হইয়া সংসার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে? ধর্ম্মগ্রন্থ খোলো,—দেখিবে, সে তরুণ জীবনাকাশে মেঘ নাই, মালিন্য নাই, ঝটিকার কোন পূর্ব্বসূচনা নাই,—যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সকলই প্রশান্ত, পরিষ্কার, স্নিগ্ধ ও রমনীয়,—সে শুভ্রগগনে সদ্যোদিত বালসূর্য্যের নির্ম্মল রশ্মিতে স্বদেশ বিদেশ কেমন উজ্জ্বল বর্ণে আলোকিত! বিধাতা সুলেমানের প্রতি কিছুতেই কার্পণ্য করেন নাই; যেং দ্রব্যে মানবজীবন অলঙ্কৃত হইতে পারে, সে সকলই তিনি প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন। এখন একবার সেই অপূর্ব্ব গগনাঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টি করিয়া দেখ;—এই কি সেই বালার্করশ্মিমণ্ডিত প্রভাত আকাশের পরিণাম!—এই কি সেই মেঘশূন্য মালিন্যহীন প্রশান্ত ভাবের অপবাহ্নদশা! সে জীবন—সে নয়নমন স্নিগ্ধকর বিমল জীবন কই? সে জীবনের প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য ও শোভাই বা কোথায়? কাহাকে জিজ্ঞাসা কর,—ঐ দেখ সংসারের বিলাস নামক পঙ্কখাত-উদ্ভূত বাষ্পজালে আচ্ছন্ন সুলেমানের জীবনসূর্য্য সন্দেহ সাগরে অস্ত যাইতেছে। পরজগতের পরপ্রান্তে সে জীবনসূর্য্যটীর যে কি দশা হইবে, ঈশতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে সে মহাসমস্যার আজ পর্য্যন্ত কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই।

আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে, বিষাদে ক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করি,—কিসে এমন হইল? কাহার দোষে এ অবস্থা? কোন পাপে এ গুরু দণ্ড বিধান? এ "ঘোরতর পতনের" কারণ কি? আরববাসীদের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী আছে যে সুলেমানের বৃদ্ধবয়সের অবলম্বনী যষ্টিতে একটী ক্ষয়-কীটের বাসা ছিল। যথার্থ কথা! সে কীটের নাম সংসারপ্রিয়তা। তাহার আকৃতি শতস্কন্ধ! বহুবিবাহ, দেবপূজা, ধর্ম্মশিথিলতা, ভোগবিলাস প্রভৃতি কএকটী প্রধানং স্কন্ধের বিষয় আমরা কিছুং উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

আত্মোৎসর্গ।

যখন আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি, তখন কত অধিক সংখ্যক লোকের জীবন দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কেবল ভারতে নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, রুশিয়া এবং পৃথিবীর সর্ব্বাংশে মনুষ্যের হাহাকার রব যেন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে সকলে এক তানে বলিবে, "স্বার্থপরতা ও ঘোর বিলাস প্রিয়তাই আমাদের দুঃখের মূলীভূত কারণ।" ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে, আত্মোৎসর্গের অভাবই এই মহা অনর্থের মূল। আত্মোৎসর্গের অভাবে, ধনবান লোকেরা লক্ষপতি হইয়া শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত, বিদ্বান জনগণ হিংসা, দ্বেষ ও কলহ পরতন্ত্র এবং বিশ্বাসীগণ নানা প্রকারে কুসংস্কারাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আত্মোৎসর্গকে কর্ণধার না করিলে আমরা এই ভীষণ সংসার সাগরের বাত্যা ও বীচিমালায় বিচলিত হইয়া অবশেষে উজ্জ্বল ও প্রভাতীয় নক্ষত্র দর্শন বিহীনে ঘোর বিনাশ দ্বারা আক্রান্ত হইব। কিন্তু যে মহাত্মারা আত্ম ত্যাগ ও আত্ম উৎসর্গের মূল মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারা ভয়ানক তরঙ্গমালার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমময় বদন নিরীক্ষণ করিতে২ নির্দ্দিষ্ট বন্দরে উপনীত হন। যিনি আমাদের কাণ্ডারী, তিনি নিজে আত্ম উৎসর্গদ্বারা আপনার বিশ্রামে উপনীত হইয়াছেন। ঈশ্বর আত্মোৎসর্গের সহিত যে অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ ও সুখ সংযোগ করিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সংসার এই ঘোর অনিষ্টপাতের প্রবল স্রোত নিবারণ করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে এবং করিতেছে, কিন্তু যে২ উপায় আত্মোৎসর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, সেই২ উপায় কার্য্যকর হয় নাই। স্বার্থপরতা নিবারণ করিতে না পারিলে প্রকৃত মঙ্গল হইবার অণুমাত্রও আশা নাই। খ্রীষ্টের ক্রুশ, সেই মহাযজ্ঞের ভাব বিস্তৃত না হইলে এই পৃথিবীর পুনর্জ্জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক যে ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে মনুষ্য আর কোন ভিত্তিমূল স্থাপন করিতে পারে না। অনেক আইন করা হইয়াছে ও হইতেছে, সমাজতন্ত্র সংগঠন করিবার অনেক উপায়, অনেক প্রকারে, অনেক সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই, হইতেও পারে না। পাপের বলি হইয়া যিনি পৃথিবীকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ও তাঁহার মৃত্যু দ্বারাই পৃথিবীর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে। অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্রে এই ত্যাগ স্বীকার ও এই আত্মোৎসর্গের কথা প্রত্যেক ছত্রে, প্রত্যেক পংক্তিতে জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত আছে। এই বৈজ্ঞানিক শতাব্দীর কুহকে পড়িয়া অনেকে এই সার সত্যটী বিস্মৃত হইতে পারেন। "আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত, তথাচ জীবিত রহিয়াছি;" অর্থাৎ আত্ম উৎসর্গরূপ মৃত্যুই আমাদের

জীবন। ঈশ্বরের জীবন আত্মোৎসর্গের জীবন, কেন না ঈশ্বর প্রেমময়। প্রেমই আত্মোৎসর্গ। প্রেম গ্রহণ করিবার অপেক্ষা দান করিতে ভাল বাসে। যদি ঈশ্বরের জীবন আত্মোৎসর্গ না হইত, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকে প্রেমময় বলিতে ভাবিতাম না। যে প্রেম আত্ম-সমর্পণে তৎপর নহে, তাহা স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরের জীবন এই আত্ম-সমর্পণকারী প্রেমের প্রবাহস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি এক প্রকার ঈশ্বরের আত্মোৎসর্গ। ইহাতে ঐশিক সত্তার আত্মসমর্পণ প্রতিফলিত রহি-য়াছে। অতএব এই ঐশিক স্বভাব, ঐশিক প্রেম, ঐশিক আত্মোৎসর্গ যদি মনুষ্যের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই এই শোক দুঃখ পূর্ণ ধরা রূপান্তরিত হইতে পারে, নতুবা সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিজ্ঞেরা সচরাচর যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহাতে রোগ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে না।

চর্চ্চ কাউন্সিলের কার্য্য বিবরণী।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, আমাদের "বঙ্গবন্ধু" পত্র খানি মণ্ডলীর দেশীয় ও বিদেশীয় শুভা-কাঙ্ক্ষিগণের অনুগ্রহে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছে। কোন কমিটী বিশেষ ইহার মা বাপ নয় এবং দৌহিত্র বা পৌত্র বলিয়া কোন বিশেষ সোসাইটী ইহাকে স্বীকার করেন না। সুতরাং মিসনক্ষেত্রে আমা-দিগের বড় প্রতিপত্তি নাই। বোধ হয় এই জন্য মিসন কার্য্য বৃত্তান্ত আফিষে পচিয়া গেলে বা মুদির দোকানে মসলা বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হইলেও তার এক-খানি পাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের অনুগ্রহে এই অভাব ও মনের খেদ অনেক পরি-মাণে দূর হয়; অতএব তাঁহাদিগের নিকটে আমরা যে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সম্প্রতি কোন বন্ধু হইতে আমরা চর্চ্চ মিসনরী সোসা-ইটীর তৃতীয় চর্চ্চ কাউন্সিলের একখানি বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। শুনিতে পাই, প্রপেগেশন সোসাইটীর নাকি একটী চর্চ্চ কাউন্সেল হইবে; তবেই ত সুপ্র-তুল! এ সোসাইটীর চর্চ্চ কাউন্সেল হইল, ও সোসাইটীর চর্চ্চ কাউন্সেল হইল, আসল চর্চ্চ কাউন্সেল কোথায়? মিসনরী সোসাইটীরা অনেক বিষয় গলা-টিপি দিয়া নষ্ট করিয়াছেন, এখন দেখিতে পাই, মণ্ডলীর (চর্চ্চের) অপমৃত্যু উপস্থিত প্রায়। কিছু দিন পরে সোসা-ইটীর বিশপ হইবে, এবং সোসাইটী ইহাঁদের উপর হুকুম চালাইবেন, তাহা হইলেই আমাদের দশাটী রোমান কাথ-লিকদের হইতেও অধম হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাদের মধ্যে পোপ সর্ব্বে সর্ব্বা, আমা-দের মিসনরি সোসাইটী বহুমুণ্ড-বিশিষ্ট পোপ হইবেন। সে যাহা হউক, এস্থলে একটী কথা বলে রাখা ভাল, অর্থাৎ সি,

এম, এস, অথবা এস, পি, জি, যে কোন মিসনরী সোসাইটী হউক না কেন, ইহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য প্রণালী অনেক অংশেই সমান, সুতরাং সকলের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা একই রকম।

মিসনরী সোসাইটী, মণ্ডলীর শাখা বা অংশ মাত্র, তবে সোসাইটীর কি প্রকারে চর্চ্চ কাউন্সিল হইতে পারে এ কথাটী আমরা বুঝিতে পারি না; এ যে "সাত হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির" কথা হইল। যদি মণ্ডলীতে পাঁচটী সোসাইটী থাকে এবং এক২ সোসাইটীর এক একটী স্বতন্ত্র চর্চ্চ কাউন্সিল হয়, তবে মণ্ডলীর "একতা" রহিল কোথায়? আবার দেখিতে পাই, "চর্চ্চ কাউন্সিলের" একটী বিশেষ বিশেষণ আছে; "নেটীব" (দেশীয়), সুতরাং "ফরেন" (বিদেশীয়) একটী কৌন্সিল থাকিতে পারে বা আছে, তবে "সার্ব্ব" মণ্ডলীতে বিশ্বাস করায় ফল কি? ধর্ম্মের ঘরেও কি জাতিভেদ প্রবেশ করিবে? ধর্ম্মের ভাণ না করিয়াও গবর্ণমেন্ট যে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভাব দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, খ্রীষ্টের পবিত্র মণ্ডলীতে কি সেই ভাবের প্রাদুর্ভাব থাকিবে? উক্ত বিবরণীর প্রথম পৃষ্ঠায় অভিভাবকের স্তম্ভে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বিশপের নাম দেখিয়া কিছু ভরসা হইল, কিন্তু নিয়মাবলী পাঠ করিবামাত্র সেই আশা তিরোহিত হইয়া গেল। এখানে সভাপতি, প্রতিনিধি সভাপতি ইত্যাদি সকলের বিশেষ২ কার্য্য ভার, ক্ষমতা ও অধিকার আছে, কিন্তু বিশপের—কোন কর্ত্তৃত্ব থাকা দূরে থাকুক—নাম গন্ধও নিয়মাবলীতে দেখা যায় না। চারি জন বিজ্ঞ সেক্রেটরী বসিয়া যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে যে সন্ধি সুত্রে "বিশপ" শব্দটী লোপ পাইবে, এ কিছু আশ্চর্য্য নয়!

কমিটীর সভাপতির তালিকার মধ্যে পাদরি মধুসূদন শীল মহাশয়ের নামটী নাই কেন, বলিতে পারিলাম না। আমাদের সংস্কার ছিল, পাদরি এ, সি, শীল, মহাশয় এই চর্চ্চ কাউন্সিলের সভ্য, কিন্তু তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম না থাকাতে বোধ হইল এ বিষয়ে আমরা ভ্রান্ত ছিলাম, বস্তুতঃ মণ্ডলীর মিসনরি ও সোসাইটীর মিসনরির একত্র কর্ম্ম কায করা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। "পাদ্রি পার্কার সাহেব কলিকাতার ট্রিনিটী গির্জ্জার সভাপতি" এই কথা গুলি পাঠ করিয়া ভাবিয়া অস্থির হইলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইনি বাঙ্গালা জানে না, কোন দেশীয় সমাজের ভার ইঁহার উপর নাই। অথচ ট্রিনিটী গির্জ্জার এক জন পুরোহিত আছেন, তবে পার্কার সাহেব সভাপতি কেমন করিয়া হইলেন, আমরা বলিতে পারি না। কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই রূপে সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, "কমিটী আমাদের মা বাপ, সেক্রেটরী কমিটীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং আমাদের বড় দাদা, অতএব জ্যেষ্ঠের বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের উচ্চ পদ হইতে পারে না।" "পাদ্রি বসু মহাশয়ের পদটা কি" এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে উক্ত বন্ধু কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তিনি ধামা ধরা মাত্র।" বোধ হয় উল্লিখিত বন্ধু আমাদের স্থুল বুদ্ধি

বুঝিয়া ব্যঙ্গ করিলেন, তাঁহার নিজের ঐ রূপ বিশ্বাস নয়। বর্দ্ধমান একটী অতি পুরাতন মিসন। এখানকার চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি পাদ্রি রুদ্র মহাশয়, কলিকাতায় এ পদের অযোগ্য ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানে গিয়া বোধ হয় যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন; অবশ্যই স্থানের মাহাত্ম্য থাকিবে। সুধীর ও নম্র পাদ্রি হাল সাহেব কৃষ্ণনগর সমাজের সভাপতি, কিন্তু ডাক্তার বাউমন, যাঁহার হস্তে অনেক গুলি সমাজের ভার আছে, যিনি কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ চর্চ্চ মিসনরি সোসাইটীর খ্রীষ্টীয়ানদের বিশপ বলিলেও হয়, তাঁহার নাম সভাপতির তালিকায় দৃষ্ট হয় না কেন? অনেক স্থলে দেখিতে পাই, মণ্ডলীর পুরোহিত যে সভাপতির পদের যোগ্য নহেন, সেই পদে রিডর বা ক্যাটিকিস্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার রহস্য বুঝিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। ইহাতে পুরোহিত পদের অবমাননা করা হয় মাত্র। যেখানে পাদ্রি সাহেবের অধীনে "পাদ্রি বাবু" আছেন, সেখানেই আমরা বিষম বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাই, সেখানে দেশীয় পুরোহিতের কিছু ক্ষমতা থাকে না, কেহ তাঁহার পদের মর্য্যাদা করে না, এবং তিনি এক প্রকারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। এই উপলক্ষে একটী অতি শোচনীয় বিষয় উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, ইউরোপীয় পুরোহিতের অধীনস্থ শিক্ষক ও প্রচারকগণ দেশীয় পুরোহিতকে প্রায় গ্রাহ্য করেন না এবং তৎকর্ত্তৃক অবধারিত মণ্ডলীর নিয়ম পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া থাকেন। এই অতি জঘন্য ও অখ্রীষ্টীয় ব্যবহার, দেশীয় কার্য্যকারীর দোষ কিম্বা মিসনরির উত্তেজনার ফল, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাতে যে মণ্ডলীর যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। "যার হাতে বেতন, সেই মহাজন।" পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ২ বলিতে পারেন "অযোগ্য পাত্রে গুরুতর ভার ন্যস্ত করিলেই এই রূপ ঘটিয়া থাকে।" এ কথাটী সত্য বটে, কিন্তু কেহ২ বলিবেন এখানে উহা খাটে না। পূর্ব্বোক্ত প্রচারক ও শিক্ষকগণ যদি কোন প্রকার বিষয় কার্য্য সূত্রে দেশীয় পুরোহিতদের সহিত বদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু সে প্রকৃত কি কল্পিত ভক্তি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আর অযোগ্য ব্যক্তির পুরোহিত পদ প্রাপ্তির মূল কারণ কি ও ইহাতে কাহার দোষ লক্ষিত হয়? লোকদেরই সম্পূর্ণ ঔদাস্যই ইহার কারণ বলিতে হইবে। অধিকন্তু অযোগ্য হইলেও যে লোকে মণ্ডলীর গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ইহার বা কারণ কি? স্বীকার করিলাম, ইহারা অযোগ্য লোক, কিন্তু এস্থলে কর্ত্তব্য কি? যেন ভবিষ্যতে এই প্রকার লোক মণ্ডলীর কার্য্যে আর প্রবেশ করিতে না পায় ইহারই চেষ্টা করা বিধেয়। কিন্তু সুযোগ্য নহে, বলিয়া ইহাদেরই এতাদৃশ লাঞ্ছনা করা আমাদের বিধেয় বোধ হয় না।

নবম নিয়মটী আমাদের নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইল। দেশীয় পুরোহিত ও

অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে স্থানান্তর করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু বিদেশীয়দের বিষয় কিছু বলা হয় নাই ; তাঁহারা চর্চ্চ কমিটীর মতে অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য হইলে প্রতিকারের কোন উপায় নাই। আমাদের বিবেচনায় চর্চ্চ কাউন্সেলের মধ্যে সাদা কাল ভেদাভেদ রাখা অনুচিত ; এই প্রকার ভাব থাকিলে মণ্ডলীর কার্য্যে কখনই সুশৃঙ্খলা হইবে না। তবে বিদেশী পুরোহিতগণ যদি চর্চ্চ কাউন্সিলের অধীন হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিম্বা চর্চ্চ কাউন্সেল এ বিষয়ে অপারগ বা অনুপযুক্ত হন, তবে দেশীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের ভার বিদেশীয়দের হস্তে দেওয়াই অকর্ত্তব্য। এদিকে দেশীয় ভ্রাতৃগণ সাহেবদের বিষয়ে কিছু বলিতে অনিচ্ছুক, তার উপর আবার নিয়মের বিশৃঙ্খলা ; বোধ হইতেছে কালক্রমে বিশপ মহাশয়কে মণ্ডলীর জন্য একখানি ইলবার্ট বিল পাস করিতে হইবে। একাদশ নিয়মটী অত্যুত্তম ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, নানা কারণ বশতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত হয় না। অধিকন্তু কত দূর পর্য্যন্ত এই তত্ত্বাবধারণ সুচারু রূপে হইতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। এই নিয়ম মতে এই কার্য্যের ভার কোন দেশীয় পুরোহিতের উপর অর্পিত হইতে পারে, ও অনেক বিষয়ে দেশীয় পুরোহিতই এই কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। দেশীয়দের ভাব, প্রবৃত্তি, আশা, ও ভরসার কথা যে প্রকার দেশীয়েরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেরূপ বিদেশীয়েরা কোন প্রকারেই করিতে পারেন না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। মনে কর, জনৈক বাঙ্গালী পাদরী এই কর্ম্মের ভার পাইলেন, তিনি তত্ত্বাবধারণ করিয়া দেখিলেন যে, কোন সাহেবের অধীনস্থ মিসন কার্য্যক্ষেত্রে কতক গুলি গোলযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, তিনি এ বিষয় উল্লেখিত সাহেবকে জ্ঞাত করেন, কিন্তু এই কার্য্য করা আর ব্যাঘ্রের মুখে আপনাকে সমর্পণ করা সাধারণতঃ সমানই। অতএব ভীরু বাঙ্গালী কত দূর সাহস করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু মনে কর এ বিষয় জানাইলে যদি তিনি উক্ত গোলযোগে বিশ্বাস না করেন কিম্বা তাহার প্রতিকার করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে লোকেরা ও চর্চ্চ কাউন্সেল নিতান্ত নিরুপায়। বহুধা য়ুরোপীয় পাদ্রিগণ কাউন্সিলের অধীন নহেন, তাঁহাদের উপর কাউন্সিলের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং কোন বিশৃঙ্খলার প্রতিকার হইতে পারে না, লোকদিগকে অগত্যা বোবা হইয়া থাকিতে হয়। অষ্টাদশ নিয়মান্তর্গত ভাবটী আমাদের ভাল লাগিল না। এটী প্রচলিত হইলে এক জন পক্ক-কেশ, লোলিত চর্ম্মযুক্ত, অভিজ্ঞ দেশীয় পুরোহিতকে এক জন শ্মশ্রুবিহীন উত্তপ্ত-লোহিত-বিশিষ্ট অনভিজ্ঞ বিদেশীয় পুরোহিতের প্রকারান্তরে বশীভূত থাকিতে হইবে। এই রূপ অবস্থায় মণ্ডলীর উন্নতি ও স্বাধীনতা লাভ কত দূর হইবে, সে কথা এখানে বলা অনাবশ্যক।

দূরবর্ত্তী শৈলাবলী।

(প্রথম খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠার পর।)

এক্ষণে যাহা বলি তাহা অন্যবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। দিবসে উত্তানময়নে ঐ দূরবর্ত্তী শৈলাবলীর দিকে চাহিয়া থাকিবে ও তত্রত্য সুখসেব্য অচলানীল সেবন করিবে। আর ঐ শৈলাবলী হইতে যে সুধামাখা ধ্বনি নিঃসৃত হইবে তাহা একতান মনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে শুনিবে। নহিলে, আমি যখন তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইব, তোমাদের মন ও স্বর তাহাদের সহিত মিলিবে না। এস্থানের সুখ সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি না, প্রত্যুত, ইহার ভূমি কর্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পার। ইচ্ছা হইলে, এই সকল নব দূর্ব্বাদলের উপর খেলা করিয়া বেড়াইতে পার। এই যে নানা জাতি কুসুম বিকশিত হইয়া পরিমলে দশ দিক আমোদ করিতেছে, তাহাদিগকে চয়ন করিতে পার। কিন্তু সাবধান! উহাদের প্রতি আনুরক্তি দেখাইও না ও কোন মতেই তাহাদিগকে আপনার জ্ঞান করিও না। কেননা, উহাদিগকে চিরকাল ভোগ করিতে পারিবে না। উহারা অনতিবিলম্বেই ক্ষয় পাইবে। বিশেষতঃ এখানে তোমাদের প্রবাস। ঐ যে শৈলাবলী দেখিতেছ, ঐ তোমাদের প্রকৃত আবাস-বাটী। যে সকল বস্তু তোমাদের চারি দিকে রহিয়াছে, দেখিতেছ, উহারা কেহই চিরস্থায়ী নহে। ঐ শৈলাবলী কেবল মাত্র চিরস্থায়ী। যদি কোন দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তা হইলে, ঐ শৈলাবলীর দিকে নেত্র তুলিয়া চাহিবে। তথায় এমন এমন উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে যে তাহাদের দিকে চাহিলে আর কোন রোগ শোক থাকে না। ঐ যে পাদপরাজি মুকুলিত, ফলিত, কুসুমিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে দেখিতেছ, উহারা অবিনাশী। যাহাহ বলিলাম, দিবসে তাহাহ করিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ যে দিন, শীঘ্র হউক, বা বিলম্বেই হউক, অবসান হইবেই হইবে। দিবাবসানে রাত্রি আসিবে। তখন তোমাদের চক্ষুর পাতা ভারী হইবে। তাহাতে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইবে। পূর্ব্ব দিকস্থ শৈলাবলী দেখা যায়, এমন স্থানে শয়ান থাকিলে তোমরা নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিবে। রাত্রি দীর্ঘ হইলেও কোন বিভীষিকা পাইবে না বা কোন বিপৎপাত হইবে না। তাহার পর, প্রভাতে তূরীর নির্ঘোষে তোমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। শৈলাভ্যন্তর হইতে যে সকল মুক্তাত্মাদের শিখি-কণ্ঠ-বিনিন্দিত অমানুষী রব শুনিতেছ, উহাদিগকে আমি সমভিব্যাহারে করিয়া পুনরায় আসিব ও তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। সেখানে তোমরা আমার সহিত অনন্ত কাল বাস করিবে। সেই দেব-দুর্ল্লভ ভক্ত-বাঞ্ছিত ঊর্দ্ধ স্থানে সকাল, বৈকাল ও সন্ধ্যা নাই। কেবল দিনমান অনন্ত দীপ্তিতে দীপ্তিমান করিয়া আছে। ফলতঃ তিনি যে সকল অঙ্গীকার করিলেন, তাহারা যেন সম্যক

প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এজন্য তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তে নিস্তব্ধ হইলেন।

অনন্তর একটী ভগ্নাবশেষ প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়া অতীব দুঃখিত স্বরে সেই মহাপুরুষ কহিলেন, প্রিয় কন্যাদ্বয়! দিবসে, কি আতপতাপে, কি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে, কিছুতেই তোমরা ঐ ক্ষণ-ভূ-পতনোন্মুখ প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইও না। এখন উহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু যখন মরীচিমালী প্রখর-কর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক গগনাঙ্গনের মধ্যবর্ত্তী হইবে, তখন কিছুই অপ্রকাশিত রহিবে না। এখন যাহা ঢাকা আছে, তখন সকলি বাহির হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, ফলে সাবধান! সাবধান! আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তোমরা কোন মতেই ঐ সকল ফুল তুলিবে না। কেন না, উহারা বিষাক্ত। ঐ যে বৃহৎ শিলাখণ্ড লম্বমান রহিয়াছে, দেখিতেছ, উহারা পড় পড় হইয়া রহিয়াছে। কখন পড়ে তাহার ঠিক নাই। উহার মধ্যে যা কিছু আপাত-সুখ-প্রদ বা নয়নরঞ্জক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই সমস্তই বিপদসঙ্কুল।

সর্ব্বাপেক্ষা ইহা মনে রাখিও যে, যদিও ঐ দূরবর্ত্তী শৈলাবলীর অপরিমেয় উচ্চতার সহিত তুলনা করিলে ঐ প্রাচীরকে যৎসামান্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তথাচ ইহার নিকট দাঁড়াইলে উহারা দৃষ্ট হয় না। বলিতে কি, একবার ইহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, ইচ্ছা করিলেই যে যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে ইহা মনেও স্থান দিও না। যাহা প্রত্যাশা কর নাই, এমন বিপদে সহসা পতিত হইবে। এমন কি, হঠাৎ দিবা অবসানও হইয়া যাইতে পারে। তা হইলে আর ফিরিতে পারিবে না। অধিকন্তু, ঐ প্রাচীর সমীপবর্ত্তী স্থানে এমন সকল রমণীয় দৃশ্য ও শব্দ আছে যে সেই সকলে দৃষ্টি বা শ্রবণ করিলে চরিতার্থ হইবে। কাজে কাজেই ঐ দূরবর্ত্তী শৈলাবলী নিঃসৃত মধুর ধ্বনি বিস্মৃত হইয়া যাইবে। শীঘ্র হউক, বা বিলম্বেই হউক, তোমাদের নেত্র ভারী হইবে। রাত্রি যত দীর্ঘ হউক না কেন, তোমাদিগকে সেই প্রাচীরের পার্শ্বে থাকিতে হইবে। সময় পাইয়া নিদ্রা আসিয়া তোমাদিগকে আকর্ষণ করিবে। যখন তুরীর শব্দ হইবে, ঐ প্রাচীর একেবারে ভূপতিত হইবে। তাহাতে যাহারা ঐ প্রাচীরের পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে, তাহারা চাপা পড়িবে। অতএব আমার প্রিয় কন্যাদ্বয়! যে প্রাচীর সেই দূরবর্ত্তী শৈলাবলীর প্রতি দৃষ্টি রোধ করে, তাহার দিকে প্রাণ গেলেও চাহিবে না।

(ক্রমশঃ)

খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের সত্যতা ও বিশ্বাসোপযোগিতা।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৯ পৃষ্ঠার পর।)

মণ্ডলীর আদ্যাবস্থায় নব খ্রীষ্টাশ্রিতগণ সর্ব্বস্ব বিক্রয় দ্বারা যখন মণ্ডলীতে ধনাগমের পন্থা উদ্ভাবন করিল, তখন প্রেরিতগণ অর্থ সংস্সৃষ্ট ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবার মানসে, অন্য লোকদিগকে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনারা চতুর্দ্দিকে সুসমাচার প্রচারে ব্রতী হইলেন। (প্রেরি ৭)। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ধনতৃষ্ণায় বিরাগ ও উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়। খ্রীষ্ট কথা প্রচার করিতে গিয়া, সম্ভ্রম ও যশোলাভের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে স্বজাতি ও পরজাতীয়ের নিদারুণ বিদ্বেষ, অশেষ লাঞ্ছনা, ও ঘোরতর অবমাননা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইন্দ্রিয় সুখ লাভের পরিবর্ত্তে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার, আত্মসংযম, প্রহার, প্রস্তরাঘাত, বন্ধন এবং পরিণামে মৃত্যু দণ্ডই তাঁহাদের প্রাপ্তি ও পুরস্কার ছিল। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দানে বিরত হইলে, বা আত্মবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করিলে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে, সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। তবে এই গুলি কি স্বার্থদর্শী, কুটসাক্ষী অথবা প্রতারকের কার্য্য? অধিকন্তু তাঁহারা এবম্বিধ কার্য্যের জন্য আপনাদিগকে ভবিষ্যতে দায়ী জ্ঞান করিতেন; তাঁহাদিগের বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত কার্য্য ভবিষ্যতে জগৎবিচারে সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষিত এবং হয় পুরস্কৃত, না হয় দণ্ডিত হইবে, এরূপ ধ্রুব জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল (২ কর ৫, ১১)। তবে আপনাদের কার্য্যের জন্য এরূপ পরিণামদর্শী ও বিবেকী লোকদিগকে কি মিথ্যার প্রচারক কহা যাইতে পারে? কখনই নহে; বরং তাঁহারা যে সত্য বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং সেই সত্যটী যে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সুগভীর জ্ঞান ও প্রতীতি ছিল। অথবা এরূপও *অনুমান করা যায় না যে, তাহাদের* সদৃশ অবস্থাপন্ন লোকে একটী নবধর্ম্ম স্থাপন সঙ্কল্পে এতাদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুঃসাহস অবলম্বন করিবে; অথবা কেবল মাত্র নাম ফলাইবার জন্য এরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইবে; যেহেতুক তজ্জনিত যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা ও গৌরব, সকলই খ্রীষ্টের প্রতি আরোপিত হইত, তাঁহাদের নিজের প্রাপ্য বলিয়া কিছুই ছিল না।

লোকে কখন২ কোন প্রবল বাল্যসংস্কারের বশবর্ত্তী বা পিতৃপুরুষ-পরম্পরাগত স্বধর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া, অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু শিষ্যগণ তাদৃশ স্বধর্ম্মোন্মত্তও ছিলেন না। তাঁহারা সকলে যিহুদি, যিহুদি সাধারণের ন্যায় তাঁহারাও শৈশবাবধি বিপরীত সংস্কার প্রাপ্ত এবং খ্রীষ্টীয় মতের বিরুদ্ধে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। যিহুদীয়েরা খ্রীষ্টের নিদারুণ বিপক্ষ ছিল, সুতরাং বাল্যসংস্কারা-

নুসারে তাঁহারাও খ্রীষ্টের বিপক্ষতাচরণে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। অতএব স্বধর্ম্মোন্মত্ত হইলে তাঁহারা বরং খ্রীষ্টের প্রতিকূলাচরণেই উদ্যোগী হইতেন। যে২ অদ্ভুত ক্রিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধমত পরিপোষক, তাহা প্রতারণাপূর্ব্বক কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে; বরং সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা আপনাদের জাতীয় মত পরিহার পূর্ব্বক খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

বাইবেল শাস্ত্র প্রতিপাদিত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম অলৌকিক ক্রিয়ারূপ ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত নহে। অন্যান্য শাস্ত্রবর্ণিত আশ্চর্য্য ক্রিয়াগুলি প্রচলিত ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর সংগঠিত, অর্থাৎ সে গুলি ধর্ম্মমত স্থাপনের পরবর্ত্তী এবং তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট ও সমর্থিত। কিন্তু খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক কার্য্যগুলি ধর্ম্মমত স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং যে কেহ সেই গুলি প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কাহারই তদনুকূলে কোন পূর্ব্বানুরাগ বা অনুকূল সংস্কার থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অথবা সেগুলি কোনরূপ মানবীয় বুদ্ধি কৌশলে বা দ্রব্যগুণেও সাধিত হয় নাই। খ্রীষ্টের কুটিল বিপক্ষবর্গ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানে তাদৃশ কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, অগত্যা একটী অসংলগ্ন ও জঘন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কতকাংশে মনস্তুষ্টি সাধন করে। (মথি ৯; ৩৪)। খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়াগুলি যে শায়তানিক ইন্দ্রজাল প্রসূতও ছিল না, প্রভু স্বয়ং তাহার প্রকৃত হেতু প্রদর্শন করেন (মথি ১২; ২৫-২৮)। তদীয় অলৌকিক ক্রিয়াগুলি সর্ব্বত্রই পবিত্র উদ্দেশ্য ও বিশুদ্ধ হিতৈষণা সম্পন্ন ছিল; সে গুলি শায়তানিক-শক্তি-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা, আর শয়তানকে পবিত্র প্রকৃতি ও মঙ্গলময় বলিয়া সাব্যস্ত করা উভয়ই তুল্য। খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকৃতি যেরূপ মধুর, সরল, গভীর, প্রশান্ত ভাবোৎপাদক অথচ উন্নত; ইহার উদ্দেশ্যও তদনুরূপ মহৎ ও গম্ভীরার্থক। খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক কার্য্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন ইহার এক মাত্র লক্ষ্য। মথি ১১; ৪, ৫। ১৬, ৩। যোহন ৫; ৩৬। ১০; ২৫। ১৫; ২৪। শুদ্ধ ঐশ্বরিক গৌরব ও মানবীয় পরম কল্যাণ ইহার অভিপ্রেত। দর্শক মণ্ডলীর অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল পরিতৃপ্ত করণ মানসে, বা অলীক লীলা প্রদর্শনার্থে অথবা অন্যবিধ কোন তুচ্ছ কারণে ইহার কোনটীই কখনও সম্পাদিত হয় নাই। খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার সাক্ষী ও লেখকগণ যে স্বয়ং ভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হন নাই, তাহাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া বহু সংখ্যক ও বহুধা। ভিন্ন২ স্থানে, সময়ে, অবস্থায় ও ভিন্ন২ প্রণালীতে সংসাধিত। যিহুদী পণ্ডিত মণ্ডলী-অধিষ্ঠিত, বহুজন সমাকীর্ণ তীর্থপুরী যিরুশালমে, যিহুদার বিভিন্ন অঞ্চলে, দূরবর্ত্তী গালীল প্রদেশে, যর্দ্দন পারস্থ পেরেযার নানা জনপদে, নগরে, সমাজভবনে, রাজপথে, পল্লীমধ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতশিখরে, নদীতটে সাগরবক্ষে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে; জনতার পরিবেষ্টনে, কখন রোগীর সহিত

স্বতন্ত্র উপবেশনে, শিষ্যবর্গ গোচরে, কখন ফরিশী, সিদুকী, শাস্ত্রী প্রভৃতি বিপক্ষগণ সমক্ষে, কখন বা সাধারণ জনতার প্রত্যক্ষে, কখন প্রস্তুতভাবে, কখন পথ-পর্য্যটনে, কখন ইচ্ছা মাত্রে, কখন বাক্য মাত্রে, কখন স্পর্শমাত্রে, কখন নিষ্ঠির প্রলেপনে তত্তাবৎ সংসাধিত। কখন প্রকৃতি ঘটিত, কখন মানবদেহ সম্বন্ধীয়, কখন মৃত্যুঘটিত, কখন বা পিশাচ সম্পর্কীয়। অথচ প্রত্যেক স্থলেই সেই গুলি বাহেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং পরীক্ষার্থ সময় ও সুযোগ বিশিষ্ট ছিল। প্রাথমিক অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে লোকদিগের মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি অধিকতর সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষিত ও অনুসন্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব প্রাথমিক কার্য্যের প্রতারণা ও ভ্রম প্রমাদ পরবর্ত্তী কার্য্যের ভূয়োপরীক্ষা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত ও সংশোধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

ধনীর প্রতি।

১

সত্য বটে সুখী তুমি ওহে ধনেশ্বর!
তোমার সেবার তরে,
সত্য বহু দাস ফেরে;
সত্য বটে রত্নপূর্ণ তব ধনাগার।

২

দিব্য বহুমূল্য বস্ত্র তব পরিধেয়,
কোমল কমল সম,
শুভ্রবর্ণ মনোরম,
সত্য বটে শয্যা তব অতি কমনীয়।

৩

কত শত নীচবৃত্তি তোষামোদীগণ,
তব প্রসন্নতা তরে;
সদা তোষামোদ করে!
কি রূপে প্রসন্ন রবে ভাবে অনুক্ষণ!

৪

বহু জন কাছে তুমি বটে মাননীয়,
কিন্তু দীনহীন যারা,
অন্নাভাবে হয় সারা,
তাদের নিকটে তুমি অতিশয় হেয়!

৫

ওই শুন মন দিয়া যদি থাকে কান্!
একজন ভাঙ্গাস্বরে,
সামান্য ভিক্ষার তরে,
যাচিতেছে তব দ্বারে মলিন বয়ান!

৬

লোলিত-মাংসল দেখ ছিন্ন বস্ত্র পরা!
অঙ্গে নাহি কিছু বল,
করে দেহ টল্ টল্,
অনিবার নেত্রে বহে দর দর ধারা!

৭

কৃষ্ণবর্ণ কেশ দেখ হয়েছে পিঙ্গল!
সোজা হয়ে যেতে নারে,
যায় যষ্টি ভর করে,
পেটের অন্নের লাগি এত হীন-বল!

৮

মানব যে প্রাণ লাগি কত যত্ন করে,
ভাবিছে সে প্রাণে ছার!
যাচে মৃত্যু অনিবার!
নাহি সাধ বাঁচিবার তিলেকের তরে!

৯

আহা তার বাছাগুলি ব্যাকুলিত হয়ে—
কতক্ষণে মাতা আসে,
এই ভাবি বসে বসে,
কাঁদিতেছে হয়ত হে পথ পানে চেয়ে।

১০

•হায়রে অভাগী বুঝি ভাবি সে ভাবনা—
কাঁদিতেছে অবিরত,
যেন পাগলিনী মত !
আন্‌টান্‌ করিতেছে যাইতে পারে না !

১১

এখনি কুটীরে গেলে আনন্দিত মন—
আসিবে বাছারা ধেয়ে,
ভুলাইবে কিবা দিয়ে.
এই ভেবে যেতে যেন নাহি সরে মন।

১২

ওই শুন একবার ত্যজিয়া অলস,
করুণ ক্রন্দন স্বরে,
ডাকিয়া জগদীশ্বরে,
ওই শুন ফেলিতেছে কত দীর্ঘশ্বাস !

১৩

শুনি সে কাতর স্বর বিদরে পাষাণ !
অতীব বিপক্ষ তার,
শুনে যদি একবার,
তাহারও মানস হবে দুঃখেতে মগন—

১৪

কিন্তু তুমি গর্ব্ব ভরে দেখ না ফিরিয়া !
পরুষ বচনে হায়,—
দ্বিগুণ কাঁদায়ে তায়,
চলি যাও অনায়াসে হাসিয়া হাসিয়া !

১৫

অতীব নিষ্ঠুর তুমি, হৃদয় তোমার
কঠিন, পাষাণ চেয়ে,
নতুবা দেখিতে চেয়ে,
নতুবা অবশ্য হতো দয়ার সঞ্চার।

১৬

ভেবে দেখ কত মতে ব্যয়িতেছ ধন,
গন্ধ দ্রব্য আদি কত,
ক্রয় কর মনোমত,
তব ধনে ধনী তব কর্ম্মচারীগণ।

১৭

তোমার পশুশালায় দেখ প্রতিদিন,
কত ধন ব্যয় হয়,
তাহে নাহি ক'মে যায়,
দরিদ্রে দিলেই হবে সব নিঃসরণ ?

১৮

তোমার আমোদ হেতু দেখ প্রতিদিন,
কত মতে ব্যয় হয়,
তাহে নাহি কমে যায়,
দরিদ্রে দিলেই হবে সব নিঃসরণ ?

১৯

ভেবে দেখ কোথা পেলে এ প্রভূত ধন,
কত জনে কষ্ট দিয়ে,
ধর্ম্ম পানে না চাহিয়ে,
ক্রমে এ বিভব তব করেছ বর্দ্ধন।

২০

অর্থ হেতু কত জনে দিয়েছ বেদন,
অসহায় কামিনীরে,
বেদনা দিয়ে অন্তরে,
নিঃস্ব করিয়াছ তারে লয়ে যত ধন !

২১

মিথ্যারে যথার্থ করি হয়ে কোপবান,
দীনেরে পীড়ন করে,
অতিবল সহকারে,
তুমি কিম্বা তব পিতা বাড়ায়েছে ধন।

২২

এইরূপ অধর্ম্মেতে হ'য়ে ধনপতি,
এখন সে ধন লয়ে,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে,
না চাও ফিরিয়া কভু দরিদ্রের প্রতি !

২৩

পুণ্যাত্মা দয়ালু দেখ কত শত জন,
ঘুষিছে অযশ তব.
কত দিন এ বৈভব
এইরূপ যাহাদের জ্ঞান অনুক্ষণ।

২৪

ওদিকে দরিদ্রগণ দেখ ক্ষুব্ধ মনে,
তব অপযশ ক'রে,
ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে,
কেহ জানাইছে দেখ জগদীশ স্থানে।

২৫

ওদিকে আবার দেখ করুণানিধান,

দেখি তব ব্যবহার,
নিষ্ঠুরতা অনিবার,
হ'য়েছেন তব প্রতি মহা কোপবান ।

২৬

হয়ত দুদিন পরে লয়ে তব ধন,
দাতব্য পরীক্ষা তরে,
অন্য জনে দান করে,
করিবেন তার দ্বারা ইচ্ছা সম্পাদন ।

২৭

যদি নিজ শুভ চাও হও সাবধান ;
দীনে হও দয়াবান,
কর ইচ্ছা সম্পাদন—
বিশ্বপতি বিধাতার করুণানিধান ।

শ্রীবিপিন বিহারী ভটাচার্য্য ।
হাওড়া মিসনস্কুল ।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত ।

(দ্বিতীয় খণ্ডে ৭ পৃষ্ঠার পর ।)

আমাদের চিরধন্য প্রভু ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমি পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে বিদ্যমান আছি," আর আমি প্রবোধকর্ত্তা পবিত্র আত্মাকে পাঠাইব, তিনি তোমাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তোমাদিগকে সকল সত্যে লইয়া যাইবেন এবং তোমাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করিবেন । তিনি পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিবস তাহাদের সহিত অবস্থান করিলেন । প্রভু "সত্য এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী" এবং মণ্ডলী তাঁহারই দেহ ও ভার্য্যা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে । প্রভুর স্বভাব, অঙ্গীকার, মৃত্যুর পর শিষ্যগণের সহিত তাঁহার অবস্থিতি এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, মণ্ডলীর শাসন ও সংগঠন প্রনালী তিনি স্বয়ং কোন না কোন প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে হয় তিনি নিজে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, নতুবা তিনি মণ্ডলীকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন । এই দুইটীর মধ্যে যখন একটীও সম্ভব নহে, তখন আমাদের মণ্ডলী সংগঠন সম্বন্ধীয় উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার ও গ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য । খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উৎপত্তি অবধি পনর শত বৎসর পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলী বিশপগণ কর্ত্তৃক শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাসে পাঠ করিয়া আমরা কি বলিব যে এ বিষয়ে মণ্ডলী এত দিন পর ভ্রমান্ধকার আচ্ছন্ন ছিল ? যখন আলেকজান্দ্রিয়াস্থ কলুথস এবং আরিউস প্রেসবিউটের অর্থাৎ পুরোহিতগণ দ্বারা মণ্ডলী শাসনের প্রথা উথাপন করিলেন, তখন খ্রীষ্ট-মণ্ডলী সেই মত পাষণ্ড মতাবলম্বিদের ভ্রান্ত মত বলিয়া একেবারে পরিত্যাজ্য গণনা করিলেন । চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের পুরোহিত নিয়োজনের পদ্ধতিতে লেখা আছে, "যাঁহারা পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্মপুস্তক এবং প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থাদি পাঠ করেন, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পান যে প্রেরিতবর্গের সময়াবধি খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে তিন শ্রেণীর পরিচারক হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ " বিশপ, "

"খ্রীষ্ট" এবং "ডিকন।" আরও লেখা আছে যে "এই পদ্ধতি অনুসারে আহূত, পরিদৃষ্ট এবং পরীক্ষিত না হইলে কেহই ব্যবস্থাসিদ্ধ বিশপ, খ্রীষ্ট এবং ডিকন বলিয়া গণিত হইবেন না এবং উক্ত পরিচারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি পাইবেন না।"

কেহ২ বলেন যে, খ্রীষ্ট অর্থাৎ পুরোহিত কখন২ প্রৈরিতিক কালে এপিসকোপস অথবা বিশপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, অতএব পুরোহিত এবং বিশপের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান ভ্রান্তিমূলক। আদিম মণ্ডলীতে পুরোহিতগণ কখন পুরোহিত নিয়োগ করিতে পারিতেন না এবং অপরাপর পুরোহিতদের উপর তাঁহাদের কোন বিশপ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ছিল না। কখন২ প্রেসবিউটর অর্থাৎ পুরোহিত এপিসকোপস অথবা বিশপ বলিয়া অভিহিত হইতেন; তাহার কারণ এই যে, প্রৈরিতিক কালে প্রেরিতেরাই বর্ত্তমান শব্দার্থ অনুসারে বাস্তবিক বিশপ ছিলেন। যখন প্রেরিতদের মৃত্যু হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদের নিযুক্ত তীমথি এবং তীতের ন্যায় অধ্যক্ষগণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রেরিতদের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু বিনয় ও সৌজন্য বশতঃ প্রেরিতদের উত্তরাধিকারিগণ প্রেরিত আখ্যা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা বিশপ নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এই উপাধি দ্বারা পরবর্ত্তী শতাব্দীতে পুরোহিতগণ কখন পরিচিত হন নাই। রিচার্ড হুকর বলেন, "ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে কেবল তিন শ্রেণীর পরিচারক বিদ্যমান ছিলেন। প্রথমে, প্রেরিত, পুরোহিত, এবং সেবক, তাহার অব্যবহিত পরে প্রেরিতদের পরিবর্ত্তে, বিশপ ইত্যাদি।"

আমাদের আত্মার পালক ও বিশপ (১ পিত ২, ২৫) খ্রীষ্ট সমস্ত শাসন, নিয়ম এবং অধিকারের প্রস্রবণ ও উৎস। তাঁহার অধীন হইয়া প্রত্যেক মণ্ডলীস্থ বিশপ আপনার শাসন কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি আপনার অধীনস্থ পুরোহিতগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন সত্য বটে, কিন্তু বিশপ ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারিত না। সাধু ইগনেশিয়স্ এ বিষয়ে ম্যাগ্নেসিয়ানদের পত্রে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রেরিতদের ক্রিয়ার একবিংশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় যাকুব, যেরুশালেম মণ্ডলীর বিশপ হওয়াতে প্রধান ব্যক্তি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং সমস্ত পুরোহিত তাঁহার সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতেন। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ পদ দেখিলে জানা যাইবে যে, পিতর যাকুবকে মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ মনে করিতেন। প্রেরিতদের ক্রিয়ার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদ পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যাকুব যেরুশালেম সভার সভাপতি স্বরূপ আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। প্রাচীনকালে প্রেরিত ও বিশপগণ কখন২ প্রেসবিউটর অর্থাৎ পুরোহিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

সাধু যোহন এবং সাধু পিতর (২ যোহন ১; ৩ যোহন ১; ১ পিত ৫, ১) আপনাদের সম্বন্ধে প্রেসবিউটর অথবা প্রাচীন শব্দটী প্রয়োগ করেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুণ্য সহভাগ বিধান, পাপ বিমোচন, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি বিশিষ্ট রূপে পুরোহিতের কার্য্য। শেষোক্ত বিষয়ে মালাখি প্রবাচক বলিয়াছেন, "পুরোহিতের ওষ্ঠ জ্ঞান ধারণ করিবে, এবং লোকেরা তাঁহার মুখ হইতে ব্যবস্থা অন্বেষণ করিবে।" বিশপেরা মণ্ডলীর শিক্ষক হওয়াতে পুরোহিত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। পৌরহিত্য বিশপ পদের অন্তর্গত। প্রত্যেক বিশপকে পুরোহিত বলা যাইতে পারে, কিন্তু কোন পুরোহিত বিশপ নহেন।

বার জন প্রেরিত নিযুক্ত করাতে বিশপ নিয়োজন সুচিত হয়। এবং কেহ২ বলেন যে সত্তর জন শিষ্যের আহ্বানে পুরোহিত পদ প্রতিফলিত হয়।

অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিকবর বিশপ অ্যানড্রুস বলেন "আমরা বিলক্ষণ জানি যে, প্রেরিত বর্গ ও সত্তর জন শিষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী ভুক্ত। মণ্ডলীর প্রাচীন আচার্য্যগণ বলেন যে, বিশপ ও পুরোহিতগণ তাঁহাদের অনুকরণেই হইয়াছে, অর্থাৎ বিশপগণ প্রেরিতদের, এবং পুরোহিতগণ সত্তরজন শিষ্যের উত্তরাধিকারী।"

ঐশিক গীতোৎকর্ষ।

(প্রাপ্ত)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জে, পি, মিক মহোদয় উপরোক্ত নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া "আধ্যাত্মিক খ্রীষ্টীয়তা-প্রিয়" যাবতীয় লোককে উপহার দিয়া তাহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড আমাদের হস্তগত হওয়াতে তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত কি না, দেখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে প্রকাশকের অদ্ভুত বিজ্ঞাপন খানি পাঠ করিয়া একেবারে অবাক হইলাম। তিনি বলেন, "যাঁহারা ঈশ্বরের পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত, তাঁহারাই এই সকল গীতের গুণ বুঝিতে ও তাহা উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন; কিন্তু যাহারা সেরূপ নহে, তাহারাই ইহার দোষ গুণ বিচার করিবে।" বুঝিলাম, গ্রন্থখানির সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না বলিয়া নিরীহ মেষের ন্যায় গ্রন্থকারের আদেশ শিরোধার্য্য করে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; সুতরাং গীত গুলির রচনা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকিলেও সভ্যতার অনুরোধে—গ্রন্থকারের আদেশে তদালোচনায় নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু গ্রন্থ কর্ত্তার চমৎকার বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, যে গীত রচকদের নাম অনুসন্ধান করিতে তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়া অনেক স্থলে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। কিন্তু পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত দর্শনে তাহার বি-

শেষ পরিচয় পাইলাম না ; কারণ তিনি যে কয়েকটী গীত-পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই গীতে রচকদের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিলেও তিনি 'তিন ছয় তিন নয়' করিয়া কোন রচকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কাহারও বা করেন নাই। গ্রন্থকার মহাশয় একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বাপ্তিষ্ট মিসন ও চর্চ মিসন সোসাইটীর গীত পুস্তক দ্বয় খুলিয়া দেখিলেই যাবতীয় গীত রচকের নাম দেখিতে পাইতেন।

তিনি বলেন, কতক গুলি লোকে ইংরাজি গীত অনুবাদ করিয়া রচকের পরিবর্ত্তে আপন আপন নাম দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার বিবেচনায় 'প্রবঞ্চনা।' তাঁহার এই কুসংস্কারের পোষকতা করিতে গেলে, ধার্ম্মিক প্রবর গ্রীব্‌স, ভন, পিয়ার্স, হারিসন, ষ্টার্ণ, ও বম্‌ওয়েচ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে 'প্রবঞ্চক' বলিতে হইবে। কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকেই ত প্রায় ইংরাজি গীতের ভাব লইয়া বাঙ্গালা গীত রচনা করিয়া তাহাতে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

তিনি ওয়েস্‌লি ও ওয়াটস প্রভৃতি যে সকল মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালা গীত রচনা করিবার কি তাঁহাদের বাস্তবিক ক্ষমতা ছিল ? অনুবাদিত গীত সমূহে তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করা কি অন্যায় হয় নাই ? কোন রচকের ভাব লইয়া কিছু রচনা করিলে যদি নিজের নাম দেওয়া না যাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ সকল ইংরাজী গীত রচকের নাম দেওয়াও অন্যায় হইয়াছে, বলিতে হইবে। কারণ তাঁহারা প্রায় সকলেই বাইবলের ভাব লইয়া গীত রচনা করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, তাঁহারা যে ঐ সকল গীতের নিম্নদেশে সাধু পৌল ও যাকূব প্রভৃতি মহাত্মাদের নাম না দিয়া আপন আপন নাম দিয়াছেন, তজ্জন্য কি তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক বলিতে হইবে ?

দেখিলাম, কতক গুলি গীতের দুই একটী শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থকার সুদীর্ঘ ছন্দে আপনার নাম মুদ্রিত করিয়াছেন। এরূপ করা তাঁহার বোধে অন্যায় হয় নাই, এক ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া একটী সুললিত গীত রচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে নাম দিতে পাইবেন না ; অপরাধ ? অন্য গীতের ভাব লইয়াছেন ! কি বিচার শক্তি ! হওয়া ভাতে কাটি দিতে তিনি বড়ই তৎপর ! তাঁহার যশোলিপ্সা নাই না কি ?

ওয়েস্‌লিয়ান মিসনের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুক্ত নৃপাল বাবুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যাকূব বাবুর অনেক গুলি গীত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম গন্ধ আদৌ নাই—শেষোক্ত ব্যক্তির নাম দুই একটী গীত ব্যতীত অপর গুলিতে নাই। সে সময় ইলবার্ট বিল মনে পড়িয়াছিল বুঝি বা ! যদি এক আধটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বৃহদক্ষরে আপনার নাম জাজ্জ্বল্যমান করিতে পারেন, তাহা হইলে নিদান পক্ষে "অনুবাদক" বলিয়া তাঁহাদের নামের উল্লেখ করা কি উচিত ছিল না ?

বাহুল্যভয়ে কেবল এই গ্রন্থখানির দুই একটী গীতের পদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হইব। তৎপাঠে পাঠক গীত সংগ্রহকর্ত্তার নির্ব্বাচন শক্তির দৌড় বুঝিতে পারিবেন।

৬০ গীতের ৬ষ্ঠ চরণ।

হে ধর্ম্ম আত্মা! লও আমায়
দিয়া সেই দ্বার মধ্যে;
যীশুর কাছে আমি আস্‌ছি
ফেলি প্রাণ তাঁর চরণে।

১৭৪ গীতের ১ম চরণ।

যখন আসেন, তিনি আসেন,
স্বরত্ন সংগ্রহে,
তাঁর রত্ন সব বহুমুল্য
প্রিয়, নিজস্ব।

৮ম গীতের ২য় চরণ!

সুমিষ্ট প্রার্থনার সময়!
তোমার পক্ষ মোর নিবেদন রয়্
বিশ্বস্ত প্রভুর নিকটে,
চান্ যিনি আশীর্ব্বাদ দিতে;
যখন তিনি বলেন মোরে
তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর্‌তে,
ও ভর্‌সা কর্‌তে তাঁর বাক্যে,
ভাব্‌না কেবল্ তাঁর চরণে।

৭৯ গীত।

কে প্রস্তুত? আমি প্রস্তুত,
কে প্রস্তুত? আমি প্রস্তুত,
জগৎ হইতে যাইতে।
কে প্রস্তুত? আমি প্রস্তুত,
কে প্রস্তুত? আমি প্রস্তুত,
জগৎ হইতে যাইতে।

বিবিধ বিষয়।

যাঁহারা খ্রীষ্ট প্রেমে আকর্ষিত হন তাঁহারা কি না করিতে পারেন? তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। সুপ্রসিদ্ধ মিসনরী কেরীর পরিশ্রমশীলতা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সমস্ত বাইবল ভারতবর্ষের সাতটী প্রধান ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী এবং আসামীতে অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় বাইশটী ভিন্ন২ ভাষায় তিনি নূতন নিয়ম অনুবাদিত করেন। ইহা ব্যতীত আর২ কি তাঁহাকে করিতে হইত, তাহা কাহার অবিদিত নাই। এরূপ আত্মসমর্পণ না করিলে কি খ্রীষ্টীয় বীরত্ব প্রকাশ পায়?

পরলোকগত ধার্ম্মিকবর আফ্রিকা দেশের মিসনরী মফাট সাহেব একদা কোন মিসনরী সভার সমক্ষে বলিয়াছিলেন "একদা আমি ও আমার সঙ্গীরা সমস্ত দিন ও রাত অনাহারে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পর্য্যটন করি। যাইতে২ একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম, শুনিলাম সেখানকার লোকেরা রক্তপাত ও লুঠ করিতে বিলক্ষণ পটু। এক জন আমাদিগকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু নিষেধবাক্য মানি নাই। ক্ষুধা নিবারণ জন্য আমরা (অনাহারে থাকিলে যেরূপ সচরাচর করিতাম) চর্ম্মপটুকা কটিদেশে পরিধান করিলাম। ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত্ত এবং ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাহি করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আসিল। আমরা তাহার নিকট জল চাহিলাম। সে ব্যক্তি জল দিতে অস্বীকৃত হইল। আমি গাত্রস্থিত অবশিষ্ট দুই এক বোতামের বিনিময়ে দুগ্ধ চাহিলাম। যাহার কাছে চাহিলাম সে ঘৃণার সহিত অসম্মতি প্রকাশ করিল। জানিলাম লোকদের মনে কোন না কোন বিরুদ্ধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তাহার পর বসিয়া আছি এমন সময় একটী স্ত্রীকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম।

তাহার হস্তে একটী পাত্র এবং জ্বালাইবার কাষ্ঠ ছিল। ঐ পাত্রে দুগ্ধ ছিল। কাষ্ঠ গুলি এবং দুগ্ধপূর্ণ পাত্র রাখিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তাহার কিছু ক্ষণ পরে সে আবার এক পাত্র জল এবং এক টুকরা মাংস আনিল। তখন সে সেই খানে বসিয়া মাংস টুকরা কাটিতে লাগিল। আমরা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম 'তোমার কোন আত্মীয় কুটুম্বের কি কোন সময়ে উপকার করিয়া থাকিব ?' তাহাতে সে কোন উত্তর দিল না। অনেক জিজ্ঞাসার পর সে বলিল, 'আমি জানি, তোমরা কাহার দাস। যিনি বলিয়াছেন, আমার নামে যে কেহ এক পাত্র শীতল জল আমার শিষ্যদিগকে দেয়, সে পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না, আমি তাঁহাকে ভাল বাসি।' এই বলিয়াই সেই স্ত্রী খ্রীষ্টের এক জন সেবককে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার সবিশেষ ইতিহাস জিজ্ঞাসা করাতে আমি জানিতে পারিলাম যে, ঐ তিমিরাচ্ছন্ন গ্রামে সেই স্ত্রী একমাত্র প্রদীপ স্বরূপ। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কিরূপে ঈশ্বরের দীপ্তি আপনার আত্মায় প্রাপ্ত হইয়াছ ?" তখন সে আপনার বক্ষস্থল হইতে ধর্ম্ম পুস্তকের এক খানি অন্ত ভাগ বাহির করিয়া বলিল, 'এই প্রস্রবণ হইতে আমি প্রত্যহ পান করিয়া থাকি ; এই অন্ধকারাবৃত স্থানে এই তৈলে আমার প্রদীপ জ্বলে।' পুস্তক খানি দেখিয়া জানিতে পারিলাম, উহা ডচ্ ভাষায় লিখিত, ব্রিটিস এবং ফরেন বাইবল সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত। যখন সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, তখন এক জন মিসনরী উহাকে ঐ অমূল্য পুস্তক খানি দিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদাৎ তাহার মনঃপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, ঐ পুস্তকান্তর্গত অলোকসামান্য শিক্ষায় ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।"

এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, আমেরিকায় যত চুরট প্রস্তুত হয়, তাহার শতকরা চল্লিশটার হিসাবে তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন। রুশিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও ইটালী দেশের লোকেরা আরও অধিক চুরট খায়। এদেশীয় গুলিখোরেরা তোড় জোড়কে যেরূপ ঘেরিয়া বসে, আমেরিকার অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা একটী পাত্রে সোলা তামাক রাখিয়া তাহার চারিদিকে সেই রূপ করিয়া বসিয়া কাঠি করিয়া কাঁচা

তামাক জিহ্বা ও দাঁতে ক্রমাগত মাখাইতে থাকে। তাহাতে তাহাদের বেশ নেশাও হইয়া থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতার ঢেউ এদেশে আসিয়া লাগিয়াছে। কবে শুনিব এদেশীয় শিক্ষিতা মহিলাগণ চুরট ব্যবহার কবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চুরট না খাইলে কি পুরুষত্ব হয়! চুরট সেবনকারিগণ, ভয় কি? স্ত্রীলোকের অনুমতি লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে চুরট খাইবার আর আবশ্যকতা থাকিবে না!

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও জীবন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের পীড়ার কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে শীঘ্র সুস্থ করেন, ইহা আমাদেব একান্ত প্রার্থনা। শরীর দুর্ব্বল হইলেও মনের তেজস্বিতা বিলক্ষণ থাকিতে পারে, কেশব বাবু তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শুনিতে পাইতেছি, আগামী প্রদর্শনীতে সুবিখ্যাত মিশনরী কেরী সাহেবের আসন প্রদর্শিত হইবে। আমরা জানিতাম রোমীয় মণ্ডলী মৃত মহাত্মাদের দ্রব্য সামগ্রীর আদর করেন বলিয়া কতক গুলি মহাপুরুষ উঁহাকে পৌত্তলিকতা দোষে লিপ্ত মনে করেন। এখন দেখিতেছি প্রটেষ্টান্টদের মধ্যেও এ সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে! ইহাকেই কি বস্তুর দিগন্তমিলন বলে না?

"বম্বে গারডিয়ান" বলেন, ভারত জেতৃগণ কর্ত্তৃক সুসমাচার প্রচার হওয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিস্তারের একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক স্বরূপ। "লিবেরল" পত্র তাহার অনুমোদন করিয়া বলেন, ইংরাজ জাতি একই সময়ে ঘৃণা ও সুসমাচার ত প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রেম ও ঘৃণার সমাচার ক্রমান্বয়ে একই পুস্তকের অধ্যায় হইতে পারে না। মত সংগঠন সময়ে জেতৃগণ চুম্বন করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পদাঘাত! ইহা যেন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া তাঁহার বোধ হয়।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা স্মাইলস্ বলেন, ক্ষুদ্র২ বিষয়ে অমনোযোগী হওয়াতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মনুষ্যের জীবন ক্ষুদ্র২ ঘটনাবলির সমষ্টিমাত্র। ক্ষুদ্র২ ঘটনা সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, এই সকল ক্ষুদ্র২ ঘটনার উপর আমাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং পারত্রিক সুখ স্থাপিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র২ বিষয়ে আমাদের চরিত্র সংগঠিত হয়। ব্যবসায়ী ব্যক্তি ক্ষুদ্র২ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কোন পরিবারের কর্ত্তা ক্ষুদ্র২ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে পরিবার অসুখের আগার হইয়া উঠে। শাসনকর্ত্তারা সামান্য বিষয় গুলি নিয়ন্ত্রিত না করিলে শাসন কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম জগতেও সেই রূপ। যে ক্ষুদ্র২ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করে, সে অল্পে২ স্খলিত হয়।

মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন,

যাহারা সঙ্গীতপ্রিয় নহে, তাহারা এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা করিতে না পারে। ধার্ম্মিকবর কাউপর বলিয়াছেন যত অপার্থিব বস্তু আছে, সঙ্গীতের ন্যায় অপার্থিব ও মনোহর বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সর্ব্বদেশে কবিগণ সঙ্গীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখন দেখিতেছি, বিজ্ঞানও সঙ্গীতের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমাদের সহযোগী সুলভ বলেন,"গ্রীক ও রোমানগণ ইহা দ্বারা (সঙ্গীত) স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ, বাত, সর্পাঘাত পয্যন্ত আরাম করিত। একটী গান দ্বারা এক ব্যক্তির জ্বর আরাম হইয়াছিল, ভালরূপে জয়ঢাক বাজাইয়া বধিরতা দূর হইয়াছে। উত্তম সঙ্গীত দ্বাবা মহামারী পর্য্যন্ত বিদূবিত হইয়াছে। সঙ্গীত শুনিলে শরীর পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, এতদ্বারা শরীরে ভাল রূপ রক্ত সঞ্চারিত হয় ,এবং দুরূহ, দুরারোগ্য রোগ সকল চলিয়া যায়। একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, ঔষধ ও চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত কেবল সঙ্গীত দ্বারা অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছে।"

আমাদের আন্দুলস্থ সংবাদদাতা বলেন—

বিগত ২৯শে জুলাই অত্র আন্দুল গ্রামস্থ দুইজন ব্রাহ্মণ যুবা (খুড়া ভাইপো) খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য খিদিরপুর গমন করে। তাঁহাদের মধ্যে এক জন গত ১২ই আগষ্ট রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় শ্রীযুক্ত রেভঃ, এ, সী, শীল, মহাশয়ের দ্বারা অবগাহিত হইয়াছেন এবং আর এক জন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সেই সময়ে হইতে পারেন নাই,কিন্তু অত্যল্প দিবসের পরে তিনিও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

আমরা একাল পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের আশা করিয়াছিলাম ও যাঁহাদিগের উপর আমাদের সতত দৃষ্টি থাকিত, বিশেষতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট প্রকৃত ভক্ত লোক বলিয়া দেখাইতেন, ঈশ্বর আমাদিগের সেই আশা ব্যর্থ করিয়াছেন। সেই অগ্রগামী লোকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি পশ্চাৎস্থিত লোকদিগকে অগ্রে মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহার কি বিচিত্র কার্য্য! তিনি ধনী ও বিদ্বান লোকদিগের নিকট আপন পুত্রকে প্রকাশ না করিয়া স্তন্যপায়ী শিশুদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত মাসে কেথিড্রেল গির্জ্জার আচার্য্য বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রিয়তমা পত্নী জগৎমোহিনী ভট্টাচার্য্য মৃত্যু দ্বারা খ্রীষ্ট যেশুতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদের প্রিয় ভগিনীকে আব্রাহামের বক্ষে অনন্ত বিশ্রাম প্রদান করুন!

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কলিকাতার বিশপ বিগত ১০ই অক্টোবর নিরাপদে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তিনি যে উদ্দেশে বিলাতে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনেক

পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তদীয় উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মুক্তাহার, প্রথমভাগ। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। আজকাল অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস ও পদ্য সম্বলিত পুস্তক রচিত ও অধীত হইয়া থাকে। ইহা এক রকম সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অধিক সংখ্যক উপন্যাস ও পদ্যপুস্তক পাঠ যোগ্য নহে। অনেকই কুনীতি ও কুরুচিতে পরিপূর্ণ। এতাদৃশ পুস্তকে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলেরই অধিক সম্ভাবনা। যাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা উক্ত প্রকার পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া দুঃখিত হন। ঐ সকলের মুখ্য কথা নিকৃষ্ট প্রেম, প্রেম, প্রেম—আর কিছুই নহে। মধ্যে মধ্যে হয়ত গুটিকতক বিশুদ্ধ প্রেমের কথা আছে, কিন্তু কোন ভাবেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। পবিত্রতা, ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে সচরাচর পদাঘাত করা হয়। পদবিন্যাস ও শব্দ লালিত্য বেশ হইলে হইতে পারে, কিন্তু নীতি যার পর নাই জঘন্য, এবং শব্দ লালিত্য ও পদ বিন্যাস বশতঃ কুনীতিও উপাদেয় হইয়া যায়। ইংরাজীতে বাইরণ, শেলী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অসংখ্য২ লোক তাহাদের কবিতা পাঠ করিয়া সর্ব্বনাশগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু কবিতার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। ভাল২ কবিতা পুস্তক পাঠ করিলে অশেষ উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ কবিতা, বিশুদ্ধ প্রেম ও বিশুদ্ধ আনন্দের আকর। সুকুমার-মতি বালক বালিকাগণের পক্ষে বিশুদ্ধ কবিতার বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে কুনীতিরূপ গরলের বিন্দুমাত্র আছে, এমন পুস্তক ছেলেদের হাতে দেওয়া কোন রকমে পরামর্শ সিদ্ধ ও উচিত নহে।

বালক বালিকাদের পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে সকলের বিশেষ সতর্কতা থাকা আবশ্যক। তাহাদের স্মরণ ও কল্পনা শক্তি স্বভাবতঃ প্রবল ও সুতীক্ষ্ণ। ভাল মন্দ পাঠ করিবামাত্র তাহাদের কোমল হৃদয়ে তাহা সংলগ্ন ও অঙ্কিত হইয়া যায়। যাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়,তাহা পরে দূর করা বিষম ব্যাপার। রোগ আরোগ্য করার অপেক্ষা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই অধিক পরামর্শসিদ্ধ। তাহা ছাড়া ভাল বিষয়ের অপেক্ষা মন্দই সচরাচর প্রবল হইয়া থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত না আমাদের দেশে বিশুদ্ধ উপন্যাস ও কবিতার সমুচিত আদর হইবে, তত দিন আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হইবে না। যাঁহারা বিশুদ্ধ কবিতা পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া কুরুচির সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা সমগ্র বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতার পাত্র বলিতে হইবে। এই জন্য আমরা মুক্তাহার রচয়িতাকে প্র-

শংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বালক বালিকাগণের পক্ষে ইহা বিশেষ রূপে উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে কুরুচি ও অশ্লীলতা পূর্ণ ভাব ও কথা নাই। ইহাতে অনেকগুলি পাঠ্য বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই রূপ পুস্তকের সংখ্যা বাড়িলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

হিন্দুধর্ম্মের অপ্রসিদ্ধিকরণ ও সুকুমারী। কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উপরোক্ত দুই খানি পুস্তিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। যাঁহারা আজ কাল ট্রাক্ট সোসাইটী প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাদি পড়েন, তাঁহারা বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে ট্রাক্ট সোসাইটীর নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। যেং পুস্তক ইংরাজি-বাঙ্গালা রূপ বিচিত্র ভাষায় লিখিত হইত তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সাহেবী বাঙ্গালা যে একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কতকগুলি কৃতবিদ্য, বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান যুবকের যত্নে সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা পুস্তকাদি উক্ত পুস্তকালয় হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

"হিন্দুধর্ম্মের অপ্রসিদ্ধিকরণ" খানি অনেক দিনের প্রসিদ্ধ ট্রাক্ট। এমন আবশ্যকীয় বাঙ্গালা ট্রাক্ট আর এক খানি পাওয়া দুষ্কর। হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ভ্রান্তি এবং অন্যান্য অসঙ্গত ভাব ইহাতে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের পরলোকগত প্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ ডাক্তার উইলসন ইহার রচয়িতা। এ দেশে এতাদৃশ পুস্তকের যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। "অপ্রসিদ্ধিকরণ" শব্দটী উঠাইয়া দিয়া উহার পরিবর্ত্তে আর একটী সহজ কথা প্রয়োগ করিলে ভাল হয় না? অপ্রসিদ্ধিকরণ শব্দ বুঝিতে অনেকের কষ্ট হয়।

"সুকুমারী" মন্দ হয় নাই। স্ত্রীলোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে ভালং পুস্তকের নিতান্ত দরকার হইয়াছে। যাহাদের চিন্তাশীলতা, গভীর সহানুভূতি, কল্পনা শক্তি এবং উপকার করিবার একান্ত বাসনা আছে, তাঁহারাই স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য পুস্তকাদি প্রণয়নে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমরা উত্তরোত্তর এমন পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে উক্ত গুণসমুহের সমাবেশ থাকিবে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৩। [৩ সংখ্যা।

প্রকৃত তত্ত্ববিদের বিনয়।

সভ্যতার অভ্যুদয় হইতে এখন পর্য্যন্ত কত লোক যে প্রকৃতি ও মনুষ্যের প্রকৃতগূঢ়তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত তাঁহারা সহজে আপনাদের জ্ঞানের পরিমাণ লইতে পারেন। যাঁহাদের কোন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহাদেরই এই সংস্কার যে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প ও যৎসামান্য মাত্র। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম শাস্ত্র অথবা আর যে কোন শাস্ত্র হউক না কেন, যাঁহাদের উক্ত শাস্ত্র সমূহের একটিতে অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞান বলিয়া জানেন। এটী মৌখিক কথা নহে, এটী তাঁহাদের অগাঢ় বিশ্বাস। পণ্ডিতেরা যতই জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন, ততই তাঁহারা জ্ঞানের অসীম অনন্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে শিক্ষা করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইয়া সকল প্রকৃত পণ্ডিতদের সহিত আলাপ কর, জানিবে তাঁহারা কেমন নম্র। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ভিন্ন২ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেও অন্ততঃ এক বিষয়ে তাঁহাদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা আপনাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি যৎসামান্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কোন প্রকারে অহঙ্কৃত হন না। এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে আমরা এখনই বলিলাম। অসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ বিশপ বট্‌লর প্রকৃতি, পরলোক এবং আর অনেকানেক গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনুষ্যের অজ্ঞানতা তিনি যেরূপ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত

ও বিস্মিত হইতে হয়। তিনি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও আপনাকে বড় মনে করিতেন না। স্যর আইস্যাক নিউটনের মতন অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কত জন জন্মিয়াছেন? তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "আমি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় সমুদ্রকূলে ক্ষুদ্র২ শিলা খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।" আজকাল যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারাও আপনাদের আবিষ্কৃত সত্য অখণ্ড ও অকাট্য সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। ভরচউ, টিণ্ডেল, হক্স্লী, হরবর্ট স্পেন্সর, ডারউইন যাহা বলিতে সশঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হন, তাঁহাদের অল্প বুদ্ধি অপরিণামদর্শী শিষ্যেরা তাহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া বিঘোষিত করিতে চেষ্টা পান। কথায় বলে, যেখানে স্বর্গীয় দূতগণ যাইতে সশঙ্কিত, সেখানে অবোধ অজ্ঞানেরা অবাধে বিচরণ করিতে শঙ্কান্বিত হয় না। আজকাল জীবোৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ক্রমপ্রাদুর্ভাব, সৃষ্টি প্রকরণ, ঐশী শক্তি ইত্যাদি গূঢ়২ বিষয় বিজ্ঞানের নামে যাহা প্রকটিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে অবাক্ হইতে হয় টিণ্ডেল যাহা বিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহস করেন না, অর্দ্ধ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতেছেন।

ঈশ্বরের স্বভাব দূরে থাকুক, সামান্য২ পদার্থের বিষয় আমরা কতদূর বুঝিতে পারি? আজকাল বিজ্ঞানের খুব আলোচনা ও আদর বাড়িয়াছে। তাহাতে মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি সামান্য২ পদার্থের স্বভাব সম্বন্ধে আমরা কত জ্ঞান লাভ করিয়াছি? একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা সকলেই জানি তড়িতের দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। নিত্য২ তড়িতের ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু তড়িতের স্বরূপ কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা সমাচার অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রেরিত হইতেছে, তড়িতের দ্বারা অতি দূরস্থ আত্মীয় স্বজন অথবা প্রিয় সুহৃদের সহিত সহজে কথোপকথন চলিতেছে, বৈদ্যুতিক আলোক সম্বন্ধে নূতন২ আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নূতন২ বিস্ময়জনক ব্যাপার সাধিত হইতেছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তড়িত কি পদার্থ তাহা হইলে তাহার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। টিণ্ডেল, হক্স্লী অথবা আমেরিকা নিবাসী এডিসনকে জিজ্ঞাসা কর, তড়িত কি পদার্থ, তাঁহারা নীরব হইয়া ভাবিতে থাকিবেন। কেহ২ বলিবেন তড়িত দ্রব পদার্থ, কেহ বলিবেন তাড়িত এক প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি, আবার কেহ২ অন্যান্য প্রকারে তড়িতের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবেন। উত্তাপ আলোক, বিদ্যুতের সহিত যে ইহার সম্বন্ধ আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে, তাহাও নিশ্চয়, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই।

বিদ্যুত, তড়িত, উত্তাপ, রাসায়নিক,

সংযোগ, গুরুত্ব, আকর্ষণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বলের স্বরূপ জানিতে পারিলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য ও সংকীর্ণ। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ক জ্ঞানে অনেক ভৌতিক উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? এবম্প্রকার বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে অপরাপর দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের আয়তন হয় ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। কিন্তু অল্প আলোক অন্ধকারকে আরও অন্ধকারময় করে। অল্প আলোক যদিও গভীর বিষয়ের সন্নিকর্ষে লইয়া যায়, যদিও ইহা পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ক্রমপ্রাদুর্ভাব ইত্যাদি বিষয়কে জ্ঞানের পদার্থ করে, তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, একটীর শেষ না হইতে হইতেই আর একটী দুর্জ্ঞেয় বিষয় আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পড়ে। পদার্থ কাহাকে বলে, পরমাণুর স্বরূপ কি, প্রকৃতি কিং উপকরণে সংগঠিত হইয়াছে এবং অন্যান্য দুরূহ বিষয় গুলি স্বভাবতঃ জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠে। তাহার পর বিজ্ঞানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তখন বিজ্ঞান একেবারে বোবা। ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, বিবেক আরং যাহা কিছু বল, কিছুতেই ইহার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই জন্য আমরা বলিলাম, প্রকৃত তত্ত্ববিদেরা বিনয়ী ও নম্রমনা না হইয়া থাকিতে পারেন না। বিনয় যাঁহাদের ভূষণ নয়, তাঁহাদের নিঃসন্দেহে কোন বিষয়ে অধিকার জন্মে নাই। তাঁহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তত্ত্বজ্ঞানও হয় নাই।

সুলেমানের জীবনী সমালোচন।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠার পর।)

বহুবিবাহ। সুলেমানের অন্তঃপুর স্ত্রী সংখ্যায় সহস্রাধিক জনের বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কেহং বলিবেন, তাহাতে হানি কি? ইব্রাহিম, যাকুব, দায়ূদ ইত্যাদি অনেকে তো ইতিপূর্ব্বে একাধিক দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তবে সুলেমানের সহস্র পত্নীগ্রহণে ক্ষতি কি? ক্ষতি কি, পরে বলিব, এখন অন্য একটী কথা বলি;—ইব্রাহিমের দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর, যাকুবের পরিবারকে সাক্ষ্য মান, আর দায়ূদের কথাই পাড়, মিথ্যা কখনও সত্য হইবার নহে, মন্দও কখনও ভাল হইবে না। আমেরিকায় জঘন্য দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার কথা যখন প্রথমং ইংলণ্ডে আন্দোলন হয়, উভয় দেশের "কনসারভেটিব" নামক সম্প্রদায়ভুক্ত কএক জন পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, দাসত্ব ধর্ম্মপুস্তক-সঙ্গত ও ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, ইহাতে আবার পাপ কি? তাঁহারা আরও দেখাইয়া দিলেন, "বিশ্বাসীবর্গের পিতা" ইব্রাহিমের দাস ছিল, মুশা দাস রাখিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, পৌল প্রেরিত দাসত্বের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই, এবং নোহ স্বয়ং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, "কিনান অভিশপ্ত হউক, সে আপন

ভ্রাতার দাসানুদাস হইবে।” আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল, বৃটনবাসী কতক জন সাধু পুরুষের হৃদয়শোণিতে আমেরিকার সে মহাকলঙ্ক ধুইয়া গিয়াছে, আর সেই সঙ্গে উক্ত প্রকার পুরাতন যুক্তিও কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থের স্থান অথবা পদবিশেষের প্রকৃত অর্থ না করিয়া কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিলে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। মথি লিখিত সুসমাচার ৪, ৫ ; ৬ পদ ও যোহন ৭, ৫২ পদ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

বহুবিবাহ মহাপাপ। যিনি এ পাপে আপনাকে কলুষিত করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহার প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিতে হইবে। ভৌতিক জগতে শরীর পালন সম্বন্ধে কতক গুলিন নিয়ম আছে ; তাহার কোন একটীর অত্যাচার কর, প্রতিফল হাতে হাতেই ফলিবে, বহুবিবাহ সম্বন্ধেও তদ্রূপ যিনি বিধাতার নৈতিক জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার দণ্ডও অপ্রতিহার্য্য। স্থলেমান এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্তও বিলক্ষণ গুরুতর আরম্ভ হইল। শাস্ত্রে লেখে, “স্থলেমানের বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার স্ত্রীগণ তাহার মনকে ইতর দেবগণের প্রতি বিপথগামী করিল।” মনে করিও না এ সামান্য দণ্ড! পরমসুন্দর অনন্ত বিশ্বপতির রূপ ধ্যান করিতে যে মানবহৃদয়ের সৃষ্টি, তাহাকে লইয়া যদি তুমি পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ঐ দারুণ হ্রদের পঙ্কিল গর্ত্তে ডুবাইয়া ধর, তবে তাহা অপেক্ষা আর অধিক পরিতাপের বিষয় কোথায় রহিল? এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, আমাদের জীবনসাগরের জলে “বিধাতা” ও “স্ত্রীজাতি” নামক দুইটী গণ্ডশৈল আছে, “পাড়ি” দিতে না জানিলে তাহার কোন না কোন একটীতে ঠেকিয়া মানবহৃদয় তরিখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। স্থলেমানের তরি এ উভয় শৈলেই লাগিয়াছিল ; চূর্ণ হইয়াছিল কি না শেষে বলিব।

বহুবিবাহ পাপে আপনাকে কলঙ্কিত করণ সময়ে স্থলেমান বিধাতার আধ্যাত্মিক জগতের আর একটী নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন ; —“পরমেশ্বর যে ভিন্ন জাতীয়দের বিষয়ে ইস্রায়েল বংশকে কহিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের মধ্যে যাইও না .... তাহাদের সহিত স্থলেমান প্রেমাসক্ত হইল।” “স্থলেমান রাজা ফিরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে অনেক বিদেশীয় অর্থাৎ মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় ও ইদোমীয় ও সিদোনীয় ও হিত্তিয় স্ত্রীকে প্রেম করিত।” জড়জগতের নিয়ম ক্রমে বাস্প যেমন ঊর্দ্ধে উঠে ও গুরু দ্রব্য পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত অখণ্ড বিধিগতে ঐশ্বরিক রাজ্যও তদ্রূপ কখন জগতের সহিত মিশিতে পারে না। পুরাতন নিয়মে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সত্য নিয়মের সাক্ষ্য যিহুদীজাতি ; নূতন নিয়মে ইহার উদাহরণ খ্রীষ্ট মণ্ডলী। বস্তুতঃ, “ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন যে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন,” এবং “যে কেহ জগতকে প্রেম করে পিতার প্রেম তাহাতে নাই,” এই বচন দুইটী উভয়ই সত্য, উভয়ই যথার্থ এবং উভয়ই সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত

রাজ্যের অপরিবর্ত্তনীয় বিধি। পৌল প্রেরিত পবিত্র আত্মাকর্ত্তৃক চালিত হইয়া এই নিয়মদ্বয়কে একসূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়াছেন,—"তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পৃথক হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না, তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে।"

সুলেমান ঐশ্বর্য্যের আধিক্যে ও জ্ঞানের বাহুল্যে মত্ত হইয়া, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যস্থায়ী এই অনন্ত অনপনেয় চিহ্নটী মুছিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও মার্জ্জিত বুদ্ধি ছিলেন, সুতরাং স্বজাতীয় অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা পত্নীর বাক্যালাপে পরিতৃপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল; অন্য পক্ষে দেখিলেন তখনকার মিসররাজকন্যা ও অন্যান্য বিদেশীয় কুমারীগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপলাবণ্যের তুলনায় যিহূদীললনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার তুল্য বিজ্ঞ পুরুষের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত। ক্রমশঃ শিক্ষিতা-সহবাসলালসা তাঁহার মনে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, অবশেষে আপনার কর্ত্তব্য, মুশার নিয়ম এবং ঈশ্বর ও জগতের প্রকৃতিগত বৈষম্য, এ সকলই ভুলিয়া গিয়া যাবতীয় দেবপূজকদের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন;—তাঁহার অধঃপতনের সুন্দর সোপানও প্রস্তুত হইল। স্ত্রীগণের অনুরোধে পড়িয়া তাহাদের আপনাপন জাতীয় দেবদেবীর পূজা ও পুরোহিত নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন,—রাজধানীর সম্মুখস্থ জৈতুন পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অস্তারোৎ, মিলকম্, কিমোশ, মোলক প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মন্দিরস্থ নিয়ম সিন্দুক ও দশ আজ্ঞার দিকে পশ্চাৎ ফিরাও, দেখিবে, অস্তারোৎ দেবীর বেদিনিঃসৃত ধূমে আকাশ অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। সুধু তাই নয়; অন্তিম বয়সে বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং দেব পূজক হইয়া বসিলেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ কবি গেটে (Goethe) সাধু ও পামরে যে প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন সে যথার্থ কথা!—তোমার আমার সকলের হৃদয়ই গরলাধার জঘন্য নরক-কৃমির বিচরণস্থল; তবে কি না,তুমি তাহাদের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে দিতেছ না, তুমি সাধু, আর আমি তাহা পারিতেছি না, আমি পামর।*

পাঠক! এস্থলে সংক্ষেপে একটী সত্য কথা বলিব, শুনিবে? রাগ করিও না। আজ কাল আমাদের স্বদেশী হিন্দু প্রতিবাসীগণের মধ্যে কেহ২ তোমায় আমায় দেখাইয়া° দিয়া বলেন,—"বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান" এখনকার এক

°কোন২ পণ্ডিত আজ কাল সুলেমানের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি অতি বিজ্ঞ অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং "Religious Toleration" অর্থাৎ ভিন্ন২ ধর্ম্মের প্রচলনানুমোদন কাহাকে বলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাঠক জানেন বোধ করি যে বর্ত্তমানে ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই কিছু২ "Religious Toleration" চলিতেছে, কিন্তু উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মতে যত দিন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু অথবা মুসলমান না হইবেন ততদিন কি জানি এই "Toleration" শব্দের যথার্থ অর্থ তিনি বুঝিতে পারিবেন না।

অদ্ভুত সামগ্রী; উহারা “খ্রীষ্টানী বাঙ্গলা” বলে, “খ্রীষ্টানী বাঙ্গলা” লেখে, “যোজেফ” “ফিলিপ” “আইজেক” ইত্যাদি অদ্ভুত রকমের নাম রাখে, সাহেবদের সহিত মিশিতে যায় অথচ মিশিতে পায় না, আবার আপনাদিগকে দেশীয় হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেও ছাড়ে না।” যদি কখন এ প্রকার কথা শুনিতে পাও, যদি কখন তাহার কোনটী কতক সত্য বলিয়া বিশ্বাসও হয় এবং কখন২ যদি তোমার সহধর্ম্মীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপন কর্ত্তব্য ও প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য “জগতের” সহিত মিশিতে ইচ্ছা হয় তবে,—অধিক কি বলিব,—স্লুলেমানের শেষ অবস্থার কথাটী যেন মনে থাকে এবং “স্থির হইয়া বিশ্বাস করিলে তোমার শক্তি হইবে” এ প্রতিজ্ঞাটীও যেন স্মরণ হয়।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী।

(উদ্ধৃত)

আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরীর গড়ের মাঠে মহা ধুমধামের সহিত একটী মেলা হইবে। এই মেলা ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ) হইতে আরম্ভ হইয়া ১লা মার্চ (১৯ ফাল্গুন) পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠিক তিন মাস থাকিবে। সমস্ত পৃথিবীতে যে কোন দেশে যে কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী আছে, তাহা এই মেলায় আসিবে। এই সকল দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের আদেশ মতে জাদুঘরের দক্ষিণে ও গড়েরমাঠে আজ কয় মাস ধরিয়া গৃহাদি প্রস্তুত হইতেছে। বিলাত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত প্রকার কল, শিল্প কর্ম্ম ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, সমস্ত দ্রব্যই এই মেলায় আনীত হইবে। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যত প্রকার মহামূল্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা তৎসমুদয়ও সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের গৌরব ও ঐশ্বর্য্য দেখিবার নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দিগ্‌দিগন্তর হইতে লোকের মহা সমারোহ হইয়া পড়িবে। ভারতবাসীরাও পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকল দেশেরই আনীত চমৎকার দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাইবেন। বিদেশীয় নূতন নূতন শিল্প কর্ম্ম দেখিলে ভারতবাসীরাও সেই সকল শিল্প কর্ম্ম করিতে শিখিবেন, তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে ও এই সমস্ত দ্রব্য সুলভ হইয়া আসিবে।

উপরে যে সকল দ্রব্যের কথা লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন বড় বড় মহারাজা, রাজা, নবাব, সর্দ্দার, জমিদার, মহাজন ও অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিদিগের মহামূল্য মণি, মুক্তা, অলঙ্কারাদিও এই প্রদর্শনীতে আনীত হইবে। এই সকল দ্রব্যের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা, ইহাদিগকে সাবধানে

রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে এবং যাহাতে উত্তম রূপে সকলেই দেখিতে পান, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই সমুদয় দ্রব্য সকল সময়েই লোকে দেখিতে পাইবেন। নিজ মেলার অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড ব্যতীত সাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বৈকাল ও সন্ধ্যার সময় নানারূপ কৌতুক ও তামাসা দেখান হইবে, যথা. গীত, বাদ্য ও ভোজবাজী ও আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কলাপ।

মেলার ভিতর যাইতে হইলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে হইবে। কি ধনী.কি কি দরিদ্র সকলেই বিনা কষ্টে যতবার ইচ্ছা তত বার গিয়া মেলা দেখিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া, রবিবার ও বুধবার ছাড়া অপর সকল দিনে দশটা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত টিকিটের মূল্য চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার পর দেখিতে চাহিলে আট আনা করিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা অধিক ভিড়ের ভিতর যাইয়া দেখিতে না ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বুধবার দিন এক টাকা মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে দেখিতে পারিবেন।

এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা নির্জ্জনে ও সম্ভ্রমের সহিত যাহাতে মেলা দেখিতে পান, এজন্য তাঁহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে; সে দিন কেবল স্ত্রীলোকেরাই যাইতে পাইবেন, পুরুষেরা যাইতে পাইবেন না।

এই রূপ আশ্চর্য্য চমৎকার ও মনোহর দ্রব্যাদি দর্শনের অবসর ভারতবাসিদিগের নিমিত্ত অদ্যাপি কখনও হয় নাই, ও অনেকের জীবদ্দশায় যে পুনরায় এরূপ ঘটনা হইবে, তাহারও কোন আশা নাই। ভারতবাসিদিগকে এই মেলা দেখাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট অনেক পরিশ্রম ও বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সে জন্য গবর্ণমেন্টের একান্ত ইচ্ছা যে কি ইতর ভদ্র,কি বড় ছোট, কি ধনী কি নির্ধন সকলেই আসিয়া এই মহা প্রদর্শনী দর্শন করেন। সকলেই অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া টিকিটের মূল্য এত স্বল্প করা হইয়াছে। সকলেরই আসিয়া দেখা উচিত।

আগামী ৪ঠা ডিসেম্বরে এই মেলার সূত্রপাত হইবে, স্বয়ং গবর্ণর জেনারল সভাপতি থাকিবেন। এই সভায় আমাদিগের মহারাণীর পুত্র রাজকুমার ডিউক অফ্ কনাট্, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গবর্ণর ও লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর এবং অনেক রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। সে দিন যাঁহারা নিজের আয়ত্ত স্থানে পৃথক বসিবেন, তাঁহাদিগকে দশ টাকা মূল্যের টিকিট লইতে হইবে। যাঁহারা সাধারণের সঙ্গে বসিবেন, তাঁহাদিগকে পাঁচ টাকা লাগিবে।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণ।

বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক খানি সাধারণতঃ ইংরাজী হইতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন। এই কারণ বশতঃ হউক অথবা মণ্ডলীর ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই হউক, অনেকের ধারণা আছে যে, লিখিত সাধারণ প্রার্থনা পদ্ধতি ও পবিত্র সংস্কারাদি সম্পাদন প্রণালী আধুনিক ও ইংরাজি ব্যাপার, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মণ্ডলী সংশোধন কালে ইহার আরম্ভ হয়, ইহা আদিম প্রথানুমোদিত নহে, সুতরাং এ বিষয়ে মতামত থাকিতে পারে এবং থাকিলেও কোন দোষ বা হানি নাই। কিন্তু আমরা আশা করি যে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ ধারণা ভ্রম-বিজৃম্ভিত ও অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন। অধিকন্তু উক্ত পদ্ধতিটী কোন মতে ইংরাজী, ইউরোপীয় বা আধুনিক নহে, বরং সার্ব্ব মণ্ডলীর প্রৈরিতিক প্রথা ও সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। অতএব ইহা অগ্রাহ্য করা দোষ বলিতে হইবে। প্রেরিতদের ক্রিয়ার২ অধ্যায় ৪২ পদ পাঠ করিলে যে কয়েকটী বিষয় স্পষ্ট দেখা যায়, সে বিষয়গুলি এই২ (১) মণ্ডলীর একতা, (২) মণ্ডলীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন, (৩) উপদেশ, এবং (৪) সংস্কারাদি সম্পাদন। মণ্ডলীর উপাসনা পদ্ধতির এই সূত্রপাত বা ভিত্তিমূল বলিতে হইবে। জষ্টিন সাক্ষবরের গ্রন্থে অর্থাৎ প্রায় ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর সেবার সম্বন্ধে দেখা যায় যে, (১) সকল মণ্ডলীভুক্তগন এক দিনে অর্থাৎ প্রভুর দিনে একত্র হইত। (২) প্রেরিত ও প্রবাচকগণের গ্রন্থাদি সেই সময় পঠিত হইত, (৩) উপদেশ দেওয়া যাইত। (৪) প্রার্থনা এবং (৫) প্রভুর ভোজ সম্পাদিত হইত। প্রত্যেক বিশপ আপন অধীনস্থ সমাজের জন্য ঈশ্বর সেবার প্রণালী ও পদ্ধতি স্থির করিতেন; সামান্য বিষয়ে ভেদাভেদ হইতে পারিত বটে, কিন্তু গুরুতর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মূলের কোন বিকৃতি দেখা যায় না। সার্ব্ব মণ্ডলীর প্রাচ্য বিভাগে পাঁচ খানি সেবাগ্রন্থের কথা পাওয়া যায়. (১) সাধু ক্লেমেন্ট, (২) সাধু যাকোব, (৩) সাধু মার্ক, (৪) সাধু খুসষ্টম এবং (৫) সাধু বাসিলের। এই গুলি ভিন্ন সাধু আমব্রোজের, পুরাতন রোমান এবং গালিকান (ফ্রান্সদেশীয়) সেবা গ্রন্থাদি মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল।

রোমান বিশপ গ্রেগরি দি গ্রেট কর্তৃক প্রেরিত আগস্তিন ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসিয়া একটী রীতিমত সংস্থাপিত ও দৃঢ়বদ্ধ মণ্ডলী দেখিলেন। রোমান প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার না করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের উক্ত গালিকান সেবা গ্রন্থ ব্যবহার করা তাঁহার বিহিত বোধ হইল। এ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, গ্রেগরিকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি তাহার অতি সুন্দর উত্তর পাইয়াছিলেন। গ্রেগরীর পত্রের তাৎপর্য্য এই যে "স্থানের জন্যে কোন দ্রব্য প্রিয় হইতে পারে না. কিন্তু দ্রব্যের জন্যে স্থান প্রিয় হয়"। ইহার ভাব এই যে রোমক বলিয়াই যে সকল দ্রব্য শ্রেষ্ঠ

হইবে তাহা নহে, অন্য স্থানেও উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে। রোমান কাথলিকেরা বলিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী রোমের বিশপ কর্ত্তৃক স্থাপিত ও তাহাতে পূর্ব্বে রোমান পদ্ধতি ও প্রণালী চলিত ছিল; অতএব ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম সংশোধন দ্বারা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রেগরি ও অগষ্টিনের বিবরণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এতপ্রকার কথা যুক্তি ও ইতিহাস বিরুদ্ধ এবং নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। অতএব আমরা ভরসা করি রোমান ভায়ারা উক্ত কল্পিত কথা তুলিয়া দুর্ব্বল ও অনভিজ্ঞ লোকদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবেন না। ঈশ্বর সেবার বিষয়ে প্রত্যেক বিশপের আপনার অধীনস্থ সমাজ গুলির উপর ক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত এবং তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব নিবন্ধন ইংলণ্ডে অনেকগুলি প্রার্থনা পুস্তক প্রচলিত হইয়াছিল, যথা, সাল্‌সবরি প্রার্থনা পুস্তক, হেরিফর্ড প্রার্থনা পুস্তক ইত্যাদি। এই সকল স্থানীয় প্রার্থনা পুস্তককে বিশেষ২ স্থানের বিশেষ২ বিধি অথবা ব্যবহার (Use) বলা যাইত। নর্ম্মাণ বিজয়ের অর্থাৎ ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর রোমান প্রাদুর্ভাব হয়, এই জন্য এই সকল প্রথা লইয়া বহুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাল্‌সবরির বিশপ অসমণ্ড এই গোলযোগ মিটাইবার ইচ্ছায় প্রচলিত উপাসনা পুস্তক হইতে সুপ্রসিদ্ধ স্যারম অর্থাৎ সাল্‌সবরির প্রার্থনা পুস্তক বা "ব্যবহার" প্রকাশ করিলেন। এই প্রার্থনা পুস্তক কেবল যে তাঁহার অধীনস্থ সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের অনেক অংশে বিশেষতঃ দক্ষিণে ইহা অতি আদরণীয় হইয়াছিল। মণ্ডলীর কোন বিধান বা প্রথা বিষয়ে ভিন্ন বাক্যতা হইলে অনেক স্থলে স্যারম "ব্যবহার" প্রায় অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

আগস্তিনের ইংলণ্ডে আগমন আর নর্ম্মাণ বিজয়ের মধ্যকালে অর্থাৎ ১০৮৫ অবধি ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত আশ্রম বাস প্রথার বড় প্রাদুর্ভাব হয়। পুরোহিতগণ একত্রে বাস করিতেন এবং প্রার্থনা ও কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রার্থনা পদ্ধতি সম্পর্কে, "সাতহোরা" পালন করা হইত; অর্থাৎ তাঁহারা (১) উষাকালে (২) অতি প্রাতে (৩) এক প্রহরে (৪) দ্বিতীয় প্রহরে (৫) তৃতীয় প্রহরে (৬) সন্ধ্যা সময়ে (৭) এবং শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরারাধনা করিতেন। এই উপলক্ষে প্রার্থনা, দায়ুদের গীত পাঠ, সংগীত, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মণ্ডলীর প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণের গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি রীতি উপাসনার অঙ্গ ছিল। সপ্তম গ্রেগরি এই গুলিকে কিছু সংক্ষেপ করাতে, ইহার নাম "সংক্ষিপ্ত সার" হয়। এই প্রার্থনা পুস্তক ছাড়া "পুণঃ উথারিস্ত পালনবিধি" গ্রন্থ, "পুরোহিতের সাময়িক বিধানাদি নিষ্পাদন গ্রন্থ" অর্থাৎ বাপ্তিস্ম, বিবাহ ইত্যাদি পদ্ধতি, বিশপের বিশেষ২ কার্য্য সম্পাদন, অর্থাৎ হস্তার্পণ, পরিচারক নিয়োগ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পদ্ধতি অন্য এক গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

এই প্রার্থনা পুস্তকাদি আদৌ লাটিন

ভাষায় রচিত হয়। রোমের বিশপের আধিপত্যই ইহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে,এখন পর্য্যন্ত এই অযৌক্তিক ও আদিম-প্রথা-বিরুদ্ধ কার্য্যটী অনেক অংশে প্রচলিত আছে। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ইংরাজি ভাষাতে প্রার্থনা গ্রন্থাদির নিতান্ত অভাব ছিল না। প্রার্থনাদি কার্য্য কেবল ধর্ম্মাশ্রমের মধ্যে পুরোহিতগণের বা তৎসম্পর্কীয় লোকদের কার্য্য নহে,বরং সর্ব্বসাধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই জ্ঞানের বৃদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে২ চলিত ভাষাতে প্রার্থনা পুস্তকাদির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতএব ইহাকে ইংরাজি প্রার্থনা পুস্তকের সূত্রপাত বলিলে কোন প্রকারে অসঙ্গত হয় না।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে "সারম সংক্ষিপ্তসার" সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এবং প্রভুর ভোজ বিধানও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মণ্ডলীর সমিতি (কনভোকেষণ) ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীর সকল সেবা গ্রন্থ সংশোধনের আদেশ প্রচার করেন এবং লিতানিয়া সেই আদেশের প্রথম ফল। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রান্মার অতি যত্ন সহকারে লিতানিয়া প্রকাশ করেন এবং তিন চারিটী বিষয়, অর্থাৎ ধন্যা কুমারী, দূতগণ, পিতৃপুরুষ, প্রবাচক ও প্রেরিতগণের নিকট প্রার্থনা ছাড়া ঐ সংশোধিত লিতানিয়ার সহিত এখনকার প্রচলিত লিতানিয়াতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি প্রার্থনা পুস্তক প্রচারিত হয়; নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি তাহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল। বিশ্বাসের পদার্থাবলি, প্রভুর প্রার্থনা, দশ আজ্ঞা, লিতানিয়া, বেনিতে, তেদেয়ুং ও অন্যান্য সংগীত ও সঙ্কলিত প্রার্থনা; কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট পারিবারিক প্রার্থনাও তাহাতে ছিল। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সহভাগ বিধানে লোকদিগের দুই প্রকার দ্রব্যে সহভাগ গ্রহণাধিকার পুনঃ প্রদত্ত হয়। আদিম মণ্ডলীর এই শাস্ত্র সঙ্গত প্রথা রোমান বিশপ রহিত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে অর্থাৎ ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উইন্দসর প্রাসাদে ৭ জন বিশপ ও ৬ জন ধর্ম্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত একত্র হইয়া এক খানি প্রার্থনা পুস্তক প্রস্তুত করেন; এই পুস্তক খানি ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের প্রথম প্রার্থনা পুস্তক বলিয়া খ্যাত। ইহাতে রবিবার এবং পুণ্যাহের সেবা, বাপ্তিস্ম, হস্তার্পণ, বিবাহ, কবর দিবার বিধান ও অন্যান্য বিশেষ পদ্ধতি পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত পুণ্য সহভাগ বিধান সংশোধন করিয়া ইহাতে সংযোজিত করা হইয়াছিল; প্রভুর প্রার্থনা পাঠ করিয়া প্রাতঃ ও সায়ং সেবা আরম্ভ করা হইত। উক্ত প্রার্থনা পুস্তক সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পূরণ করিয়া ১৫৫২ অব্দে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তক বিরচিত হয়; মৃতদের জন্যে প্রার্থনা ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধান এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইল। রাজ্ঞী মেরি রোমান কাথলিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে সাধারণ সেবাদির সংস্করণ বা উন্নতি করা দূরে থাকুক, এ বিষয়ে অনেক অত্যাচার ও তাড়না ঘটিয়াছিল। রাজ্ঞী

ইলিসাবাথের সময় পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা পুস্তকের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হইয়া ১৫৫৯ অব্দে একখানি প্রার্থনা পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের কথা এ স্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। অন্য সময়ে আমাদের বক্তব্য বলা যাইবে। প্রার্থনা পুস্তকের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি আমরা এখন শুনিতে পাই, ঐ কালেও কতকগুলি লোক সেই সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন; ইহাদিগকে গ্রন্থকারেরা পিউরিটান (অর্থাৎ অতি নির্ম্মল বা পুণ্যবান) বলিতেন। নানা কারণ বশতঃ রাজা জেম্সের সময়ে উক্ত প্রকার ভাবের প্রাবল্য হইলে, তিনি ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে হাম্পটন প্রাসাদে কতক গুলি বিশপ ও অন্যান্য বিচক্ষণ লোক ডাকাইয়া আপত্তিকারকদের প্রার্থনা পুস্তকের বিরুদ্ধ কথা গুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই সময়ে কতকগুলি সামান্য২ পরিবর্ত্তন সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠার পর।

খ্রীষ্টীয় পরিচারকের পদ পবিত্র আত্মার শক্তি হইতে উদ্ভূত। পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রেরিতবর্গ তৃতীয় শ্রেণীস্থ পরিচারক অর্থাৎ "ডিকন" নিযুক্ত করিলেন। প্রেরিতদের ক্রিয়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে যে "ভোজনের" উল্লেখ আছে, তাহার সহিত পবিত্র সহভাগ এবং তৎ সাময়িক দান সেবার সম্বন্ধ ছিল। "ডিকন" অর্থাৎ সেবকদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক ছিল না; তাহাদিগকে বিধবা, বৃদ্ধ, পীড়িত এবং দুঃখিদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের সাংসারিক উপকারও করিতে হইত বটে, কিন্তু স্পষ্ট রূপে লেখা আছে যে, সেবকেরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, (৩পদ) এবং প্রার্থনা ও প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন (৬পদ) এবং তাঁহারা প্রচারও বাপ্তাইজও করিতেন। (প্রেরিত ক্রিয়া ৭; ৩৬-৩৮)।

"ডিকন" শব্দটী প্রেরিতদের ক্রিয়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পদ হইতে এক রকম উৎপন্ন বলিতে হইবে। "দিয়াকোনাইন ত্রাপেজাইস" এই গ্রীক শব্দ দ্বয়ের অর্থ মেজের অথবা ভোজনের সেবক অথবা পরিচারক হওয়া। সাধু পৌলের মণ্ডলীপালন সম্বন্ধীয় পত্রে ডিকনদের উল্লেখ আছে, এবং প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রেরিতদের ক্রিয়ার ৬ অধ্যায়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সাধু স্তিফান, সাধু ফিলিপ, নিকলাস ইত্যাদিকে ডিকন নামে আখ্যাত করেন। ডিকনদের পদ স্থাপিত হইলে মণ্ডলীতে পরিচারকের পদ সম্বন্ধে পূর্ণতা হইল বলা যাইতে পারে। তাহার পর যে নূতন শ্রেণীর ক্ষুদ্র২ পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সকল কোন বিশেষ২ প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং যখন প্রয়োজন বোধ হইল না, তখন সে পদ সকলও উঠিয়া গেল। আবার আবশ্যক হইলে সে সকল

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বিশপ, প্রীষ্ট, ডিকন মণ্ডলীতে সমভাবে বিদ্যমান থাকিবে। প্রৈরিতিক কালে কোন মণ্ডলীতে বিশপ, প্রীষ্ট ও ডিকন না থাকিলে তাহা পূর্ণ—সংগঠিত মণ্ডলী বলিয়া আখ্যাত হইত না। বিশপ, প্রীষ্ট, ও ডিকন থাকা মণ্ডলীর একটী বিশেষ লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইত। ট্রালিয়ানদের প্রতি পত্রে সাধু ইগনেশিয়স বলেন, ইহাদিগের, অর্থাৎ বিশপ, প্রীষ্ট, ডিকন, ব্যতিরেকে মণ্ডলী প্রকৃত প্রস্তাবে মণ্ডলী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। রোমের ক্লেমেন্টও আপনার পত্রে করিন্থিয়দিগকে সেইরূপ বলেন। মণ্ডলীতে এইরূপ সংস্কার চিরকাল রহিয়াছে। যাঁহারা মণ্ডলী সংশোধন কালে কোন কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্তরূপ সংগঠন প্রণালীর আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

—০—

৬ অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয় সংস্কার ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র খ্রীষ্ট হইতে উৎপন্ন। খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মনুষ্য। তিনি ধন্যা কুমারী মরিয়মের গর্ব্ভে মানব স্বভাব ধারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য হইয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং আপনার ব্যক্তিত্বে ঐশ্বরিক স্বভাবের সহিত মানব স্বভাবের সংযোগ সাধন করিয়া ক্রুশে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পবিত্র খ্রীষ্টের ক্ষত বিক্ষত পার্শ্ব হইতে যে দুই সংস্কার স্বরূপ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতেই মণ্ডলীর জীবন সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

প্রিয় শিষ্য এবং প্রেরিত সাধু যোহন (যিনি অপরাপর সুসমাচার লেখক অপেক্ষা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব আরও পূর্ণ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন) বাপ্তিস্ম ও পবিত্র সহভাগ স্পষ্ট রূপে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটীর সংস্থাপনের কথা লিখেন নাই এবং তাহার প্রকৃষ্ট কারণও আছে। সংস্থাপনের মুখ্য বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য সুসমাচারে বিবৃত হইয়াছিল, অতএব তিনি পুনরুক্তির আবশ্যকতা না দেখিয়া সংস্কারের স্বরূপ ও আধ্যাত্মিক কার্য্য বিশদ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদনার্থে খ্রীষ্টের গম্ভীরভাবসূচক কথার উল্লেখ করেন "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি," ইত্যাদি (যোহন ৩। ৫ ; ৫। ৫৩)।

বাপ্তিস্ম সংস্কারের বিষয় উত্থাপন করিয়া খ্রীষ্ট একবচন প্রয়োগ করেন, "আমি তোমাকে কহিতেছি" এবং "একজন জল ও পবিত্র আত্মা হইতে জাত না হইলে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না," কেননা যেমন প্রত্যেক ইসরায়েল সন্তানকে ছিন্নত্বক্ হইতে হইত, সেইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম সংস্কারদ্বারা পুনর্জাত হইতে হয়। যাহাদের ত্বকচ্ছেদ না হইত, তাহারা ঈশ্বরের মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইত (আদি পুস্তক ১৭।১৪)। অন্য সংস্কার সম্বন্ধে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। "মনুষ্য পুত্রের মাংস ভক্ষণ না করিলে এবং তাঁহার রক্ত

পান না করিলে তোমাদের জীবন নাই।” এই সংস্কার কেবল এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহাতে অধিক লোকের উপস্থিতি আবশ্যক করে। ইহাকে পবিত্র সহভাগ বলা যায়, কেননা ইহার দ্বারা ঈশ্বর এবং ভ্রাতৃগণের সহিত বিশ্বাসীবর্গের সহভাগ সংস্থাপিত হয়। বিশ্বাসীবর্গ ঈশ্বরে অবস্থিতি করে এবং ঈশ্বর তাহাদিগেতে অধিবাস করেন। যিহুদী পাস্কার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পাস্কা সহভাগ নির্দ্দেশক ক্রিয়া এবং প্রত্যেক ইস্রায়েলের পক্ষে উহা আবশ্যক ছিল। (যাত্রা পুস্তক ১২। ৩, ৪, ২৪, ২৫)।

(ক্রমশঃ)

দূরবর্ত্তী শৈলাবলী।

২য় খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর সেই মহাপুরুষ তাহাদিগকে নানা চেতনাজনক বাক্য বলিয়া দুই ভগিনীকে দুটী বাঁশী দিলেন; দিয়া কহিলেন, আমার পিতা আপনার সকল সন্তানের স্বর শুনিতে ভাল বাসেন। তাঁহার শৈলনিবাসী সন্তানেরা সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, তোমাদিগকে তাহাদের সহিত যোগ দিতে হইবে। অতএব যে যন্ত্র তোমাদিগকে দিয়া গেলাম তাহা সতত বাজাইবে। তিনি আরো বলিলেন, যদি কোন গতিকে এস্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পড়, তা হইলে আমাকে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বাঁশী বাজাইবে। তাহাতে এই হইবে যে তোমরা এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, এমন কি, যদি অনেক দূরেও গিয়া পড় তথাপি ইহাদের ধ্বনিতে শৈলাবলী প্রতিধ্বনিত হইবে। আর আমি উত্তর দিতে ক্ষান্ত থাকিব না।

এই রূপে নানা আশা ও ভরসা দিয়া মহাপুরুষ নিরস্ত হইলেন। তাহারা অবনত মস্তকে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছিল, এক্ষণে নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখে, তিনি সেখানে নাই, অন্তর্ধান করিয়াছেন। ফলতঃ তাহারা সেই মহাপুরুষকে দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়স্তিমিত নয়নে ক্ষণকাল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অতঃপর যে সকল বাক্য তাঁহার প্রমুখাৎ তাহারা শুনিয়াছিল সেই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথমে তাহাদের মনে এই ভাব উদয় হইল, যতক্ষণ না সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে লইয়া যান, আমরা যে অবলীলাক্রমে শৈলাবলীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে সহসা সেই ভগ্ন প্রাচীরের কথা তাহাদের মনে পড়িল, এবং এই বলা বলি করিতে লাগিল যে যদি সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ভগ্ন প্রাচীর চাপা দেখেন তা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু গিরিবালার সে ভাব অধিক ক্ষণ থাকে নাই। সে কহিল, ভগিনী, ঐ দেখ ভগ্ন

ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপাকার রহিয়াছে। এই যে নব দূর্ব্বাদল-পূর্ণ ক্ষেত্র সকল অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, ঐ যে বিকশিত কুসুম পরিমলে দশ দিক আমোদ করিতেছে, ইহা হইতে ও স্থান কখনই মনোরম নহে। আমাদের হিতৈষী না বলিয়া দিলে হয় তো আমরা উহার দিকে ফিরেও তাকাইতাম না। ইহা শুনিয়া শৈলসুতা কহিল, ভগিনি, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। তন্মধ্যে কোন না কোন বিপদ থাকিবেই থাকিবে, নহিলে আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বারণ করিতেন না। আর তা ছাড়া, ইহা দিনের আরম্ভ মাত্র। তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, সূর্য্য যতক্ষণ উদয়াচলে থাকিবে, ততক্ষণ আমরা তত্রত্য সকল বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব না।

ইহা তোমার স্মরণে থাকুক বা না থাকুক, আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে। কি জানি ইহার পর মরীচিমালী প্রখর-কর জাল বিস্তার করিলে এমন এমন বস্তু আমাদের নেত্র পথের পথিক হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা চিত্ত আকর্ষিত হইয়া পড়িবে। অতএব, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেন ঐ ভগ্ন প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করি। প্রত্যুত, দূরবর্ত্তী শৈলাভিমুখে স্থির দৃষ্টি রাখি।

এই কথা বলিয়া সে বংশীতে ফুৎকার করিবা মাত্র সুমধুরধ্বনি নিঃসৃত নানা স্বর বাজিয়া উঠিল, তাহাতে যে নবীন নীরদ শিলাবলীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, মৃদুমন্দ গন্ধবহ সঞ্চালনে তৎক্ষণাৎ তাহা তিরোধান করিল এবং এক মধুরতর সঙ্গীত তাহাদের শ্রুতিপথে আরূঢ় হইল। গিরিবালাও শৈলসুতার সহিত বাঁশীর সুর মিলাইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। আবার তাহারা তাল মান প্রযোজিত নানা রাগ রাগিণীর আলাপাদি শুনিতে পাইল। ইহা শুনিয়া দুই জনেই আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। কহিল শৈলনিবাসীরা যে আমাদের সঙ্গীতে যোগ দিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। বিশেষতঃ সেই মহাপুরুষ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে যে আমাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি।

পরীক্ষার দিনে কয়েক ঘণ্টা তাহারা দুই ভগিনীতে সেই স্থানে শুইয়া কাল যাপন করিয়াছিল। কোন পরীক্ষায় পড়িয়া তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে যে ভূমি কর্ষণ করিতে বলা হইয়াছিল, তাহা না করিয়া কেবল প্রচুর পরিমাণে পুষ্প চয়ন করিত। কোন২ পুষ্প তাহাদের স্পর্শমাত্র শুষ্ক হইয়া যাইত, আবার কোন২ পুষ্পের গুপ্ত কণ্টকে অঙ্গুলি আঁচড়াইয়া যাইত। ফলতঃ তাহাদের অন্তঃকরণ এত প্রফুল্লিত ছিল যে ঐ সকল সামান্য কণ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিত না; মধ্যে২ কোন২ বিষয়ে নৈরাশ্য হইলেও ভ্রূক্ষেপও করিত না; কখন২ নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের সুচিক্কণ মালা গাঁথিয়া ভুজঙ্গিনীবিনিন্দিত বেণী বিনাইয়া পরিত; কখন২ বা ঘাসের চাপের উপর দুই ভগ্নীতে দৌড়াদৌড়ি করিত; করিতে২ যখন হাঁপিয়া পড়িত, তখন

সেইদি বৃক্ষের তলে বসিয়া বিরাম করিত এবং শাখাস্থ বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কলকণ্ঠ শ্রবণ করিত।

শৈলসুতার মনের ভাব এই রূপ হইয়াছিল, আমরা যে স্থানে আছি ইহার সহিত সেই অন্ধকারময় বনের তুলনা করিলে ইহা কেমন রমনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বলিতে কি সেই আগন্তুক মহাপুরুষের কৃত অঙ্গীকার গুলি স্মরণ হইলে হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে প্লাবিত হয়। আহা! সেই দিন কবে আসিবে যে দিনে সেই মহাপুরুষ আসিয়া আমাদিগকে দূরবর্ত্তী শৈলাবলীতে লইয়া যাইবে। এই রূপ চিন্তার পর সে গিরিবালাকে বলিল, ভগ্নি, আমাদের দিন সংক্ষেপ হইলেও হইতে পারে, আমাদের সুর ও স্বর যেন শৈলবাসী সুখী পরিবারগণের সহিত মিলিতে পারে, এজন্য আইস আমরা ক্রমাগত বাঁশী বাজাইতে অভ্যাস করি। যদিও গিরিবালা আপনার ভগ্নীর সঙ্গ ছাড়িত না, তথাচ সেই শৈলাবলীর দিকে ঔৎসুক্যনয়নে দৃষ্টিপাত করিত না। আর তাহার ভগ্নী যে প্রকার মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থ সঙ্গীত শ্রবণ করিত, সে সেপ্রকার করিত না; এমন কি কখন২ অন্যমনা হইয়া পড়িত; আদৌ শুনিয়াছে কি না সন্দেহ হইত। বৃক্ষ হইতে পতিত পত্রের মর্ মর্ শব্দ ও পক্ষিগণের রবে তাহার মন আকর্ষিত হইত। তাহার কারণ এই যে সে বাঁশী ওষ্ঠে করিত বটে, কিন্তু তাহার মন সেই মহাপুরুষের প্রত্যাগমনের বিষয় চিন্তা করিত না।

রমাবাই সরস্বতী।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোয় হয় শুনিয়া থাকিবেন, বিদুষী রমাবাই সরস্বতী খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সম্পাদক ও অপরাপর লোকেরা পূর্ব্বে রমাবাইয়ের যশঃকীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারাই আবার তাঁহার নিন্দা করিতে বসিয়াছেন। এখন তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের মতে এখন তিনি মিথ্যাবাদিনী, এখন তাঁহার জীবন বিড়ম্বনামাত্র হইয়া পড়িয়াছে। যে সম্পাদক আপনার মত এইরূপে সংগঠন করেন, এবং কেবল মাত্র কুসংস্কারদ্বারা আপনাকে পরিচালিত হইতে দেন, তাঁহার মতের মূল্য কত তাহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমরা বলি বিদুষী রমাবাইয়ের খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বনে স্ত্রীশিক্ষার নূতন যুগ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা। সকলেই বিদিত আছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে রমাবাইয়ের বিলক্ষণ অধিকার আছে, এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত শিক্ষা সমিতির সম্মুখে যেরূপ সুন্দর রূপে শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির উত্তর দেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভারত-

কর্ষে এমন প্রসিদ্ধ স্ত্রী আর জন্মে নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। গত বৎসর আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রেভবেণ্ড নিহিমিয় শাস্ত্রী গোবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। যদিও মনে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার এক রকম বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তবুও তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র আত্মার বশীভূত করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার বিষয়ে সকলেই চিন্তান্বিত ও প্রার্থনাশীল ছিলেন। অনেক পুরুষে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া স্থির থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু রমাবাইয়ের ন্যায় কোমল হৃদয়া, বুদ্ধিমতী স্ত্রী খ্রীষ্টে ঈশ্বর প্রকাশিত অনন্ত প্রেম সাগরে ঝাঁপ না দিয়া কেবলমাত্র শুষ্ক, নির্ম্মম প্রাণবিহীন একেশ্বরবাদে স্থির থাকিতে পারেন,ভাবিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, যেন তিনি অসংখ্য২ অজ্ঞানান্ধ ধর্ম্মবিহীন ভারত ভগিনীদের আদর্শ ও শিক্ষয়িত্রী স্বরূপ হন। যদি এখন তিনি একটীও কথা মুখে না বলেন, তবুও আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি এমন কার্য্য করিবেন, যাহা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এদেশে শিক্ষাদ্বারা এখন সাধিত হয় নাই। অনেকে আজ কাল এদেশে আত্ম শাসন প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা একমাত্র সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কখনই আত্ম শাসনের মূল বসিতে পারে না।

রমাবাইয়ের অনেক দিন ধরিয়া ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা ছিল, এবং ইহাতে অবশেষে সফল মনোরথও হয়েন। একজন ধার্ম্মিক মিশনরী তাঁহার মানসিক ভাব ও অবস্থা জানিতে পারিয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সুসভ্য ও ভক্ত স্ত্রীলোকদের সংসর্গে অধিক কাল অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ আধ্যাত্মিক উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি রমাবাইয়ের ইচ্ছাসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করেন।

বিলাতে গিয়া তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে আপনার বন্ধুদিগকে চিঠি দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা এরূপ দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি না কখন সত্যময় আত্মা আসিয়া আমাদের অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করিবেন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের ভগিনীর অন্তঃকরণে কার্য্য করিতেছিলেন, কে তাঁহার কার্য্যে অর্গল দিতে পারে? যখন খ্রীষ্টীয়ান না হইবার প্রতিজ্ঞা সূচক পত্র লিখেন, তখন বোধ হয় তিনি আপনার মনকে প্রবঞ্চনা করিতে ছিলেন। বোধ হয় তখন তিনি ঈশ্বরের প্রেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিতেছিলেন। কিন্তু এ সংগ্রামে তাঁহার বিবেক ও অন্তঃসাক্ষী জয়লাভ করিল। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলেন, এবং অবশেষে আত্ম পরীক্ষা ও অনুতাপের পর জল সংস্কারও গ্রহণ করিয়াছেন।

বাপ্তিস্মের কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতে এক জন প্রিয় বন্ধুকে তিনি নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রেরণ করেন;

"তুমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে আমি পবিত্র জল সংস্কারের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ফাদার গোরে ভারতবর্ষ হইতে আমার নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিনয়পূর্ণ মধুর বাক্য আমার অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কি আশ্চর্য্য প্রচার করিবার ক্ষমতা! আমি বোধ করি তিনি ব্যতিরেকে আর কেহ আমার মন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে ফিরাইতে পারিতেন না। যদি একজন আমার স্বদেশবাসী (উভয়েই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ) আমার নিজ ভাষায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ এবং বেদ হইতে আমার দোষ ও ভ্রম না দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে দুরূহ হইত। এখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমার অনবরত প্রার্থনা যেন তিনি আমাকে তাঁহার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত দাসী হইবার জন্য অনুগ্রহ প্রদান করেন।"

বন্ধুগণের বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—"আমি ইহাতে শঙ্কিত নহি। আমাকে বিবেকের কথা শুনিতেই হইবে। যদি সমস্ত পৃথিবী আমার বিপক্ষ হয়, আমি ভীত হইব না, কেননা আমি আপনাকে এমন এক জনের উপর সমর্পণ করিয়াছি, যিনি সহস্র২ অমঙ্গল হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি যে, যে তাঁহার শক্তিমান হস্তদ্বারা আমার ভগ্ন দশার সহস্র২ চূর্ণ অংশগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমার মন (তাঁহার অল্প বয়স্ক কন্যার নাম) এক মাসের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। ওয়ানটেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমি আশা করি আমরা উভয়ে বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিব।"

পাঠক প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আপনার নবজাত শিশুকে রক্ষা, বলীয়ান ও সান্ত্বনা করেন।

আমাদের আম্দুলস্থ সংবাদদাতা বলেন;—

কি করি, আমাদের অন্তঃকরণ হইতে ভয় তো কোন মতে অপসারিত হইতেছে না, আবার তার সঙ্গে নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া চিত্তকে বিচলিত করতঃ সর্ব্বদা চিন্তাসাগরেই নিমগ্ন করিয়া থাকে। যখন পিতা মাতার অধীনে ছিলাম, তখন কোন ভাবনাই ছিল না, ক্ষুদিত হইলে অমনি আহার পেতাম; বস্ত্রহীন হইলে অমনি বস্ত্র; ক্রন্দন করিলে অমনি দৌড়িয়া আসিয়া "বাবা কি হইয়াছে, কে মারিয়াছে বলিয়া" ক্রোড়ে করতঃ কতই না সান্ত্বনাজনক বাক্যদ্বারা চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতেন; আবার বিবাদী ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান করিয়া কতই না তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতেন। এক্ষণে সে কাল আর নাই, বয়ঃ-

প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন সোসাইটীকে মা বাপ জ্ঞান করতঃ তাহাদেরই হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া এই শত্রু বেষ্টিত গ্রামে বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু হায়! কাঁদিলে কেহই শুনে না, বস্ত্রহীন হইলে কেহ দেখে না, আবার বিপদে পড়িয়া আর্ত্তস্বর করিলেও কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না, সুতরাং যাই কোথা? মহাশয়! বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড এম, এস, শীল মহাশয় অত্র আম্দুল মিশনের ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে মির্জাপুরস্থ শ্রীযুক্ত রেঃ জি, এচ্ পার্ষন সাহেব মহাশয় মিশন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার সহধর্ম্মিনী সহ এ স্থানে এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, অবস্থিতি সময়ে তিনি নিশ্চিন্তাবস্থায় সময় যাপন না করিয়া আগ্রহ পূর্ব্বক অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দুইবেলা মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এক দিবস বৈকালে যখন আমরা বাজারে প্রচার করিতেছিলাম, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহারই পার্শ্বে একটী বাক্সোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রায় তিন চারি শত লোক আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে "হরি বোল হরিবোল হরিবোল" এই শব্দ বারম্বার উচ্চারণ এবং চতুর্দ্দিগ হইতে হাতির নাদ, ধুলা ও ইট পাট্কেল ছুড়িতে আরম্ভ করিল, তখন প্রচার করা দূরে থাক্ বরং স্বস্থানে প্রত্যাগমন করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করাতে পুরোহিত মহাশয় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিয়া তিনি জনতার দিগে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎ হাটিতে লাগিলেন। এই রূপে নির্ব্বিঘ্নে আমরা আপন২ বাসস্থানে পৌঁছিলাম। পর দিবস পুরোহিত মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে আমরা তাহার পর দিন প্রার্থনা পূর্ব্বক পুনরায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমতঃ যখন আমরা পুস্তক খানি খুলিয়া ১ যোহনের ৩ অধ্যায় পাঠ করিতেছিলাম, তখন দু চারি জন করিয়া ক্রমশঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, আমরা ১৩ পদের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময়ে আবার সেই রূপ "হরিবোল, হরিবোল, শব্দের উচ্চ ধ্বনি হইতে লাগিল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে বৃষ্টির ন্যায় ধুলা, কুটা, পচা খড়, মস্তকোপরি পড়িতে লাগিল। ভদ্রতার মধ্যে এবারে ইট্ পাট্কেল না ছুঁড়িয়া ছেঁড়া জুতা এবং বোধ করি গণ্ডা আষ্টেক্ পয়সার বাতাসা ক্রয় করতঃ তদ্দ্বারা মারিতে লাগিল। তখন ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এবারে সাহেব নাই যে তাহার আশ্রয় লই, এবং নিকটবর্ত্তী কোন পুলিষ-কর্ম্মচারিও নাই যে তাহার শরণাপন্ন হই; সুতরাং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কেবল মুখে হাসিতে২ বাসস্থানে পলায়ন পর হইলাম। মহাশয়, তাই বলি, করি কি?

এদিকে আবার দশ বারটি গ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সভা করতঃ খ্রীষ্টীয়ান দলের দলপতি ও তাহার আনুষঙ্গিক লোকদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া

স্থানে২ এই রূপ নোটীষ পত্র টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন যে,যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত আহার বিহার করিবে তাহাদিগকেও সমাজচ্যুত করা যাইবে। এক্ষণে লোক পরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে,দলপতি মহাশয় সমাজ ভুক্ত হইবার জন্য পাগলের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারে২ ফিরিতেছেন। বাস্তবিক তাহাই বটে, কারণ আমরা তাঁহার পূর্ব্বকার মত ভাব ভঙ্গী আর না দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তৎ বিপরীত দেখিতেছি। হবেই তো, কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি সোসাইটীকে, এই সুযোগে একটী বাড়ী ক্রয় করিতে, অথবা ৪। ৫ বৎসরের জন্য একটী বাড়ী এগ্রীমেন্ট করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটী তদ্বিষয়ে যখন একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, তখন তিনি যে আমাদের পরিত্যাগ করিবেন, এত বড় আশ্চয্য নয়। তিনি একজন প্রকৃত হিন্দু। তথাপি এখন পর্য্যন্ত যে আমাদের সহায়তা করিতেছেন এজন্য তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য। মহাশয় মনে করুন, যদি তিনি বাস্তবিক আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াই কার কাছে? আবার যে বাড়িতে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, সেই বাড়ির কর্ত্তা যদি এক্ষণে আমাদিগকে উঠিয়া যাইবার নোটীষ দেন, তাহা হইলেই বা যাই কোথা? অধিকন্তু আমরা পরিবারাদি লইয়া অতি কষ্টে এই বাটীতে বাসা করিতেছি। কোন ভদ্র লোক যদি আমাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে আইসে, তাহা হইলে আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহার সহিত "বেগার ঠেলা" মত দু-চারিটী কথা বলিয়াই তাহাকে বিদায় করি। এতদ্ব্যতীত যে কয়েকটী লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের সুবিধানুসারে এ স্থানে আসিলে তাহাদের কষ্টের এক শেষ হইয়া থাকে। তাহারা না আপন বাড়ীতে, না আমাদিগের বাসা বাড়ীতে স্থান পায়, সুতরাং জ্ঞাতিদিগের ভর্ৎসনা শুনিতে২ তাহাদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়। আবার এ স্থানে এমন কতকগুলি লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। এখন দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারাও নিরাশ হইয়াছেন। যাহা হউক, বোধ করি, সোসাইটী আমাদের মা বাপ, অনেক গুলি ছেলে পিলে হইয়াছে, এই জন্যই আর ভরণ পোষণ করিতে চাহেন না। পূর্ব্বেকার ন্যায় সন্তানদিগের প্রতি আর কোন মমতা নাই, সুতরাং কোঁকাইয়া২ কান্দিলেও আর দুদ পাওয়া যায় না, এবং কোলেও করেন না। মহাশয়, তাই বলি, এখন কি করি, আর কোথায় বা যাই? এক্ষণে আপনার ও পাঠকদিগের স্মরণ লইলাম, যদি আমাদের প্রতি আপনাদের মমতা থাকে, তাহা হইলে যদি কোন উপায় করিতে পারেন তো অনুগ্রহপূর্ব্বক করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

অতি মাননীয় বঙ্গবন্ধু সম্পাদক মহাশয়,

আপনকার বিগত নবেম্বর মাসের পত্রিকায় চর্চ্চ কাউন্সিলের কার্য্যবিবরণী প্রস্তাবের মধ্যে কলিকাতা মৃজাপুরস্থ ট্রিনিটী চর্চ্চের চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি রেভেরেণ্ড শ্রীযুত পার্কার সাহেব উক্ত চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি কি রূপে হইলেন ইহাতে আপনি আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিতে মনস্থ করিয়া এ পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্র পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

আমাদের মৃজাপুরস্থ ট্রিনিটী মণ্ডলী যদিও সি, এম এসের অন্তর্গত, তথাপি ইহা এক প্রকারে স্বাধীন। উহার কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণের ভার উক্ত চর্চ্চ কমিটীর হস্তে,এবং কমিটীর মিনিট বহির মধ্যে যে চর্চ্চ কমিটীর সংগঠনের নিয়মাবলি আছে তাহাতে ট্রিনিটী চর্চ্চের পাষ্টরই এই কমিটীর সভাপতি হইবেন ইহাই স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত আছে। প্রথমে মহাত্মা শ্রীযুত রেভেরেণ্ড ভন্ সাহেব মহাশয় এই মণ্ডলীর মিশনরি পাষ্টর ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি হন, তৎপরে আমাদের সুযোগ্য মান্যবর প্রিয় ভ্রাতা রেভেরেণ্ড শ্রীযুত পি, এম, রুদ্র মহাশয় উক্ত মণ্ডলীর পাষ্টর পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু কাল পর্য্যন্ত তিনিও সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎপরে তিনি অনেক ঘটনাতে ঠেকিয়া সুবিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলেন যে, সি, এম, এসের কলিকাতা করস্পণ্ডিং কমিটীর সেক্রেটরি যিনি হইবেন, তাঁহাকে এই কমিটীর সভাপতি করিলে অনেক বিষয়ে সাহায্য ও সৎপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে এবং বাস্তবিক এই বিষয়টী রুদ্র বাবুর জ্ঞানের ও বহুদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছে। তৎপরে সি, এম, এসের সেক্রেটরি মহাত্মা রেভরেণ্ড শ্রীযুত ওয়েলেণ্ড সাহেব মহাশয় উক্ত সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া সময়েং অনেক সাহায্য করিতেন ও সৎপরামর্শ দিতেন। পরে মান্যবর অতি সুযোগ্য রেভেরেণ্ড শ্রীযুত পার্কার সাহেব মহাশয় তৎপদে নিযুক্ত হইয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন ও সৎপরামর্শ দিতেছেন; ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট উপকৃত ও বাধিত আছি। আর আপনি লিখিয়াছেন, পার্কার সাহেব মহাশয় বাঙ্গালা জানেন না, তবে তিনি কি প্রকারে বাঙ্গালিদের সহিত কার্য্য করেন? আপনি অবগত হইবেন যে, তিনি কার্য্য সকল অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত করিয়া থাকেন; তিনি বাঙ্গালা জানেন না বলিয়া এই কমিটীতে দুইটী মিনিট বহি আছে, তাহার একটী ইংরাজিতে ও একটী বাঙ্গালাতে লিখিত হইয়া থাকে। এই কমিটীর সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি জানেন, কেবল ২।১ জন ইংরাজি ভাল বুঝেন না বলিয়া এই কমিটীর যিনি জয়েণ্ট সেক্রেটরি তাঁহার দ্বারায় তিনি ইন্টারপ্রেট অর্থাৎ অনুবাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া

থাকেন, সুতরাং কোন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা কিম্বা অসুবিধা হয় না।

আপনকার বিশ্বস্ত ভ্রাতা
শ্রী রাজকৃষ্ণ বসু।
ট্রিনিটী চর্চ্চের পাষ্টর।

ট্রিনিটী চর্চ্চের পুরোহিত সত্বেও সোসাইটীর সেক্রেটরি কেন চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি হইবেন, এ রহস্য আমরা এখনও বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। এবম্প্রকার কার্য্য "সুবিবেচনা" "জ্ঞান" "বহুদর্শিতা" ইত্যাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচায়ক অথবা পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে "ঠেকিয়া" শিক্ষার ন্যায় গুরুতর শিক্ষা আর নাই। এই জন্য আমরা ভরসা করি, বর্ত্তমানপ্রণালীতে চর্চ্চ কৌন্সিলের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। পরম পূজ্যপাদ ডন সাহেব অনেক বিষয় "ঠেকিয়া" শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় এ বিষয়টী তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয় নাই যে, চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর সেক্রেটারী সভাপতি হইয়া সাহায্য ও সৎপরামর্শ না দিলে চর্চ্চ কৌন্সিলের কার্য্য চলিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বাবু বুঝিবেন, মাননীয় পার্কার সাহেবের বিরুদ্ধে আমরা একটীও কথা বলিতেছি না। কথাটী এই, আপনাদিগকে সাহায্য করিতে না শিখিলে প্রকৃত আত্মশাসন প্রণালী কি রূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে?

বং সং।

বিবিধ বিষয়।

বিগত ৮ই নবেম্বর তারিখে কুচবিহার মহারাজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বঙ্গের লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর, বর্দ্ধমানের মহারাজা ও অনেকানেক সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কুচবিহার মহারাজের যে রূপ স্বভাব চরিত্র তাহাতে আমাদের বোধ হয় সে দেশে এখন অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইবে।

বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয় সম্মিলনী সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে ৪০, ৫০ জন ভিন্ন২ মণ্ডলীর প্রতিনিধি সভাতে যোগ দেন। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী আচার্য্যগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। রেভঃ রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয় মণ্ডলীর বর্ত্তমান অভাব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সভার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আগামী বারে প্রকাশিত হইতে পারে।

রুশিয়ার সমাজ তান্ত্রিক ও নিহিলিষ্ট লোকেরা ছাড়িবার পাত্র নহে। সম্প্রতি বর্ত্তমান রুশ সম্রাট রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রজাদিগকে প্রদান করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহারা নাকি আপনারা সভা করিয়া সম্রাটকে মৃত্যু যোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদের কি ভয়ানক উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা!

ডাক্তার বাউমানের যত্নে বিগত ১০ই নবেম্বর তারিখে মৃজাপুর ট্রিনিটী উপা-

সনালয়ে ধর্ম্মবীর লুথরের চতুর্থ শতাব্দিক উৎসব সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শুনিলাম, তিন চারি ঘন্টা ধরিয়া লুথরের জীবনী পাঠ করা হয়। ধার্ম্মিকদের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা অতি কল্যাণকর। আমরা ভরসা করি এখন হইতে মৃজাপুর গির্জায় পৌল, পিতর, যোহন, এবং জগজ্জীবন খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যুর উৎসব দিন আরও উৎসাহের সহিত পালিত হইবে। তিন চার ঘন্টা ধরিয়া যদি লুথরের জীবনের বড়২ ঘটনা ধ্যান যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে শুভ শুক্রবারে তিন ঘন্টাকাল প্রভু যেশু খ্রীষ্টের দুঃখ ঘটনা ধ্যান করা রোমীয় মণ্ডলীর ভ্রষ্ট অনুকরণ মাত্র যেন মনে না করা হয়।

কোরানে সুরাপান করিতে মহম্মদ নিষেধ করিয়াছেন। যে ঘটনায় সুরা সেবনের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। এক দিবস একটী গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে২ মহম্মদ কতকগুলি লোককে এক সঙ্গে উপবেশন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে দেখেন। তাহারা বিবাহোপলক্ষে তথায় সমাগত হইয়াছিল। মহম্মদ তাহাদের আমোদ দেখিয়া বাস্তবিক আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু পর দিন প্রাতে ঐ পথ দিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি দেখেন যে পূর্ব্বোক্ত স্থানটী রক্তে রক্তময় হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে এক জন বলিল, "আপনি যাহাদিগকে কল্য আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহারাই পরে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করে, তাহার পর হাতাহাতি হয় এবং অবশেষে দুই একটা হত্যা হইয়া গিয়াছে।" সেই দিন হইতে মহম্মদ সুরাপান নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি ঈশ্বরের নামে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে কোন বিশ্বাসী সুরা স্পর্শ করিবে সে কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না। মহম্মদ এক জন আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সহজে অনুমান করিয়াছিলেন যে, যদি ভক্ত লোকদের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত হয়, তাহা হইলে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য কখনও দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইতে পারিবে না।

বোম্বাইয়ের বিশপ কিছু দিনের জন্য বিলাতে গমন করিয়াছেন। যাহাতে এদেশে মণ্ডলীর বিস্তার ও বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করাই বোধ হয় বিলাত যাইবার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা শুনিয়াছি বোম্বাই অঞ্চলে অনেক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু টাকা কড়ির অভাবে তাহাদের নিমিত্ত উপাসনালয় নির্ম্মিত ও পরিচারকাদি নিযুক্ত হইতে এখন পারে নাই।

সম্প্রতি বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিজে বিবাহ ও সংসার না করিয়া ভারতের উন্নতি সাধনই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেনন। ইনি অনেক বিষয়ে উদার

ছিলেন এবং পৌত্তলিকতার প্রতি ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আস্থা ছিল না। এ প্রকার নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্ম প্রচার না করিলে কোন ফল হয় না।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বাল্যসখী। শ্রীহারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত। কলিকাতা ; চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহাদিগকে কোন সময়ে পিত, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী অথবা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহারা উক্ত আখ্যায়িকার মধ্যে বেশ প্রবেশ করিতে পারিবেন, প্রবেশ করিয়া প্রীত হইবেন, এবং পড়িবার সময় অনেক পুরাতন বিষয় তাহাদের মনে পড়িবে।

চিত্রটী বেশ হইয়াছে,সব যেন স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ভাষাটী যতদূর পর্য্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল হইতে পারে, হারাণ বাবু তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও পুস্তকান্তর্গত ঘটনা গুলিতে কল্পনার ছড়াছড়ি নাই, তথাচ উহাতে যে কল্পনা নাই তাহা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে গ্রন্থকর্ত্তা বড় ভাল বাসেন, আমরা অন্ততঃ তাহা পাঠ করিতে ভাল বাসি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন-প্রিয়তা গ্রন্থের যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা আছে, "দিবারাত্র খাটিতাম, তবু শাশুড়ীর মন পাইতাম না—তবু ননদের মন পাইতাম না। কিন্তু আমার সকল দুঃখ যমুনার তীরে গেলে দূর হইত। যমুনার খরস্রোতে আমার দুঃখ ভাসিয়া যাইত। যমুনার তীরে বসিয়া কাঁদিলে আমার প্রাণের আরাম হইত। যমুনার জলের সঙ্গে আমার চক্ষের জল মিলিলে, আমার দুঃখের লাঘব হইত। হায়, এই দুঃখের সময়ে সেই কলনাদিনী খরবাহিনী যমুনা আমার একমাত্র—আমার একমাত্র বন্ধু। আমি যমুনার কূলে বসিয়া, কলসী অবলম্বন করিয়া নীরবে কাঁদিতাম। আর সেই যমুনা পর দুঃখ কাতরা যমুনা —আমার দুঃখের সময় কাঁদিত। আজি সে যমুনা—কোথায়, আজি সে স্বদেশ কোথায়— আর, আমি কোথায় ?"

গ্রন্থকর্ত্তা অশিক্ষিত ধর্ম্ম প্রচারকদের দুই একটী প্রচারের দোষ প্রকটিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। একটী গুরুতর দোষ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। ৭৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "রবার্ট বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হইল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার অনেক উপকার হইল। কিন্তু ইহার সমস্ত কথার মূল এই যে, নরকদ্বার এড়াইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য ত্রাণকর্ত্তা যীশুর আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে জগতে পাঠাইয়া পাপ পতিত মনুষ্য জাতিকে যে কত প্রেম করিয়াছেন, মনুষ্য আপন দোষে পতিত হইল, কিন্তু ঈশ্বর আপন

গুণে তাহাকে উদ্ধার করিলেন; মনুষ্যকে সে জন্য ভাবিতে হইল না. ঈশ্বর নিজে ভাবিলেন, অতএব নিঃস্বার্থ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রেম করা, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, তাঁহার শরণাগত হওয়া যে মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিয়া আমার চিত্তে সন্তোষ জন্মিল না। স্বর্গবাস যে বাঞ্ছনীয়, তাহার সন্দেহ নাই.পিতার কাছে কে না যাইতে চাহে? কে না স্বদেশে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে? আমি ভাবিতাম, কেবল পিতার বাটীর সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যই কি পিতাকে ভাল বাসিব? তবে ত সে ভাল বাসায় স্বার্থ গন্ধ রহিল।”

বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানদের আচার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ আভাস ৭৪ পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্ন লিখিত দৃশ্য দর্শনে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু প্রথম২ কাহার না এটী অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইয়াছে? ৭৪পৃষ্ঠার শেষে লিখিত হইয়াছে, “বর্বর্ট বাবুর কথায়,চলনে ও আচার ব্যবহারে দেখিলাম, ইহাঁরা, আবার প্রকৃত বাঙ্গালী নহেন। ঘরের মধ্যে কুক্কুট ও কুকুর অকাতরে বেড়াইতেছে, যে টেবিলে আহার করা হয়, তাহাতে তরকারির ঝোলের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। আমার সম্মুখে মেতরানী আসিয়া অকাতরে ঘর ঝাঁটি দিতে লাগিল। এ সকল দেখিয়া ও ছেলেদের এক নূতন প্রকার বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আমার মন বড় ছোট হইল।”

বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান কোন২ বিষয়ে সৃষ্টির মধ্যে একটী অমূল্য জিনিস বলিতে হইবে। কুকুর, কুক্কুট, মেতরানীর ঝাঁটি দেওয়া, নূতন প্রকার বাঙ্গালা কথা —আর কত যে জিনিস আছে তাহা কে বলিবে?

আমরা বাহুল্য ভয়ে এই পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছু বেশী বলিতে চাই না। যাহা বলিয়াছি তাহাতেই ইহার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা ইহা সাব্যস্থ করিতে চাহেন তাহারা চারি আনা মাত্র খরচ করিলেই তাহা পারিবেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীবি, লা, গা। আপনার প্রবন্ধ স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না। আগামী বারে দেখা যাইবে।

শ্রীম। ঐশিক গীতোৎকর্ষ বিষয়ে যথেষ্ট লেখা হইয়াছে, আর সমালোচনার দরকার নাই।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।]   ১লা জানুয়ারি ১৮৮৪।   [৪ সংখ্যা।

পুরাতন ও নববর্ষের আলিঙ্গন।

"Ring out the old, ring in the new ;
Ring, happy bells, across the snow :
The year is going, let him go ;
Ring out the false, ring in the true.
*   *   *   *   *   *
"Ring out false pride in place and blood,
The civic scandal and the spite ;
Ring in the love of truth and right,
Ring in the common love of good."

গত রাত্রি দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক জন পথিক ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গার পুলের নিকট দাঁড়াইলেন। রাত্রি অন্ধকার। দ্বিতীয়ার চন্দ্র সন্ধ্যার সময় কেবল দুই এক জনকে দেখা দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। আকাশে অসংখ্য ছোট বড় তারা ফুটিয়া রহিয়াছে। ছোট তারাগুলি একত্র থাকিতে ভাল বাসে,—একত্রেই আছে ; কোন কোনটী কি ভাবিয়া কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়াছে। পথিক সেই রত্নখচিত আকাশের দিগে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে২ কি মনে হইল, মুখ ফিরাইয়া মহানগরী কলিকাতার প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেন ; তখনও দুই এক জন লোক পথ চলিতেছিল,—দুই একখানি শকটের চক্রশব্দও মধ্যে২ দূরহইতে শুনা যাইতেছিল। পথিক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনরায় ধীরে২ হাবড়ার অভিমুখে চলিলেন। পুলের তিন ভাগ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময়, গ্যাসের আলো তাঁহার মুখে পতিত হওয়াতে দেখিলাম,—তিনি স্ত্রীলোক ; বয়স বড় অধিক বোধ হইল না, কিন্তু মুখখানি এত শুষ্ক, চক্ষু দুটী এত নিস্তেজ ও শরীরের গতি এত আধিক্লিষ্ট যে বয়স ঠিক কত নির্ণয় করিয়া বলা সহজ নয়। দক্ষিণ হস্তে যষ্ঠির উপরে ভর দিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন, তাহাতে অনুমান করিলাম, অল্প দিন

ইইল তিনি পীড়া-শয্যা হইতে উঠিয়াছেন; কিন্তু পরিধেয় শাড়ীখানির শতধা ছিন্নাবস্থা, পদযুগলের ধূলিধুসরিত বর্ণ ও হস্তে সদ্যত্যক্ত কঠিন পরিশ্রমের চিহ্ন দেখিয়া সে অনুমান টিকিল না। মনে২ ভাবিলাম, ইনি যেই হউন, ইহাঁর দিন সুখে কাটে নাই,—এ সংসারে সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহা হইতে ইনিও অব্যাহতি পান নাই; বরং কষ্টের মাত্রা কিছু গুরুতর হইয়াছিল বলিতে হইবে, তাহা না হইলে এই যে নৈশ হিমবায়ু তারকাবিম্বিত গঙ্গাবারি কাঁপাইয়া অন্যান্য পথিককে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে ইহাঁর ক্ষিপ্রপাদবিক্ষেপ কিঞ্চিৎ মাত্র ও বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন? গঙ্গার পুল কলিকাতার এক আশ্চর্য্য বস্তু, নদীতীরের দীপাবলিশোভিত রাজপথ দূর হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, অথচ এ সকল শোভা সৌন্দর্য্য অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল জন্মিল,—ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য আমিও তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিলাম। হাবড়ার পারে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিবার মানসে পুলের অপেক্ষাকৃত নিভৃত এক কোণে গিয়া বসিলেন। ছোট রকমের চামড়ার একটী ব্যাগ, কাগজের এক বৃহৎ তাড়া ও ক্ষুদ্র একখানি দর্পণ কাপড়ের মধ্যহইতে বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিলেন এবং নিকটে কেহ আছে কি না জানিবার জন্যে এদিগে ওদিগে একবার দৃষ্টি করিয়া, স্ত্রীস্বভাবসুলভ কার্য্যে মন দিলেন,—দর্পণখানি তুলিয়া লইয়া মুখ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া আমি পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দে আরও একটু নিকটে গিয়া পুলের একটী লৌহস্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইলাম, দেখিলাম দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখছবিটী বড় মন্দ নয়;—ঈষদুন্নত কপালে কএকটী গভীর চিন্তারেখা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেই আকর্ণবিশ্রান্ত অৰ্দ্ধনিমীলিত আয়তনেত্রের নিরাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি, বিষাদমলিন মুখমণ্ডলের স্তিমিত কান্তির সহিত মিশিয়া, প্রভাতের ম্লানচন্দ্রবৎ এক অপূর্ব্ব করুণ-শোভা উৎপাদন করিয়াছে;—স্থূলমধ্য সূক্ষ্মপ্রান্ত অচঞ্চল সেই দীর্ঘ সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলের ঘন-অঞ্জনাভ বর্ণ ও ঈষৎরক্তিম গণ্ডদেশের সেই পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত মাধুর্য্যে পূর্ব্ব লাবণ্যের যথেষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মুখ দেখা সাঙ্গ হইলে সুন্দরী দর্পণখানি রাখিয়া দিলেন ও ব্যাগের মধ্য হইতে কতকগুলি কি লইয়া অঞ্চলের এক কোণে বাঁধিতে লাগিলেন। তখন সেই চামড়ার ব্যাগের উপরে লিখিত শিরোনামা দেখিয়া জানিলাম—চিনিলাম—ইনি **পুরাতন বৎসর**। কলিকাতার দিগে দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন কেন, সে সকলই তখন বুঝিতে পারিলাম। বার মাস ধরিয়া যে আগুনে অনবরত পুড়িয়া জ্বালাতন হইয়াছেন, তাহাতে এ প্রকার শ্রীভ্রষ্ট হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এত সহিয়া, এত খাটিয়াও যখন তিনি কাহারও মন রাখিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার মুখে এরূপ বিষণ্ণভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া একবসনা পুরাতন বর্ষের দুর্ভাগ্যের বিষয় এইরূপ

আন্দোলন করিতেছি আর শীতে কাঁপিতেছি, এমন সময়, শারদচন্দ্রিকাস্নাত নবমল্লিকাসদৃশী এক অপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তি আনন্দে নৃত্য করিতে২ হাবড়া ষ্টেষণের পথে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বালিকার উভয় চক্ষুর মধ্যস্থলে ভ্রূযুগলের মিলিত প্রান্তভাগ দর্শকের মন সর্ব্বপ্রথমে সেই দিগে আকৃষ্ট করে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উপবিষ্টা রমণীর সহিত নবাগতা কুমারীর এত অঙ্গগত সাদৃশ্য ছিল যে, একেবারে জানিতে পারিলাম ইহাঁরা সহোদরা ভগ্নী ও এই হর্ষময়ী বালিকা নববৎসর। কেবল বার মাস মাত্র অগ্রপশ্চাৎ জন্ম হইলে অবস্থার এত রূপান্তর ঘটে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এক জন জীবনস্রোতের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,—অপরের ধমনীতে সদ্য সঞ্চারিত শোণিতের তীব্র তেজ উছলিয়া পড়িতেছে; এক জন অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া, বিষণ্ন চিত্তে জীবনের অসারতা চিন্তা করিতেছেন,—অপর জন নবজাত আশার "ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী" মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। নববৎসর তখন কহিল,—

"দিদি! এখানে বসিয়া তুমি কি করিতেছ? তোমার মুখ এত বিরস কেন? এত দিন ধরিয়া তুমি কি করিলে?"

পুরাতন বৎসর বালিকার প্রশ্নে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাগের মধ্য হইতে ধীরে২ এক খানি পুস্তক বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, দেখিলাম—সে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের "Administration Report."

"এতে কি লেখা আছে?"

"পড়িয়া দেখ, সকলই জানিতে পারিবে।"

নববৎসর পুস্তক খুলিল। কএকটী পাতা উল্টাইয়া আবার তাহা বন্ধ করিয়া কহিল,—

"এত কথা পড়িতে আমার সময় নাই; মুখে বল শুনি।"

"ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা২ ঘটিয়াছে, সে সকলই লেখা আছে।"

"এতে যত কথা দেখা যায়, সে সমুদয়ই কি সত্য?"

পুরাতন বৎসর একবার চারিদিগে সতর্ক দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! ও দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, কিছু দিন থাক, সকল রহস্যই বুঝিতে পারিবে।"

নববর্ষ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল,—

"তুমি কিছু বলিবে না দেখিতেছি, কিন্তু রাজনৈতিক সমাচার কি, না শুনিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।"

পুরাতন বৎসর কি করেন, অগত্যা বলিতে লাগিলেন;—

"নিতান্ত যদি শুনিতে চাও, তবে রাজনীতি বিষয়ক দুটী সংবাদ দিতেছি, শুন,—"ইলবার্ট বিল" ও রাইয়তদের "বিল" লইয়া মহা হুলস্থূল ব্যাপার চলিতেছে। লেখালেখি, বকাবকি, ঝগড়া, কুম্বল আদি কত কাণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু বিলদুটী আজ পর্য্যন্ত "পাশ" হইতে পারিল না! সাধ করিয়া কি আমার মুখ শুখাইয়াছে?"

নব বৎসর হাসিতেং বস্ত্রের মধ্য হইতে একটী সুন্দর কৌটা বাহির করিয়া কহিল,—

"দেখ, অনেকগুলি কেমন সুন্দরং নূতন আশা সঙ্গে আনিয়াছি। এই যে "বিলের" কথা কহিতেছ, তাহা পাশ না করিয়া আমি ফিরিব না।"

পুরাতন বৎসর নূতন আশার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মস্তক নাড়িয়া পুনর্ব্বার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন; কহিলেন,—

"ভগ্নি! তুমি এই আসিতেছ, কিছু বলিলে বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু দিন কতক পরে দেখিতে পাইবে, তোমার আশার কি গতি হয়! আমিও তোমার মতন আসিবার কালে অনেক গুলি আশা বান্ধিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু রৌদ্রের তাপে শুখাইয়া ও বর্ষার জলে ভিজিয়া সে গুলি এখন এমন ভারি ও দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, "মিউনিসিপেলিটির" মহাপ্রভু হারিশন সাহেব না থাকিলে, সে সমুদয় এই রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া যাইতাম। কি করি, ঐ ব্যাগটির মধ্যে করিয়া সে সকল পুনরায় বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে।"

নববর্ষ তখন ব্যাগের দিগে দৃষ্টি করিয়া তাহার পাশে কাগজের এক বৃহৎ তাড়া দেখিতে পাইল; তুলিয়া লইয়া খুলিতে আরম্ভ করাতে দেখিলাম, সে গুলি দেশীয় ও ইংরাজী সংবাদ পত্র। " Englishman," " Pioneer " ও "আনন্দ বাজার পত্রিকা" সবে মাত্র এই কএকটী নাম পড়িয়াছি, এমন সময় নববৎসর তাহা রাখিয়া দিল।

"দিদি! এ সকল খবরের কাগজ সঙ্গে লইয়া যাইতেছ কেন?"

দিদি উত্তর দিবেন, এমন সময় সহসা সেই নৈশ গগন কম্পিত করিয়া পঞ্চাদপি পঞ্চমে গীত ধ্বনি উঠিল,—

" A randy, dandy, dandy, O,
" A whet of ale and brandy O,
" With a rumbelow and a westward-ho!
" And heave my mariners all, O!"

শব্দ লক্ষ্যে চাহিয়া দেখিলাম, কিঞ্চিৎ দূরে অর্দ্ধউলঙ্গ একজন জাহাজী গোরা সুরারঞ্জিত হইয়া শিশির শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

নববর্ষ সেইদিগে অঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"ও জানোয়ারটা এখানে কি করিতেছে?"

"ঐরকম লোকের বিচার দেশী হাকিমের দ্বারা যে কখন নিষ্পত্তি হইতে পারে না, সে বিষয়ে একমত হইবার জন্যে কিছু দিন হইল চা-কর সাহেবদের একটী বড় সভা হইয়াছিল। সভার অদ্ভুত বিবরণ ইহার কএকখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বার মাসের মধ্যে এই গুলি পড়িয়া কেবল একবার মাত্র হাসিয়াছিলাম, তাই সেই কাগজ কয়েকখানি সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। অন্য পত্র গুলিতে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সংস্করণ আছে।"

"সভার অদ্ভুত বিবরণ কি,"—নববর্ষ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তার দুই একটী কথা সংক্ষেপে বল না দিদি!"

"আমার আর অধিক সময় নাই, এখনই যাইতে হইবে, তবে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি, শুন। সভাপতি মহাশয় সভারম্ভের পূর্ব্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া চুরুট

খাইতেছিলেন আর মনেং ভাবিতেছিলেন,—যদি এই "ইলবার্ট বিল" পাশ হয়, তবে পারিতো দেশে ফিরিয়া যাইব, কি—ন্—তু দেশে গিয়াই বা কি করিব? বিল পাশ না হইতেও পারে, যদিই বা হয়,——এমন সময় এক জন আসিয়া কহিল,—'ভিতরে চলুন।' ভিতরে গিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—'দেখুন! আমরা সকলে বৃটন সন্তান, বিলাত আমাদের জন্মস্থান;—(শুনিয়াছি, কএক জন মসিনিন্দিত বর্ণের সাহেব এক কোণ হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"of course, of course") এ সভার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ইলবার্ট সাহেবের বিল কখনই পাশ হইতে দিব না;—(সকলে,—"কখন না")—যদি পাশ হয়, তবে আমরা সকলে,—তবে আমরা সকলে,——কি করিব? মিষ্টার পেট্রাস্! বিল পাশ হইলে আমরা সকলে কি করিব, সে বিষয়ে আপনার মত কি বলুন।' "মিষ্টার পেট্রাস্" এই রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ও জেব হইতে ইতি পূর্ব্বে লিখিত একখানি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন,—'আমার মতে, এ সভায় এখন যেং কথা বলা হইয়াছে ও যেং "রেজলিউষন" অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, অধিক কিছু বলিবার আর আবশ্যক নাই, অতএব আমি বসিলাম।' "মিষ্টার পেট্রাস্" সকলের শেষে আপনার কাগজ পড়িবেন মনে করিয়া ঘর হইতে এই কথাগুলি লিখিয়া আনিয়াছিলেন!"

নূতন বৎসর এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল; পুরাতন বৎসরও যাইবার জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু নব বর্ষ শীঘ্র ছাড়িবার মেয়ে নয়, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—

"মিসন কার্য্যের খবর কি বল।"

"মিসনারি সোসাইটী সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট এখনও বাহির হয় নাই, বাহির হইলে পড়িয়া দেখিও, সকল সমাচার জানিতে পারিবে," এই কয়েকটী কথা শীঘ্রং কহিয়া পুরাতন বৎসর চলিয়া যান, এমন সময়ে তাঁহার অঞ্চলের কোণা দেখিয়া নূতন বৎসর বলিয়া উঠিল,—

"দিদি তোমার আঁচলে বাঁধা এ সকল কি?"

"ও গুলি অনেক জনের ভগ্ন প্রতিজ্ঞা,—মিথ্যা অঙ্গীকার; তোমার ভাগ্যেও এমন কত আছে,—ছেড়ে দেও, আমি যাই,—ঐ শুন বারটা বাজিতেছে।"

হাবড়ার ষ্টেশনে ঢংং করিয়া বারটা বাজিল,—পুরাতন বৎসরও অদৃশ্য হইলেন। নববর্ষ তখন হাসিতেং কলিকাতার দিগে চলিল।

প্রকৃতির সহিত সহবাস।

সুবিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমারসন বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তিই সুখী যিনি প্রকৃতি হইতে উপাসনার উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন।" বাস্তবিক যিনি প্রকৃ-

তিকে শারীরিক মানসিক রোগের মহৌষধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন তিনিই ভাগ্যবান পুরুষ। সংসারের কুটিলতা স্বার্থপরতার উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া যে হৃদয় প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ কোমলতা স্পর্শে শীতল হইতে পারে; সংসারী লোকের কপটতা-বায়ুর কঠোর শীতলতা লাগিয়া যে হৃদয় প্রকৃতির উষ্ণত্বে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে, সেই হৃদয়েই শান্তি, সেই হৃদয়েই সুখ। সংসারের নানারূপ কার্যক্ষেত্রে সারাদিন কাটাইয়া, প্রাণটা অস্থির হয়, শরীর ছটফট করিতে থাকে, নির্জ্জনে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ ব্যাকুল হয়; এবং মনুষ্যের সংসর্গ, মনুষ্য কোলাহল থেকে মন যাই সম্পূর্ণরূপে অবসর পায়, অমনি এক নূতন রাজ্যে গিয়া নূতন ভাবে মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে মানুষ কি লাভ করিতে পারে, প্রকৃতির সহিত মনুষ্যের কি প্রাণের সম্বন্ধ, তুমি আমি তাহা কি বুঝিব? তুমি আমি কত সময়ে প্রকৃতির স্বহস্তরচিত নিবিড় কাননে, মানুষের কৌশল-পূর্ণ মনোহর উদ্যানে ছুটিয়া গিয়া শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। কত সময়ে ও সুধাময়ী শারদীয়া যামিনীর পূর্ণ লাবণ্যময়ী কান্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু ভাই, শূন্য চোকেই দেখিয়াছি, শূন্য হৃদয়েই ঘরে গিয়াছি। কত দিন অশনির আকাশভেদী গর্জ্জন শুনিয়া চমকিত হইয়াছি, কিন্তু বল দেখি ভাই, কয় দিন সেই মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত পাপগুলি কম্পিত হইয়াছে? প্রকৃতিকে আমরা জানি না কেন? প্রকৃতির শ্রদ্ধেয় ভাব দেখিয়া আমাদের মনে ভক্তির উদয় না হয় কেন? এমারসন বলেন, "ভগবানের সহিত আমাদের পরিচয় হয় নাই বলিয়াই আমরা প্রকৃতির সহিত অপরিচিত।" এ অতি সত্য কথা। প্রিয় জনের প্রতিকৃতি (photograph) দেখিলেই প্রিয় জনের মন আনন্দে মাতিয়া উঠে? একবার দুইবার করিয়া যতবারই বন্ধুর বদনখানি ছবিতে দেখিতে থাকে, কিছুতেই বাসনার পরিসমাপ্তি নাই। বন্ধুর চিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বন্ধুর মন আনন্দে নাচিতে থাকে; একের ভাবের সহিত যতই অন্যের ভাব মিলিতে থাকে, সহানুভূতি হইতে থাকে, বহু দিনের পোষিত অতি নিভৃত চিন্তার সহিত যতই বন্ধুর ভাব এক হইয়া যাইতে থাকে, পরস্পরের সম্বন্ধ ততই ঘনীভূত ও নিকটতর হইয়া উঠে। তখনই বাস্তবিক বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস, প্রাণে প্রাণে মিল হইয়া দুইজন এক হইয়া যায়। বাহিরে২ দূরস্থ থাকিলেও হৃদয়ে হৃদয়ে এক,—দুই জনের এক লক্ষ্য, এক আশা, দুই জন এক রাজ্যের প্রজা বা রাজা। পাঠক, আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে যাহারা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সাধন করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, অগাধ সত্য সমুদ্র মন্থন করিয়া ভাবী মনুষ্যজাতির জন্য সত্য-রত্ন, সত্য-সুধা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির সেবক, প্রকৃতির শিষ্য। যে ভাষা নানারূপ আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিই এই ভাষার

প্রসবিনী। আজ যে তুমি ভাষার ভাণ্ডারে নানারূপ বাক্যালঙ্কার, উপদেশ বাক্য, নীতি কথা পাইয়াছ, প্রকৃতি এই সমস্ত রত্নের খণি। যখন ভাষা ছিল না, ভাব বাক্যে ফুটিত না, তখন এই অনন্ত প্রকৃতির রাজ্যে কি ছিল?—কেবল ভাবময় কবিতা। "গড়ান পাথরে কাদা লাগে না।" এইটী আজ একটী নীতিবাক্য, কিন্তু সেই ভাষাবিহীন কবিতার দিনে এই বাক্যগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা রূপে অবস্থিতি করিত। এই রূপ সুন্দর বস্তুকে ভালবাসা যে মানুষের স্বাভাবিক তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা শুধু প্রকৃতির দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের এই স্বাভাবিক ভালবাসার যদি তৃপ্তি না হইত তবে আর সংসারে সুখ থাকিত না;—প্রেমশূন্য ভাবশূন্য শুষ্কতায় চারিদিক পূর্ণ থাকিত। ধর্ম্ম-জগতে চিন্তাবিহীন মনুষ্যের বড়ই আপদ। যাহারা সর্ব্বদা সজনে ছুটাছুটি করিতেছেন, নির্জ্জনে বসিয়া প্রকৃতির সহিত সহবাসজনিত সুখলাভ করেন নাই, প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে আজও প্রকৃতি বৃক্ষ লতা রূপে বাহিরে২ রহিয়াছে, তাহারা আজও প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়া সেই অনন্ত শক্তিময় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান নাই। প্রকৃতি হইতে মানুষ কি লাভ করিতে পারে, প্রকৃতি মানুষের আত্মার উন্নতির পক্ষে কতদূর মঙ্গল বিধায়িনী, আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত সুবিখ্যাত ঈশ্বর-পরায়ণা ফ্রান্সীজ হেবারগ্যালের নিজের লিখিত (autobiography) জীবন চরিত হইতে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিব। ভরসা করি পাঠক পাঠিকাগণ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত ধর্ম্মভীরু হেবারগ্যালের ভক্তিপূর্ণ জীবনের প্রারম্ভের কয়েকটি ক্ষুদ্র২ ঘটনা পাঠ করিয়া আমাদের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। "শৈশবে আমার জীবনের উপরে বাহিরের আর সমস্ত অপেক্ষা বৃক্ষাদির সৌন্দর্য্য, রবির কিরণই অধিক কার্য্য করিয়াছে। বৃক্ষশাখা নড়িতেছে, প্রকৃতির স্বর্ণময় আলোকে চারি দিক হাসিতেছে, দেখিলে আর আমার মনে অশান্তি থাকিত না। এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা সর্ব্বদাই যেন আমার সহিত কথা কহিত, আমাকে আমার ঈশ্বরের বিষয় বলিয়া দিত। হেলুইক উদ্যানে ভ্রমণ করিবার সময়ে প্রাণের ছোট ফ্লোরা ব্যতীত আমার আর দাসী থাকিত না; এবং ঐ উদ্যানেই প্রকৃতির বিষয়ে আমি প্রথম চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করা কি সুখকর! আমার একটী ছোট ঘর ছিল, সেই ঘরে আর কাহার থাকিবার অধিকার ছিল না।

এই ক্ষুদ্র ঘরটীর গবাক্ষের মধ্য দিয়া কত সময়ে আকাশ দেখিয়াছি, চঞ্চল মেঘের ক্রীড়া দেখিয়া হৃদয় পূর্ণ করিয়াছি। এই সময় হইতেই বৃক্ষ, লতা, ফুল আমার প্রাণের বস্তু, বড় আদরের বস্তু হইতে আরম্ভ করে।" প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমে যাহারা মুগ্ধ হন, শৈশব কাল হইতেই তাহাদের ছোট২ হৃদয়ে ছোট ছোট প্রেমের ভাব কার্য্য

করিতে আরম্ভ করে, শৈশব হইতেই তাহারা ভাবুক,—তাঁহারা যেন ভাবুক হইয়াই জন্ম ধারণ করেন। ভগবানই তাঁহাদের গুরু,প্রকৃতিই তাঁহাদের পুস্তক। তাঁহারা জীবনে যাহা কিছু সার জিনিশ, যাহা কিছু সত্য লাভ করিয়া থাকেন, সমস্তই প্রকৃতির অভ্রান্ত গ্রন্থ হইতে। এ সম্বন্ধে হেবারগ্যালও তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে কোন মানুষকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।" বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতে যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা একং সময়ে ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন, যাহাদের প্রত্যেকের সময়ে ভিন্ন২ দেশে ধর্ম্মসমাজ ধর্ম্মবিপ্লব রূপ প্রবল ঝটিকার আলোড়নে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের জীবন হইতেই আমরা একটী সাধারণ সত্য লাভ করিতে পারি,—তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যেক অধ্যায় অধ্যয়ন কর, দেখিতে পাইবে, তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময়েই নির্জ্জনে কাটাইয়াছেন। নির্জ্জন বলিলে কেবল নিবিড় কানন, বা উদ্যান বুঝিতে হইবে না,—এক জন একাকী গহন কাননে বাস করিতেছে, অথচ সে নির্জ্জন নহে; সজ্জনের সমস্ত ভাব, সমাজের জটিল প্রশ্ন তাহার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানুষের পক্ষে আমরা সজ্জন নির্জ্জন উভয়ই সমান প্রয়োজনীয় মনে করি। যখন যাহার দিকে প্রাণের আকর্ষণ বেশী দেখিবে, আত্মার গতি অধিক প্রবল দেখিবে, তখন তাহার সহিতই সহবাস করিতে হইবে।

সুলেমানের জীবনী সমালোচন।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

ধর্ম্ম-শিথিলতা ও ভোগ-বিলাস। "তাঁহার পিতা দায়ুদের অন্তঃকরণ যেমন সর্ব্বতোভাবে আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ছিল, তাঁহার তদ্রূপ থাকিল না।" ভিন্ন জাতীয় পত্নী গ্রহণের পরে, ও তাহারা তাঁহার মনকে ইতর দেবগণের প্রতি বিপথগামী করণের পূর্ব্বে, সুলেমানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব এক প্রকার ভয়ঙ্কর অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধসুষুপ্ত অর্দ্ধশীতল-অর্দ্ধোত্তপ্ত লায়দিকিয়া মণ্ডলীর "কদুষ্ণ" দশায় পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসন্ধান কর, সুলেমানের রাজত্ব কালে এক জন ভাববাদির নামও পাইবে না। নথান মরিয়াছেন; গাদের কোন সংবাদ নাই; সাদোক ভয়ে মৃতের অধিক নিস্তব্ধ; ইহার অর্থ কি? রাজার যথেচ্ছাব বৃদ্ধি, অন্তঃপুরবাসিনীগণের কুমন্ত্রণা ও দেবপূজক পুরোহিতদের একাধিপত্য দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ সে পাপপুরী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন; কেহ২ অজ্ঞাতবাস করিতে লাগিলেন ও কেহ২ বা এককালীন নিরুদ্দেশ হইলেন। যে রাজার সহিত "শিমুয়েলের" কেবল একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়, যাহার রাজ্য ছাড়িয়া স্পষ্টবক্তা "প্লিনি" দেশান্তর গমন করেন, ধর্ম্মোপদেশ ও সৎপরামর্শ

প্রদানার্থে যাহার নিকট একজন প্রকৃত মিত্রও থাকে না, সে রাজার দশা যে কতদূর শোচনীয়, তাঁহার অধঃপতন যে কীদৃশ অবশ্যম্ভাবী, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেরই তাহা বিলক্ষণ রূপে বিদিত আছে। মুষ্টি অন্ন যাহার দৈনিক সম্বল, এমন পথের ভিখারির সহিত যদি আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন কর, সেও শ্রেয়, কিন্তু বন্ধুবিহীন চাটুকর-পরিরত ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজার সহিত কখন কোন সম্বন্ধ রাখিও না। তাদৃশ অধিপতির সিংহাসন যদি মণিমাণিক্যখচিতও হয়, প্রতাপ ও ভুজবলে যদি তিনি সর্ব্বত্রে অসীম বলিয়া খ্যাতও হন, কুশল ও শান্তি যদ্যপি তাঁহার রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে সমভাবে বিরাজ করিতেও দেখ, তথাচ প্রভাতসমীরচুম্বিত কম্পিতমাধবীলতাবিলম্বী ঐ শিশির বিন্দুর ভূপতন অপেক্ষা তাঁহার অধঃপতন শতগুণ অধিক নিশ্চিত জানিও।

আমাদের দেশে একটী সাধারণ প্রবাদ আছে,—"মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে,"—সুলেমানের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি অনেক জিনিস গড়াইয়াছিলেন, অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু চিন্তা, বহু অর্থ ব্যয়ে দেশের উন্নতি, প্রজার সুগতি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে যুদ্ধ বিগ্রহ, মারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কোন জাতীয় কিম্বা সামাজিক দুর্ঘটনার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সকলই সুলক্ষণ বলিতে হইবে, কিন্তু, ভিতরের রহস্য যদি জানিতে চাও, আবরণ ও আবরিত পদার্থে কতদূর প্রভেদ হওয়া সম্ভব যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, "বিনামেঘে বজ্রাঘাত" কখন২ যে হইয়া থাকে তাহার গুপ্ত কারণ কি যদি অনুসন্ধান করিতে বাসনা হয়, তবে সুলেমানের জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রতাপ প্রভৃতি "নানাবর্ণের" বহিরাবরণখানি পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তর্জগতশায়ী সেই মানবহৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সে হৃদয় আঁধার,—দেখিবে সে হৃদয়ের তরুণ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ঈশ্বরভীতি নামক সুগন্ধ পুষ্পগুলি জলসিঞ্চন অভাবে দল-ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দেখিবে, সে হৃদয় লালসাবিদগ্ধ অঙ্গার বিশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র,—দেখিবে তাহাতে শোণিত চলিতেছে, কিন্তু সে পুতিগন্ধবিশিষ্ট কর্দ্দমাধিক নিকৃষ্ট,—তাহাতে আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ, উৎসাহ আছে, কিন্তু সে সকলই বিলাসজালে জড়িত অপরিস্ফুট অপরিতৃপ্ত অবস্থাপন্ন, অথবা ইন্দ্রিয় উদ্গীর্ণ পাপ প্রবাহিণীয় দুর্দ্দমনীয় স্রোতে চালিত। মন্দির উৎসর্গকালে যে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভক্তিরসাপ্লুত সেই দীর্ঘ প্রার্থনাটী উত্থিত হইয়াছিল, সে হৃদয়ের ভাষা এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, "আমি আপন মনকে কহিলাম, আইস তুমি সুখভোগ কর।" অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত,—" "উদ্যান ও উপবন রোপন,"—"পুষ্করিণী খনন,"—"অনেক দাস দাসী ক্রয়,"—"রৌপ্য ও সুবর্ণ এবং নানা রাজার ও রাজ্যের বিশেষ২ ধনসঞ্চয়' এবং গায়ক ও গায়িকা "পত্নী ও উপপত্নী" গ্রহণ,—এই সকল এখন তাঁহার জীবনের বীজমন্ত্র। সিংহাসনাধিরোহণ

সময়ে যে মন এককালে ঈশ্বরভীতির আরম্ভ পরিচায়ক জ্ঞানে প্রজাপালনার্থে চিন্তাব্যাকুল হইয়াছিল, সে মনের আশা ভরসা, শঙ্কা, সন্দেহ, এখন কেবল স্পেন ও ভারতসাগরে প্রেরিত ত্রিবার্ষিক বাণিজ্যপোতে ন্যস্ত। অনন্ত ও অনশ্বর পরমব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তিতে যে জীবাত্মা রচিত, অসীম ও অপরিমেয় উদ্দেশে সতত যাহার গতি চালিত হওয়া কর্ত্তব্য, অক্ষয় ও অবিনাশ্য প্রকৃত পদার্থ বিনা যাহার পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন অনুপম অসামান্য অমরাত্মার ক্ষুধা সুলেমান অন্তঃসারশূন্য "শূকরের খাদ্য খোসাদ্বারা" পূর্ণ করিতে লাগিলেন,—সূর্য্যরশ্মিমণ্ডিত শূন্যগর্ভ জলবিম্বের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সে অমূল্য-রত্নটীর মর্ম্ম বুঝিলেন না। এদেশীয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—পাপের আশ্চর্য্য গতি! বহির্জগতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ক্রমে, কোন দ্রব্যের ভূপৃষ্ঠে পতনকালীন বেগ যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, অন্তর্জগতের অনন্ত বিধিমতে সুলেমানের গতিও পাপপথে তদ্রূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে বেগ শীঘ্র স্থগিত না হইলে তাহার চরমগতির বিষয় আর কোনই সন্দেহ থাকিত না. কিন্তু বিধাতা এতক্ষণে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন,—সহসা সেই দ্বিপ্রহরের সূর্য্য অন্ধকার করিয়া, সেই অট্টালিকা, দ্রাক্ষাক্ষেত্র, উদ্যান, উপবন কম্পিত করিয়া, সেই কুশল ও শান্তি, সেই প্রতাপ ও গৌরব চূর্ণ করিয়া, ঈশ্বরের ক্রোধরূপ প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিল।

এ জগতে পাপের শাস্তি দ্বিবিধ। বাহ্যিক শাস্তি সকলে দেখিতে পায়, কিন্তু আন্তরিক শাস্তি তোমার আমার চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট হয় না, কেবল যিনি ভোগ করেন তিনিই জানেন। প্রথম রাজাবলী গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় পাঠ কর, দেখিবে, "জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পড়া কেমন ভয়ানক বিষয়! সে অধ্যায়ে বাহ্যিক শাস্তির উল্লেখই অধিক রহিয়াছে, কিন্তু তাদৃশ মহাপাপের আন্তরিক কি ঘোরতর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল, সে সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

সুলেমানের জন্ম হওনের পূর্ব্বে নাথান তাঁহার বিষয়ে ঈশ্বরের একটী অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা দায়ূদকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, —"আমি তাহার পিতা হইব; ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধী হইলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য সন্তানদের প্রহারদ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব।" এই দারুণ প্রতিজ্ঞাবচন ঈশ্বর এতাবৎ কালের মধ্যে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। এত দিনে তাহার প্রচুর ফল ফলিতে লাগিল। জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওনের প্রকৃত অর্থ কি, সুলেমান এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। "বায়ুরূপ বীজ বপন করিয়া ঘূর্ণবায়ুরূপ শস্য" কাটিতে আরম্ভ করিলেন। আপাত-মধুর পাপের শেষ-পরিণাম কীদৃশ ভয়ঙ্কর, ইন্দ্রিয়বহ্নিপ্রজ্জলিত অন্তর্নরকের জ্বালা কেমন তীব্র, বিধাতাদত্ত শাস্তির গতি কেমন সূক্ষ্ম, এ সকল তিনি অবশেষে ঠেকিয়া শিখিলেন। উপদেশক নামক পুস্তক মন দিয়া

পাঠ কর, দেখিবে তাহার প্রতি পর্ব্বে, প্রতি বর্ণে কেবল এই শিক্ষার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে।

পুরাতন নিয়মে "উপদেশক" এক খানি বড় অদ্ভুত গ্রন্থ। ঈশ্বরত্যাগী মনের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও চরম দুর্গতি এই তিন অবস্থার জ্বলন্ত সাক্ষ্য উপদেশক। ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণির কোন২ প্রসিদ্ধ লেখক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—এ গ্রন্থ সুলেমানের রচিত নয়। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই,—"অসারের অসার, তাবৎই অসার" জগৎ অসার, জীবন অসার, তুমি আমি সকলই অসার, ইত্যাকার বচন কখন সুলেমানের ন্যায় ব্যক্তির মনোভাব হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন,— "সকলের প্রতি একই প্রকার ঘটে; ধার্ম্মিক কি দুষ্ট এবং সৎ কি অসৎ ও শুচি কি অশুচি ও যজ্ঞকারী ও অযজ্ঞকারী, তাবতের প্রতি একইরূপ ঘটে,"——এবম্বিধ ঘোরতর দ্বিধাবাঞ্জক ও নিয়তিচক্র পরিচায়ক উক্তি সুলেমানের ন্যায় বিজ্ঞ পুরুষের মুখনিঃসৃত হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন,—সুলেমানের মৃত্যুর অনেক কাল পরে অন্য কোন যিহুদি গ্রীকদেশবাসী "ষ্টোইক" সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরূপ বিবেচনা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। সুলেমানের অদ্ভুত জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি উক্ত পুস্তক পাঠ কর, তবে তাহার প্রকৃত অর্থ একেবারে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুলেমান যেমন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, তুমি ও আমি যদি তেমনি ঠেকিয়া শিখি, আর তোমার আমার মনের সকল কথা যদি তদ্রূপ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়, তবে দেখিবে তাহাতে কত "ষ্টোইক," "প্লেটোনিক," "এপিক্যুরিয়েন" ইত্যাদি শাস্ত্রের দর্শনমত ছড়াছড়ি হইয়াছে। বস্তুত, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিলে কি দুর্দ্দশা ঘটে, ইন্দ্রিয়লিপসার অনুগামী হইয়া কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিলে কি বিপদে পড়িতে হয়, তরুণাবস্থায় চিত্তবেগ দমন করিতে না শিখিলে বৃদ্ধবয়সে কেমন পরিতাপ জন্মে, এসমুদয় কথা তোমার আমার শিক্ষা ও চেতনার নিমিত্তে ঈশ্বর স্বয়ং সুলেমানকে লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

সুলেমানের পাপের ঘোরতর দণ্ড হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পরিণামে তিনি যে ঈশ্বরের অসীম দয়া ও প্রতিজ্ঞার গুণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, উপদেশক গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।* "আইস, আমরা তাবতের সার-

* উপদেশকে সুলেমান আপনার মনের কথা খুলিয়া নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের যে শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের বোধে তাঁহার পরাভব ও পুনঃস্থাপনেরই সেই এক বিশিষ্ট প্রমাণ। যদি তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপমোচন ও ঈশ্বরীয় শান্তির আস্বাদ না পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কখনই তিনি সকলের সম্মুখে আপন অন্তর্জগতের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখিয়া যাইতেন না। ইংলণ্ডের অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহাকবি সেক্সপিয়ার আপনার "As you like it" নামক নাটকের এক অংশে এ বিষয় সম্বন্ধে যে একটী আশ্চর্য্য সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"*Celia*—Are you his brother?
"*Rosalind*—Was it you he rescued?
"*Celia*—Was it you that did so oft contrive to kill him?
"*Oliver*—'Twas I; but 'twas not I: I do not shame

কথা শুনি, 'ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর,' মানুষের এই মাত্র সার।" এই পদটীর সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবচনের শেষাংশ একত্রে পাঠ করিলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুনরুদ্ধার প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। "আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধী হইলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য সন্তানদের প্রহারদ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব, কিন্তু **আমার অনুগ্রহ তাহাকে ত্যাগ করিবে না, এবং আমি তোমার সাক্ষাৎ হইতে দূরীকৃত শৌলের ন্যায় তাহাকে আমার অনুগ্রহ বর্জ্জিত করিব না।"** ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে স্থলেমান শেষে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। অনেক ভ্রম ও অনেক ভ্রান্তির মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে অনেক অশ্রুপাত করিতে হইয়াছিল। ভগ্নহৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশ হইতে যে অদৃশ্য অজস্র শোণিতধার দীর্ঘনিশ্বাসাকারে বহিতে থাকে, বিলাসব্রতজনিত যে পরিতাপানল শেষে দিবারাত্রি শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সে সকলই তিনি বিলক্ষণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু "থেঁৎলা নল" যিনি একেবারে চূর্ণ করেন না ও "সধূম শলিতা" যিনি নিঃশেষে নির্ব্বাণ করেন না, সেই মহাপ্রভুর ক্রুশীয় শক্তির চমৎকার গুণে, অন্তে, তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন; মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, সে কঠিন সমস্যা তিনি অবশেষে ভেদ করিতে পারিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, মানুষের এই মাত্র সার।"

স্থলেমানের জীবনী এখন সমাপ্ত হইতে চলিল, কেবল একটী কথা বলিতে আছে,—এ সকল হইতে তোমার ও আমার শিক্ষা কি? স্থলেমানের এই বিচিত্র জীবন, ঘোরতর পতন ও নির্ব্বাণোন্মুখ সময়ে সে জীবনদীপের পুনঃপ্রজ্বলন, এসমুদয়ের অর্থ কি? জগদীশ্বরের যে দুর্জ্ঞেয় দুরবগম্য শাসনচক্রে পড়িয়া জননী দারুণ প্রসববেদনা সহ্য করণান্তে পুত্রমুখ দর্শন করেন, এবং সামান্য কীট বহু কষ্ট, বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে মনোহর পতঙ্গজন্ম প্রাপ্ত হয়, সেই অদ্ভুত নিয়মক্রমে পাপও কখন২ পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় হইয়া পড়ে। কি! পাপের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয়? পাঠক চকিত হইও না;—বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। "যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে," সুতরাং যাহার অধিক পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অবশ্যই অধিক প্রেম করে। "আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যের পথে করগ্রাহী লোক ও বেশ্যাগণ তোমাদের অগ্রগামী হইতেছে," আত্মাভিমানী ফিরুশীদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু এই যে গূঢ় কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ বড় সামান্য জ্ঞান করিও না! পূর্ব্বকার পাপ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে কখন২ তোমার স্বর্গগমনের সোপান হইতে পারে। তবে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যেন [illegible], সেই অভিপ্রায়ে পাপ করা কি অপরা-

To tell you what I was, since my conversion
So sweetly tastes, being the thing I am."

মর্ম ? পৌল প্রেরিত অনেক দিন হইল এ পুরাতন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। "যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়,"—**তাবৎ ঘটনা**, এশব্দটীর মধ্যে পাপকেও গণনা করিতে হইবে। ঈশ্বর গত পাপরাশির মধ্য হইতে তোমার মন-প্রক্ষালনোপযোগী উপকরণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ। তিনি তোমাকে আত্ম-গ্লানি, বিতৃষ্ণা, মর্ম্মব্যথা, নিরাশা নামক অন্ধকূপের এত অধঃস্থানে নিক্ষেপ করিতে পারেন যে, যদি কখন তুমি আবার ঐশিক প্রেমের অদ্ভুত সঞ্জীবনীশক্তির গুণে সেই পাতালপুরী পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠ, তবে তোমার পুনর্ব্বার পতনের আশঙ্কা আর প্রায় থাকে না। ইস্রায়েলের রাজা স্লেমান পাপ করিয়াছিলেন, অথচ, খ্রীষ্টের বিচিত্রগুণধারী ক্রুশের কল্যাণে তিনি যে২ বহুমূল্য শিক্ষা, চেতনা ও বল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পাপে পতিত না হইলে তাহার কিছুই জানিতে পাইতেন না। একটী কথা কিন্তু যেন সর্ব্বদা মনে থাকে.—যদি কখন কোন মহাপাপী ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে পরমসাধু হন, তবে কত অন্তর্যাতনা ও মনোবেদনা কত পরিতাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া যে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন, সে কথা কেবল সর্ব্বদর্শী বিধাতাই জানিতে পারেন।

অর্দ্ধপ্রবন্ধ-অর্দ্ধউপদেশাকারে স্লেমানের জীবনী সমালোচন সমাপ্ত হইল। অনেক বিষয় আমাদিগকে সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে, কোন২ স্থান সাধারণের বোধগম্য করিতে গিয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ; এসকল কারণে যদি আমরা কোন পাঠকের বিরাগভাজন হইয়া থাকি, সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন ; আর,—স্লেমানের এই চিত্রটীর প্রতি মধ্যে২ দৃষ্টি করিবেন।

বঙ্গ বিধবা।

১

শশী হীনপ্রভ যথা নিশা অবসানে,
কিম্বা কীট-আক্রমিত কোরক যেমন,
কোমল লতিকা যথা রবির কিরণে,
তেমতি কে বালা ওই সন্তাপ-বিভোলা !

২

কপোলে অর্পিয়া হাত পাগলিনী বেশে,
কে ওই কাঁদিছে আহা বসিয়া বিরলে ?
মরমের শোক হায় মিশিছে মরমে,
দীর্ঘশ্বাস হইয়াছে প্রশ্বাসের প্রায় !

৩

কে ওই রমণী আহা বিষাদিত-মনা ?
যেন অতি প্রিয় বস্তু হইয়াছে হারা !
জেনেছি জেনেছি হায় চির-অনাথিনী,
বঙ্গের বিধবা বালা ওই ম্লানমুখী।

৪

অপার আনন্দে যদি ভাসে পরিজন,
উহার সন্তাপ তাহে না হবে লাঘব !
সমস্ত-ধরণী-পতি হউক জনক,
উহার মনের জ্বালা তাহে না ঘুচিবে !

৫

আহা তার প্রণয়িনী সহচরীগণ
যাহারা প্রাণের সখি ছিল এক দিন,

এবে তাহাদের সনে নাহিক সে ভাব,
সন্তাপই উহার এবে প্রিয় সহচরী !

৬

আর না যাইবে বালা জনক সমীপে,
নূতন ভূষণ কিম্বা বস্ত্র দিন বলি !
আর না মুছিবে দেহ কভু সযতনে,
সংসারের সব সাধ দেছে জলাঞ্জলি !

৭

আর না বাঁধিবে বেণী করিয়া চিকণ,
ভুজঙ্গ গঞ্জিয়া যাহা দুলিত নিতম্বে ;
কেহ যদি কোন দিন বেঁধে দেয় বেণী,
জীবিত ভুজঙ্গ হয়ে দংশে যেন তাহা !

৮

আর না হাসিবে বালা সে মধুর হাসি,
কৌমুদী যাহারে হেরি হ'তো বর্ণহীন ;
আর না মনের সাধে সহচরী সনে,
প্রকাশি মনের কথা লভিবে সন্তোষ !

৯

আর না ভকতিভাবে ডাকিবে ঈশ্বরে.
অতীব কঠিন তাঁরে ভাবিয়াছে চিতে ;
কেবল সর্ব্বদা ভাবে "রে হত বিধাত !
বল হায় একি তুব হ'ল অবিচার ?—

১০

"লতিকার প্রায় মোরে করিয়া সৃজন,
দিয়াছিলি বিধি তুই লইতে আশ্রয়—
জনক জননীরূপ দুই মহীরুহে ;
আশ্রয় করিয়া তাহা ছিনু কিছুদিন।

১১

"পুনঃ কিছুদিন পরে ল'য়ে তথা হ'তে,
দিয়াছিলে মনোরম একটী আশ্রয় ;
তোমার মহিমা গুণে ছিনু অতি সুখে ;
লভি সে আশ্রয়। পুনঃ হরে নিলে তাহা !

১২

"দুঃখ রূপ মহাঝড় উঠিত যখন,
না হ'তাম আমি তাহে সশঙ্কিত চিত !
দিয়াছিলে কৃপা করি যে রম্য আশ্রয়,
পারে কি করিতে তেজ দুঃখ ঝড় তথা ?

১৩

"সদাই আনন্দ ভরে দুলিতাম দোঁহে,
সে যবে আতপতপ্ত আমিও তাপিত ;
সে যবে উন্নত ছিল আমিও উন্নত,
সে যখন অধোমুখ আমিও নিশ্চয়।

১৪

"এ হেন আশ্রয় হায় বল কি বিধানে
লইয়ে কাড়িয়া ; করি ছিন্ন ভিন্ন মোরে !
লুটাতেছি আমি এবে ধূলা-ধূসরিত !
তেমন আশ্রয় হায় আর কি পাইব ?

১৫

"শ্রী, আনন্দ, আদি মম শাখালতাগণ
গেছে ছিঁড়ি আমা হ'তে সে আশ্রয় সনে !
এবে সে প্রত্যঙ্গগণে হারাইয়া হায়,
বল বল এ জীবনে কিবা প্রয়োজন ?"

১৬

বিধবা বিবাহ দিতে বিপক্ষ যাহারা
উচিত সময়ে ; দেখুন তাঁহারা চেয়ে
ও বালার মুখপানে। শুনুন তাহারা
করুণ রোদন ওই ; ঘন দীর্ঘশ্বাস।
দেখুন বারেক তাঁরা অন্তরেতে ভাবিয়া
বঙ্গের বিধবা বালা সহে কত জ্বালা।

শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য।
হাবড়া মিশন স্কুলের ছাত্র।

প্রার্থনা।

এক জন প্রগাঢ় চিন্তাশীল পণ্ডিত প্রার্থনাকে বলের বহির্গমন (liberation of force) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যেরূপ মন্ত্রের কিম্বা শরীরের কষ্ট হইতে চক্ষের জল মুক্ত পতিত হয়, এবং, তাঁহার হইতে ... লাঘব

বোধ হয়; সেই রূপ আত্মার প্রকৃত অভাব অনুভূত হইলে উহা স্বভাবতঃ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। আত্মা তখন তর্ক করে না, বিচার করে না, গভীর অভাব ও প্রয়োজন দ্বারা চালিত হইয়া প্রেমময় পিতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রার্থনা আধ্যাত্মিক বলের বহির্গমন মাত্র। আত্মার অভাব ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর জানিতে না পারিলে তাহার সুখ ও আনন্দ সম্ভবে না। ঈশ্বরের কর্ণকুহরে কতক গুলি কথা বলিলাম; তিনি কেমন করিয়া শুনিবেন, কি রূপে আমাদিগকে উত্তর দিবেন, এ সকল বিষয় না ভাবিয়া কেবল মাত্র আপনাদের আধ্যাত্মিক স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করি, তাহার পর ঈশ্বর যাহা করেন। ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিলাম, তাঁহার কাছে দুঃখ জানাইলাম, মনে এক রকম অভূত পূর্ব্ব শান্তি জন্মিল। ঈশ্বর বস্তুবিক আমাদিগকে নির্ভরকারী প্রার্থনাশীল স্বভাব দিয়াছেন। আমরা যদি প্রকৃতিস্থ থাকি তাহা হইলে আপনাদের স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হইতে পারি না।

প্রার্থনা ঐশিক দীপ্তি দেখিবার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করে, ইচ্ছা ও অন্যান্য প্রবৃত্তিকে ঐশ্বরিক প্রেমে উত্তপ্ত করে। প্রার্থনারূপ জল সেচন দ্বারা আমাদের উত্তম ইচ্ছা সকল বদ্ধমূল হইয়া নূতন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। প্রার্থনা আমাদের অসম্পূর্ণ ভাবকে সম্পূর্ণ করে এবং নানা প্রকার ইন্দ্রিয়জাত ইচ্ছা সংযত রাখিতে শিক্ষা দেয়। প্রার্থনা ও ধ্যানে আমাদের আত্মিক জীবনে আমাদের সমস্ত আত্মা ঈশ্বরেতে পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহার সাদৃশ্যের অনুকৃতিতে আমরা অগ্রসর হইব, আমাদের ভাব ও কার্য্য তাঁহার ইচ্ছানুযায়িক হইবে। ঈশ্বর এই পৃথিবীর দীপ্তি স্বরূপ, অতএব আমরা তাঁহাতে, তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার জন্য আলোকিত ও উদ্দীপ্ত হইব। তিনি জীবনবৃক্ষ, তাঁহার ছায়ায় আমরা বিশ্রাম লাভ করিব। তিনি অনন্ত জীবনের প্রস্রবণ, তাহাতে আমাদের পাপ প্রক্ষালিত হইবে।

এক জন সাধু সত্যই বলিয়াছেন প্রার্থনা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পরাজিত করিবার এক অত্যাশ্চর্য্য উপায়। অতএব সকল অবস্থায় সকল ঘটনায় প্রার্থনা করিবে। তুমি কি সত্যের অন্বেষণ করিতেছ? তবে প্রার্থনা কর। তুমি সত্য প্রাপ্ত হইয়া অপর ব্যক্তিকে কি তাহার সহভাগী করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রার্থনা কর! তর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডা, বাক্‌চাতুর্য্য, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা কাহাকেও পরিত্রাণের পথে আনা যায় না। প্রার্থনা দ্বারাই এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রে প্রার্থনা সম্বন্ধে যে কতকগুলি পদ আছে, তাহা যেন মনোযোগ সহকারে আমরা অনবরত পাঠ করি। যতই আমরা পাঠ করিব, ততই উক্ত পদগুলির গভীর উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিব।

ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনায় যে সুখ ও শান্তি হয়, সে সুখের সহিত আর আর কোন সুখের তুলনা হইতে পারে পারে না। পাঠক পাঠিকে! প্রার্থনায় যে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া কি দেখিয়াছ?

পরীক্ষানন্তর কি শান্তি জন্মে নই? যদিও হতাশ্বাস হইয়া থাক, তবুও একেবারে নিরুদ্যম হইয়া যাইও না। সহজে কি কোন মহৎ কার্য্য এই পৃথিবীতে সংসাধিত হইয়াছে? কখনই নহে। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে দূতগণ অবিরত বিচরণ করিতেছেন; তুমি কি সহজে ও অক্লেশে তথায় বিচরণ করিতে পারিবে? বিশ্বাস, বীরত্ব, প্রজ্ঞা, পরিমিতাচার, সহিষ্ণুতা, সাধুতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং ঐশিক প্রেম ব্যতিরেকে তুমি কি ধর্ম্মপথে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিবে? আমাদের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের প্রয়োজন মতে আমাদিগকে বল ও অধ্যবসায় দিবেন। তাহা যদি না হয়, তবে ত্রাণকর্ত্তার পবিত্র রুধির কেন পতিত হইবে? হে প্রিয় পাঠক! সেই কালভেরি নিঃসৃত শোণিত-জাত সাহসে সাহসীন হইয়া, তৎপ্রদত্ত বলে বলীয়ান হইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হও। গিদিয়নের সৈন্য ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়াও যেমন শত্রুগণের অনুসরণ করিয়াছিল, তেমনি তোমরা ক্লান্ত হইলেও হতাশ্বাস না হইয়া প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার অনুগমন কর। তিনি সমুদ্র উপকূলে, পর্ব্বতশিখরে সমস্ত রাত্রি প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে যেরূপ মানুষ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ প্রার্থনা ছাড়া ঈশ্বরের সেবক ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারেন না।

খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের সত্যতা ও বিশ্বাসোপযোগিতা।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

এক্ষণে অলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনাঘটিত ইতিবৃত্তসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখি। খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়াগুলি যে স্থানে সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক ইতিবৃত্তও সেই স্থানে সঙ্কলিত, লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়। ইহা এক ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয় নাই। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাপর সময়ে চারি জন ভিন্ন২ ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। তাঁহাদের বর্ণনা অস্পষ্ট, কৌশল জড়িত বা সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ মাত্র নহে; সংঘটিত ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থগুলি পদ্যগ্রথিত অলঙ্কারসজ্জিতও নহে; সুতরাং তাহাতে অযথা বর্ণনা বা অত্যুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। সেগুলির ভাষা অতি সরল এবং তাৎপর্য্য প্রকাশেও সরলতার অভাব নাই। আবার উক্ত গ্রন্থনিচয় অলৌকিক ক্রিয়া সংঘটনের অব্যবহিত কাল মধ্যেই সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। যে সকল লোকে খ্রীষ্টকৃত অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বা কোন রূপে তদ্বিষয়ে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের জীবন কালের মধ্যেই অর্থাৎ সংঘটিত ব্যাপার তাঁহাদের স্মৃতিপথে সুস্পষ্ট চিত্রিত থাকিতে২ সেগুলি গ্রন্থনিবিষ্ট হয়। চারি জন সুসমাচার লেখক ব্যতীত এক জন প্রেরিত (পৌল) করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিবার

সময় খ্রীষ্টীয় মহত্তম অলৌকিক ক্রিয়া সপ্রমাণ করণার্থে এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, "খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বহু সংখ্যক সাক্ষীদিগের মধ্যে অদ্যাপি অনেকে বিদ্যমান আছেন। (১ কর ১৫; ৬।) প্রথমাবধি লিখিত বিবরণ পরম্পরাগত বাচনিক সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যয়যোগ্য ও দৃঢ়; কারণ বাচনিক সাক্ষ্য দীর্ঘকাল পরম্পরায় সঞ্চারিত হইতে২ সত্যভ্রষ্ট, বিকৃত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সকলের স্মরণ থাকিতে২ কোন একটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে তাদৃশ বিকৃতির সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থগুলি প্রকটিত হইবার পর, অতি অল্প কাল মধ্যে, খ্রীষ্টাশ্রিতগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে২ সেই গুলির ভূরি২ অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া, অবিলম্বে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ও সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত হইয়া উঠে; সুতরাং তন্মধ্যে কোন অযথা বা কল্পিত বর্ণনা থাকিলে একেবারে সহস্র মুখে ব্যক্ত ও পরিত্যক্ত না হইয়া থাকিতে পারিত না। অধিকন্তু খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াগুলি যে স্থানে সম্পাদিত হয়, অলৌকিক ক্রিয়াত্মক খ্রীষ্টীযতাও সেই স্থানে প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত ও বদ্ধমূল হইয়া, তথা হইতেই ক্রমশঃ জগৎ ব্যাপিনী হইয়া উঠে। খ্রীষ্টীয় মহত্তম অলৌকিক ক্রিয়াটী চিরস্মরণীয় করণার্থে সপ্তাহের প্রথম দিবস (রবিবার) খ্রীষ্টাশ্রিতগণের অবশ্য পালনীয় পুণ্যাহরূপে তদবধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অলৌকিক ক্রিয়ামূলক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কিরূপ সঙ্কট ও প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, অলৌকিক ক্রিয়াগুলির সত্যতা ও ঐশিকতা অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রতীত হইবে।

যিহুদি জাতীর মধ্যেই খ্রীষ্টীয়তার অভ্যুদয়। যিহুদীয় যাজক, অধ্যাপক ও ফিরূশী প্রভৃতি প্রধানপক্ষ এবং তাঁহাদের আদর্শ ও শিক্ষায় সাধারণ যিহুদী সম্প্রদায়, বহুকালাবধি আপনাদের জাতীয় গৌরব ও সুখসমৃদ্ধি সাধক এক জন বাহ্য আড়ম্বরশালী, মহাপ্রতাপান্বিত মাশিয়াখের আগমন উদ্বেগচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল; এতদবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বাহ্য প্রতাপ পরিশূন্য, দীনদৈন্যবেশধারী যেশুনামধেয় একজন নাসরতীয় সূত্রধর তনয়, সেই সর্ব্বজন আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশ্রুত মাশিয়াখ বলিয়া আপনাকে প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। যিহুদী মাত্রের মস্তকে যেন অকস্মাৎ প্রচণ্ড বজ্রাঘাত হইল। তাহাদিগের মনোমধ্যে যুগপৎ দারুণ বিস্ময়, ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। তাহাদিগের এতকালাবধি সযত্ন-বর্দ্ধিত কল্পিত আশালতিকার একেবারে মূলে অস্ত্রাঘাত হইল। শুধু ইহাও তাহাদের পক্ষে বরং শ্রেয়ঃ ছিল; কিন্তু যে পরজাতীগণের উপর তাহারা আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের প্রবল আশা বান্ধিয়া আসিতেছিল, নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ জ্ঞানে যাহাদের সহিত এত কালাবধি সযত্নে আপনাদের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, খ্রীষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সেই ঘৃণিত, নগণ্য জাতিকে তাহাদের সহিত তুল্য আসন প্রদানের অঙ্গীকার করিল।

আবার আপামর সাধারণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড পুণ্যাত্মক ও মঙ্গলোপধায়ক বিবেচনায়, এতকাল অতি সমাদর ও ব্যগ্রতা সহকারে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিল, নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালী সে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর ও অসার প্রতিপাদন করিয়া আন্তরিক পবিত্রতা ও আত্মিক নিষ্ঠার বিধান করিতে লাগিল (মথি ৫; ২০। ৬; ৭। ২৩ অঃ। যোহ ৪; ২৪)। সুতরাং খ্রীষ্টীয়তা প্রারম্ভাবধিই সর্ব্ববিধায়ে যিহুদীদিগের নিতান্ত বিষদৃষ্টিতে পতিত হইল। বিশেষতঃ অল্পদিন পূর্ব্বে যেরুশালমের শাসনকর্তৃসমাজ খ্রীষ্টকে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ক্রুশদণ্ডিত করেন, সুতরাং যাহারা পুনরায় সেই দণ্ডপ্রাপ্ত খ্রীষ্টের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে দণ্ডায়মান হইল, তাহারা শাসনকর্তৃসমাজের অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন ও প্রতিপাদন করিতে লাগিল; প্রেরি ২; ৭; ৫২। অতএব এবম্বিধ ধর্ম্মের প্রচারকগণ যে তদ্দেশীয় বা স্বজাতীয়দিগের বিরূপ ব্যবহার, বিদ্বেষ বুদ্ধি, এবং স্পষ্ট বিপক্ষতার হস্ত হইতে অবাধে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তেকের জন্যও অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

(ক্রমশঃ)

চর্চ্চ কাউন্সিলের কার্য্য বিবরণী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

সপ্তম নিয়মটী কত দূর পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু দেশীয় পুরোহিতকে আপন বেতন জন্য কখন২ বিদেশীয় পুরোহিতের বাটীতে গিয়া ফকিরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই শোচনীয় কথা আমরা দুই এক জনের প্রমুখাৎ শুনিয়া বড়ই মনঃপীড়া পাইয়াছি। চর্চ্চ কাউন্সিলের ও চর্চ্চ কমিটীর গঠন নিয়মাবলীতে নির্ব্বাচন ও নিয়োগ পদ্ধতি দেখিয়া নিবুখৎনিৎসরের নানা ধাতু ও কর্দ্দম নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। এস্থলে যে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য হইবে, এমন আমাদের ক্ষুদ্র বোধে আইসে না; কোন২ স্থানেও কৃষ্ণ কায়ার উপর একটী শ্বেত মস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে, মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ, সুতরাং মস্তক উত্তম হইলে সর্ব্বশরীরের উন্নতি হয়, এবং মুখশ্রী ভাল হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখায়, কিন্তু এক দেহ হইতে মস্তকটী লইয়া অন্য শরীরে বসাইয়া দিলে সেই কার্য্য হইতে পারে না। যে স্থলে সভাপতিকে সকলকে লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, সেখানে তাঁহাকে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে মনন করিলেই ভাল হয়; নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে, নিযুক্ত সভাপতির প্রণালী, প্রকারান্তরে ঐ পদ্ধতির মূল কাটিয়া অগ্রভাগে জল সেচন তুল্য। যদি চর্চ্চ কাউন্সিলের সভাপতি পেরেন্ট (মা বাপ) কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন, যদি করেস্পণ্ডিং কমিটীর হাতে চর্চ্চ কমিটীর সভাপতি নিয়োগের ভার

থাকিল, যদি বেতন ভোগী কর্ম্মচারির সংখ্যা তৃতীয় অংশ রহিল, তবে চর্চ্চ কাউন্সিলের প্রকৃতি কত দূর স্বাধীন, এবং সভ্যগণ যে কত দূর নির্ভয়ে মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা পাঠক বর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ; আমাদের এ বিষয়ে যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন।

নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে কি প্রকার লোক এই কর্ম্মের অধিকারী এই বিষয়টী থাকা অতি আবশ্যক ; বোধ হয় কার্য্য বিবরণীতে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। বরং ৫০০ টাকা বৎসরে দিতে পারিলে তিন জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে, এই ভাবটী ৫ম নিয়মে থাকাতে উক্ত বিষয়ে বিলক্ষণ কুসংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা। হস্তার্পিত ও পুণ্য সহভাগ প্রাহী কেবল নির্ব্বাচন করিতে ও নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম, এ সম্পর্কে এই রূপ একটী নিয়ম থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে টাকা কড়ির বিষয় দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। "টাকা দেও তখন স্বাধীন হইবে, যত দিন আমরা খরচ-পত্রের নিমিত্তে অর্থব্যয় করি, তত দিন তোমাদের স্বাধীনতায় কি অধিকার," এই রূপ কথা কখন২ আমরা দুই এক জন ইংরাজের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ভরসা করি এই রূপ জঘন্য ভাব অনেকের নাই। বিলাতে ভক্তিশীল শ্রদ্ধাবান খ্রীষ্টশিষ্যগণ যে এই কড়ারে আমাদিগকে সাহায্য করেন, একথা কখনই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রভু সকলই দিয়াছেন, আমাদের নিজের কিছু নাই, যখন কোন দুর্ব্বল বা দুঃখী ভ্রাতাকে কিছু দান করি, তখন সর্ব্বস্বদাতা প্রভুকে তাঁহারই দত্ত ধন হইতে কিঞ্চিৎমাত্র দিই ; এই ভাবে খ্রীষ্টীয়ানের প্রিয়-কার্য্য সাধন করা উচিত। যাঁহারা কোন প্রকারে স্বার্থপর হইয়া এই স্বর্গীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রকৃতি অতি নিকৃষ্ট বলিতে হইবে, ও তাঁহাদের সৎকর্ম্ম বা দান ভস্মে ঘৃত ঢালা মাত্র। উক্ত বিবরণীতে লেখা আছে যে "স্বেচ্ছাধীন দানের বৃদ্ধি হইয়াছে।" এটী যে সুসংবাদ তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু একথার সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছু না প্রকাশ করাতে আমরা এ সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। মিসন ক্ষেত্রে অনেকেই এক প্রকারে না এক প্রকারে পাদ্রি সাহেবদের কাছে কার্য্যসূত্রে বদ্ধ বা বাধিত আছেন, সুতরাং এস্থলে আমাদের বিবেচনায় চর্চ্চ কাউন্সিলের নিমিত্তে দান সংগ্রহ গির্জাতে হইলেই অতি উত্তম হয়। বাড়ী২ লোকদের নিকট এসম্পর্কে চাঁদা আদায় করা গ্রাহকদের পক্ষে বড় প্রীতিকর বা সুখদায়ক কার্য্য নহে, এবং দাতারাও বোধ হয় এপদ্ধতি বড় ভাল বাসে না ; অধিকন্তু ব্যয়কুণ্ঠিত লোকেরা নানা প্রকার কথা বলে ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে ; এবং যাহারা সহজে দেয়, তাহাদিগকে অনেক প্রকারের বাক্যজ্বালা সহ্য করিতে হয়। গির্জাতে দান সংগ্রহ করিলে তাহার সমষ্টি প্রথমে অতি অল্প হইতে পারে। কিন্তু আর২ বিষয়ে এই কার্য্যটী উন্নতি সাধক ও সর্ব্বাংশে সুন্দর বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কোন২ স্থলে দেশীয় পুরোহিত সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই সাহেব পাদ্রি দ্বারা টাকা কড়ির কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ;

এ বিষয়ে কিছু যে দোষ আছে তাহা *আমরা বলিতেছি না; বোধ হয়* সুবিধার জন্যেই এরূপ করা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত; যাহার হাতে টাকা কড়ি না থাকে, যাহাকে এই কার্য্য অন্যের দ্বারা করিতে হয়, এমন লোকদিগকে তাহারা অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আর তালিকাতে "কর্ম্মচারিদের চাঁদার" একটা বাব আছে এবং ইহাতে অনেক টাকা আদায় হইয়াছে; কিন্তু আদায় প্রণালীর কোন কথা না থাকাতে আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। আমাদেরও মণ্ডলীর খরচ পত্রের নিমিত্তে দানাদি সংগ্রহ করিতে হয়, এবং এই উপায়টী বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। কোন২ স্থানে "কর্ম্মচারীর চাঁদা" তালিকা দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? কর্ম্মচারীরা ভক্তি শ্রদ্ধা বিহীন এবং উদ্যোগরহিত, কিম্বা সভাপতি চাঁদা আদায়ে অপটু, না প্রণালীর কোন দোষ আছে? এস্থলে একটা কথা আমাদের মনে উদয় হইল; আমরা কখন২ এই রূপ শুনিযাছি যে, কোন২ মিসন ক্ষেত্রে কর্ম্মচারিদের বেতনের, প্রতি টাকার দুই এক পয়সা করিয়া মাসে২ দিবার বন্দোবস্ত থাকে, এবং বেতন দিবার সময় সেইটী আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই রূপ আদায়কে জমিদারী বাব বা বাজে আদায় বলা যাইতে পারে। ইহাকে মণ্ডলীর দান বা ভক্ত লোকদের সৎকর্ম্ম রূপ ফল বলা নিতান্ত গর্হিত। কোন২ পুরোহিত এই প্রণালীতে চাঁদা আদায়ে অসামর্থ্য কিম্বা অসম্মতি প্রকাশ করাতে কখন২ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অপদার্থ হইয়াছেন; এবং কখন২ দুর্ব্বলতা হেতু নিজে বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রূপ জঘন্য প্রণালীতে অর্থ সংগ্রহ করা অপেক্ষা বিদেশীয়দের নিকট ভিক্ষা করা শ্রেয়। দেশীয় মণ্ডলীর এই প্রথায় স্বাধীনতা বা উন্নতি লাভ করা দূরে থাকুক, বরং দাসত্ব ও অবনতি ঘটিবে। আমরা ভরসা করি কর্ম্মচারিদের চাঁদা এরূপে সংগ্রহ করা হয় নাই। যদি কোন স্থানে এই প্রথা থাকে, তাহা হইলে যত শীঘ্র তাহা উঠিয়া যায়, ততই ভাল।

চর্চ্চ কাউন্সেলের বাৎসরিক সভার কার্য্য রীতিমত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কেহ২ বলিতে পারেন যে, বৎসরান্তে এই রূপ একত্র হইয়া লাভ কি? এই রূপ খরচ পত্রই বা কেন? আমরা বলি, পরস্পর কেবল সাক্ষাত ও কথোপকথনে যথেষ্ট লাভ আছে। এই কাউন্সিলের সভ্যগণ অনেকেই কৃষ্ণনগর অঞ্চলবাসী, কিন্তু আমাদের মধ্যে কত জন এই রূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যাহারা বলিতে পারেন যে উক্ত অঞ্চলের অনেক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় আছে। স্বীকার করিতে হইবে যে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ অনেক ভ্রাতৃগণের এ বিষয়ে রিপোর্টগত-মাত্র বিদ্যা। আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতাবশতঃ যে সকল কুসংস্কার ও ভ্রম আছে, এই রূপে সমবেত হওয়াই তাহা দূর করিবার এক মাত্র উপায়। অতএব আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, এই রূপে সকলে একত্র হইলে যদি আর কিছুই উপকার না হয়, তথাচ উল্লিখিত

বিষয়ে যথেষ্ট লাভ বলিতে হইবে।

কাউন্সিলের অধিবেশন কাল বোধ হয় সর্ব্বাংশে সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, এবং আমাদের বোধ হইতেছে যে সভাগণ এ বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই; সিদ্ধান্ত করা বড় সহজ ব্যাপারও নহে। আমাদের বিবেচনায় ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি সভা হইলে ভাল হয়। এই সময়ে বড় শীত নহে ও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবও হয় না, অতএব অনেক সুবিধা আছে। ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান জন্য সুযোগ্য পাদ্রি রাজকৃষ্ণ বন্দু মহাশয়কে ধন্যবাদ সম্পর্কে কোন মতান্তর হইতে পারে না।

বিবিধ বিষয়।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে গবর্ণমেন্ট গোলা ভাঁটির ফলাফল জানিবার জন্য একটী কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত কমিসনের মধ্যে বাবু কৃষ্ণবিহারী সেনের নাম দেখিয়া আমাদের আশার বৃদ্ধি হইল। তন্মধ্যে এক জন সুবিখ্যাত দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের নাম দেখিলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইতাম।

বিলাতের টাইমস সম্বাদ পত্রের কি বিচিত্র গতি! সদাশয় লর্ড রিপনের আর কোন দোষ বাহির করিতে না পারিয়া, তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, টাইমস লর্ড রিপনের সম্বন্ধে কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যখন যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করা হয় তখন এবম্প্রকার উপায়ই অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

✓ বোম্বাইয়ের গবর্ণর তত্রত্য শস্যক্ষেত্র সকল উন্নত করিবার জন্য কৃষকদিগকে ১০,০০০ টাকা এক কালীন দান করেন। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর ঐ টাকা স্থানীয় পরিচিত কৃষকদিগকে জমি উর্ব্বরা করিবার জন্য দাদন করিয়াছেন। এ দেশের কৃষকগণকে ঐ রূপে এখানকার গবর্ণমেন্ট টাকার সাহায্য দান করিলে, কৃষকদিকের আর দুঃখ থাকে না।

বিলাত হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে যে, এ দেশীয় সাহেবেরা বড় লাটের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তথাকার লোকদের মনে বড় আঘাত লাগিয়াছে।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন; ভরসা করি, তিনি অচিরে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিবেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না, মহীশুরেও পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বিলাত যাওয়া যখন দৈনন্দিন ঘটনা হইতে চলিল, তখন সত্বরেই এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই রাঁধাবাড়া প্রভৃতি ঘরকন্নার কাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্পেট ও নভেল হাতে করিয়া ফুলবাবু হইয়া বসেন, কিন্তু আজ কাল সুইজর্লণ্ডে রমণীগণকে উচ্চ শিক্ষার পরিবর্ত্তে রন্ধন, পরিবেশন, গো প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ভার, শাক সবজীর চাস, শিশুদিগের চিকিৎসা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের আস্থা বৃদ্ধি হয়।

আলিভর নামক জনৈক ডাক্তার বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা যকৃতের পীড়া প্রভৃতি শরীরাভ্যন্তরস্থ স্ফোটক বা বিস্ফোটক উত্তমরূপ দেখিবার জন্য এক প্রকার ছোট বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত করিয়াছেন। একটী সূক্ষ্ম নলের দুই দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার বদ্ধ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালন হয়। ক্ষুদ্র সেয়ান ল্যাম্পের আলোক হয়। শুনা যায় যে, ভারতবর্ষের ডাক্তার বষ্টিড সাহেব এই প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। বষ্টিড সাহেব এখন কলিকাতা মিন্টের এসে মাষ্টার।

এক জন পণ্ডিত ঠিক করিয়াছেন, ইংলণ্ডের সমুদয় জিনিষ একত্র করিলে তাহার মূল্য আট সহস্র কোটী টাকা এবং ইউনাইটেড ষ্টেটের সমুদয় জিনিষের মূল্য প্রায় দশ সহস্র কোটী। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোকের গড়ে ২৩২০ এবং ইউনাইডের ষ্টেটের ১৯৯০ টাকা আছে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। প্রমাণ সংগ্রহ। Evidences of Christianity by Jagabandhu Bhattacharjee M. A., কলিকাতা চৌরঙ্গি রোড, ২৩নং ভবনে প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র।

এই পুস্তকে সনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এবম্প্রকার পুস্তকের একটী বিশেষ অভাব ছিল, জগবন্ধু বাবু এই অভাবটী মোচন করিয়া বাস্তবিক সমগ্র বঙ্গীয় খ্রীষ্ট সমাজের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পরিশ্রম হইয়াছে, এবং তিনি বিশেষ রূপে সফলপ্রযত্নও হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা জন মিউয়েরের "ঈশ্বরীয় শাস্ত্রের ধারা," পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বাবু দ্বারকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রমাণ সার" এবং জগবন্ধু বাবুর "প্রমাণ সংগ্রহ" এই তিন খানি পুস্তক মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সমীচীন জ্ঞান লাভ হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণ সংগ্রহ যতদূর সহজপাঠ্য হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে। অপরাপর ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তুলনা এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কতকগুলি পরীক্ষা-

সাপেক্ষ প্রমাণ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিশেষ রূপে উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হইল।

২। বাল্যবন্ধু। উক্ত ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত। এই সচিত্র ও অল্প মূল্যে বিক্রীত ক্ষুদ্র২ আখ্যান গুলির প্রাপ্তি স্বীকার আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে করিতেছি। আমাদের আশা আছে, ইহার দ্বারা বালক বালিকাদের উপকার হইবে।

৩। মার্টিন লূথরেব জীবন চবিত্ত ও কার্য্যকলাপ। The Life and Work of Martin Luther, by C. Baumann. খ্রীষ্টীয়ান এডুকেশন ভরন.কুলর সোসাইটীর জন্য বাপ্‌টিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লূথরের চতুর্থ শতাব্দিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা মির্জাপুর মিসন কম্পাউণ্ডে একটী সভা হয়। এই সভায় ডাক্তার ব্যমান লূথরের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটী এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তক খানি পাঠ কবিয়া দেখিলাম যে ইহাতে কেবল লূথরের যশঃ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। লূথর অসামান্য শক্তি ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা তাঁহার দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুনের বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলে "সম্পূর্ণ" লূথর দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল না। কেবল "আংশিক" লূথরের সহিত সাক্ষাৎ করা হইল। অনেকে বিবেচনা করেন যে, লূথর নানা কারণ ও অবস্থা সমষ্টির ফল স্বরূপ। লূথরের সময়ে কেবল অনেক বৎসর সঞ্চিত বারুদে যেন অগ্নি লাগিল। অনেকে ইতিপূর্ব্বে বিরলে ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু লূথরের ন্যায় বোধ হয় দুর্দ্দমনীয় সাহস তাঁহাদের ছিল না। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ মিলাংকথনের বোধ হয় সে রূপ সাহস ছিল না, কিন্তু তাহার অন্যান্য মহৎ খ্রীষ্টীয় গুনের সমাবেশ ছিল। উক্ত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় লূথরের বিবাহ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে, "এই বিবাহ দেখিয়া লোকে প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু ক্ষণকাল পরে উহা যে ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত তাহা বুঝিতে পারিল। ফিলিপ মিলাংকথন বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুর সর্ব্বনাশ হইল; লূথর নিজেই দুই এক দিনের জন্য অসুখী ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন" ইত্যাদি। আমরাও ধার্ম্মিকবর ফিলিপের ন্যায় বিবেচনা করি যেঁ, এ বিষয়ে লূথর যদি আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা লজ্ঘন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিঃস্বার্থ ভাবের আরও স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। লূথর যদিও অনেক উপকার করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার দ্বারা জর্ম্মণীতে ঘোর অনিষ্টপাতেরও সূত্রপাত করা হইয়াছে। বাইবলের জর্ম্মণ অনুবাদ জর্ম্মণীর প্রতি তাঁহার অমূল্য দান বলিতে হইবে, কিন্তু বাইবল সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি প্রলাপ বাক্য জর্ম্মণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে। যাকুবের পত্র,

যিহুদার পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, প্রকাশিত পুস্তক মহাত্মা লূথরের মতে ধর্ম্ম পুস্তকের অংশ নহে। লূথরের বাইবল যেন লূথরের উপর স্থাপিত, কিন্তু চর্চ অব ইংলণ্ডের বাইবল খ্রীষ্টের উপর স্থাপিত। তিনি বিবাহ সম্বন্ধে ঘোর ও মারাত্মক ভ্রম প্রচার করেন। প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে তিনি "কনস্যবস্টান্টিয়েষণ" মত বিশ্বাস করিতেন। আর অনেক২ মত তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ কালের প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বিরা ঘোর রোমীয় মত বলিয়া অগ্রাহ্য করিবে।

"সম্পূর্ণ" লূথর চিত্রিত কর, এবং তাহা হইলে লূথরের প্রতি যে আমাদের কম শ্রদ্ধা হইবে তাহা নহে। বসওয়েল যেমন ডাক্তার জনসনকে প্রকৃত রূপে চিত্রিত করিয়া জনসনকে আরও ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছেন, তেমনি লূথরকেও কর। আমরা বলিয়াছি, লূথর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং ধর্ম্মভীত ব্যক্তি ছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। জগত তাঁহারি কাছে ঋণী; ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীও তাঁহার কাছে ঋণী; কিন্তু লূথর বল, ক্যালভিন বল, ক্রান্মর বল, ওয়েস্লী অথবা সাধু আগষ্টিন বল, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী কোন ব্যক্তি বিশষের নামে অভিহিত নহে, কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে উৎপন্নও হয় নাই।

৪। কাব্য তরঙ্গিনী। প্রথম ভাগ। শ্রী বঙ্কুপদ দাস প্রণীত ও শ্রীহীরালাল আঢ্য প্রকাশিত। বেঙ্গলি প্রেসে শ্রীরামকুমার দে দ্বারা মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আগামী বারে ইহার সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

৫। The Catholic Character of the Church of England. A letter addressed to the Bengal Church Missionary Conference in reply to a Tract entitled "The Doctrine of the Oxford Mission not the Doctrine of the Church of England."

আগামী বারে এই ইংরাজী পুস্তিকার সমালোচনা করা যাইবে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। [৫ সংখ্যা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সমগ্র ভারতবর্ষের এক জন উজ্জ্বল-রত্ন ও বঙ্গের শিরোভূষণ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন বিগত মাসের ৮ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার ৪৫ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রায় বেলা ৪টার সময় অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিমতলার ঘাটে দাহ করা হয়। নব সংহিতা অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনেক সমাচার পত্রে এই অসাধারণ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের কতক গুলি প্রধান২ ঘটনা বিবৃত করিয়া এবং তাহাতে সাধারণের কি২ শিক্ষা লাভ হইতে পারে, তাহার প্রসঙ্গ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইবে।

১৮৩৭ অব্দের নবেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। রক্ষণাবেক্ষণ লালন পালনের ভার জ্যেষ্ঠতাত বাবু হরিমোহন সেনের হস্তে সমর্পিত হয়। যখন তাঁহার বয়স আট বৎসরমাত্র তখন তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন। তাহার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজের অত্যুচ্চ শ্রেণীতে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। গণিত শাস্ত্রাদিতে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি না থাকাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু অল্প বয়সে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনাদিতে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অত্যুচ্চ উপাধিধারিদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কালেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেরাণী-

গিরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। বিদ্যালোচনা, বিদ্যাদান, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদে সময় পর্য্যবসিত করিতেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের দিকে তাঁহার টান ছিল। ক্রমে২ বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। লর্ড বিশপ কটনের চ্যাপলেন বর্ণস সাহেব তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাইবলের পূর্ণ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বাইবল পড়িয়া তিনি যে পৌত্তলিক থাকিবেন, তাহা ত সম্ভবে না। তিনি একেশ্বরবাদী হইলেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। উভয়ের মনের মিল হইল, উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল দর্শনে গমন করেন। ইহা লইয়া তাঁহার কলুটোলার গৃহে অনেক গোলমাল হয়। কিন্তু তিনি ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ফিরিয়া আসিয়া অনেক প্রকার সভা সংগঠন করিয়া আপনার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। জাতিভেদ ত্যাগ, ব্রাহ্ম সামাজিক অনুষ্ঠান, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রভৃতি বিষয় তাঁহার আলোচ্য হইতে লাগিল। যত দিন বিশেষ ত্যাগস্বীকার ও সাহসিকতার দরকার হইল না, তত দিন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলভুক্ত রহিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রয়োজন হইবা মাত্র তাঁহাকে আদি ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি এখন অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের নেতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতির ঘোর আন্দোলন করিতেন। আপনার বাগ্মিতা দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের লোকদিগকে মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেখানে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা অনেক দিন হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি আরও উদ্যোগ ও পরিশ্রম সহকারে নানা কার্য্যের সূত্রপাত করেন। পরিশ্রম করা কাহাকে বলে বিলাতে গিয়া তিনি বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন এবং সেই বিলাতীয় আদর্শ যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা থাকিত। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি নূতন২ মত প্রচার করিতেছিলেন। "নববিধান" তাঁহার শেষ সৃষ্টি।

আমরা অগ্রে বলিয়াছি, কেশব বাবু এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ বাগ্মিতা সম্পন্ন ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি এক জন বিশিষ্ট রূপে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার অন্তরে কল্পনার, কবিতার স্রোত বহিত। তিনি যেমন বুদ্ধিমান ও চরিত্রজ্ঞ, তেমনি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অতি গুরুতর ভ্রম ছিল। যিনি

বাইবল পড়িয়াছিলেন, যিনি নিরবচ্ছিন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ববিৎদের গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, যিনি কতক গুলি মহৎ২ সত্য বাইবল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে কি প্রকারে খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহারা খ্রীষ্টকে কেবল মহাগুরু বলিয়া মান্য করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা অজ্ঞাত ভাবে ঈশ্বরের অপমান করে। কেশব বাবু তাহাই করিয়াছিলেন। কেহ২ বলিয়াছেন কেশব বাবুর সৃষ্ট ধর্ম্মে অনেক অভিনবত্ব ছিল। হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদের কাছে তাঁহার সৃষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীর অভিনবত্ব ছিল, কিন্তু শিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদের কাছে তাহার কিছুই নবীনতা নাই। জর্ম্মণী, ফ্রান্স অথবা আমেরিকার পণ্ডিতেরা বাইবল ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছে, তিনি সেই সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক নূতন পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়া লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতেন, এবং অনেকে তাহা অভিনব বলিয়া গ্রাহ্যও করিত। কল্পনার দ্বারা তিনি কি না করিয়াছেন? কেশব বাবুর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাব থাকিলেও আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার ন্যায় বড় লোক এ দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান সকলেই তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তিনি এ দেশের শিক্ষা-গর্ব্বিত, ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন লোকদিগকে বজ্র নিনাদে শিক্ষা দেন যে, ইহ সংসার যে সর্ব্বস্ব, তাহা নহে। ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম্ম, আত্মা এ সকল গভীর ধ্যান ও প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়। সাধু আগষ্টিন যে কথায় আত্মার গভীর অভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অভাব ব্রাহ্ম সমাজের অধিনেতা পর লোকগত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে বিলক্ষণ রূপে প্রতিফলিত দেখা যাইতেছে, "তুমি আমাদিগকে তোমার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছ এবং তোমাকে না পাইলে আমাদের আত্মার বিশ্রাম হয় না।" আত্মোৎসর্গ, পরোপকারিতা, পরিশ্রমশীলতা, ধর্ম্মানুরাগ, ত্যাগ স্বীকার, ঐকান্তিকতা, কর্ত্তব্যপ্রিয়তা, সাহসিকতা ও সাধারণ বীরত্ব দ্বারা তিনি আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক অনেক আছেন, কিন্তু কয় জনের জীবনে উপরোক্ত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়? তাই বলি, ভারত আজ একটী অমূল্য রত্ন হারা হইলেন। যত দিন ভারতের ক্রোড়ে কেশবচন্দ্রের ন্যায় সন্তান না জন্মিবে, তত দিন ভারত অসাড় স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া রহিবে। নির্জ্জীব ভারতকে সচেতন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্ম সমাজের জীবন কেশবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিকতার আবশ্যক।

বক্তা ও শ্রোতা।

বিখ্যাত পণ্ডিত এমারসন বলিয়াছেন,—"শ্রোতাই সুখী এবং বক্তাই দুঃখী।" বাহিরের কার্য্য দেখিয়া বিচার করিলে বক্তা ও শ্রোতার প্রকৃত সুখ দুঃখ কি তাহা উপলব্ধি করা যায় না, উভয়ের জীবনের যথার্থ তারতম্যও হয় না। যাঁহারা বাহিরে থাকিয়া উভয় জীবনের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাঁহারা যে কিছুই লাভ করিতে পারেন না, তাহা নহে;—যাহা লাভ করেন, তাহা বাহিরের অসারটুকু, ভিতরে সার যে টুকু তাহা ভিতরে একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রবেশ না করিলে মিলিবে না। বক্তা যে শ্রোতা অপেক্ষা অসুখী, এ কথা এমারসনের ন্যায় নিগূঢ় চিন্তাশীল সারবান ব্যক্তি বলিলে কি হয়, আমাদের মধ্যে এমন অনেক চিন্তাবিহীন অসার এমারসন আছেন, যাঁহারা এ কথা একটা পাগলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা এ কথা কেন গ্রাহ্য করিবেন না, তাহার কারণ এক রূপ বলা হইল;—এই শ্রেণীর লোকেরা সত্যগ্রহণের দ্বার জেদ করিয়া রুদ্ধ করেন, সুতরাং আত্ম-প্রতারিত হন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই বক্তাকে সুখী মনে করিবেন। আজ কাল শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজেই বক্তার বড় আদর। যিনি সভায় দাঁড়াইয়া দুটা কথা বলিতে পারেন না, তিনি আর দশ জনের মধ্যে এক জন নহেন। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধি ধারণ করিয়াও শান্তভাবে জীবন চালাইতে থাকেন, তাঁহাদের কোথাও স্থান নাই;—তাঁহারা বড় ছোট সকলের চক্ষেই ঘৃণিত ও অকর্ম্মণ্য। যাঁহারা বিলাত হইতে ডাক্তার ইত্যাদি বড়২ উপাধি পাইয়া দেশে আসেন, তাঁহারা যদি দুই চারিবার সাধারণকে বক্তৃতার দ্বারা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না দেন, কার্য্যে যাহাই করুন না কেন, বাক্যে যদি দেশের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া দুই চারিবার কপট কান্না না কাঁদেন, তবে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই। তাঁহারা দেশীয় লোকের চক্ষের বালি, তাঁহারা নীরবে যতই সাধু অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাঁহাদের নামে দেশে মহামারী উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে জীবনের মূল্য নাই, চরিত্রের আদর নাই। যাঁহারা কত পরিশ্রম, কত সংগ্রামের পরে জীবনকে নিয়মিত করিয়া শান্তভাবে সার জিনিশ লাভ করিতেছেন, নীরবে জীবনের দ্বারা সত্য প্রচার করিতেছেন, যশোলিপ্সা, অর্থলাভ, পদমান, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য একাকী খাটিতেছেন, তাঁহাদের এ দেশে আদর নাই, তাঁহারা এ দেশের রাজ-নৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহাদের কার্য্যের কোন পুরস্কার নাই, তাঁহাদের জ্ঞান ধর্ম্মের কোন ব্যবহার হইল না। তাঁহারা সাধারণের চক্ষে অলস,—কেবল খাইয়া

শুইয়া কাল কাটাইতেছেন; তাঁহারা সাধারণের চক্ষে অসুখী,—কেবল সুখ শান্তির অভাবই তাঁহাদের জড়তা, ও শান্তভাবের এক মাত্র কারণ। সাধারণের চক্ষে তাঁহারা একদেশ-দর্শী,—সত্যের এক দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য,—সত্যের দুই দিক না দেখিয়া, তাঁহারা জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। অধিক কি, সাধারণের চক্ষে এই রূপ নীরব শান্ত প্রকৃতির লোক অসার, অকর্ম্মণ্য এবং সম্পূর্ণ কৃপার পাত্র। পক্ষান্তরে যাঁহারা বাহিরে২ দশজনের সহিত মিলিয়া চারিদিকে ছুটা ছুটি করিতেছেন, ভিতরে সাধু ইচ্ছা, দেশ-হিতৈষণার প্রবল বাসনা থাকুক বা না থাকুক, কোন উচ্চ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অগ্রসর হইয়া থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেদিকে সাধারণের দৃষ্টি পড়িবে না, সে সকল বিচার করা সাধারণের কাজ নহে, তাঁহারা কর্ম্মীদলে মিশিয়া কর্ম্মী নাম ধারণ করিয়াছেন, বক্তাদের সঙ্গে মিশিয়া বক্তা নামে খ্যাত হইয়াছেন;—সমাজে তাঁহারা একটু গণ্য মান্য হইয়াছেন। যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া, বড়২ উপাধি পাইয়া স্থানে২ দেশের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন তাঁহাদের আদর কত? আবার যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বক্তার দলে মিশিয়াছেন, তাঁহাদের আরত কথাই নাই? পাঠক হয়ত এতক্ষণে গরম হইয়া উঠিয়াছেন, থাক্ আর বেশী কিছু বলিব না, কিন্তু একটী কথা,—রাগ করিলে চলিবে কেন?—একটু শান্ত ভাবে, গভীর চিন্তার সহিত উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার করিতে হয়। ক্রোধে যদি মন উত্তেজিত হয়, তবে, আর সত্য গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। তাই বলি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সকল শুনিলে ভাল হয় না কি?

আমরা এতক্ষণ বক্তাবৃন্দকে কেবল দুই চারিটী অম্ল তিক্ত কথায় বিদায় করিয়াছি; এখন দুই একটী মিঠা কথা না বলিলেও বড় অসঙ্গত হয়। বাস্তবিক আমরা বুঝি, বিশ্বাস করি ও জানি যে, এক দল লোক বক্তা হইবেই হইবে, এক দল বক্তা না হইলে চলিবে না, কেবল শ্রোতা হইলে বক্তৃতা করিবে কে? আমরা যে শ্রেণীর বক্তা চাই, আমাদের দেশে বর্ত্তমান বক্তাবৃন্দের মধ্যে সেই রূপ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ স্থল। বক্তৃতা করাই যাঁহার উদ্দেশ্য, শ্রোতৃবর্গের করতালিতেই যাঁর বক্তৃতার পরিসমাপ্তি, তাঁহাকে আমরা অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন বলিতে ভাল বাসি। কিন্তু এ সকল বাহিরের কথা, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত এ সকল কথার বড় বেশী একটা সম্বন্ধ নাই। আমরা দেখিব, কি কারণে শ্রোতা সুখী এবং বক্তার সুখের কারণ সত্ত্বেও বক্তা দুঃখী। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি;—কেননা জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির অনুপাতানুসারে ভিন্ন২ ব্যক্তির সুখ দুঃখের উচ্চ ও নীচ ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, প্রকৃত সুখের প্রতি স্বভাবতঃ রুচি জন্মে, প্রকৃত দুঃখের কথা স্মরণ করিলেও মহৎ

ভয়ের সঞ্চার হয়। বাস্তবিক সংসারে তোমার পক্ষে যাহা সুখ, আমার পক্ষে তাহা দুঃখের আকর, তোমার নিকট যাহা শান্তি, আমার কাছে তাহা বিষ। এক ব্যক্তি পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ পাইতেছে, আর এক ব্যক্তি সেই পাশব রিপুর উত্তেজনায় উৎপীড়িত হইয়া নিতান্ত দুঃখীর ন্যায় ঘরে বসিয়া রোদন করিতেছে, লোকসমাজ—পবিত্র নর নারীর সংসর্গে যাইতে সঙ্কুচিত, ভীত ও লজ্জিত হইতেছে; এক জন বড় বড় সভায়, সাধু মহাজনদিগের গভীর সত্যের কথা কণ্ঠস্থ করিয়া উদ্গীরণ করিতেছেন। প্রকৃতি হইতে সেই সকল সত্য লাভ করুন বা না করুন, সে সকল ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকুন বা না থাকুন, সে সকল কথা আত্মাকে স্পর্শ করুক বা না করুক, সেদিকে তাঁহার জড়চক্ষু যায় না, তাঁহার চক্ষু লোকের প্রশংসার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে, শ্রোতৃবর্গের করতালিতেই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপত্তি হইতেছে; আর এক জন সভায় দূরে থাকুক, আপন জনের নিকটে হৃদয়ের অতি গুপ্ত অনেক দিনের চিন্তা-পোষিত দুই চারিটী কথা বলিয়াই পরক্ষণে দুঃখিত হইতেছেন, বিষণ্ণ হইতেছেন। এই জন্যেই কবিবর কাউপার আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহারা অজ্ঞানান্ধ হইয়া পাশব চক্ষে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছে, তাহারাও সুখী, কিন্তু দিব্য চক্ষে প্রকৃতির রূপ দেখিয়া, প্রকৃতির অনন্ত ভাব অনুভব করিয়াও যিনি সেই অনন্তের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যাইতে পারেন নাই, তিনি বাস্তবিকই নিতান্ত দীন দুঃখী। কবিবর কাউপারের এই গভীর ভাব যেমন অনেকের নিকটে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে, গভীর তত্ত্বদর্শী এমারসনের বক্তা ও শ্রোতার সুখ দুঃখও তেমনি অনেকের নিকটেই অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইবে। যাহা হউক আমরা যাহা জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, এইরূপ কোন স্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আলোচ্য গভীর সত্যের সপ্রমাণ করিতে যাইতেছি, ভরসা করি, পাঠক একটু স্থিরচিত্তে পাঠ করিবেন। যখন পবিত্র ভাবে হৃদয় মন পূর্ণ হয়, তখন আপনা আপনি সংগীত বাহির হইতে থাকে, অন্তরে বাহিরে কবিতার ছড়াছড়ি হইতে থাকে। যে হৃদয় এতক্ষণ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল, এইরূপ ভাবময় কবিতার সঙ্গে, হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণ সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া শূন্য হইতে লাগিল, হৃদয়ের ভাব-ভার লঘু হইতে হইতে অবশেষে হৃদয় ফাঁক হইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে, শুষ্কহৃদয় এক ব্যক্তি ঐ যে নিকটে বসিয়া সংগীত শ্রবণ করিতেছিলেন, উঁহার দিকে চাহিয়া দেখ, উঁহার মুখমণ্ডল পবিত্রভাবে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুজলও টস্ টস্ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে, হৃদয়ে যেন ভূমানন্দ উথলিয়া উঠিয়া মুখের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। চল যাই, পাঠক, আমরা এই ব্যক্তির কাছে যাই, ইহাঁর মুখে শুনিলে অনেক কথা বাহির হইবে, আমাদের বিষম সমস্যাও সহজে পূর্ণ

হইবে। যে হৃদয়ে সার জিনিস জমাট বাঁধিয়াছে, তিনিই জানেন, শুনিয়া কত সুখ! যাঁহার ব্যক্তিত্ব (Personality) লোপ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত সংকীর্ণতা (Exclusiveness) ঘুচিয়া গিয়া হৃদয় সার্ব্বভৌমিক (Universal) প্রেমে মগ্ন হইয়াছে, প্রকৃতি অনন্ত ভাবের মধ্যে একটা অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি অনুভব করিয়া যাঁহার হৃদয় সেই এক পুরাতন জ্ঞান, প্রেম, কবিতা, বিজ্ঞানের অনন্ত স্রোতে মিলিয়া গিয়াছে, তিনিই বুঝেন? শুনিতে কত সুখ! তিনিই জানেন বক্তা কত দুঃখী!

ছোটনাগপুর ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিস্তার।

বাঙ্গালার পশ্চিমে বিহার ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রকাণ্ড সমতল ভূমি খণ্ডের নাম ছোটনাগপুর। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পরিমাণ ফল প্রায় ৪০,০০০ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা অন্যূন ৪০ লক্ষ। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ন্যূনাধিক ২০০০ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত, এবং তজ্জন্য কর্কট ক্রান্তি মধ্য দিয়া গমন করিলেও উষ্ণপ্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গুলি পাহাড় আছে এবং তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ 'পরেশ নাথ' ৪,৫০০ ফুট উচ্চ। এই প্রসিদ্ধ পর্ব্বত জৈনদিগের বহু কালের তীর্থ স্থান; এখন পর্য্যন্ত নানা স্থানের লোক বৎসর বৎসর এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকে। অনেক গুলি নদ নদী এই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যশস্বিনী সুবর্ণরেখা উল্লেখ যোগ্য। 'হুঁড়রুদহ' নামে ইহার জল প্রপাত অতিশয় বিখ্যাত ও সর্ব্বতোভাবে চিত্তরঞ্জক। যাঁহারা একবার এই জল প্রপাত দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই প্রদেশের অনেক স্থান বৃহৎ ও নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন; এই অরণ্য সমূহে নানাবিধ বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য-বরাহ, হস্তী প্রভৃতি কয়েক প্রকার ভীষণ পশু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে কোন২ স্থানে সুবর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতু ও নানাস্থানে প্রয়োজনীয় পাথরিয়া কয়লা, লৌহ উৎখাত হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, গোধূম, সর্ষপ প্রধান, এবং গ্রাম্য পশুর মধ্যে গো, মহিষ, মেষ, ছাগ অপর্য্যাপ্ত।

উল্লিখিত ৪০০০০০০ অধিবাসী নানা জাতিতে বিভক্ত, তন্মধ্যে কতক গুলি আদিম জাতি। এই আদিম জাতি গণের মধ্যে 'উরাঁও' ও 'মুণ্ডারী' জাতি প্রসিদ্ধ ও সংখ্যাতে ক্রমান্বয়ে ন্যূনাধিক ৫,০০,০০০ ও ৩,০০,০০০। এই দুই আদিম জাতির সাধারণ নাম 'কোল'। নানা জাতিভুক্ত হিন্দু ও মুসলমানগণের সংখ্যা কম নহে; কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিস্তারের সহিত ইহাদিগের ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় ও আদিম জাতিদের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায় সংক্ষেপে কোলদের

কিছু বৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে "কোল" শব্দ সংস্কৃত "কোলহ" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। "কোলহ" শব্দের অর্থ শূকর; যদি কোল শব্দের এই উৎপত্তি সত্য হয়, তবে কেন যে হিন্দুরা ইহাদিগকে এই আখ্যায়িকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুষ্কর নহে। এই জাতি স্বভাবতঃ এরূপ অপরিষ্কার যে শূকর জাতি ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই।

"উরাঁও" জাতি "দ্রাবিড়" বংশোদ্ভূত, এবং "মুণ্ডারী" জাতির সহিত সাঁওতাল জাতির অনেক বিষয়ে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কথিত আছে যে 'উরাঁও' গণ প্রথমতঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষে বাস করিত; অনেকের অনুমানে কোলাপুর ইহাদের নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহারা যে দক্ষিণ হইতে আসিয়া প্রথমতঃ রোহিতাস গড়ে, পরে তথা হইতে ছোটনাগপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আদিম জাতিগণের যাবতীয় পুরাবিৎ লেখকেরা একমত। মুণ্ডারী-গণ এ প্রদেশের আদিম জাতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কোলেরা জঘন্য অপরিচ্ছন্ন গ্রামে বাস করে। ইহাদের গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, তৃণাচ্ছাদিত এবং অতিশয় নিম্ন। ইহাতে সাধারণতঃ একটীর অধিক প্রবেশ দ্বার থাকে না। দিবসের দুপ্রহরে যখন সমস্ত ধরণী প্রফুল্ল দিনমণির নির্ম্মল আলোকে প্রসন্ন, তখন এই সকল গৃহ অমাবস্যার তিমিরাচ্ছন্ন নিশার ন্যায় অন্ধকারময়। প্রায় সকল গ্রামেই গো, মহিষ ও শূকর দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাদের পুরীষ রাশির দুর্গন্ধে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করা সামান্য কষ্টকর নহে।

চাউল ও দাউলাদি কোলদের মুখ্য নিরামিষ ভোজন। বোধ হয়, সর্ব্ব জাতীয় চতুষ্পদ, পক্ষী, ও মৎস্য আমিষ ভোজনের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। স্ব স্ব গোষ্ঠীর নামানুসারে ইহারা বিশেষ বিশেষ পশু পক্ষ্যাদির ব্যবহার করে না। বরাহ মাংস ইহারা অত্যন্ত রুচিপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোলদের পরিধেয় যৎসামান্য। ইহারা একটী কৌপীন ধারণ করিলেই আপনাকে সুপরিহিত বিবেচনা করে। স্ত্রীগণের কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত এক খণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিবেষ্টিত থাকে। মধ্যে মধ্যে ধনবানদিগকে কিছু অধিক বস্ত্রাবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কম্বল ও কার্পাসজাত বস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য বস্ত্র ইহা-দের মধ্যে নিতান্ত অপ্রচলিত। গলদেশ ও মস্তকের সুসজ্জীকরণে ইহাদের অতি-শয় আসক্তি আছে।

ইহারা অত্যন্ত নৃত্য গীত প্রিয়। ইহাদের জাতীয় গীত গুলি অতি প্রাঞ্জল ও সুশ্রাব্য। এই গীত গুলিতে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃদঙ্গ ও 'একতারা বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে; অন্যান্য যে কয়েকটী বাদ্য যন্ত্র আছে, তাহাদের ব্যবহার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

সভ্যাসভ্য সর্ব্বজাতির মধ্যে মদিরা সেবন দেখিতে পাওয়া যায়। সুরার ব্যাপিনী শক্তি যেন এই জাতির অভ্যু-দয়ের সঙ্গে২ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করি-

য়াছে। আবাল বৃদ্ধ সকলেই দারু পান করিয়া থাকে; কখন গ্রামস্থ যাবতীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা বারুণী-রসে মত্ত বা হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই গৃহে গৃহজাত "হাঁড়িয়া বা ইল্লা" নামক শস্য মদিরা দেখিতে পাওয়া যায়। শস্যচ্ছেদন ও বিবাহ সময়ে এই মদিরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধূম পান ও তামাকু চর্ব্বণ প্রবলবেগে ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের মধ্যে ধূমপান অধিক প্রচলিত।

প্রকৃত পক্ষে কোল জাতির কোন ধর্ম্ম নাই। ইহারা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে "ধর্ম্মেশ" নামে স্বীকার করে বটে, কিন্তু এই পরমাত্মা হইতে কোন বিপত্তির আশঙ্কা নাই, তিনি সর্ব্বমঙ্গল, এই ভাবিয়া তাঁহাকে উপাস্য বিবেচনা করে না। ভূতগণের অস্তিত্ব ও মনুষ্যাদির উপরে তাহাদের দৌরাত্ম্য করিবার শক্তি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বসম্মত। এই নিমিত্ত ইহাদের হইতে যেন কোন বিপত্তি না ঘটে, তজ্জন্য ইহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। ইহারা বলে ভূতগণ পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদীতীর ইত্যাদি স্থানে বাস করে এবং যদিচ্ছামত মনুষ্যাদির উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভূতদের ক্রোধশান্তি ও সন্তোষের নিমিত্ত ইহারা কুক্কুট, ছাগ, গো, মহিষাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্তে এই উৎসর্গ করণের ভার থাকে, তাহার নাম "পাহান"। যদি পুরোহিত নামের ব্যবহার করা অসঙ্গত না হয়, তবে "পাহান"কে কোলদের পুরোহিত বলিতে হইবে। ভূতের পূজা ও তৎসংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য (হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর তেমনি) "পাহানখুঁট" নামে জমির বন্দোবস্ত থাকে; ইহার উপস্বত্ব পাহানের পাওনা। ভূত ভিন্ন ডাকিনী হইতে কোলেরা অধিকতর দুরাশঙ্কা করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস হেতু নানাবিধ বিষাদজনক ঘটনা বারম্বার শ্রুতিপথে পতিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়েক পংক্তিতে কোলদের দেশ এবং সামাজিক ও আত্মিক অবস্থার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আগামী বারে, ঈশ্বর ইহাদের মধ্যে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণ।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে উক্ত সম্প্রদায় প্রবল হওয়াতে মণ্ডলীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রার্থনা পুস্তকের বিরুদ্ধে আপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এক ভয়ঙ্কর ঘরওয়া যুদ্ধ ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়, এবং প্রজারা রাজ বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলে পর, রাজার প্রাণ দণ্ড আদেশ করেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের পর সাধারণ প্রণালী মতে দেশের কার্য্য চলিতে লাগিল, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত

হইতে লাগিলেন ; এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে যে সকল প্রণালী ও উৎপাত হেয় ও জঘন্য বুলিয়া জ্ঞান করিতেন, আপনারা ক্ষমতা ও পদ পাইয়া সেই সকল প্রিয় ও মান্য বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে দীর্ঘস্থায়ী পার্লেমেণ্ট এই আদেশ প্রচার করিলেন যে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে, গ্রীর্জাতে হউক বা গোপনে হউক, কেহই প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবে না ; পার্লেমেণ্টাদিষ্ট "ঈশ্বর সেবা বিধান" (ডাইরেক্টরী) সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সকল প্রার্থনা পুস্তক হুজুরে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত বিধান বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে প্রথমে ৫০, তৎপরে ১০০ টাকা জরিমানা এবং তৃতীয় বার দোষী হইলে কারাবিধান স্থির হইল। এই বিষয়ে যাহারা আর জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত মেকালেকৃত ইংলণ্ড ইতিহাসের ১ ভাগ ১৬৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। পূর্ব্ব কালের লোকই বল, বা এখনকারই বল, মণ্ডলীর পদ্ধতি ও প্রার্থনা পুস্তকের বিধান বিরুদ্ধে, অধিকাংশ লোকের আপত্তি ও অশ্রদ্ধার মূল যে কুসংস্কার ও অনভিজ্ঞতা তাহা নিম্ন লিখিত সংক্ষেপবিবরণটী পাঠ করিলে নিশ্চয় রূপে জানিতে পারা যায়। উপরি উক্ত শোচনীয় সময়ে এক জন ডিসেণ্টর নিজ শিশু সন্তানের জল সংস্কার জন্য পল্লির একজন পুরোহিতকে সংবাদ দেন, প্রার্থনা পুস্তকের জল সংস্কার পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার মুখস্থ থাকাতে তিনি সেই ধারানুসারে শিশুর জল সংস্কার সম্পাদন ক্রুশের চিহ্নে শিশুকে চিহ্নিত করিয়া ঐ কর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন। পিতা অতি কৃতজ্ঞতা সহকারে পুরোহিতকে বলিলেন, "দেখুন দেখি, পূর্ব্ব-কল্পিত এবং লিখিত প্রার্থনা অপেক্ষা আত্মাদ্বারা চালিত, উপস্থিত মত প্রার্থনা কেমন উৎকৃষ্ট ও ভক্তি উদ্দীপক ; সকলই উত্তম হইয়াছে, কেবল ক্রুশের চিহ্নটী না দিলেই ভাল হইত"। তখন পুরোহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রার্থনা গুলিন ও জল সংস্কার পদ্ধতি যে মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনা-গ্রন্থাদিষ্ট, ইহা তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। লোকটী সরল ছিলেন, অতএব ঐ বিষয়ে আরও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া সপরিবারে পল্লীর গ্রীর্জাতে সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা দ্বিতীয় চার্লস পৈতৃক রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে উক্ত সাম্প্রদায়িক লোকেরা রাজাকে জানাইলেন যে, প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করা নিতান্ত অবিধেয়। এইরূপ করিলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত সম্ভব, এবং প্রজারা সকলেই তাহার বিরুদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব যে অন্য প্রকার, ও উক্ত ব্যক্তিরা যে সে বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল, তাহা রাজার অভিষেকের অব্যবহিত পরে প্রকাশ পাইল। লোকেরা তাহাদের গুপ্ত প্রার্থনা পুস্তক বাহির করিয়া প্রকাশ্য রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যেন তাহার প্রচলন হয়, রাজার কাছে এই প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা পুস্তক একেবারে রহিত করিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাহার নূতন সংস্করণ

নিমিত্তে রাজার নিকট প্রার্থনা করতে তিনি সম্মতি প্রদান করেন। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৫ এপ্রেল "সেবায়" নামক প্রাসাদে একটী সভার অধিবেশন হয়, এবং প্রতিবাদীরা আপন ইচ্ছা মত অনেক গুলন আপত্তি দর্শান এবং কোন২ বিষয়ে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহাও উল্লেখ করেন। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে কনবোকেষণে (মণ্ডলীর সমিতি) ইহার আলোচনা করিয়া যাহা যুক্তি সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় তাহার শোধন বা পরিবর্ত্তন হয়। প্রার্থনা পুস্তকের আপত্তিকারিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে আরও দুই একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু যে স্থলে মূলের অনৈক্য, স্বীয় মতের প্রাধান্য ও আধুনিক ভাবের প্রাবল্য, সেখানে মণ্ডলীর সংস্কার বা শোধন কখনই হইতে পারে না, বিকৃতি অথবা নাশেরই অধিক সম্ভাবনা।

দুই একটী সাময়িক সেবা ভিন্ন ১৬৬২ খ্রীঃঅব্দের পরে প্রার্থনা পুস্তকে কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন নিবিষ্ট করা হয় নাই। বর্ত্তমান প্রার্থনা পুস্তক সর্ব্বাংশে উহার অনুরূপ।

আগামী সংখ্যা হইতে প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইবে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন এবং ইংরাজি প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা বলিবেন "মাথা নাই তার আবার মাথা ব্যথা!" সম্পূর্ণ বাঙ্গালা প্রার্থনা পুস্তক কোথায় যে তাহার টীকার আবশ্যক। এ কথাটী বাস্তবিক সত্য বটে, এখন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর ব্যবহার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি সম্পূর্ণ প্রার্থনা পুস্তক হয় নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এটী দুঃখের এবং লজ্জার কথা। উর্দ্দূ, হিন্দি ও তামিল ইত্যাদি ভাষায় প্রার্থনা পুস্তক আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালীরা ভারতের অন্য২ প্রদেশের লোক হইতে কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই কথা প্রায় কেহ অস্বীকার করিবেন না। তবে উক্ত অভাবের কারণ কি? কারণ এই বলিতে হইবে যে মণ্ডলীস্থ লোক অনেক২ অনর্থক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, অন্যের সহিত অনাবশ্যকীয় কার্য্যে যোগ দেন, কিন্তু মণ্ডলীর কর্ম্মে সেরূপ ঐকান্তিকতা ও উদ্যোগ দেখা যায় না।

আমরা ভরসা করি যে, সঙ্গীত সমিতির সভ্য মহোদয়গণ এই অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্যে ত্বরায় হস্তক্ষেপ করিয়া মণ্ডলীর এই অভাব দূর করিবেন।

(ক্রমশঃ।)

ভক্তের ভাগ্য।

তুমি যদি ঈশ্বরের অধীন হও, তাহা হইলে লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, তোমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্ভূত, তাঁহারাই আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থা বুঝিতে পারেন, কাহারা উহার অন্তর্গত তাহাও জানিতে পারেন। বাহ্য পরিচ্ছদ নানা বর্ণ-রঞ্জিত যুস-

ক্ষের পরিচ্ছদের ন্যায় হইলে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের সনাতন রাজ্যের অন্তর্গত, তাঁহাদের ভিতরের পরিচ্ছদ উষ্ট্র লোম অথবা চট বস্ত্র নির্ম্মিত। যাঁহারা খ্রীষ্টের নিকটে আসেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ একটী আধ্যাত্মিক জগতে প্রবিষ্ট হন। পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে তাঁহারা লোকদের সমক্ষে প্রতীয়মান হন, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থার বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের মতন তাঁহারা বিষয় কর্ম্মাদি করেন, বাহিরে যান, ভিতরে আসেন। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে সকলই পূর্ব্বের মতন রহিয়াছে, কিন্তু সরলভাবে খ্রীষ্টের পান পাত্র হইতে পান করাতে তাঁহাদের আন্তরিক ভাব পূর্ব্বের মতন নাই। ইহ জগতের পেয় বলিয়া যাহা প্রতীত হইয়াছিল, তাহার সহিত পরকালের আশা, ভরসা, ভয ও লক্ষ্য মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহারা আশীর্ব্বাদের জন্য আসিযাছিল, আসিয়া একটী বিশেষ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা খ্রীষ্টের সৈন্যভুক্ত। তাহারা দৃশ্যবস্তুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং তাবত বিষয়ই তাহাদের বিরুদ্ধ। যতই সময় অতিবাহিত হয়, ততই তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কোন না কোন প্রকারে তাহাদের প্রতি দুঃখ ঘটে। যদি তাহারা আপনাদিগকে ক্লিষ্ট না করে, তাহা হইলে ঈশ্বর নয় ত তাহাদিগকে ক্লেশ দেন। হে ভ্রাতঃ বিস্মিত হইও না। দুঃখ ভোগ করা আমাদের সত্তার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। যদি দুঃখ সহ্য করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে খ্রীষ্টের কাছে আসিয়াছ কেন? তাঁহার স্বর্গীয় ভোজ আস্বাদন করিয়াছ কেন, যদি তাঁহাকে অন্তঃকরণে স্বীয় কার্য্য করিতে দেওয়া ক্লেশজনক হয়? দুঃখিত না হইয়া আনন্দ কর, কেননা প্রবাচক ও প্রেরিতবর্গের অবস্থাও তোমার সদৃশ ছিল। অধার্ম্মিকদের অবস্থা দেখিয়া হিংসা করিও না। কেহ২ জিজ্ঞাসা করিবে, "আমাদের কেন এত দুঃখ ঘটে? অনেকে পৃথিবীতে সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, অনেকে সৌভাগ্যশালী হইয়া জীবন কাটাইতেছে, তাহাদের কোন ভাবনা চিন্তা নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করে। দুঃখ কষ্ট কি তাহারা জানে না।" যদি এ কথা সত্য হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? "তাহাদের মৃত্যু যন্ত্রণা নাই, এবং তাহাদের শক্তি দৃঢ়। মর্ত্ত্যের ক্লেশ তাহাদের হয় না, তাহারা মানবজাতির বিপাকেও পড়ে না। তাহাদের চক্ষু পুষ্টতা প্রযুক্ত বাহির হইতেছে, তাহারা মনের কল্পনা অতিক্রম করে। তাহারা বিদ্রূপ করে, এবং দৌরাত্ম্যের কুকথা কহে, তাহারা গরিমাভাবে কথা কহে। স্বর্গেতে তাহারা মুখ স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে।" যাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের অংশ উপরে বিবৃত হইল। প্রভু বলেন, "আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।"

বাহিরে দেখিয়া বিচার করিও না। বাহিরে সৌভাগ্য, কিন্তু অন্তরে কত লোকের মনে কত রকম বেদনা ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা তুমি কি প্রকারে

জানিতে পারিবে? কত রকম হৃদয়-শোষক পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্যের যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে? কত লোকের মনের গুপ্তকথা, সহানুভূতি পাইবার আশা না থাকায় গুপ্তই রহিয়া যায়। কত লোক সংসারের সমস্ত সুখে পরিবেষ্টিত হইয়াও হতাশা ও দুঃখরূপ হুতাশনে সমস্ত দিন জ্বলিতেছে। দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া অহোরাত্রি কত লোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রোদন করিতেছে। যত দিন মণ্ডলী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন যাকুবের কথা আমাদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, এ সংসারে সকলেই আমাদের বিরুদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের সহায় হন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বিরুদ্ধ হইতে পারে কে? তিনি যদি আমাদের মধ্যে থাকেন, তাহা হইলে আমরা বিচলিত হইব কেন? যদি খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরিয়াও পুনর্ব্বার উঠিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদের কি করিতে পারে?

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠার পর।)

যখন প্রভু ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন তখন তাঁহার বহুমূল্য পার্শ্ব হইতে জল ও রক্ত নির্গত হয় (যোহন ১৯,৩৪)। প্রাচীন মণ্ডলী, আমাদের মণ্ডলীর প্রসিদ্ধ লেখকগণ এবং আমাদের বাপ্তিস্মের পদ্ধতি অনুসারে ঐ দুই বিষয়ে খ্রীষ্টের সংস্কারদ্বয় প্রতিবিম্বিত হয়। রিচার্ড হুকর নামে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলেন, "হবা যেমন আদমে অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ মণ্ডলীও খ্রীষ্টে অবস্থিত। আমরা যেমন স্বভাবতঃ আমাদের আদিম পিতা মাতায় অবস্থিতি করি, সেই রূপ প্রসাদ দ্বারা আমরা খ্রীষ্টে এবং তাঁহার মণ্ডলীতে বাস করিতে পারি। আদমের পাঞ্জর হইতে হবাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন, এবং মনুষ্য পুত্রের শোণিতাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত পার্শ্ব হইতে মণ্ডলী সংগঠিত হইল।" সাধু আগষ্টিন সংস্কার গুলিকে মণ্ডলীর বীজ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে তরতুলিয়ন নামে এক জন গ্রন্থকর্ত্তা বাপ্তিস্ম সংস্কার সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লেখেন। তিনি সেই গ্রন্থের এক স্থলে বলেন, "সেই জল সংস্কার ধন্য যাহাতে আমরা পুরাতন পাপ হইতে ধৌত এবং অনন্ত জীবনের জন্য মুক্ত হই।" তিনি আর এক স্থলে বলেন, "ঈশ্বরের কার্য্যের সামান্য দৃশ্য ভাব এবং তাহার আশ্চর্য্য ফল যেমন মনুষ্যের মনকে কঠিন করে, তেমন আর কিছুই করে না। বাপ্তিস্মে সেই রূপ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর নাই। একজন জলে নামিল, তাহার পর সে জল হইতে উঠিল। ইহাতে কোন প্রকার বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হইল না বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিবে না যে সে অমরতার অধিকারী হইয়াছে। তাহারা

বলে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে মৃত্যু জলপাত্রে (font) লুপ্ত হইয়া যাইবে? হাঁ ইহা নিশ্চয় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই জন্য আইস আমরা ইহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করি। কেননা ঈশ্বরের কার্য্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ত কি? আমরা বিশ্বাস করি বলিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি। অবিশ্বাস বিশ্বাস না করিয়া অবাক হইয়া থাকে। অবিশ্বাসের কাছে সহজ বিষয় বৃথা এবং মহৎ বস্তু অসম্ভব।"

তাহার পর তরতুলিয়ন সৃষ্টির সময় পবিত্র আত্মার কার্য্য উল্লেখ করেন। পবিত্র বাপ্তিস্মেও সেইরূপ হইয়া থাকে। জলপাত্রে স্থিত জলের উপর পবিত্র আত্মা অধিষ্ঠান করেন এবং এই রূপে পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় শক্তি প্রদান করেন। বাপ্তিস্মের পর পবিত্রাত্মার দান হস্তার্পণ বিধিতে প্রদত্ত হয়। তিনি জলপ্লাবনের ইতিহাস, জাহাজে নোহ এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারের প্রবেশ, জল দ্বারা তাহাদের উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তরতুলিয়ন কখন বলেন না যে শুধু জলে জীবন, ক্ষমা ও প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরই কেবল প্রসাদ বর্ষণ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ট যে উপায় করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই অনুতপ্ত ও বিশ্বাসীগণ উপরিউক্ত দান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খ্রীষ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন, "জল ও পবিত্র আত্মা হইতে জাত না হইলে কেহ স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" তিনি বলেন আমাদের এক ঈশ্বর, এক বাপ্তিস্ম এবং স্বর্গে এক মণ্ডলী।

পরিচারক ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা বাপ্তিস্ম ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে তিনি বলেন বাপ্তিস্ম সকলের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতে পুরোহিত ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। "হিংসা মণ্ডলীবিচ্ছেদের কারণ। যদি স্থান, সময় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে অপরাপর লোক বাপ্টাইজ করিতে পারে। পুনরুত্থান পর্ব্ব, পঞ্চাশত্তমি এবং প্রভুর দিন বাপ্তিস্মের পক্ষে খুব উপযুক্ত সময়। কিন্তু সকল দিনই প্রভুর; প্রত্যেক ঘন্টা প্রত্যেক দিবস বাপ্তিস্মের জন্য উপযুক্ত। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরা বাপ্তিস্মের পূর্ব্বে উপবাস, প্রার্থনা এবং পাপ স্বীকার করুক, বাপ্তিস্মের পর তাহারা প্রভুর ন্যায় পরীক্ষিত হইবে। পরীক্ষায় যেন না পড়, তজ্জন্য জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর—পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা কর। প্রার্থনার সময় পাপিষ্ঠ তরতুলিয়নকেও স্মরণ কর।" তাঁহার নিজের মত ছিল যেন কিছু অধিক বয়স হইলে লোকের বাপ্তিস্ম হয়। কিন্তু সাধু সিপ্রিয়ান এবং ৬৬ বিশপ ২৫৩ খ্রীঃ অব্দে শিশুদিগের বাপ্তিস্ম বিধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা বলিলেন যে, পৈত্রিক পাপ, লূক লিখিত বচন (৯ অধ্যায় ৫৬ পদ) এবং যিহুদী সন্তানদের অষ্টম দিবসে পরিচ্ছেদ বিবেচনা করিলেই উক্ত মতের সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

পবিত্র সহভাগ সম্বন্ধে প্রভু স্পষ্ট

করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পবিত্র সহভাগ প্রভুর পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর স্মরণী (১ করি ১১, ২৬)। তাহাতে যে কেবল প্রভুর মৃত্যু প্রদর্শিত হয় এমন নহে,তাহা দ্বারা ভক্ত ও বিশ্বাসীগণ তাঁহার মৃত্যুর সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। ইহা খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের সহভাগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (১ করি, ১০, ১৬)। কফরনহূমে উপদেশচ্ছলে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আমি সত্য২ করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্য পুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না করিলে, তোমাদের জীবন থাকিতে পারে না। যে আমার মাংস ভোজন এবং আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং শেষ দিনে আমি তাহাকে উত্থিত করিব, কেননা আমার মাংস প্রকৃত আহার, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়। যে কেহ আমার মাংস আহার এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে ও আমি তাহাতে বাস করি (যোহন ৬, ৫৩—৫৬)। যদিও প্রভুর ভোজে প্রভু বাস্তবিক উপস্থিত থাকেন এবং তাহাতে অশেষবিধ ফল লাভ হয়, তথাচ কিরূপে উপস্থিত হইয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যাতীত। কফরনাহূমের লোকেরা প্রভুর বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "গুরো কখন্ তুমি এখানে আসিলে?" (যোহন ৬, ২৫)। তিনি অন্ধকার রাত্রিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সমুদ্র তরঙ্গে তাঁহার পদ চিহ্ন কেহ দেখে নাই। শিষ্যগণ জানে নাই কিরূপে প্রভু আসিয়াছিলেন, কিন্তু আসিবামাত্রই তাঁহারা সানন্দে তাঁহাকে নৌকায় গ্রহণ করিল। তাহার পর ঝড় থামিল এবং নৌকা সমুদ্র কূলে উপনীত হইল। ইহাতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, খ্রীষ্টের উপস্থিতির স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহার উপস্থিতির ফল সম্ভোগ করা সর্ব্বাংশে মঙ্গল জনক। বিশ্বস্ত সহভাগ গ্রাহীরা কুতর্ক দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঈশ্বরের বাক্য শিরোধার্য্য করে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের অঙ্গীকার কখন ব্যর্থ হইতে পারে না। তাঁহারা ধার্ম্মিকবর হুকরের সহিত বলেন, "হে প্রভো! তুমি শক্তিমান ও কৃপাবান, বিশ্বস্ত ও সত্য" এবং "হে আত্মন্! তুমি ঈশ্বর সংযোগ ও সহভাগিত্বে পরম সুখী।"

খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের সত্যতা ও বিশ্বাসোপযোগিতা।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠার পর।)

অধিকন্তু তাঁহাদিগকে বিদেশীয় (রোমীয়) গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন দেশে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় উক্ত গবর্ণমেন্ট ইহার স্পষ্ট বিপক্ষতা না করিলেও অনতিবিলম্বে যখন তদ্রূপ-

লক্ষে পুনঃ২ কলহ ও উপপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন রাজকীয় কর্তৃপক্ষ বিতৃষ্ণ ও প্রতিকুল দৃষ্টিতে ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিল। পুরাবৃত্তে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষিত হয়, অসংখ্য২ আদিম খ্রীষ্টীয়ান রোমীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিপীড়িত ও নির্দ্দয়রূপে নিহত হয়েন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরজাতি কর্তৃক বিদ্বিষ্ট ও নিগৃহীত হইবার প্রধান কারণ এই, ইহা যেরূপ স্বদেশ স্থাপিত ধর্ম্মের পোষকতা করে নাই, তদ্রূপ পরজাতীয় সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মেরও একান্ত বিদ্বেষী ছিল। ইহা পূর্ব্বস্থাপিত সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম প্রণালী,যাবতীয় পৌত্তলিকতা,ও প্রত্যেক পূজ্য বস্তুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয়তা সকলেরই বিদ্বেষ ও কোপদৃষ্টিতে পতিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

যাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা স্বজাতীয় ও পরজাতীয় গণের এতাদৃশ উৎকট বৈরিতা ও অশেষ অত্যাচার জনিত চূড়ান্ত দুর্গতির সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ এতৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়াই ইহা গ্রহণ করিতেন। যেহেতুক এই গুলি গোপনে সাধিত হইত না! অতএব নিশ্চিন্ত, অবিবেকী বা ঐহিকার্থ প্রয়াসী ব্যক্তি যে ইহা গ্রহণ করনে কদাচ সাহসী হইবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আবার নব পরিবর্ত্তিত গণকে চিরাভ্যস্ত বাল্যসংস্কার, ভ্রষ্ট আচার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক নিত্য আত্মসংযমনে ও পবিত্রাচরণে কঠোররূপে ব্রতী হইতে হইত, তন্মধ্যে কোন রূপ ভ্রষ্ট রীতি বা অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই রূপ পরিবর্ত্তন নূতন বা দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। খ্রীষ্টীয়তা অবলম্বন এবং তাহার প্রচারণ প্রথমাবধি এই রূপ সর্ব্ব ঐহিকার্থ পরিশূন্য, প্রত্যুত অশেষ দুর্গতি, অকথ্য লাঞ্ছনা ও বিষম সঙ্কট সঙ্কুল ছিল। ইহার প্রচণ্ডতা ও আতিশয্যে স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা বা ছদ্মভাব অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারিত না। কাল্পনিকতা ইহার প্রভাবে অচিরমধ্যে দগ্ধীভূত ও ভস্মাবশেষ মাত্র হইয়া পড়িত।

খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়া গুলি বুদ্ধিজীবী, বিচক্ষণ ও ক্ষমতাপন্ন বিপক্ষবর্গ রূপ কষ্টি প্রস্তরে পুনঃ২ পরীক্ষিত হইয়াছে; অথচ সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহারা ইহার অপ্রকৃততা, অলীকতা বা কৃত্রিমতা কোন স্থলেই সপ্রমান করিতে সমর্থ হয় নাই। যথাশক্তি সুক্ষ্মানুসন্ধান ও প্রগাঢ় পরীক্ষা দ্বারা খ্রীষ্টকৃত অদ্ভুত কার্য্যগুলির প্রকৃততা অস্বীকারে সমর্থ না হইয়া, তাহাদিগকে এই রূপ আর্ত্তস্বর করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল "আমরা কি করি সেই মনুষ্য অনেকানেই অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে?" যোহ ১১, ৪৭। গত্যন্তর বিহীন হইয়া, তাহাদিগকে সত্য দমনার্থ শুদ্ধ প্রভুত্বসূচক আজ্ঞা প্রচার ও বল প্রয়োগ মাত্র সার করিতে হইয়াছিল। উপসংহারে বক্তব্য এই; সরলাত্মা ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তি পক্ষপাতশূন্য হইয়া, অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রোক্ত ও খ্রীষ্ট শাস্ত্র প্রতিপাদিত অলৌকিক কার্য্যগুলি পরস্পর তুলনা ও পরীক্ষা করিলে, স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন,

যে, অন্য কোন অলৌকিক ক্রিয়া ঈদৃশ সুদৃঢ় অটল প্রমাণ শৈলের উপর অবস্থিত নহে। অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকৃতি অভিপ্রায় ও প্রমাণ সম্বন্ধে ইহা সকলকেই অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বোন্নতভাবে দেদীপ্যমান হইতেছে। সর্ব্বাংশে খ্রীষ্টীয় অলৌকিক ক্রিয়ার এই রূপ শ্রেষ্ঠতা ও অনন্যতা বিধান ও সংরক্ষা দ্বারা, বিশ্ব-বিধাতা তদ্‌ঘটিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠতা, অনন্যতা ও ঐশিকতা যেন সমুজ্জ্বল সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত ও নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।

কাটেখিষ্ট বাবু।

(প্রাপ্ত)

"কাটেখিস্ট" শব্দটী গ্রীক্ ভাষার "কাটিখসিস" পদ হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ শিক্ষাদান; বিশেষ রূপে বাপ্তিস্মের পূর্ব্বে লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কাটিখিষ্টের মুখ্য কর্ম্ম। সুতরাং যিনি সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই কাটেখিষ্ট বলা যায়। মণ্ডলীমধ্যে প্রশ্নদ্বারা শাস্ত্র শিক্ষাদান ও অশিক্ষিতদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভার। বিশপ, পুরোহিত, ও বিশপ-কর্ত্তৃক নিরূপিত অন্য কোন পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই সেই কার্য্য করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। আদি মণ্ডলীতে "কাটেখিস্টিস" নামে যাঁহারা খ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে মণ্ডলীর লোকসাধারণ হইতে নিতান্ত পৃথক কৃত, বিশপকর্ত্তৃক বিশেষ-রূপে নির্ব্বাচিত ও প্রয়োজনানুরূপ সাংসারিক ও পারমার্থিক বিদ্যায় সুশোভিত ছিলেন, মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কারণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; যে ব্যক্তি মণ্ডলীর তাবৎ শ্রেণীস্থ লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবেন, তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত, ইহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ যাঁহারা নিজে শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত, শাস্ত্র পাঠ করণে অক্ষম, তাঁহারা যে সেই শাস্ত্রসর্ব্বস্ব লোকদের নিকট ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া সমাদৃত হইতেন, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান বঙ্গ খ্রীষ্টীয় সমাজে এরূপ উন্নত শ্রেণীর কাটেখিষ্টের প্রয়োজন আছে কি না, পাঠকগণ স্বয়ং তাহা অনায়াসে বিবেচনা করিয়া লইতে পারেন। আমাদের সময়ে পুরোহিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তাঁহাদের এক এক জনের হস্তে বহুল পরিমিত কার্য্য ন্যস্ত আছে। স্থল-বিশেষে এক এক জনের তত্ত্বাবধারণে ১০, ১২টী ক্ষুদ্র বৃহৎ মণ্ডলী সমর্পিত আছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বত্র শিক্ষা দিতে পারেন না, কাযে কাযেই সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। এরূপ সাহায্যকারীর হস্তে বহুসংখ্যক লোকের আত্মার ভার ন্যস্ত থাকে।

স্থলবিশেষে সহস্র প্রাণেরও উপরে তাঁহাদের এক এক জন পুরোহিতের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করেন। পুরোহিতের অভাবে যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা সেই বিজ্ঞতাব্যঞ্জক কাটেখিষ্ট নামে আপনাদিগকে সুশোভিত করিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র সকল সময়ে সেই মহীয়ান নামের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা, এ বিষয় পাঠক মহোদয় আপনার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমান কোন স্থলেই যে সেরূপ যোগ্যতম কাটেখিষ্ট নাই, তাহা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি না; তবে যতদূর জানি, অনেক স্থলে যে যথানিয়মে সেই পদের গৌরব রক্ষা হইতেছে না, সহজে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করাইতে পারি। অনেকেই আপনাদের মণ্ডলীকে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহেন; কিন্তু অনেক স্থলে বাস্তবিক তাহা ইংলণ্ডীয় কি আয়র্লণ্ডীয়, কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। এরূপ কত মণ্ডলীতে শত শত কাণ্ড অহোরাত্র ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা দেখিলে শুনিলে, সে গুলি বাস্তবিক "মণ্ডলী" কিনা, সন্দেহ না করিয়া থাকা যায় না। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর নিয়মানুসারে শাস্ত্র-প্রচারক নিযুক্ত করিবার ভার কাহার হাতে ন্যস্ত আছে? বিশপের, না স্থানীয় পুরোহিতের হাতে? মণ্ডলীর দৃশ্য মস্তক কে? বিশপ, না স্থানীয় পুরোহিত? যদি পুরোহিতেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হন, তাহা হইলে তো কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি বিশপ মহোদয় হন, তাহা হইলে ঐ সকল মণ্ডলীতে বিশপের বিশপত্ব কোথায়? যেহেতুক সেই সেই স্থলে যে নিত্য নূতন কাটেখিষ্ট বা উপদেশক অবলীলাক্রমে নিযুক্ত ও পদচ্যুত হইতেছেন, বিশপ মহোদয় তো তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইতেছেন না। যাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে বাপ্তাইজ করিতে কাহার ও অধিকার নাই, যাঁহাকে না জানাইয়া নিতান্ত মহাপরাধীকেও মণ্ডলীচ্যুত করিতে কেহ সক্ষম নহেন*, আজ সেই শিরোভূষণ ধর্ম্মাধ্যক্ষের কি এই পদ মর্য্যাদা! সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এবম্বিধ মণ্ডলী ইংলণ্ডীয় কি আয়র্লণ্ডীয়, কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন কোন মণ্ডলীর ক্রিয়াকাণ্ড দেখিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। উপদেশক হইবার জন্য যে বিশিষ্টরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন, পরীক্ষিত হওন, বিশপ নিয়োজন, উপদেশ দেওনে পটুতা লাভ, প্রভৃতির প্রয়োজন, ইহার কোন লক্ষণই সেই সেই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্য কোন যোগ্যতা ই চাহি না, কেবল এক মাত্র যোগ্যতার প্রয়োজন—স্থানীয় পুরোহিতের মনস্তুষ্টি সাধন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি লোকের অনুরাগভাজন, যোগ্যপাত্র, সৌরভশালী হউন, বা না হউন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কেবল স্থানীয় পুরোহিত মহাশয়ের, বা তাঁহার মন্ত্রীবরের, সুদৃষ্টি পড়িলেই যথেষ্ট! এরূপ অবস্থায় কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তুষ্টি

*প্রার্থনা পুস্তকের প্রভুর ভোজন ও বয়স্ক লোকদের বাপ্তিস্ম পদ্ধতির মন্তব্য দেখ।

সাধনে পারদর্শী হইলেই, পৃথিবীর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যবসায়ী লোকই দেখিতে দেখিতে উপদেশকের পদে আরোহন করিতে পারেন। এই প্রকৃতির মহাপুরুষদের যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্টসিদ্ধ হইলেই, তাঁহাদের আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হয়! তখন তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বাবস্থা একেবারে বিস্মৃত হন; একবার যাবতীয় অভীষ্টসাধন মঞ্চ শ্রীধাম পুলপীট-পাটে পদার্পণ করিবামাত্র কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা মুখে আইসে একেবারে বলিয়া ফেলেন। এই রূপে যত দিন বর্ত্তমান জীবন বা অন্নদাতা সেই ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকেন, তত দিন তাঁহার দিন এইরূপেই যায়; লোকে যতই তাঁহার কথায় ও কার্য্যপরম্পরায় অসন্তুষ্ট হইতে থাকে, ততই তাঁহার পায়া বাড়িতে থাকে! সহসা কোন নূতন মনিব সেই ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলে, যদি প্রকৃতি-বৈষম্যবশতঃ তাঁহার স্নেহনেত্রে পড়িতে না পারেন, অমনি নবপ্রভু তাঁহাকে অক্ষম বা অলস বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। অনেক সময়ে কৃতকার্য্যও হন। এইরূপে একবার গ্রহবৈগুণ্য ঘটিলে বিপদের উপর বিপদ আসিয়া পড়ে। মনিব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে, এত দিন যাহারা শাণিত তরবারির ভয়ে জিহ্বাগ্র বাহির করিতে সাহস করে নাই, এখন তাহারা সুযোগ পাইয়া এই রাহুগ্রস্ত কাটেখিষ্ট বাবুর পূর্ব্বকৃত অত্যাচারলীলা সমূহ স্মরণপথে আনিয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করণাশয়ে প্রত্যহ পুরোহিত প্রাসাদে তাঁহার অপবাদ সমূহ স্তূপাকার করিয়া আইসে। এই রূপে তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ও পুরোহিত মহাশয়ের বিষদৃষ্টিতে পুরোহিত-মোহন নব বাবুর কার্য্যান্তর, স্থানান্তর, বাসান্তর, অবশেষে খাদ্যান্তর পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে। তখন আর তাঁহার দুঃখে শৃগাল কুক্কুরেও কাঁদিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং নব পরিচারক বাবুর পরিণাম সদ্য সদ্যই ঘটিয়া উঠে। এরূপ হঠাৎ কাটেখিষ্ট স্থান বিশেষে নিত্য নূতনই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। আজি একজন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কালি এক জন অভ্যুত্থিত, পরশ্ব একজন পুরোহিত হওনার্থ মনোনীত, পরদিন অমনি কল্পতরু পদেরও অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। এত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিল, কিন্তু মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় বিশপ মহোদয় কিছুই টের পাইলেন না। কাটেখিষ্ট লইয়া ছাগমেষের ব্যবসায় হইতে চলিল, অথচ বিশপের কর্ণে আজি তাহার নাম মাত্রও প্রবেশ করিল না। এই ঔদাস্যই আমাদের বিবেচনায় মণ্ডলীর বিশৃঙ্খলা ও নির্জ্জীবতার একটী মুখ্য কারণ। যত দিন কোন যোগ্য সচ্চরিত্র, বিশপ-নিয়োজিত কাটেখিষ্ট বাবুর সমাগমে পুলপীটমঞ্চটী সংশোধিত না হয়, তত দিন বোধ হয় মণ্ডলীর এরূপ দুর্দ্দশাই থাকিয়া যাইবে। তবে কি ইহার কোনই প্রতিকার নাই? আছে। যে দিন 'ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী বলিয়া খ্যাত যাবতীয় অর্দ্ধ ইংলণ্ডীয় ও অর্দ্ধ ডিসেন্টর প্রভৃতি' মণ্ডলী প্রকৃত ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীভুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশপের অধীন হইবে, উপদেশক নিয়োগ বা বিনিয়োগে বিশপের সম্পূর্ণ

আধিপত্য থাকিবে, যে দিন মণ্ডলীর স্বাধীনপ্রকৃতি ভ্রাতৃগণ এই সকল বিশৃঙ্খলার বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া, যাহাতে এরূপ স্বেচ্ছাচার আর না হয়, তদর্থ বদ্ধপরিকর হইয়া বিশপের সাহায্য যাচ্ঞা করিবেন, সেই দিনই আমরা উক্ত মণ্ডলী সমূহে যোগ্যতম কাটেখিষ্ট নিয়োগের আশা ধরিতে পারিব; নচেৎ এই পর্য্যন্ত শেষ !!

এক্ষণে, মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠপুত্র দেশীয় পুরোহিত মহোদয়গণ, জাগ্রত হউন, আর নিদ্রা যাইবেন না। আপনকাদের চক্ষুর্গোচরে যত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, দেখিয়াও দেখিতেছেন না। মণ্ডলীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, আপনকারা ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না! উঠুন! যে মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, আজি আপনারা আপনাদের সময়েও কিয়দংশ তাহার জন্য উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনারা সকলে মিলিয়া একটী সভা আহ্বান করুন। যাহাতে এক্ষণাবধি চিহ্নিত লোকেরাই পুলপিটে উঠিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। সকলে মিলিয়া বিশপ মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন, ছাগ মেষ ব্যবসায় যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার প্রতিবিধান করুন। দেখিবেন, আপনাদের দ্বারাই এই কাটেখিষ্ট নামের গৌরব রক্ষা হইবে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাভাজন "বঙ্গবন্ধু" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

"*ঐশিক গীতোৎকর্ষ*" নামক এক খানি পুস্তক আমরা পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছি। বোধ করি বন্ধুর পাঠকবর্গ ইহার রচয়িতা বা সঙ্কলন কর্ত্তাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, ইনি রেভাঃ জে, পি, মিক সাহেব, আমেরিকান মেথডিষ্ট সোসাইটীর বাঙ্গালা গীর্জার আচার্য্য। পুস্তকটীর শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি; গীতের উষ্ণতা বা শীতলতা, মসৃণতা ও কর্কশতা, কঠিনতা ও কোমলতা সম্বন্ধে অধিক বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে, তবে রচয়িতা কেবল নিজ সমাজের নিমিত্ত নহে, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টীয় সমাজের ব্যবহারার্থে মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া, বাস্তবিক ইহা সামাজিক ব্যবহারোপযোগী কি না তৎসম্বন্ধে *দুই চারিটী কথা বলিতে চাহি।* বিজ্ঞাপন পাঠে চমৎকৃত হইলেও ন্যায়ের পক্ষপাতী হইতে পারি না, অগত্যা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি, গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

গীত ও কবিতা একই পদার্থ, এবং এ সম্বন্ধে কবির অনেকটুকু স্বাধীনতা আছে; কিন্তু তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা কিছু প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। গীতের চরণ কিম্বা পদ মিলাইবার জন্য কতকগুলি অব্যক্ত, অশ্লীল ও ভাবার্থশূন্য মনগড়া শব্দ যোজনা করিয়া কবিতার স্বাভাবিক শক্তির পথ অবরুদ্ধ করিতে

পারিলেই আপনাকে কৃতবিদ্য মনে করা নিতান্ত অন্যায়। ইহাতে কবির স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করা হয় না, বরং কতকগুলি গালাগালি ও তিরস্কার ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ যাহারা কবিতার গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম, তাঁহারা ইহার স্বাধীনতা ভোগ করিতেও জানেন, আর ঈদৃশ মহাত্মারাই বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, তেজস্বিতা ও গীতাদি কাব্য সংশোধনে অগ্রসর ও কৃতী, উৎসাহী ও দক্ষ, সুতরাং কবি হওয়া মুখের কথা নহে। যখনই কবি নিজ শক্তি সকল অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া কোন ইতর বৃত্তির চরিতার্থতায় তাহার নিয়োগ করেন, তখনই সেই স্বাধীনতা স্বৈরচারিতায় পরিণত হয়,—ইহাতে কবির মহত্ত্ব প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক বরং হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়; এইরূপ স্বাধীনতা মহত্ত্ব লাভের একান্ত প্রতিকূল।

পক্ষান্তরে নিয়মাধীন হইয়া কোন কার্য্য করিলে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়, এবং সে কার্য্য অনায়াসসিদ্ধ নহে। ইংরাজী গীত রচনার যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, তদনুসারে একটী গীত রচনা বা সংশোধন করা বড় সহজ নহে। গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় সে নিয়ম গুলির লোপ করিয়াছেন। যদি নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া গীত রচিত হইতে পারে, তবে ছলিম, নকতি ও দোকড়ী প্রভৃতিরা ঘরামীর কার্য্য করিয়া মরে কেন? গীত কাব্যাদি রচনা করিয়া জীবন যাপন করিলেই তো হয়।

সাত মিসনের গীত কুড়াইয়া গীতোৎকর্ষের জন্ম হইয়াছে, সংখ্যায় ওয়েস্লীয়ান মিসনের সুযোগ্য ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত নৃপাল বাবুর রচিত গীত অধিক, তদ্ভিন্ন আরো অনেকের গীত আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় রচয়িতাদিগের নাম গুলির উল্লেখ করেন নাই কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। ভাগ্যের জোরে দুই এক জনের কপালে শিকা ছিঁড়িয়াছে বটে, কিন্তু নৃপাল বাবুর ভাগ্যে আদৌ শিকা নড়ে নাই।

"গীতোৎকর্ষ" লেখক মহাশয় বিজ্ঞাপনে লিখিযাছেন "যাহারা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত কিম্বা তাঁহার শিক্ষানুরক্ত নহে, তাহারাই উক্ত পুস্তকস্থ গীতের দোষাদোষ অনুসন্ধান করিবে।" আমরা একথা মাথায় রাখি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে হওয়া ভাতে কাটি দিতে গিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গীতের দফা ডিগ্রি করিয়া রাখিয়াছেন? এজন্য তিনি কি আপনাকে দোষী মনে ভাবেন না? আমরা বাহুল্য ভয়ে সকল গুলির উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী শব্দ গীতোৎকর্ষ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি, ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ ও অর্থ কি, তাহা আমরা অবগত নহি, যথা; লইব, পাই যীশুর্ই, অপরিমেয়্ রয়্; যাচ্ছ্ অতএব, গ্রহণি, ত্বত্ত্বসঙ্গে, উপাসণ, সংক্রাপন্, তৈল, বর্ষন, প্রকাশ্যমান্, ত্বরিতে পিতে, উজ্জ্বল শুক্তারা, কিরীটময় কন্টক, বিদীর্, কচ্চি, কল্লে; অপেক্ষী ও যাই প্রণিতে, ইত্যাদি। বোধ হয়, জিগীষা-পরবশ হইয়া এই শব্দগুলির আবিষ্কার করা হইয়াছে, স্বরবর্ণে আবার হসন্ত। ইহাকেই বলে

"গায়ে জোর নাই বন্দুক ঘাড়ে।"

যাহা হউক উপসংহার কালে, আমরা গীতোৎকর্ষ প্রণেতাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কাহাদের অনুমত্যনুসারে ঐ সকল অযথা শব্দ যোজনা করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে আমাদের গীতগুলি সংশোধন করিয়াছেন? কেন তিনি আমাদের অসম্মতিক্রমে গীতগুলিকে ছন্নছাড়া ও পুস্তকান্তর্গত করিয়া "পদ্মলোচন" নাম দিয়াছেন?

সংক্ষেপতঃ এই সংস্করণে গ্রন্থপ্রণেতা নিজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নাই। শেষ বক্তব্য এই, যদি গীতোৎকর্ষ প্রণেতা মহাশয় আমাদের নিকটে এই স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

সদুপদেশাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীম, অনন্তপ্রাণিত।

(ঐশিক গীতোৎকর্ষ সম্বন্ধে উক্ত পত্র খানি মনে করিয়াছিলাম প্রকাশ করিব না, কিন্তু কতক গুলি গুরুতর প্রশ্ন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া ইহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয়, আমাদের পত্র প্রেরকের সহিত উক্ত পুস্তকান্তর্গত কতক গুলি গীতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, বলিযাই তিনি এরূপে লিখিয়াছেন। বোধ হয়, যদি রেভরেণ্ড গীক্ সাহেব এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য প্রকাশকরেন, তাহা হইলে অনেকের ভ্রম দূর হইতে পারে। বং সং।)

বিবিধ বিষয়।

বিশপ্স কালেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তর কো সাহেব বিগত ডিসেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আদৌ এস, পি, জি, সোসাইটীর মিশনরী হইয়া আসেন, তাহার পর ক্রমে২ বিশপস্ কালেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন, অবশেষে উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদে এখন রেভঃ হোয়াইটহেড্ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। এক সময়ে বিশপ্স কালেজ ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। আবার যাহাতে বিশপ্স কালেজ তদ্রূপ হয়, তজ্জন্য সমগ্র ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর যত্ন করা কর্ত্তব্য।

গত বৎসরের ২৬ ডিসেম্বরে কেথিড্রেল গির্জায় দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের সমবেত উপাসনা সভা হয়। তথায় পাঁচ ছয় শত লোক উপস্থিত ছিল। উপাসনারম্ভের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলযোগ হয়। এইরূপ জলযোগের সমস্ত উচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে আমরা যারপর নাই ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইয়াছিলাম। সন্তোষের বিষয় এই যে উপাসনা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। অসুস্থতা নিবন্ধন পূজ্যপাদ লর্ড বিশপ উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না। ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদুপলক্ষে একটী সারগর্ভ উপদেশ দেন।

বর্দ্ধমানের মিশনরী রেভঃ প্যারী মোহন রুদ্র এবং লক্ষ্ণৌর দেশীয় পরিচারক মিঃ উইলিয়ম শীতল চর্চ মিশ-

নরী সোসাইটীর সেক্রেটরী পার্কার সাহেবের সহিত সম্প্রতি মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন। তত্রস্থ চর্চ কৌন্সিলের উন্নতি এবং অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন করা এই যাত্রার বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য।

অসাধারণ জর্ম্মণ কবি ও দার্শনিক গেটে যখন মৃত্যুরূপ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন শেষ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "আরও আলোক!" আমাদের সমাজে, সমস্ত ভারতবর্ষে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রেমের বিশেষ অসদ্ভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা যেন উত্তরোত্তর প্রেমের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত হই। "যাহারা রোদন করে তাহাদের সহিত রোদন কর, যাহারা আনন্দ করে তাহাদের সহিত আনন্দ কর" এই প্রৈরিতিক উপদেশ যদি সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে সেক্সপিয়রের সার্ব্বভৌমিক কল্পনার ন্যায় মনুষ্যের বিশ্বজনীন সহানুভূতি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

যাঁহারা মহাত্মা লুথর, ক্যালভিন, বিজা অথবা অন্যান্য ধর্ম্মসংস্কারকগণের শিষ্য, তাঁহারা যদি ভাল করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাহা হইলে অনেক ভ্রম দূর হইতে পারে। গোপনে পাপ স্বীকার সম্বন্ধে উক্ত মহাত্মারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন। ক্যালভিন স্পষ্টাক্ষরে বলেন, কেহ পাপ প্রযুক্ত অন্তরে ব্যথিত বা উদ্বিগ্ন হইলে প্রভু যে উপায় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা তাহার স্মরণ করা উচিত অর্থাৎ তিনি গোপনে পুরোহিতের নিকট আপন পাপ স্বীকার করিতে পারেন। বিজাও ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। লুথর বলেন "মণ্ডলী হইতে গোপনে পাপ স্বীকার বিধান অপসৃত হওয়া অপেক্ষা এক সহস্র পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

রেভঃ চারল্‌স অ্যালান স্মাইথস মধ্য আফ্রিকার বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে রূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে তিনি মৃত মহাত্মা বিশপ ষ্টিয়রের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইবেন।

আগত পুনরুত্থান পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলিকাতার মহামান্য লর্ড বিশপ খ্রীষ্ট ভক্তদের জন্য হস্তার্পণ বিধি সম্পাদন করিবেন।

গত বৎসর নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইয়াছে। অসাধারণ বৈজ্ঞানিক স্যর সিমেন্স, ফ্রান্সের কউন্ট অব্ ক্যামবর্ড, নাটালের পদচ্যুত বিশপ কোলেন্সো, বিখ্যাত রুশিয়ার রাজনীতিজ্ঞ গরশাকফ, রয়াল সোসাইটীর সুযোগ্য সভাপতি উইলিয়ম স্পটিস্‌উড, মারলবরাব ডিউক, বিখ্যাত উপন্যাস লেখক আনথনী ট্রলপ, বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদ স্যর স্যালার জং, আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মিসনরী ডাক্তার মোফাট, আডিলেডের ধার্ম্মিকবর বিশপ

শর্ট। নূতন বৎসরের আরম্ভ না হইতেই গ্যাম্বেটা এবং ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত অধিনেতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইয়াছে। "আমাদের দিনের গণনা—ইহাই আমাদিগকে শিখাও, তাহাতে আমরা বিবেকী অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হইব।"

মিশরের গোলযোগ ক্রমেই বাড়িতেছে। ইংরাজরাজ মিশরকে সুদন-বিজয়ে নিরস্ত করিয়াছেন। খার্তুম হইতে মিশরসেনা সরাইয়া আনিবার আদেশ হইয়াছিল। আদেশ পূর্ণ করা কিন্তু সহজ নহে। এক নদী ভিন্ন পথ নাই। ১৩ শ নৌকা ক্রমাগত যাতায়াত করিলেও তিন মাসে সকল লোককে বহন করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় সুদনী পয়গম্বর যে সুবিধা পাইয়া বিশেষ ক্লেশ দিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খার্তুম হইতে আপাততঃ সৈন্য না আনিয়া, সে স্থানটা রক্ষা করিবারই সংকল্প হইতেছে। সেনাপতি বেকার পাশাও স্বাকিম দুর্গে দৃঢ় ভাবে বসিতেছেন। মিশরাভিজ্ঞ কর্ণেল গর্ডন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, এখন মিশর হইতে ইংরাজ সৈন্য লইয়া যাইলে বড়ই অমঙ্গল হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টও আপাতত সৈন্য উঠাইয়া লইবেন না। মুখে বলিতেছেন, মিশরের গোলযোগ মিটিলেই ইংরাজসেনা চলিয়া যাইবে। ওদিকে কিন্তু জনরব, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ৫ বৎসরের জন্য মিশরটা আপনাদের হাতে লইতে চাহেন। ইংরাজ সৈন্য সাহায্য করিলেন না, অথচ যেদিবকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছেন, মিশরসচিববর্গ ইহা সহিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। নিউবার পাশা নূতন সচিব সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। এবার লয়েড প্রভৃতি ইংরাজ-পুরুষেরা সচিবসমিতির মজ্জাগত হইতেছেন। মিশরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা বড়ই আশঙ্কিত হইয়াছি, এ সময় আরবি ভিন্ন মিসরের ভরসা নাই।

বঙ্গবাসী।

১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটীর শত বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বড় লাট এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৮৪ অব্দে মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ দেশে আসিবার সময় আরব, পারস্য ও ভারতের মধ্যস্থলে সাগরবক্ষে তাঁহার হৃদয়ে এই সভা স্থাপনের অভিলাস হয়। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারণ হেষ্টিংস এই অনুষ্ঠানে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন। সকল বড় লাটই এই সভার প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। স্যর জন শোর ও মার্কুইস অব হেষ্টিংস সভার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এখন মাননীয় রেণল্‌স সাহেব ইহার সভাপতি। আমাদের ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহার একটী উজ্জ্বল প্রধান রত্ন।

বঙ্গবাসী।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা মার্চ্চ ১৮৮৪। [৬ সংখ্যা।

ভারতে ব্রাহ্মণ।

ভাগ্যদেবের চিত্রপটে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ তাহার একটী প্রধান অঙ্গ। এই চিত্রের ছায়া ও বর্ণপ্রভাব একমাত্র মূল ব্রাহ্মণ জাতি; ইহা তিরোহিত হইলে চিত্রের মাধুরীও বিলুপ্ত হইবে। ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার মূল একমাত্র ব্রাহ্মণ; আবার ভারতের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণ। দেশ মধ্যে একমাত্র পূজ্য বলিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দাও; আবার দেশের একমাত্র সর্ব্বনাশক বলিয়া তাঁহারই গণ্ডে চূন্ কালী লেপন কর। যদি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত থাকিত, যদি কোন ঋষি বিজন অরণ্যে বসিয়া আমাদের অবগতির জন্য ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও অবনতির কাহিনী পুস্তক-বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম, যে, ব্রাহ্মণের সহিত ভারতবাসী আর্য্যজাতির উন্নতি ও অবনতির কত নিকট সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষে একমাত্র যে জাতি ভারত-পুরাবৃত্ত লিখিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুরাবৃত্তের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ব্রাহ্মণ পার্থিব বিষয়ে আস্থাশূন্য। এই ভবসাগরে যে কত জল বুদ্ বুদ্ উঠিয়া সাগর বক্ষে মিশিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। যাহা সৌর কিরণে রঞ্জিত হইয়া লহরী লীলায় নাচিয়া বেড়াইত, তাহাও ব্রাহ্মণে দেখিতেন না, অতীত অথবা বর্ত্তমানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে জানিতেন যে, এই পৃথিবী তাঁহার বাসস্থান নহে, তিনি কালের অনন্ত পথের পথিক, ভবপান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, রজনী প্রভাত

হইলেই গন্তব্য পথে প্রস্থান করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ পান্থশালার গোলযোগে মিশিতেন না। যাঁহার সহিত পারকালিক ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই, যাঁহার অনুধাবনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তির সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার অনিষ্ট হইবে, তাহা ব্রাহ্মণের বিশ্বাস মতে ত্যাজ্য।

হিন্দু জাতির যে গ্রন্থ পাঠ করিবে, তাহাতেই ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। আধুনিক বাঙ্গালী হয় ত নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "আমরা অসার উপন্যাসে বিশ্বাস করিব না।" আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, উপন্যাস অসার হইতে পারে, বিশ্বাস করিও না, কিন্তু উপন্যাস হইতে তদ্বর্ণিত লোক ও কালের মনোভাব ও অবস্থা বোধগম্য হয় না কি?

ব্রাহ্মণ পার্থিব সমুদয় পদার্থকে নশ্বর বলিয়া জানিতেন। কেবল জানিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই বিশ্বাসমত কার্য্যও করিতেন। তুমি আমি অনেক বিষয় সত্য বলিয়া জানি, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করি না। করিলে, হয় ত, নিঃসন্দেহ এই পৃথিবীতে মহা গণ্ডগোল বাধাইতে পারিতাম। যাহার সহিত অনাদি অনন্তের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কেবল নশ্বর ও পার্থিব মাত্র, যাহাতে ব্রাহ্মণের সুগভীর ভক্তি সমুদ্র আমূল আন্দোলিত করিয়া উত্তাল তরঙ্গে অন্যান্য মনোবৃত্তি প্লাবিত ও অকর্ম্মণ্য করিতে না পারিত, তৎ প্রতি তাঁহার মনোভিনিবেশ হইত না। যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়সংযম ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির চরিতার্থতার কোন সাহায্য না হইত, তৎপ্রতি ব্রাহ্মণ উদাসীন। তিনি দূর তপোবনে শিখরচ্যুত কলনাদি-নির্ঝর-ধৌত যোজন ব্যাপি তরুমূলে মুদিত নেত্রে অগম্য অপার পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, এই কারণে প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে আপনার অসাধারণ চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। মানুষ স্বভাবতঃ ভক্তিপরায়ণ, আর সাধারণতঃ ভক্তি বলিলে ঈশ্বরভক্তি বুঝায়; তিনি এই সুবিশাল বিশ্বে কেবল মাত্র স্রষ্টার কৌশলে করুণা ও মহিমা দেখেন ও তদ্দর্শনে পুলকিত চিত্তে তাঁহার প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকেন।

লোকের নিকট তিনি ভক্ত বলিয়া পরিচিত। ব্রাহ্মণ ভারতের শ্রেষ্ঠ জীব, অপর সকলেই তাঁহার অধীন, পৌরাণিক কালে ভারতের এই অবস্থা। নহুষ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রের শচী লাভ কামনায় শচীবাক্যে উত্তেজিত নহুষ মহর্ষিগণকে স্বীয় শকটে যোজিত করিয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতেন। কৌশলক্রমে শচী বলিয়াছিলেন, নহুষের তুল্য বড় লোকের সামান্য উচ্চৈঃশ্রবা যোজিত রথ শোভা পায় না, সুতরাং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা মহর্ষিগণ নহুষের রথ টানিতেন। এই স্বর্গাধিপ বজ্রধর নহুষ কালবশে স্বীয় রথবদ্ধ অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ইন্দ্রত্ব হারাইলেন। মুনির শাপে শত সহস্র বৎসর সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শাপ মুক্ত হইলেন। মানুষ অথবা ইন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং নারায়ণ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের

পদাহত হইয়া করযোড়ে বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনার চরণে আঘাত লাগে নি ত ?" সেই দিন হইতে বিষ্ণু ভৃগু-পদচিহ্ন ধারণ করিলেন। যে জাতির অহঙ্কার এত অধিক, তাহার অধঃপতন অতি নিকটে। অহঙ্কার পতনের অগ্রগামী; অতি উন্নতি,অবনতির মূল কারন। ব্রাহ্মণ নিপাত গিয়াছেন, আরও যাইবেন,—ভারতের প্রতিগৃহে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলই শীঘ্র গাহিবে "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাম্"।

জ্ঞান চর্চ্চা প্রভাবে ব্রাহ্মণ অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অযথা উন্নত হওয়ায়, অন্যান্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিত। ইহার কারণ কি ? আমাদিগের বিবেচনায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের বুদ্ধির অতীত ব্রাহ্মণের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাহার প্রভা। অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলে স্বতই আমাদিগের ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। সত্য বটে,মান্য পাওয়ার অভিপ্রায়ে কেহ অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইতে জ্ঞান চর্চ্চা করে না। কিন্তু জ্ঞান চর্চ্চা প্রভাবে কালে অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইয়া মান্য পাওয়ায় লোকের মাথা ঘুরিয়া যায় ও তখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল কিসে মান্য হইবে, তজ্জন্য প্রয়াস হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। জ্ঞান চর্চ্চায় অযথা মান্য পাইয়া কালে ব্রাহ্মণের মাথা ঘুরিয়া গেল ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কিসে মান্য হইবে তজ্জন্য প্রয়াসী হইলেন। এ দিকে ভারতের গৌরব ও তেজের আকর সাক্ষাৎ বহ্নিস্বরূপ ক্ষত্রিয়কুল নির্ব্বীর্য্য হইল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মান্যেরও সমকক্ষ পাত্র নিস্তেজ, কাজেই ব্রাহ্মণে আরও অধিক পরিমাণে মান্য পাইলেন, তাঁহার মাথা আরও অধিক পরিমাণে ঘুরিল, সুতরাং ন্যায়ান্যায় দৃষ্টি হারাইয়া কিসে মান্য হইবে তাহারই প্রয়াস করিতে থাকিলেন।

সাধারণ মনুষ্য, সম্মান দেখাইবার জন্য, ব্রাহ্মণ দেখিলেই অভিবাদন করিত, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার দিত। জনসমাজের হিতব্রত অবলম্বন করায় নানারূপ উপঢৌকন দিত। কালে সম্মানে মাথা ঘুরিয়া গেল ও নীচ স্বার্থে হৃদয়ের উন্নতভাব অপসৃত হইলে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে লিখিলেন।

"বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু"
"ব্রাহ্মণ মুক্তির নিদান"
"ব্রাহ্মণ ইহলোকের দেবতা"
"ব্রাহ্মণ দানের পাত্র"
"ব্রাহ্মণই কেবল অধ্যাপনে সক্ষম"
ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

সহানুভূতিই ভালবাসার পূর্ব্বলক্ষণ।

দেখিতে বাসনা কেন তা জানিনে,
চোকে দেখা বিনা কিছুই চাহিনা;—
বারেক দেখিলে দুঃখ পলাইয়ে যায়;
বলিতে না পারি, আপনা পাশরি,
কি দেখি তখন পুতুল প্রায়।

২

কেন ধায় মন কিছুই না জানি,
ছুটে যায় যেন আপনা আপনি,

ছুটী প্রাণ মিলে বুঝি এক হতে চায়;
করে আকর্ষণ, কেড়ে লয় মন,
বিঘ্ন বাধা কিছু খাটে না তায়।

যাঁহারা প্রকৃতির সেবক, বিশ্বাস-চক্ষে যাহারা জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিতেছেন, অসংখ্য অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যে স মভাব উপলব্ধি করিতেছেন, প্রত্যক্ষ অপূর্ণতার পশ্চাতে পূর্ণভাব অনুভব করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন শত বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর কেমন অনায়াসে ছুটী আত্মা এক করিয়া দেন। এত দিন একজন আর এক জনের বিষয়ে কত কথা শুনিয়াছেন; লোক মুখে যখন এক জন আর এক জনের জীবনের কয়েকটী মনোহর চিত্রের বর্ণনা শুনিতেন, মস্বন কল্পনা-পটে, সহানুভূতির উজ্জ্বল রঙে অমনি তাহা অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিতেন। কেহ কাহাকেও দেখেন নাই,—বাহির ভিতর কিছুই জানেন নাই, অথচ একে অন্যকে মনে২ শ্রদ্ধা করিতেন, সম্মান করিতেন, কখনো বা সহানুভূতির উত্তাপের অনুপাত অনুসারে, সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও অনন্তের উষ্ণত্বের ন্যায় একের হৃদয়ের স্পর্শ অন্যে হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

এত দিন যাহারা দূরে দূরে থাকিয়া কল্পনা-তাড়িত বার্ত্তাবহযোগে একে অন্যকে অনেক দিনের চিন্তা-প্রসূত অতি গোপনীয় ভাবগুলি জ্ঞাপন করিয়াছেন, একজনকে দেখিতে পাইলে আর এক জন কি ভাবে কথোপকথন করিবেন, কি কি বিষয়ে বলিবেন, এই যে অহর্নিশ ভাবনার বিষয় ছিল, আজ জাতি, মান, জ্ঞান, ধর্ম্মের সমস্ত বৈষম্য প্রাচীর ভগ্ন করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলবিধাতা ছুটী আত্মায় স্বর্গীয় প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন; আজ উভয়ের হৃদয় নবভাবে, নব-উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে, উভয়ের দেহে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; অদৃশ্য ইথারের (Ether) ন্যায় অব্যক্ত কোন সাম্য শক্তিতে ছুটী হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

আজ অনেক দিনের আশাতরু ফলবতী হইল; আজ একে অন্যকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন, আজ সহানুভূতির সোপান ছাড়িয়া উভয়েই ভালবাসার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলেন। একের সাহায্যে অন্যের আত্মার অসংখ্য প্রতিজ্ঞার প্রত্যেকটী যাহাতে পরিপূর্ণ হয়, এই উদ্দেশ্যেই বুঝি অসীম পূর্ণজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তা সবলের মনে দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতির আগুন জ্বালিয়ে দেন। মানবহৃদয়ে যখন স্বর্গীয় সহানুভূতির আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন দুঃখীর মলিন মুখ দেখিয়া কি আর সুখী নিজ মুখের প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে পারেন? দরিদ্রের প্রতি ধনীর সমভাব, পতিতের প্রতি পুণ্যাত্মার মৈত্রী প্রদর্শন, নিকৃষ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের অভিন্ন ভাব, অধিক কি, সম্পূর্ণ কৃপার পাত্র বা পাত্রীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই সহানুভূতির জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

এত দিন যিনি দরিদ্রতার পীড়নে, হিন্দু সমাজ রাক্ষসীর নিষ্ঠুর পেষণে অহর্নিশ পিষ্ট হইয়া স্বীয় আত্মার উন্নতি সাধন করিবেন, দূরে থাকুক, একবার শান্তভাবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবারও

সুযোগ পান নাই, জীবনের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, এবিষয়ে একটু ভাবিতেও যাহার ভাগ্যে সুবিধা ঘটে নাই, আজ তাঁহার জীবনের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে, তিনি গভীর অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সামাজিক নিয়মের দাস হইয়া এত দিন যাহার আত্মা সম্পূর্ণ বদ্ধ ছিল, অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এত দিন যাহার সমস্ত উচ্চ ভাব, উচ্চ কামনা ও উচ্চাভিলাষ কুসংস্কারৰূপ দাবানলে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়াছিল, সত্যবারি সিঞ্চনে, ঐ দেখ ভস্মাবশেষ হইতে আবার সেই ভাব, সেই আশালতা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। এত দিন সংসারের স্বার্থপরতা দেখিয়া যিনি মর্ম্মাহত হইতেন, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিয়া যিনি নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিতেন, এক দিনের একটী ঘটনাস্রোতে এক জনের যাবজ্জীবনের সুখ শান্তি চিরদিনের তরে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া যাঁহার সমদুঃখ পীড়িত জীবন বহন করা ভার বোধ হইত, মৃত্যুকে একমাত্র অনন্ত শান্তির প্রস্রবণ বোধে, জীবন রক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়া যিনি মৃত্যুর কোলে ঝাপ দিবার জন্যই নিয়ত কামনা করিতেন, আশ্চর্য্য! আজ দেখিতে পাই, জীবনের প্রতি তাঁহার বড় আদর, আজ দেখিতে পাই, তিনি জীবনের মূল্য বুঝিয়াছেন। নাবিকহীন নৌকার ন্যায় এত দিন যে জীবনতরী সংসারস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, কোথায় গিয়া থামিত কোন নিশ্চিত গম্যস্থান ছিল না, আজ কাহারো সাহায্যে সেই লক্ষ্যহীন জীবনতরী প্রবল সংসারের স্রোতকে পরাস্ত করিতেছে, আশা ও বিশ্বাসে ভর করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে ধীরে২ অগ্রসর হইতেছে। পাঠক, মনে করুন যেন ইনি একটী হিন্দু বিধবা মহিলা। আজ বিধবার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে, আজ তিনি বুঝিয়াছেন পূর্ণ প্রেমের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সেবা করিবার জন্যই তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রেমস্বরূপকে প্রকৃত সতীর ন্যায় হৃদয় মন সমর্পণ করিবার জন্য প্রয়োজন বশতঃ সংসারে কাহারো সহিত মিলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত।

আজ আর তিনি অন্ধ নিয়মের কথা শুনিলেন না। এত দিন যাহা অপবিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আজ পবিত্রাত্মাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাই পবিত্র ও সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইল।

পাঠক, এখন একবার অপর দিকে চক্ষু ফিরাইয়ে দেখুন, ঐ যে এক জন সুবল যুবা পুরুষ দেখিতেছেন, ইহার বিষয়ে না জানিলে আলোচ্য বিষয়ের কিছুই জানা যাইবে না;—এতক্ষণ যাহা শুনিয়াছেন তাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের একটী পৃথক অংশ মাত্র, এখন অপর অংশটী ইহার সহিত না মিলাইলে একটী পূর্ণ চিত্র হইবে না।

যাঁহার নিঃস্বার্থ অবিশ্রান্ত সাহায্যে একটী জীবন সদ্গতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে;—একটী সুগন্ধ সুন্দর ফুল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, যিনি সাঁতার দিয়া ফুলটী ধরিলেন, ফুল লইয়া স্রোতের প্রতিকূলে

সাঁতার কাটিয়া ডাঙ্গায় উঠিলেন, ফুলের দলে দলে যে পঙ্কটুকু লাগিয়াছিল, কোমল হস্তে তাহা ধৌত করিয়া, পরিধৃর্শ বস্ত্রে মুছিয়া লইলেন, তিনিই ঐ যুবক, যাঁহার বিষয়ে আমাদের আরো অনেক কথা বলিবার আছে। নীচবংশসম্ভূতা, অশিক্ষিতা, জ্ঞানধর্ম্মবিহীন পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা ঐ যে বিধবা যুবতীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুবক সেই অনাথিনীর দুঃখ ও গুণের কথা শুনিয়া অবধি সহানুভূতির আগুনে দগ্ধীভূত হইতেছেন। দুঃখের পর দুঃখ যাঁহার জীবনে যাতনা আনিয়া দিতেছিল, দুঃখেই যাহার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, দুঃখেই যাহার জীবন যাইতেছিল, যুবক সেই চির দুঃখিনীকে দেবতার বাঞ্ছিত ধর্ম্মের সুখ, বিমল নিত্য আনন্দের কথা বলিবেন, এবং যাহাতে তিনি ধর্ম্মে চির সুখী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে তাহার সাহায্যের জন্য খাটিতে লাগিলেন। দুঃখিনী বিধবা বিশেষতঃ হিন্দু কুলবালা বালবিধবার দুঃখ কল্পনায় চিত্র করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা এই রূপ একটি বিধবার বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, হৃদয়ের আবেগে নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন দুঃখিনী বিধবার কত জ্বালা, কত দুঃখ! এক জনের নিকটে প্রাণের যাতনার কথাটী বলিয়া যে একটু শান্তি পাইবে, সংসারে এই রূপ সামান্য সহানুভূতিও তাহার ভাগ্যে ঘটে না। সংসার বিশেষতঃ সমাজ তাহার সুখ দুঃখের বিষয়ে উদাসীন;—বৈধব্যের সঙ্গে২ তাহার জীবনের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। সংসার তাহার কাছে কিছু আশা করে না, সমাজ তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া এক দিকে বাদ দিয়া রাখিয়াছে। সমাজের এই নিষ্ঠুরতা যুবকের প্রাণকে বিদ্ধ করিল। যুবকের প্রাণে সহ্য হইল না, তিনি যুবতীকে বলিলেন, "ও গো! তোমার জীবনেরও মূল্য আছে, সংসারের সুখ পশু প্রকৃতি মনুষ্যেরা চায়, ধর্ম্মের বিমল আনন্দ মহাত্মারা চান; সারাদিন সংসারে দুঃখ কষ্ট পাইয়া যদি নির্জ্জনে বসিয়া একবার দীনদয়ালকে ডাকিতে পার, তোমার চক্ষু জলের সঙ্গে২ সকল দুঃখের অবসান হইবে, দেখিবে সংসারের অসহ্য যাতনার মধ্যে ধর্ম্মে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে অমৃতধারা ঢালিয়া দিবে।

যুবকের সারগর্ভ কথা কয়েকটী স্বর্গীয় দৈববাণীর ন্যায় যুবতীর প্রাণকে স্পর্শ করিল, যুবতী এত কাল পরে এক জন আপনার লোক পাইলেন, সুখ দুঃখের কথা বলিবার এক জন মনোমত লোক পাইলেন। পর পুরুষ বলিয়া আর যুবতীর মনে লজ্জা ভয় রহিল না। নারী জাতি অপেক্ষা, সমদুঃখিনী কামিনী অপেক্ষাও যুবক তাহার হৃদয়ের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেন। এত দিন পরে বিধবা বুঝিলেন, এ সংসারে চির অনাথিনী হিন্দু বিধবা কামিনীর সুখ দুঃখ বুঝিবার লোক পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যে যুবক এত দিন শুষ্ক কর্ত্তব্য-ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরোপকার ব্রত সাধন করিতেছিলেন, বৈরাগ্যই সমস্ত ভাবকে পরাভব করিয়া যে হৃদয়ে নিয়ত কাজ করিতেছিল, সংসার, সমাজ যাঁহার

চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না।ই, যিনি এত দিন স্বাধীনতা পক্ষে মুক্ত পাখীর ন্যায় অনন্তে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, আজ তাঁহার স্কন্ধে ভারার্পিত হইয়াছে, আজ আর তিনি আত্মায় মুক্ত হইলেও দেহে মুক্ত নন; আজ তিনি বদ্ধ, আজ তিনি সমাজের নিকটে দাসত্বের খত লিখিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহার মস্তকে গুরু ভার অর্পিত হইয়াছে। যে যুবক এক দিন কবিতাকে ঘৃণা করিতেন, শুষ্ক কঠোর গভীর চিন্তাই যাঁহার চিত্তবিনোদন করিত, আজ আর তাঁহার সে সকল ভাল লাগে না, আজ আর তাঁহার চিত্ত শুষ্ক চিন্তার রাজ্যে নাই,—আজ তাঁহার অন্তর বাহিব মধুব সুললিত কবিতায় পূর্ণ, আজ তিনি কবি হইয়াছেন—যে দিক নিরীক্ষণ করেন, সেই দিকই তাঁহার কল্পনাব রাজ্য।

এত দিন যিনি দূরে থাকিয়া কল্পনা করিতেন, যুবতীর কোন একটা বিপদের কথা শুনিলে ছুটিয়া গিয়া প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন, যুবতীর কঠিন পীড়ার কথা শুনিলে, শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়াও ছুটিয়া গিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইবেন, মনের সাধ মিটাইয়া, আপনাকে ভুলিয়া খাটিবেন, আজ সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল। যুবক দেখিলেন, আজ তাঁহার উপরে বিশেষ দায়িত্বের ভার পড়িয়াছে, আজ আর তাঁহার কল্পনার কাননে বেড়াইলে চলিবে না। তাইত, এ যে বড় সর্ব্বনাশের ব্যাপার! একজন সাধু ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হইয়া পরের ভাল করিতে গিয়া আপনার মন্দ করিল! পরকে মুক্ত করিতে গিয়া নিজে বদ্ধ হইল। পরের হৃদয়ের ভাব দূর করিতে গিয়া নিজের মস্তকে গুরু ভার গ্রহণ করিল।

সহানুভূতির কি এই রূপই স্বভাব? এই জন্যেই বুঝি সংসারে সহানুভূতি দুষ্প্রাপ্য? "সর্ব্বদাই আপনাকে রক্ষা করিবে," এই সাধুবচন সহানুভূতি শুনিতে চায় না—সে চায় পরের জন্য খাটিতে, পরের জন্য বাঁচিতে, পরের জন্য মরিতে।

সহানুভূতি মানুষকে প্রেমের পথে লইয়া যায়; প্রেম মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। যে সহানুভূতির আগুন যুবকের হৃদয়ে এক দিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাতে আর একটী হৃদয়কে ও স্পর্শ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ প্রেমের বাতাস লাগিয়া কত হৃদয়কে স্পর্শ করিবে কে বলিতে পারে? প্রেমের বাতাস যত প্রবল হইবে, ততই সেই জ্বলন্ত হুতাশন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া অসংখ্য২ নর নারীর চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

ছোট নাগপুর ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিস্তার।

"যাহারা অনেককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে তাহারা সদাকাল তারাগণের ন্যায় দীপ্তিময় হইবে।" দানিয়েল ১২ ; ৩।

জর্ম্মণ দেশের রাজধানী বের্লিন নগরে যোহন এভানজেলিষ্টা গোসনার নামে এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ভক্ত আচার্য্য

ছিলেন। ১৮৩৬ শালে ইনি দেব পূজকদের নিকট ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য প্রচারার্থে মিশনরি প্রেরণ করিবার জন্য একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভা কর্ত্তৃক ১৮৩৮ ও ৪০ শালে কয়েক প্রভু-ভক্ত মিশনরি বাঙ্গালা ও মধ্য হিন্দু-স্থানের কতিপয় স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ৬ জন গোন্দ লোকদের ঈশ্বরহীনতা ও আত্মিক দুরবস্থার সমাচার অবগত হইয়া তাহাদের মধ্যে কৃষি মিশন স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রযত্নবান হইয়া উঠেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পন করিবার অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে একেং সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা নাগপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দীর্ঘকাল কার্য্য করিবার পুর্ব্বে লোকান্তরিত হইলেন। এই শোকজনক ব্যাপার জর্ম্মণ দেশে প্রেরিত হইলে তথায় অনেকে দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের আত্মা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি ও প্রার্থনাতে পরিপূর্ণ করিলেন এবং ঈশ্বরও তাঁহাদের বিলাপ ও কাকুতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আরো শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণকে প্রেরণ করিলেন।

মুজঃফরপুরে ১৮৪০ শালে গোসনারের মিশন প্রথম স্থাপিত হয়। পরে ১৮৪২ শালে ছাপরায়, ৪৫ শালে ছোটনাগপুরে, ৫২ শালে বকসারে ও ৬৩ শালে দরভাঙ্গায় তাঁহার মিশন কার্য্যের সুত্রপাত হয়। হিন্দুস্থানের মধ্যে যে সকল স্থানে গোসনারের মিশন স্থাপিত হইয়াছে, লৌকিক গণনায় ছোটনাগপুর মিশনের তুল্য তাঁহার কোন মিশন ফলপ্রদ হয় নাই।

১৮৪৪ শালে গোসনার সাছ, বাচ, ব্রান্ট ও ফ্যাংকে নামক ৪ জন যুবককে হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে নিয়োজিত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। কলিকাতায় আসিলে পর বন্ধুগণের পরামর্শানুসারে ইহাঁরা ছোট নাগপুরে মিশন স্থাপনের জন্য বহির্গত হইলেন। এই সময়ে ছোট নাগপুর অতিশয় জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। যাহা হউক ১৮৪৫ শালে বাপ্তি আসিয়া বিশ্বস্ত ও যত্নবান বপকের ন্যায় বীজবপন আরম্ভ করিলেও তাঁহারা ৫ বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদের পরিশ্রমের কোন ফল দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তাঁহারা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া অন্যত্রে যাইয়া প্রচার করিবার নিমিত্ত অনুমতি পাইবার আশায় গোসনার সাহেবকে পত্র লিখিলেন। গোসনার নিরাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের হস্তে যাবতীয় মনোদুঃখ প্রকাশ করত তাঁহার মিসন কার্য্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরের পথ কে বুঝিতে পারে? তিনি আপনার পরিশ্রান্ত দাসগণকে বিফলমনোরথ ও ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিবার জন্য ১৮৫০ শালের ৯ই জুন ৪জন উরাঁওকে জলাভিষেক দ্বারা মণ্ডলীভুক্ত হইতে দিলেন। ইহাতে মিসনরিগণ অতিশয় কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হইয়া পুর্ব্বের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস, ভক্তি ও যত্নসহকারে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমেং চতুর্দ্দিগে ক্রুশে হত ত্রাণকর্ত্তার নাম ঘোষিত হইতে লাগিল এবং সর্ষপের দানার ন্যায় স্বর্গরাজ্য অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—এমন কি ১৮৪৮ শালে লোহার ডাগায়, ৫০ শালে গোবিন্দপুরে, ৫৩ শালে হাজারিবাগে, ৬৩ শালে পুরুলিয়ায়, ৬৪ শালে চাঁইবাশায়, ৬৯ শালে বুর্জ্জুতে ও ৭৪ শালে টাকারমাতে ষ্টেশন স্থাপন করিতে হইল।

১৮৬৮ শালে নানা কারণ বশতঃ গোসনার প্রেরিত মিশনরিয়া জর্ম্মণ কমিটীর সংগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চর্চ অব ইংলণ্ড মণ্ডলীর প্রেপোগেসন সোসাইটীতে প্রবেশ করেন। তদবধি জর্ম্মণ ও ইংলণ্ডীয় উভয় মণ্ডলীই খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত সাতিশয় উদ্যোগ সহকারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন।

ঈশ্বরের বাক্য যে স্থানে ও যে লোকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, সেইস্থানে ও সেই লোকদের কেবল আত্মিক নহে, কিন্তু ঐহিক উন্নতিও হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ বাক্য। যে ইংরেজ রাজ্য হিন্দুস্থান অধিকার করিয়াছে, যে ইংরেজগণ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে প্রায় যাবতীয় জাতির শিরোমণি স্বরূপ হইয়াছেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের দীপ্তি না পাইলে তাঁহাদের ঈদৃশ বর্ত্তমান দশা কস্মিন কালেও হইত না। বলিতে গেলে যেন বিগত পরশ্ব দিবসে তাঁহারা মনুষ্য নামের অযোগ্য ছিলেন। যাহা হউক ছোট নাগপুরে এই সত্যের প্রভা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর হইল, এই প্রদেশে খ্রীষ্টে অনন্তকালীয় মুক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছে; এই অল্প কালের মধ্যে যেরূপ মিশন কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে যে অতি শীঘ্র সমগ্র ছোট নাগপুর খ্রীষ্টের চরণে শরণ লইয়া পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, ইহার কোন সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত তালিকাটী পাঠ করিলে মণ্ডলীর বাহ্যিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

জর্ম্মণ মণ্ডলীর ১৮৮০-৮১ সালের বিজ্ঞাপনী ঃ—মণ্ডলীর সংখ্যা ৭; দেশীয় পুরোহিত ৭; আচার্য্য পদাবলম্বী ১৩; প্রচারক ১১১; শিক্ষক ৭০; প্রাচীন ১৩৪; পুস্তক বিক্রেতা ৭; গ্রাম সংখ্যা ১০৫২; পরিবার সংখ্যা ৫,৮০৯; জলাভিষিক্তগণের সংখ্যা ২৮,২৮৩; প্রভুভোজ গ্রাহকদের সংখ্যা ১০,৭৮৬; সত্যান্বেষীগণের সংখ্যা ২৯৭০; উপাসনা গৃহ ১৩০।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর ১৮৮৩ শালের বিজ্ঞাপনী ঃ—মণ্ডলীর সংখ্যা ১০; জলাভিষিক্তগণের সংখ্যা ১২,২৫২; প্রভুভোজ গ্রাহকদের সংখ্যা ৫,২৫১; গ্রাম সংখ্যা ৪২২; ৫৪ রিডার; ৪২ শিক্ষক।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান বৎসরে ৪০,৫৩৫ অপেক্ষা অধিক বাপ্তিস্মিত ব্যক্তি এই প্রদেশে বসতি করিতেছে।

আগামী বারে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে কোলদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের গুণে যেং মুখ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করা যাইবে।

যজমান কি২ প্রকারে আপন পুরোহিতের সাহায্য করিতে পারেন।*

'লেইটী' 'ক্লার্জি'কে কিরূপে সাহায্য করিতে পারেন, এই বিষয় লইয়া আজ বক্তৃতা হইবে, এই মর্ম্মে আমরা নিমন্ত্রণ লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। 'লেইটী' ও 'ক্লার্জি' এই প্রভেদ অনেকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়, একারণ অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে এই প্রভেদের অর্থ ও আবশ্যকতা বিচার করা বিধেয়।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, এই প্রভেদ বোমের গুঁড়া গাঁড়া, অথবা, ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে প্রভেদ, ইহা ও ঠিক তাই। আমরা অনেক সময় প্রটেষ্টান্ট ভ্রাতৃগণের নিকট এই রূপে ভর্ৎসিত হই যে, আমরা এক বামনাই ছাড়িয়া আর এক বামনাই কোন হিসাবে ধরিলাম? 'লেইটী' ও 'ক্লার্জি'র মধ্যে যে বিভিন্নতা সে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা তাহার সমান নহে, কারণ বাপ্তিস্মের দ্বারা সকল খ্রীষ্টীয়ানই ঈশ্বরের সন্তানত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। বরং ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞে অথবা যজমান ও পুরোহিতে যে প্রভেদ, উক্ত প্রভেদ প্রায় তাহার সদৃশ। সকল ব্রাহ্মণেরই ঠাকুর সেবার অধিকার আছে। আমার স্মরণ হয়, যখন হিন্দু ছিলাম, তখন বাড়িতে যে দিন পুরোহিত না আসিতেন, সে দিন আমাদেরই একজন শালগ্রাম পূজা করিতাম। কিন্তু বিশেষ২ সময় পুরোহিত না আসিলে চলিত না। দুর্গাপূজা মহৎ ব্যাপার, সে সময় পুরোহিত না হইলে চলিবে না। তদ্রূপ হিন্দুগণ সাধারণতঃ সকলেই পঞ্জিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইলেই দৈবজ্ঞের আবশ্যক হয়। কেবল ধর্ম্ম সমন্ধে কেন, যে কোন বিষয়ই হউক, সকলেতেই লেইটী ও ক্লার্জির বিভিন্নতা আবশ্যক। যথা, সাধারণতঃ সকলেই বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিবাদ গড়াইতে থাকিলেই উকিল মোক্তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদ্রূপ পীড়ার উপশমার্থে প্রথমতঃ ঘরোয়া বন্দোবস্ত, হোমিওপ্যাথি, প্রভৃতি হইয়া থাকে; কিন্তু বেয়াতিক উপস্থিত হইলেই ডাক্তার চাই। রোগ উপশমার্থে ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থে যেরূপ কেবলমাত্র বৃদ্ধা গৃহিণী, গো-বৈদ্য ও হাতুড়ে হইলে চলে না, শান্তি রক্ষার্থে যেরূপ, জজ, মাজিষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি না হইলে চলে না, তদ্রূপ ধর্ম্ম সংরক্ষণ পুরোহিত ব্যতীত চলে না। কিন্তু এই সময় আপনাদিগের মধ্যে কেহ মনে করিতে পারেন, বিদ্যা বুদ্ধি ব্যতীত কি ধর্ম্মাচরণ হয় না? খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, কি প্রধান কি নিকৃষ্ট, সকলের জন্যই কি নহে? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্ম বিধান এক কথা নহে। যেরূপ স্বাস্থ্য অনুভব করণার্থে বিদ্যা বুদ্ধি কি কোন বিশেষ পারদর্শিতার আবশ্যক করে না, যেরূপ শান্তি ভোগ করণার্থে কোন নৈপুণ্য প্রয়োজন হয় না,

*গত খ্রীষ্টীয় সম্মিলনী সভায় সমক্ষে বাবু নিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A., এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

তদ্রূপ ধর্ম্ম জীবন যাপন করণার্থেও বিদ্যা বুদ্ধি বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন করে না। স্বভাবের নিয়ম ব্যতিক্রম না করিলে যেরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না, সমাজের নিয়মাধীন হইয়া চলিলে যেরূপ শান্তি ভঙ্গ হয় না, তদ্রূপ সবিশ্বাসে মণ্ডলীর নিয়মানুসারে চলিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতে পারা যায়। কিন্তু স্বভাবের নিয়ম কি, তাহা স্থির করা, অথবা সেই নিয়ম সকল মনুষ্যের গোচর করা ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্য লাভের উপায় স্থির করা ও তজ্জন্য ব্যবস্থা করা যেরূপ অতিশয় কঠিন ব্যাপার; যেরূপ সমাজ রক্ষণের নিয়ম স্থির করা ও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে তাহার উপায় বিধান করা অতি কঠিন ব্যাপার; তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রকাশিত ধর্ম কি, তাহা স্থির করা ও সেই ধর্ম্ম সকল লোকের গোচর করা ও ধর্ম্ম জীবনের যাহাতে পোষণ হয়, তাহার উপযুক্ত সংস্কার বিধান করাও অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আমাদিগের প্রভু যে পৌরোহিত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, লৌকিক বিবেচনাতেও তাহা আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দান করে। যজমান পুরোহিতের বিভিন্নতা আবশ্যক হইলেও ধর্ম্মপুস্তকে এই কথা লেখা আছে; "তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ" আরও "যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজরক্তে আমাদের পাপ হইতে ধৌত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও আপন পিতা ঈশ্বরের যাজক করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগ পর্য্যায়ের যুগে২ হউক"। এই দুই পদ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেরই জগতের নিস্তারের নিমিত্ত কোন না কোন কর্ত্তব্য আছে। পুরোহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বুঝুন, আমরা নিজ২ ঘর সংসার বুঝি, খ্রীষ্টীয়ানদিগের এরূপ হিসাব নহে; পরস্পরের ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করা, পরস্পরের বোঝা বহা খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিরূপ ধারায় এই সাধারণ যাজন ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, ইহাই আমাদের বিবেচ্য।

মহর্ষি পৌল এই পাপপূর্ণ জগৎকে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ আমরা জানি এখন পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি ব্যথিতা হইয়া একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে।" এই মহৎ ব্যাধি উপশমার্থে ঈশ্বর খ্রীষ্ট মণ্ডলী সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা সকলেই সেই মণ্ডলীর অঙ্গ, অতএব উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন না কোন কার্য্য আমাদের সকলেরই সাধন করা কর্ত্তব্য। পুরোহিত চিকিৎসক, কিন্তু কেবল চিকিৎসক আসিলে অথবা ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলে রোগ নাশ হয় না, চিকিৎসকের ব্যবস্থা সকল ঠিক তাঁহার অনুমতি অনুসারে পালিত হইলেই তাহার সম্ভাবনা। রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র চিকিৎসকের আজ্ঞানুসারে আচরণ করা আবশ্যক। রোগী গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়াছে, তাহার মনে হইতেছে কচি২ কলাপাতের উপর শয়ন করিলে তাহার গায়ের জ্বালা নিবারণ হইবে, কিন্তু চিকিৎসকের আদেশ, গাত্র উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতে হইবে। শুশ্রূষা

কারীর দেখা আবশ্যক যে রোগী গায়ের কাপড় না ফেলিয়া দেয়। আবার কোন শুশ্রূষাকারীকে হয়ত চিকিৎসক ঘন্টায়২ ঔষধ সেবন করিবার আদেশ করিলেন, অপর ব্যক্তিকে হয়ত শেক দিবার আদেশ করিলেন, আর অপর ব্যক্তিকে হয়ত আরও নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে আদেশ করিলেন; শুশ্রূষাকারীগণ সেই সকল আদেশ অনুসারে কার্য্য করিলেই রোগোপশম হইতে পারে। জগৎ ব্যাধিগ্রস্ত, চিকিৎসক অর্থাৎ পুরোহিতেরও অসদ্ভাব নাই, আমরা যদি কেবল চিকিৎসকগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপেক্ষাকৃত নীচ কার্য্য স্বীকার করি, তবেই পুরোহিতের পৌরোহিত্যে সহকারী হইতে পারি, তবেই প্রত্যেকের যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারি। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ সহায়তা করুন; চিকিৎসা শাস্ত্র অর্থাৎ Theology জানিবার কিছুই প্রয়োজন করে না; কেবল মাত্র পুরোহিতের আদেশানুসারে কার্য্য করা প্রয়োজন। যে ঘড়ি দেখিতে জানি, ইংরাজি লেখা পড়িতে পার, সে জগৎকে ঘন্টায়২ ঔষধ খাওয়াও; যে ধর্ম্ম পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক পড়িতে পার, সে পুরোহিতের আদেশানুসারে, যেখানে যাহা পড়িতে বলিবেন তাহা পড়; যে মিষ্ট আলাপী, সে পুরোহিতের আদেশানুসারে মিষ্টালাপ দ্বারা অন্যের মনঃ আকর্ষণ করুক, অথবা অন্যের শোক নিবারণের চেষ্টা করুক, অথবা অন্যের নিকট মণ্ডলীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ-সঞ্চয় করুক; যাহার ভাষা জ্ঞান আছে, সে পুরোহিতের আদেশানুসারে অনুবাদাদি করুক; কিন্তু যাজন কার্য্য যে যাহা করিবেন, তাহা যেন নিজের অভিরুচি অনুসারে অথবা নিজের গৌরবার্থে না করিয়া, পুরোহিতের আদেশানুসারে এবং খ্রীষ্টের গৌরবের জন্য করেন। এরূপ করিলে জগতের চিকিৎসা কার্য্য সুচারু রূপে চলিবে। এই যে সাধারণ প্রথা নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত প্রথা। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি সাধু পৌল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটী পদ পাঠ করিলেই এই প্রথার প্রাধান্য বুঝা যাইবে। "আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক জনকে কহি, আপনার বিষয় যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবার চেষ্টাতে আপনার বিষয় বোধ করুক। কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু অঙ্গ সকলের একরূপ কার্য্য নহে, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টেতে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছি। এবং আমাদিগকে প্রদত্ত অনুগ্রহ বিধায় আমাদের বিশেষ২ বর লাভ হইয়াছে। সেই বর কি ভাববাণী? তবে আইস, বিশ্বাসের সঙ্গতানুরূপে কহি। অথবা তাহা কি পরিচর্য্যার ভাব? তবে আইস, পরিচর্য্যাতে নিবিষ্ট হই; কিম্বা যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষা দানে, কিম্বা যে প্রবোধন করে, সে প্রবোধনে নিবিষ্ট হউক; যে দান করে সে সরল ভাবে দান করুক; যে পালক সে যত্ন পূর্ব্বক

পালন করুক; যে দয়া করে সে হৃষ্ট চিত্তে দয়া করুক। প্রেম অকপিত হউক। যাহা মন্দ তাহা হইতে ঘৃণা পুর্ব্বক দূরে থাক; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও। ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদর করণে এক জন অন্য জনের অগ্রগামী হও। যত্নেতে নিরালস্য, আত্মাতে উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্য কর্ম্মে নিবিষ্ট, প্রত্যাশাতে আনন্দিত, ক্লেশে সুস্থির, প্রার্থনাতে অধ্যবসায়ী হও। পবিত্র লোকদের অপ্রতুলতার প্রতীকার কর, অতিথি সেবাতে রত হও। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। পরস্পর তোমাদের একই ভাব হউক; যাহা উচ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষী হইও না; যাহারা নত তাহাদের সঙ্গ সেবনে আকর্ষিত হও; আপনাদিগকে বুদ্ধিমান জ্ঞান করিও না। প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্য প্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না এবং যে২ কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ঈশ্বরের নিযুক্ত। অতএব যে জন কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধি হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের প্রতিরোধ করে। অতএব বশীভূত হওয়া আবশ্যক, কেবল ক্রোধের ভয়ে নয় কিন্তু সংবেদেরও নিমিত্ত।" মণ্ডলীর শাসন কর্ত্তৃগণের বশীভূত হইয়া সাধারণ যাজন কার্য্য নির্ব্বাহ করা যে কত দূর উপযোগী তাহা সাধু পৌলের এই প্রবোধন বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

(ক্রমশঃ)

মৃত্যু।

জগতে জাত বস্তু ও ব্যক্তি মাত্রেই একটী নির্দ্দিষ্ট ঘটনার অধীন। উৎপত্তি হইলেই বিনাশ, ইহা জাগতিক স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। জগতীস্থ বস্তু মাত্রেরই প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি উৎপত্তি হইবার পরক্ষণ হইতেই ক্রমে২ বিনাশের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকে। ফলতঃ পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেরই ঐ প্রকার দশা। সকলেই বিনাশের অধীন। জগতীস্থ কোন বস্তুই অবিনাশ্য নহে। সর্ব্ব সৃষ্টির শিরোভূষণ মনুষ্যও অবিনাশ্য নহে। মনুষ্য ইহ জগতে জাত হইবার পরক্ষণ হইতেই ক্রমে২ চরম দশার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জন্ম ও মৃত্যু ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত ঘটনা; এতদুভয়েই অতিবাদ সৌহার্দ্য ও পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। যিনি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে এক দিন না এক দিন মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হইবেই হইবে, কোন ব্যক্তি কোন মতে মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারিবে না। "এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়াছে; আর এই প্রকারে তাবৎ মনুষ্যেতেই মৃত্যুর আবেশ হইয়াছে; কারণ সকলেই পাপ করিয়াছে।" রোমীয় ৫; ১২ পদ।

মৃত্যু বড় ভয়ানক বিষয়। মৃত্যু শব্দটী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই দেহ মন্দির যেন আলোড়িত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিতে গেলে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, হস্তপদ শিথিল হইয়া আইসে, অন্তঃকরণ ভীত ও শঙ্কিত হয়, শারীরিক ও মানসিক প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং চিন্তাশক্তি একেবারে তদ্বিষয় আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অন্য বিষয়ে আসক্ত হইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে যেন ভয় ও শঙ্কার মহারাজরূপে সর্ব্বদা প্রতীয়মান হয়। আমরা তাহার বিকট মূর্ত্তি ও ভয়াবহ আকার দেখিতে পারি না; তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অসহ্য, ভয়ঙ্কর ও ঘৃণাজনক। আমরা মৃত্যুর বিষয় স্মরণ হইবামাত্রেই তাহা অচিরে মন হইতে দূরীকৃত করিতে চেষ্টা পাই এবং স্বেচ্ছায় তদ্বিষয় কখনই উল্লেখ করিতে চাহি না। বলিতে কি, কেহ মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিলে আমরা তাহা শুনিতে একেবারেই ভাল বাসি না। বাস্তবিক এটী বড় লজ্জার বিষয়! আমরা মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে শঙ্কিত বা ক্ষুব্ধ হই, ইহা যৎপরোনাস্তি লজ্জাকর। অনশ্বরত্ব ও জীবনরূপ দীপ্তি যাহাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশমান হইয়াছে; যাহারা স্বর্গ দ্বার মুক্ত ও যীশু খ্রীষ্টকে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিতে দেখিয়াছে; যাহাদের নিমিত্ত স্বর্গস্থ পিতার অদ্বিতীয় পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপী প্রভু নরকুলের মুক্তিদাতা ও একমাত্র মহাযাজক যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ কবরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন; এবং যাহাদিগের সম্মুখে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি মৃত্যুর হুল ভঙ্গ করিলেন; আর যাহাদিগকে সেই পথে চালাইবার জন্যে তিনি সঙ্গে২ ভ্রমণ করেন, তাহারা যে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে শঙ্কিত বা ক্ষুব্ধ হয়, ইহা সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। আরো ঈশ্বরের পুত্র যাহাদিগকে মৃত্যুর পথে চালাইতে ও সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং মৃত্যুরূপ উপত্যকায় তিনি যাহাদের সঙ্গে থাকিবেন বলিয়াছেন তাহারা যে আপনাদের নশ্বরত্বের বিষয় চিন্তা করিতে ক্ষুব্ধ হয়; বিশেষতঃ উল্লিখিত অমূল্য উপকার ও সাহায্য প্রাপ্তির আশায় আশাবান হইয়াও তাহারা যে অন্য লোকদের ন্যায় মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে শঙ্কিত হয়, ইহা বড় লজ্জার ও অপমানের বিষয় সন্দেহ নাই। অন্য লোকেরা মনে করে কবর অনন্ত বন্দীগৃহ; এবং মৃত্যু আমাদিগের বিনাশক অগ্নিস্বরূপ। মৃত্যু মুখে পতিত হইলে আমাদের সকলই শেষ হইল। কিন্তু ঈশ্বর সন্তানেরা বিশেষ রূপে জানেন, যে মৃত্যু হইলে তাঁহাদের সকলই শেষ হইল না; মৃত্যুর পর বিচার হইবে। ফলতঃ তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে তাঁহাদের উপরে মৃত্যুর কোন প্রভুত্ব নাই, কবর তাঁহাদিগকে অনন্তকাল বন্দী করিয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব তাঁহারা যদি মৃত্যুর বিষয় চিন্তা বা আলোচনা করিতে ক্ষুব্ধ অথবা শঙ্কিত হন, তাহা হইলে তদপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

অতএব আইস আমরা এক্ষণে মৃত্যুর বিষয় কিঞ্চিৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করি, এবং ভয়, শঙ্কা অথবা ঘৃণা বিরহিত হইয়া আপনাদের নশ্বরত্ব চিন্তা করতঃ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা পাই। ফলতঃ ইহ-জীবনের চরমাবস্থা স্মরণ অথবা তদ্বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগের মনে যে অকারণ ও অনুপযুক্ত অনিচ্ছার আবির্ভাব হয়, আইস, তাহা দমন করতঃ এই বিশ্ব-ভয়ঙ্কর ও মানবকুল-ত্রাসজনক ঘটনার বিষয় সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে২ তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখি। তাহাতে আমরা অবশ্যই সমুচিত পুরস্কার পাইব ও তদ্বিষয় উপযুক্ত রূপে সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। আরো তাহাতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে আমরা মৃত্যুর বিষয় আলোচনা ও পরীক্ষা করি না বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে এতদ্রূপ ত্রাসাবহ বোধ হয়, এবং তদ্বিষয় মনে হইলেই অন্তরে ভয় ও শঙ্কার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহাতে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ হই। ফলতঃ আমরা যে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে সাহস করিব, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ভয়ানক মূর্ত্তি ও বিকট আকৃতি কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যাইবে; আর আমরা যতই তদ্বিষয় চিন্তা করিব, ততই আমাদের ত্রাস অন্তর্হিত হইবে, সন্দেহ নাই। আর অবশেষে নিশ্চয়ই এমনি ঘটিবে যে, আমরা যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া শঙ্কিত ও ত্রাসাপন্ন হইতাম, তাহা মনোরম্য ও শান্তিজনক দৃশ্যরূপে প্রতীতি হইবে। কিন্তু ইহাতেও অনেকে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে অগ্রসর না হইলেও হইতে পারে। এমন লোকদিগকে সবিনয়ে বলি, তাহারা যেন সর্ব্বদা এই অত্যাবশ্যক সত্য বিষয়টী স্মরণে রাখেন। আমরা মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করি বা না করি, তদ্বিষয় স্মরণে রাখি বা না রাখি, মৃত্যু অবশ্যই উপস্থিত হইবে; আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যু স্বীয় করাল গ্রাস ব্যাদান করিয়া আসিবেই আসিবে। যাহারা ইহ জগতে প্রবাস কালে মৃত্যুর সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, তাহাদের জীবনের শেষ ঘণ্টায় স্বয়ং মৃত্যু তাহাদের পক্ষে বিনাশক শত্রুরূপে আগমন করিবেই করিবে। কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারিবে না। মৃত্যুরূপ উপত্যকা আমাদের গন্তব্য পথের সম্মুখেই স্থিত আছে, আমরা তাহা অতিক্রমণ না করিয়া কোন মতেই পরজগতের ভূমিতে যাইতে পারিব না। অতএব আমরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিলে আপনারাই আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া সম্মুখস্থ বিপদের দিকে দেখিলে এবং আপনাদের গন্তব্য পথের বিষয় চিন্তা করিলে নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া যাইতে পারিব।

বস্তুতঃ মৃত্যু চিন্তা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যকীয় ও উপকারক। তদ্দ্বারা আমরা বহুল উপকার প্রাপ্ত হই। মৃত্যুর বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই মৃত্যুজনিত ত্রাস ও শঙ্কা হ্রাস পাইতে থাকে, এবং মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি ততই অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমরা যতই

তদ্বিষয় আলোচনা করি, ততই তাহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। যতই তদ্বিষয় চিন্তা করি, ততই তজ্জনিত বিপদ দেখিতে পাইয়া তন্নিবারণার্থে চেষ্টা পাইতে পারি। যতই মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করি, ততই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে ও তাহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতে পারি। আর সেই জন্যেই সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর আপন প্রচুর অনুগ্রহে এমন অকাট্য নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে আমরা যেখানেই বা যে অবস্থাতেই থাকি মৃত্যুর বিষয় কখনই ভুলিতে পারিব না। তাহা আজন্ম কাল আমাদের স্মরণে থাকিবে এবং জন্ম দিবসাবধি প্রয়াণকাল পর্য্যন্ত তাহা আমাদের সম্মুখে২ ঘুরিয়া বেড়াইবে। একজন সুবিজ্ঞ লোক এবিষয়ে বলিয়া গিয়াছেন, "সময়ের গতি, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন, আলো ও অন্ধকার, জাগতিক সহস্র২ ঘটনা এবং মনুষ্য ও জীবদিগের প্রতি ঘটিতব্য তাবৎ বিষয়ই মৃত্যুর স্মরণার্থক। সেই সকল যেন সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে মৃত্যুর বিষয় প্রচার করে, এবং আমাদিগকে বলে, আইস, কাল মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর প্রস্তুত করিতেছে, দেখ। আমাদের শরীর সকল অনশ্বরত্ব লাভার্থক উত্থান দিন পর্য্যন্ত যথায় রোপিত হইবে, এবং আমাদের দুঃখ ও কষ্টচয় যথায় প্রোথিত হইবে, সে এমন সমাধি-গহ্বর খনন করিতেছে, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। এই প্রকারে প্রকৃতি মৃত্যু-সংঘটক বস্তু সকল দ্বারাই আমাদিগকে মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়, ও তদ্বিষয় চিন্তা করিতে অনুনয় করে। আমাদের জীবনের তাবৎ দিনই মৃত্যু রাজত্ব করিতেছে এবং সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বস্থানে মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতুই আমাদিগকে মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং জগতীস্থ তাবৎ বস্তুই আমাদিগকে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে বলে। আমরা যেখানেই যাই সর্ব্বদা মৃত মনুষ্যের অস্থির উপরে পদার্পণ করি"।

এই প্রকারে ঈশ্বর আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে সহস্র২ প্রকারে মৃত্যুর বিষয় চেতনা দেন। তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে মঙ্গলময় পিতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তেই তাহা করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তিনি আমাদিগকে আপন প্রিয়তম পুত্রের রক্তদ্বারা মৃত্যুর পরাক্রম হইতে মুক্তির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন। আমরা মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিবামাত্রেই যীশুখ্রীষ্টের রক্তদ্বারা আমাদের মুক্তিলাভ হইয়াছে তাহা স্মরণপথে আসিয়া চিত্রিত হয়। তিনি মৃত্যুর হুল ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং আমাদের নিমিত্তে মৃত্যুকে জয়করিয়া তাহার পরাক্রম লোপকরতঃ স্বীয় লোকদিগকে তাহার করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অচিরে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অন্তঃকরণকে আনন্দিত ও উল্লাসিত করে।

(ক্রমশঃ)

সময়।

মঙ্গলময় ঈশ্বর মনুষ্যকে যত ধনের অধিকারী করিয়াছেন, তন্মধ্যে সময় অমূল্য নিধি। যে ব্যক্তি সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া ন্যায্যমতে ইহা ব্যয় করে, সে নিশ্চয়ই আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিয়া থাকে।

মনুষ্যের জীবনকাল, অনন্ত সময়ের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র। এই অতি অল্প সময়ের ব্যয়ের উপরই মনুষ্যের সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার প্রথম অংশ বাল্য কাল। বাল্য কাল বিদ্যাভ্যাসে ব্যয় না করিলে, মনুষ্য যে আপনার অশেষ অনিষ্ট ঘটায়, ইহা সকলেই জানে। আবার বাল্যকাল হইতে যাহারা সৎসঙ্গে, সদালাপে সময় ব্যয় না করিয়া কেবল কুসংসর্গ এবং কদালাপে নিযুক্ত থাকে, বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে, চরিত্র দোষে তাহারা সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়। যৌবন কালে মনোবৃত্তি সকল পূর্ণবিকাশ পায়, তাহাতে নানা প্রকার ভোগাভিলাষ জন্মে। যাহারা হিতাহিত বোধ শূন্য হইয়া আপনাদিগকে সেই সকল অভিলাষের দাস করিয়া তুলে, তাহারা অনিষ্টজনক আমোদ প্রমোদ দিতে এই অমূল্য সময়ের অনেক অংশ বৃথা ব্যয় করে।

হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে প্রস্তরখণ্ডকে যেমন আর স্বায়ত্ত করা যায় না, তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়কে একবার সরিয়া পড়িতে দিলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। জন্মকাল হইতে ক্রমশঃ যত বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই জীবনকালের এক দিক হইতে খরচ হইয়া যায়। এইরূপে যাহার খরচ হইতেছে, সেই সময় আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। জীবনের যে অংশ অতীত হইয়াছে, তন্মধ্যে যদি বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম, পবিত্রতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিষয় লাভ করিতে যত্নবান হওয়া যাইত, তাহা হইলে কি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আমার অবস্থা আর অধিক উৎকৃষ্ট হইত না! এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য যদি বর্ত্তমান দণ্ডের উপযুক্ত ব্যয় করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যে সকলের অবস্থার উন্নতি হয়, এমন আশা করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোক সময়ের মর্ম্ম জানে না, তাই তাহারা এই বহুমূল্য সময়ের এত হতাদর করিয়া থাকে। বৃথা আলাপে বা পরচর্চ্চায় অকাতরে ২।৪ ঘণ্টা ব্যয় করিবে, তাহাতে কোন ওজর আপত্তি নাই। কিন্তু যাহাতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা এমন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য সভা করিয়া আহ্বান কর, তাহাতে আসিবে না। সমস্ত দিন শয়ন করিয়া কাটাইবে, তথাপি মন প্রাণের শান্তিজনক সর্ব্বারাধ্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিবে না।

যাহাদের আগমনে দিনং দেশের উন্নতি হইতেছে, সেই ইংরাজ জাতি কিরূপে সময় ব্যয় করে, ইহা আমরা দেখিতেছি, তথাচ আমরা সময়ের মর্ম্ম বুঝিতেছি না। ইংরাজ জাতি সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কদাচ সময়ের অপব্যয় করে না। তাহারা এখনকার কায তখন করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখে না। যখনকার কায তখনই করে বলিয়া সকল

কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কোন কায অসম্পন্ন থাকে না। আমাদের সেভাব নয়। আলস্য এবং অনভ্যাস নিবন্ধন আমরা যখনকার কার্য্য তখন না করিয়া ফেলিয়া রাখি। তাহাতে পরক্ষণে আর একটী নূতন কার্য্য উপস্থিত হইলে এককালে দুইটী কার্য্য করিতে হয়, কাযেং কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। এইরূপে যখনকার কায তখন না করিয়া ফেলিয়া রাখি বলিয়া আমাদের উন্নতি হয় না।

যে ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জ্জনে রত সে যদি প্রত্যেক দণ্ডে নূতন লাভ করিতে চেষ্টা না করে, তবে তাহার উন্নতি কোথায়? যে চাকুরি করিয়া মাসে ১০ টাকা উপার্জ্জন করে, সে যদি আপনার অবসরকাল অন্য কোন লাভজনক কার্য্যে ব্যয় না করে তবে তাহার অবস্থা ভাল হবে কিসে? যে ব্যক্তি কৃষকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে যদি কেবল ধানচাস করিয়াই নিশ্চিন্তথাকে, তবে কস্মিন্ কালেও কি তাহার কষ্ট দূর হইবে? যাহাকে যে বিষয়কর্ম্ম করিতে হয়, সে আপনার কর্ত্তব্য সাধনের পর যে অবসর পায় তাহা বৃথাকাযে ব্যয় না করিয়া, যদি তাহার কতক অংশ অন্য কোন একটী লাভজনক কার্য্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে কি তাহার অবস্থা ভাল হয় না? বর্ত্তমান সময় একবার সরিয়া পড়িলে আর পাওয়া যাইবে না। অতএব এই সময় ব্যয়ে যেন কোন না কোন লাভ করিতে পারি, এই চেষ্টা করা উচিত।

পিপীলিকা একটী অতি ক্ষুদ্র জীব। কিন্তু সময়ের উপযুক্ত ব্যয় সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় লোক এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। পিপীলিকার জীবন আলোচনা করিলে দেখিবে যে সে এক মুহূর্ত্তকাল অযথা ব্যয় করে না। অবিরত সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আহার সঞ্চয় করিতেছে। ইহাতে কখনই তাহার অনাটন হয় না। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমরা সময়ের মর্ম্ম বুঝিলাম না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। এর পর খোসামোদ করিয়া যদি একটী চাকুরি যোটাইতে পারিলাম, তবে আর আমাদের পায় কে? দিবসের মধ্যে পাঁচ ছয় ঘন্টা দাসবৃত্তি করিয়া যে অবসর পাই, তাহাতে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন বা অন্য কোন নূতন কার্য্য শিখিতে চেষ্টা না করিয়া হয় কুৎসিত আলাপে, নয় মদ্যপানাদিতে তাহা ব্যয় করিলাম। ইহাতে যে আমাদের উন্নতি না হইয়া অধোগতি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! সময়ের উপযুক্ত ব্যয় কর, দেখিবে আজ তোমার যে অবস্থা, দুই বৎসর পরে তাহা অনেক উন্নত হইবে।

আমার স্বপ্ন।

আমি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে বড় ভাল বাসি। এক দিন মনে হইল, নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রকৃতির নব নব শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক নয়ন চরিতার্থ করিব। সেই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি কিছু দিন হইল ভ্রমণ

বাবনে বহির্গত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি। বসন্তকাল বেলা প্রায় চারিটা, এমন সময় এক দিন অদূরে এক বন দৃষ্ট হইল। প্রথমে মনে করিলাম, অদ্য আর বনের দিকে যাইব না; কারণ বেলা প্রায় অবসান হইয়াছিল। কিন্তু কৌতুহলের কি অদ্ভুত কুহক! অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আমাকে সেই দিকে যাইতে হইল। যখন বনের নিকট গমন করিলাম, তখন দিনকর অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছেন। দিনকর পৃথিবীস্থ অপর সকলের নিকট হইতে বিদায় হইয়াছে; কেবল মহীরুহ দলের নিকট হইতে যেন যাইতে পারিতেছে না! আমি মনে করিলাম কিঞ্চিৎ দূর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিব; কিন্তু তন্মধ্যস্থিত অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়নরঞ্জক পদার্থ সকল আমার সে বাসনা বিফল করিল! ক্রমে গোধূলি সময় উপস্থিত হইল। প্রকৃতি এক সাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এক সাজে সাজিতে আরম্ভ করিল। আহা! সেই সময়ের অরণ্যের শোভা স্মৃতিপথে উদয় হইলে মন যেন আনন্দ নীরে ভাসিতে থাকে। দেখিলাম চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপী, তাহাদের শাখা সকল অবনত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইল যেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে অথবা আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। কোন কোন শাখা বায়ুভরে দুলিতেছে, যেন আমি ক্লান্ত হইয়াছি বলিয়া আমাকে ব্যজন করিতেছে। কোন বৃক্ষে ব্রততী নিচয় জড়াইয়া উঠিয়াছে, বোধ হইল তাহারা বুঝি পাদপগণের উচ্চতা নিরূপণ করিতেছে! অথবা রাত্রি ও অন্ধকারের সমাগম দেখিয়া ভয়বিহ্বলা স্ত্রীর ন্যায় উহাদিগকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোন বৃক্ষের মূলে সুপক্ব ফল পড়িয়া রহিয়াছে, যেন ধরণীকে উপহার দিয়াছে। কোন কোন লতিকায় মনোরম কুসুম বিকশিত হইয়া রহিয়াছে এবং মধুকরেরা গুন্ গুন্ স্বরে তাহাদের তোষামদ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষতলে কতকগুলি অর্দ্ধ শুষ্ক পুষ্প নিপতিত ছিল; তাহাদের দুর্দ্দশা, এবং মধুকরগণের তোষামোদ দেখিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পুষ্প সকল যেন গর্ব্বভরে দুলিতেছে। কতকগুলি বিহঙ্গম আমাকে দর্শন করিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বোধ হইল তাহারা অপর সহচরগণকে আমার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিতে গেল। আমি বিমুগ্ধচিত্তে ঐ সকল শোভা সন্দর্শন করিতেছি, ওদিকে প্রকৃতি দেবী তিমির-বসন এবং খদ্যোতিক, তারকা প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আগমন করিয়াছেন। তখন বন অতিক্রম করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে পদ সঞ্চালন করিলাম; এবং উহা অতিক্রম পূর্ব্বক লোকালয় প্রাপ্ত হইলাম। অদূরে এক বাটীতে আলোক জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম। নিকটে গিয়া দেখি তাহা সামান্য লোকের বাটী। কিন্তু অতি ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, অন্য কোন স্থানে না যাইয়া সেই বাটীতেই রাত্রি যাপন করিব স্থির করিলাম। গৃহস্বামিকে আহ্বান পূর্ব্বক ভ্রমণকারী বলিয়া পরিচয় দিলাম। তাহারা যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করিল। পরে আমায় এক সামান্য শয্যা প্রদান করিল। কিন্তু

অনেক দূর পর্য্যটনের পর সেই শয্যাই দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যাকে তুচ্ছ করিল। আমি অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলাম, এবং সেই নিদ্রাবেগে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলাম। বোধ হইতে লাগিল যেন আমি এক সুন্দর সরোবর সন্নিহিত সুরম্য উদ্যানে বেড়াইতেছি। এমন সময় দুইটী যুবতী সেই সরোবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া যেন এক লতামণ্ডপের অন্তরালে লুকাইলাম। দেখিলাম একটীর বয়স সপ্তদশ এবং অপরটীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। জ্যেষ্ঠার রূপলাবণ্য মন্দ নহে। রমণীকুলের মধ্যে সৌন্দর্য্যে তাহাকে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। কনিষ্ঠার আকার গঠন অতি কমনীয় এবং গৌর বর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু সে বর্ণের লাবণ্য নাই। গগনমণ্ডল অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণশশধরের যে প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তাহার বর্ণেরও সেইরূপ দশা। বেশ ভূষায় যত্ন নাই, বদন বিরস, হাসির চিহ্ন মাত্র নাই। যদিও দুই এক বার হাসিতে দেখিলাম, তাহা যথার্থ আনন্দের হাসি নয়! যুবতীর এমন দুর্দ্দশা কেন? আমি এইটী মনেং চিন্তা করিতেছি, এমন সময় জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল "দেখ সখি কেমন পুষ্পটী শাখা সহিত বায়ুভরে দুলিতেছে! বোধ হয়, আমাদিগকে সুগন্ধ প্রদান করিবার নিমিত্ত গাছটী ব্যস্ত হইয়া আপন শাখা নড়াইতেছে!" কনিষ্ঠা একবার চাহিয়া দেখিল, অমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং তৎসঙ্গে নেত্র কমল জলে ভাসিতে লাগিল! জ্যেষ্ঠা কহিল "এমন সুরম্য স্থানে আনিলাম, এখানেও সেই ভাবে কাঁদবে? কেঁদে কি ফল হবে ভাই? চুপ্ কর। কেঁদে কেঁদে যে সোণার অঙ্গ মাটী কর্‌লে!" কনিষ্ঠার অশ্রুধারা প্রবল বেগ ধারণ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "সখি আমার কি আর এ জগতে সুরম্য স্থান আছে? আমার ন্যায় হতভাগিনীর পক্ষে সকলই দুঃখময়! তুমি বলিলে 'সোণার অঙ্গ মাটী কর্‌লে' কিন্তু এ পোড়া অঙ্গ মাটী হলেই বাঁচি"। জ্যেষ্ঠা কহিল "বালাই, অমন কথা বলিতে নাই।" পরে অঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিয়া কহিল "হায় কত দিনে বঙ্গীয় সমাজ সংস্করণ হইবে?" কনিষ্ঠাব বুদ্ধি অল্প; জ্যেষ্ঠার ঐ কথার মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন ভাই?" জ্যেষ্ঠা কহিল "সমাজের নিয়মে চলিতে যাইয়া বঙ্গের যে কত দুর্দ্দশা তাহা কি তুমি জান না? কনিষ্ঠা তাহাকে অনুরোধ করিয়া কহিল "বল না ভাই।" জ্যেষ্ঠা কহিল "চল তবে ঐ বৃক্ষ তলে ছায়ায় বসিয়া যতদূর জানি বলিব"। এই বলিয়া তাহারা যেন এক বৃক্ষতলে গমন করিল; এবং আমিও যেন কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষের সন্নিহিত এক গোপনীয় স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত।

বাকুড়া-ওয়েস্লীয়ান মিসন।

এ জেলায় ওয়েস্লীয়ান ও চর্চ্চ মিসন সোসাইটি সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রচারক, কাটেখিষ্ট আছেন; সংখ্যায় প্রথমোক্ত দলই অধিক। শীর্ষ মিসন পুরোহিত জে ব্রড্হেড্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে প্রকৃত সহরের পূর্ব্বাংশে একটী সুবৃহৎ ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। সে দিবস, সপ্তাহকাল ধরিয়া ঘোরতর সমারোহের সহিত উক্ত উপাসনা মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে রেভাঃ জে, এ, ম্যাক্ডনেল্ড, পি, সি, নাথ, বাবু নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিদিবস সায়ংকালে খোল করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সহকারে উপাসনা মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন ও অন্যূন ৩।৪ শত লোকের কর্ণকুহরে সুসমাচার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রেভাঃ ম্যাকডনেল্ড তিন চারি দিবস ম্যাজিক্ ল্যান্টারণ্ দেখাইয়া অভ্যাগত লোকদিগের কৌতুক বৃদ্ধি ও ধর্ম্মশীলা মিসেস্ ব্রড্হেড শিশুগীত এবং সহস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য দ্রব্য খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা ভগিনীদিগকে পরিবেশন করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সার্দ্ধ সপ্তাহ, সমস্ত সহরটী পরিবেষ্টন করিয়া নগরকীর্ত্তন করা হয়।

এই স্বল্পসংখ্যক খ্রীষ্টীয়ানের অভিপ্রায় নিষ্ফল করণাভিপ্রায়ে নগর কীর্ত্তনের প্রথমোদ্যমেই নগরবাসিগণ ঘন২ হরিবোল, হরিবোল করিয়া চীৎকার ও ধূলি প্রক্ষেপ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সেই অসভ্যতাজনিত কার্য্যে কেহ বিরক্ত বা ভগ্নাশ না হইয়া বরং আরও উদ্যোগ জ্বলন্ত বিশ্বাস ও উত্তপ্তহৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রভুর মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সমাগত লোকেরা খ্রীষ্টভক্তদের ধীরতার পরাকাষ্ঠায় বিমোহিত হইয়া অবশেষে ভ্রাতাগণের অগ্রপশ্চাদ্গমন করতঃ শেষ পর্য্যন্ত নীরবে শ্রবণ করিয়াছিল। একজন সুবর্ণ বণিক দুইটী সন্তান সন্ততি পরিবারসহ অদ্য বাপ্তিস্মিত হইয়াছে; ভরসা করি প্রচুর সুনির্ম্মল ধর্ম্মজ্যোতি অচিরে বাঁকুড়াঞ্চলে শোভাযুক্ত হইবে।

পক্ষান্তরে উক্ত মিশনরি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যত্নে এ দেশে অনেকগুলি পাঠশালা, একটী নৈশ বিদ্যালয় ও একটী বালিকা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বালক বিদ্যালয়ের ধর্ম্মাধ্যাপনার নিমিত্ত একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতে অন্তঃপুরবাসী জননীদিগের নীতি শিক্ষয়িত্রী স্বরূপে গণিত হইবে, যাহাদের উপর এমন আশা করা যায়, সেই বালিকাদিগকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দানার্থে উপযুক্ত শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়িত্রী নিয়োজিত হয় নাই। ফলতঃ এখানে গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত একটী দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় আছে; প্রতি বৎসর অনেকগুলি বালিকা তথায় অধ্যয়ন করতঃ প্রবেশিকা পরিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়া থাকে সুতরাং এরূপস্থলে সুযোগ্য

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ না করিলে মিশন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করা দুরাশা মাত্র।

সে যাহা হউক, এই সুবৃহৎ বাঁকুড়া জেলায় সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্ম বীজ বপন করিবার নিমত্ত রেভাঃ ব্রডহেড ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেরূপ উৎসাহী, যত্নবান, নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, আমরা ভরসা করি, ঈশ্বর তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। যদিও এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, অনেক অনেক মিশনরীদিগের পদাঘাতে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যত্ন ও পরিশ্রম করিলে পাষাণেও বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। পাঠকবর্গ প্রার্থনা করিবেন যেন প্রভু নিজ রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত উক্ত দম্পতীর যত্নে আশীর্ব্বাদ করেন।

শ্রীম।

বিবিধ বিষয়।

বঙ্গে মধ্য শ্রেণীভুক্ত স্কুলের পূর্ব্বে সংখ্যা ৬২৭, ছাত্র সংখ্যা ৩৯০৫৭। গত বৎসরের স্কুল সংখ্যা ৬৫৩ ছাত্র সংখ্যা ৪১,৬৩৮। মধ্য শ্রেণীভুক্ত বাঙ্গালা পাঠশালা ১,০৫০ হইতে এখন ১,০৭৯ হইয়াছে; ছাত্র সংখ্যা ৫৯,২১৮। গুরু মহাশয়ের পাঠশালার সংখ্যা ৬২,৫৫১ ও ছাত্র সংখ্যা ৮,৯৩,৯৯১। গত বৎসর নিম্ন শ্রেণীভুক্ত পাঠশালার অন্য বৎসর অপেক্ষা এক লক্ষের অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগে ৭৫,৫১,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বঙ্গের ছোট লাট পীড়া প্রযুক্ত ছুটী লইয়া বিলাতে যাইবেন স্থির হইয়াছে। লায়াল সাহেব না কি তাঁহার বদলি হইবেন।

বড় লাট গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে হায়দ্রাবাদে গিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত নিজামকে ৫ তারিখে রাজ্যভার দিয়াছেন। আর একটী সুসংবাদ এই যে নিজামের একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে।

বিশপ মহাশয় আট দশ দিন কলিকাতায় থাকিয়া পুনর্ব্বার মণ্ডলী তত্ত্বাবধানে যাত্রা করিয়াছেন; উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য ভারতে, ও ছোট নাগপুরে যাইবেন। ১১ মার্চে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরুত্থানের পূর্ব্ব হস্তার্পণ সম্পাদন করিবেন। ১ এপ্রেলে ইংরাজিতে, ২ তারিখে বাঙ্গালা ভাষায় হস্তার্পণ হইবে। হস্তার্পণের সহভাগ গ্রাহীর কার্ড (পত্র) "বঙ্গবন্ধুর" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাওয়া যায়। এই দুই খানি কার্ডই বিশপ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া ছাপান হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় সুহৃদ অক্সফোর্ড মিসনের হরনবি সাহেব গত মাসের ১০ই তারিখে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহার বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ বিগত ২রা তারিখে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লন এবং স্মরণার্থক দুই চারিটী দেশীয় দ্রব্যাদি দিয়া এক খানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলেন।

গত জানুয়ারি মাসে ডাক্তার বারি সিডনির বিশপ ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান বিশপ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ৪৮ বৎসর হইল সিড্‌নির প্রথম বিশপ নিযুক্ত হয়, এক্ষণে সেই অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮ জন বিশপ মণ্ডলীর কার্য্য করিতেছেন।

গত বৎসরে ৯০০৩,৫৫,২২০ টাকা বিলাতের কর আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩,৬৯,০৬৫৪০ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে। সকল কর বিভাগে এই বৃদ্ধিটী দেখা যাইতেছে।

১৭৮৩ অব্দে সিবরি নামে একজন পুরোহিত আমেরিকায় প্রথম বিশপের পদে নিযুক্ত হন; এখন সেখানে ১৩৩ জন বিশপ আছেন। গত বৎসর অতি সমারোহের সহিত এই ঘটনার শতাব্দিক উৎসব পালন হইয়া গিয়াছে। কেন্টারবারির আর্চ বিশপ এই উপলক্ষে একখানি পত্র লিখিয়া একজন বিশপকে পাঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ডিউক অব্ কনাট আমাদের সম্রাজ্ঞীর নাকি অতি প্রিয় পুত্র এবং সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে পুত্রের বিচ্ছেদ হেতু এ বৎসর খ্রীষ্ট জন্মোৎসবে রাজ প্রাসাদে তাদৃশ ধুমধাম হয় নাই।

---

৮ মার্চ্চ অবধি অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। যাহারা পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহাদের নাম ও দ্রব্যাদি ছোট লাট সকলের সাক্ষাতে ৭ই তারিখে প্রকাশ করিবেন। ৮৫০০ লোক গড়ে প্রতি দিন তামাসা দেখিতে আসিয়া থাকে।

নববিধানীদের মত প্রধান আচার্য্যকে আমরা সকলে কেশব বাবু, কেশবচন্দ্র সেন বা মিঃ সেন ইত্যাদি বলিয়াই জানিতাম; কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা দেখিতে পাই তাহাকে এখন শ্রীকেশবচন্দ্র বই আর কিছু বলিতে চান না। ইহার ভাব কি?

বিগত মাসে পাদরি ব্ল্যাকেট সাহেব স্বদেশে গিয়াছেন। শুনিতে পাই তিনি এদেশে আর ফিরিয়া আসিবেন না।

আমাদের সম্রাজ্ঞী এপ্রেলের আরম্ভে ইউরোপে ভ্রমণ করিতে যাইবেন বলিয়া "অসবরণ" নামে জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে।

আমেরিকায় এলনয়া নগরে একটী আশ্রমিক বালিকা বিদ্যালয় পুড়িয়া গিয়াছে। ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ২২ জন মরে; কর্ত্রী ও কয়েকটি আশ্রমবাসিনী স্ত্রীলোক দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

বিউনস আইরিস রেল রোডের জন্য সেফিল্ড নগরে একখানি অদ্ভুত গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ৭০ ফুট লম্বা, ৯।৪ চৌড়া এবং ৯।৫ ঊর্দ্ধ। ধুম পানের কামরা, আহারের ঘর, শয়নাগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানের কিছুই অভাব নাই।

মিসেস জেনেসির বিষয় হইতে কলিকাতার কুষ্ঠালয়ের জন্য দশ হাজার টাকা দত্ত হইয়াছে।

আগামী বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এপ্রেল মাসে হইবে। প্রতি দিন প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কেবল একটি বিষয়ের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ৮ দিন, এফ্, এ, দশ দিন, বি, এ ছাত্রদের মনোনীত বিষয় বুঝিয়া ১০ দিন হইতে ১৩ দিন পর্য্যন্ত লাগিবে। পল্লিগ্রামস্থ পরীক্ষার্থীদের নিমিত্তে এই বন্দোবস্ত বোধ হয় সুবিধাজনক হইবে না।

সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়ামসের রাজপ্রতিনিধি গৃহে আতিথ্য কালে কৃষ্ণনগরস্থ পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

অভিনন্দন পত্র ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনুসংহিতার অনুবাদ এবং "বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত" পাঠ করিয়া উইলিয়ম সাহেব বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক একবার সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎ কালে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয়ের প্রস্তাব করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, ভারতে যেরূপ ভাবে প্রচার হওয়ার আবশ্যক তাহা হইতেছে না; দেশীয়গণ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বিজাতীয় বেশভূষণে অলঙ্কৃত হওয়ায় স্বদেশীয়লোকের সহিত প্রকৃত সহানুভূতি জন্মে না, সুতরাং আত্মীয়তা হিন্দু সমাজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। প্রচারকগণ যদি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন। তৎপরে পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে উত্তম মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন,আগামীতে প্রকাশ করা যাইবে।

আক্ষেপের বিষয় এবার বঙ্গ বন্ধু বাহির হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। সম্পাদকের প্রচার যাত্রা এবং অন্যান্য অনপেক্ষিত কারণ বশতঃ এরূপ হইয়াছে। ইহাতে আমরা বাস্তবিক লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা এপ্রেল ১৮৮৪। [৭ সংখ্যা।

অদ্বৈতবাদোৎপন্ন ব্রহ্মবাদ।

ভূমণ্ডলের যে খণ্ডে যাও, যাহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি বর্ব্বর, সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তারস্বরে তোমার নিকট অদ্বৈতবাদের কথা প্রচার করিবে। জগৎ এবং ব্রহ্ম এক পদার্থ, জগৎ রূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত বা ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ, এ সকল দার্শনিক তত্ত্ব তাহারা কোথা হইতে পাইল? বড়২ ইউরোপীয় পণ্ডিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বৌদ্ধ মত ও আংশিক অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়া যাইতেছেন, ভারতের প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সেই মত প্রতি গৃহে, প্রতিজনের হৃদয়ে, জাগ্রত রূপে বিরাজ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, অদ্বৈতমতে কি কোন সৎ শিক্ষা বা জ্ঞান লাভের উপায় নাই? অনেকে হয় ত নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বক্রোক্তিতে বলিবেন, অদ্বৈতবাদ পাষণ্ডবাদ; অদ্বৈতবাদে আবার জ্ঞান লাভের কি উপায় আছে? যাহার সার কথাই সকলই ব্রহ্ম, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি বিশ্ব সংসারে যাহা স্পষ্ট দৃশ্য কি অদৃশ্য আছে, যখন সকলেই সেই মহান্ পুরুষের সম জাতীয়, তখন অদ্বৈতবাদের ন্যায় ঘৃণনীয় মত আর কি আছে? আমরা তদুত্তরে তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাহি যে, যদি অদ্বৈতবাদের মৌলিক সত্য এতদূর দূষিত, তবে পৃথিবীস্থ পণ্ডিতগণ কি জন্য অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন? সাধারণ লোকে অদ্বৈতবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, আমরা তার ঘোর বিদ্বেষী; কিন্তু অদ্বৈতবাদের মূল সৌন্দর্য্য অতি মধুর, বাহিরে অদ্বৈতবাদের যে সমস্ত দোষ দেখা যায়, নিবিষ্ট চিত্তে অদ্বৈতবাদ বিবেচনা করিলে ইহাই মীমাংসিত হইবে যে, প্রত্যেক

বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং সেই সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত এরূপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, যাহাতে অজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করে যে ঐ সমস্ত বস্তু গুলিই ঈশ্বর, তাঁহার কার্য্য দেখিয়া কারণের ব্যাখ্যা করিয়া মুগ্ধ হয়। আমরা বলি, সৃষ্ট বস্তুতে যদি ঈশ্বরের এরূপ মঙ্গলময় ভাব দৃষ্ট হয়, তবে ইহা কি অনুমিত নয় যে অদ্বৈত বাদ আস্তিকতার প্রধান পরিচায়ক, এবং ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি এমত করুণা দেখাইতেছেন যাহাতে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে দূর নহেন, তিনি উদাসীন নহেন, যেন ছায়ার ন্যায় আমাদিগের উপর তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত সম্প্রসারিত রহিয়াছে? এই অদ্বৈতবাদের মধ্য হইতেও বিশ্বাসী সম্প্রদায় ঈশ্বরের করুণা ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে আছি বা ঈশ্বর আমাদিগের হইতে দূরে আছেন, ইহা চিন্তা করিলেও হৃদয় হতাশ্বাসে কাঁদিয়া উঠে, প্রাণ সেই প্রাণেশ্বরের জন্যে আকুলিত হইয়া বিশ্বাস যে প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চিত মূল কারণ তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা অশান্তিপ্রদ শব্দ শব্দভাণ্ডারে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি নহে। মনে করুন ঈশ্বর যিহুদীয়দিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে দিবাতে মেঘ স্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নি স্তম্ভে সঙ্গে২ ছিলেন ইহার ভাব কি? ঐ অগ্নি ও জলস্তম্ভে তিনি তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত যিহুদীদিগকে দেখাইয়া সেই ঘোর বিদেশ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। সামান্য লোকে হয় ত বিশ্বাস করিত যে, ঐ স্তম্ভদ্বয়ই ঈশ্বর; বাইবেলের সত্য যাহারা পায় নাই, তাহারা এই ঘটনা হইতে অদ্বৈতবাদের ছায়া পাইল, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত যে আমরা, আমরা বুঝিয়া লইলাম যে, ঐ স্তম্ভদ্বয় আর কিছুই নহে, মাত্র ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত, অন্ধকারের পক্ষে আলোক স্বরূপ এবং প্রচণ্ডাতপ নিবারণের পক্ষে সুশীতল ছায়া স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর কুসংস্কারাবিষ্ট চিত্তের মোহান্ধকার বিনাশে দীপ্তি আর নিরাশ্বাস হৃদয়ের সান্ত্বনা। বস্তুতঃ খ্রীষ্টও বলেন, আমি আলো স্বরূপ। তিনিই আলোর উৎস। আমরা তাঁহা হইতে আলোক পাইয়া অদ্বৈতবাদীর অন্ধকারের নিকট আলো স্বরূপ হইয়াছি। এই অদ্বৈতবাদের সত্য ছায়া কি আমরা প্রেরিত পৌলের পত্রেও পাঠ করি না? তিনি বলেন, তাঁহাতেই আমাদিগের সত্ত্বা ও জীবন। পাঠক! বিবেচনা করুন, ঈশ্বরে আমাদিগের সত্ত্বা ও জীবন, ইহাতে আমরা কি বুঝিয়া লইব? আমরা কি বুঝিব না যে, আমাদিগের অস্তিত্ব ও জীবন তাঁহারই মঙ্গলময় হস্তের অধীনে রহিয়াছে। বস্তুতঃ তিনিই আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষা কর্ত্তা, তিনি আমাদিগের হইতে দূরে নহেন, তিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। আহা, কেমন সুমধুর সান্ত্বনাপ্রদ বাক্য! আহা, কেমন শান্তিদায়ক কথা! শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় অমৃত সাগরে যেন ডুবিয়া যায়।

কএক দিবস হইল আমাদিগের ২টী মিসনরী ভ্রাতা তারকেশ্বরে প্রচারার্থে গমন করেন। তথায় যাইয়া তাঁহারা

১।১ টী অদ্বৈতবাদী পরমহংসের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। মিসনরীদ্বয় বাইবল দ্বারা অদ্বৈতবাদীর প্রকৃত তত্ত্ব পরমহংসকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা যদি প্রচার ক্ষেত্রে কার্য্য করি, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভে সমর্থ হইতে পারি। যাঁহারা বেদান্তদর্শন উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দর্শন হইতে অদ্বৈতবাদের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া আনন্দিত হয়েন।

আমরা আশা করি, আমাদিগের প্রচারকগণ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য প্রস্তুত হউন। আর খ্রীষ্টীয়ান্ স্কুল কালেজ প্রভৃতিতেও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ইহা কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা অবগত হইয়া কার্য্যারম্ভ করুন।

সত্য "নববিধান"।

কেশব বাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে বলিয়া যে তাঁহার আবিষ্কৃত অথবা প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রতি আমাদের বড় শ্রদ্ধা আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে উপায়ে মত প্রণালী সংগঠন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি আমাদের কিছুই আস্থা নাই। তিনি যে সজ্ঞানে প্রতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে সাহস করি না, এবং বলা উচিতও নহে। কিন্তু তিনি যে আপনাকে সম্যক্ প্রকারে প্রতারিত হইতে দিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই রূপে প্রতারিত হইয়া গিয়াছেন। ইহার একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মহম্মদ। মহম্মদ যে সর্ব্বতোভাবে প্রতারক ছিলেন তাহা আমরা মানি না। মহম্মদের অনেক গুণ ছিল। কার্লাইলের সঙ্গে আমরা মহম্মদের বীরত্বের প্রশংসা করিতে পারি। কার্লাইলের সহিত কল্পনাসক্ত হইয়া আমরা মহম্মদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে পারি, এবং সরলভাবে বলিতে পারি যে মহম্মদ অনেক অংশে সরল ছিলেন, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মহম্মদ ঘোরতররূপে প্রতারিত হইয়াছিলেন। কেশববাবুও ঘোরতর রূপে প্রতারিত হইয়াছিলেন। সুলভ সমাচার ও লিবরাল পত্র আজ কাল কেশববাবুর বিষয়ে যে প্রকারে লিখিতেছেন, তাহাতে কেবল আমাদের অভক্তিরই উদয় হইতেছে, আর কিছু নহে। তিনি বিশেষরূপে আদেশ দ্বারা চালিত হইতেন, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রেরিত ও নিযুক্ত, তিনি সকল পূর্ব্বগত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন, তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, আর কেহ সে কাজ করিবার উপযুক্ত

নহে, এ সব পাঠ করিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। তিনি যে কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তো তাহা কিছুই দেখিতে পাই না। তাঁহার শিষ্যগণ বলিবেন, তিনি যে নববিধান দিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার অসাধারণ কার্য্য। এখন দেখা যাউক, নববিধানে এমন কি বিষয় আছে যাহাতে তাঁহার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নববিধান কি আজকালের বিষয়? না যে চূড়ান্ত নববিধান আঠার শত বৎসর-গত হইল দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনুষ্যের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধিত হয় না? বাক্ চাতুর্য্যে প্রবঞ্চিত হইবার কোন দরকার নাই। জন মোরলে 'বিখ্যাত এমারসনের সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী যাহাকে "পাপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার বাস্তবিকতা না গ্রাহ্য করিলে জীবনের সমন্বয় হইতে পারে না। বস্তুবিক দেখিতে গেলে জানা যাইবে যে, ধর্ম্ম অতি সহজ পদার্থ। পাপ একটী মৌলিক পদার্থ। পাপ ও মুক্তি বিশদরূপে বিবৃত করাই প্রকৃত ধর্ম্মপুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। এই উচ্চ,এই সার বিষয় কি বাইবল দ্বারা প্রচারিত হয় নাই? ঈশ্বর আমাদের পিতা,মনুষ্য ঈশ্বরের সন্তান, এই মৌলিক বিষয় কি অনেক দিন হইল প্রমাণীকৃত হয় নাই? তবে কেন নূতন আড়ম্বর? তবে কেন মনুষ্যকে সত্য পথ হইতে ভ্রান্ত করিবার এত চেষ্টা? তবে সরল ধর্ম্মপথকে জটিল ও দুরূহ করিবার আবশ্যকতা কি? লোকে বলিতে পারে, কেশব বাবু পরস্পর বিরুদ্ধ মতকে সমন্বয় করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলিবেন, এরূপ চেষ্টা ও উদ্যম পণ্ডশ্রম মাত্র। যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা সমন্বিত হইতে পারে না। যাহারা অদূরদর্শী তাহারাই এই রূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। অন্ধকারকে আলোকের সহিত সমন্বয় করা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে যে২ সত্য আছে, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ সত্য নহে। তাহা ঈশ্বরের জাজ্বল্যমান সত্য। খ্রীষ্টীয়ানেরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ সত্য যে সকলই সত্য, তাহা কখন হইতে পারে না। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের সত্য হইতে পারে না। যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হয়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হইতে পারে না। ইহা কি চিন্তাশীল পাঠকের বোধ নাই? তবে নব বিধানীদের এরূপ বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? এমন কি সত্য কেশব বাবু শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা বাইবেলে পাওয়া যায় না? যদি কেহ এমন সত্য দেখাইয়া দিতে পারেন, আমরা তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইব। অবশেষে আমরা বলি, নূতন নিয়মের (New Testament) হিব্রীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ে যে কথাগুলি লেখা আছে, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিলে কেশববাবু একটী ভ্রান্তিপূর্ণ প্রলাপময় বিধান সংগঠন করিতে বৃথা যত্ন করিতেন না। সে কথাগুলি এই "যে ঈশ্বর পূর্ব্বকালে

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ দ্বারা বহুভাগে ও বহুরূপে কহিয়াছিলেন, তিনি এই শেষ কালে আপন পুত্র দ্বারা আমাদিগকে কহিয়াছেন। তিনি সেই পুত্রকে সর্ব্বাধিকারী করিয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা সকল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের ভাষ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষায় মণ্ডলীর একখানি সম্পূর্ণ প্রার্থনা পুস্তক নাই। যাহা আমাদিগের মধ্যে চলিত, তাহাতে কোন২ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে বা সংক্ষেপ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার উদাহরন মুখপত্রে স্পষ্ট দেখা যায়। ইংরাজি মুখপত্রে যাহা আছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এই, "সাধারন প্রার্থনা পুস্তক এবং ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর বিধানানুসারে, মণ্ডলীর সংস্কার ও অন্যান্য রীতি ও ক্রিয়া কাণ্ডের সম্পাদন। মণ্ডলীতে গান বা পাঠ করণের জন্য অঙ্কিত দাবীদের গীত। বিশপ, পুরোহিত ও সেবক নিয়োগ, উৎসর্গ বা অভিষেকের বিধান কিম্বা ধারা।" ১৬৬১ শকে এইরূপ ছিল এবং এখনও তাহাই আছে। "মণ্ডলী" শব্দে সার্ব্ব মণ্ডলী বুঝিতে হইবে, কেননা "সংস্কার ও অন্যান্য রীতি ও ক্রিয়া" সম্পাদনে ইহারই অধিকার; এবং দেশ কাল ও পাত্র ভেদে এই সকলের ভাবান্তর হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল সম্পাদনের বিধানে স্থানীয় বা কোন বিশেষ দেশীয় মণ্ডলীর বিশেষ ধারা আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে ও দেশ দেশান্তরে তাহার ভেদাভেদও হইতে পারে। সুতরাং এই প্রার্থনা পুস্তকে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীরই ধারার আদেশ আছে এবং কালক্রমে আমাদের দেশে স্থাপিত মণ্ডলীর দ্বারা তাহার প্রকারান্তর হইতে পারে ও হইবে।

"সংস্কার" ছাড়া মণ্ডলীতে যে সকল প্রথা আছে, "রীতি ও ক্রিয়া কাণ্ড" শব্দদ্বয়েতে সেই সকল বুঝিতে হইবে।

১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মুখপত্র। "সাধারন প্রার্থনা পুস্তক এবং ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর বিধানানুসারে, মণ্ডলীর সংস্কার ও অন্যান্য রীতি ও ক্রিয়াকাণ্ডের সম্পাদন"।

১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে "মণ্ডলীর" অর্থাৎ "সার্ব্বমণ্ডলীর" এই শব্দটী উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাছে ইহাতে মণ্ডলীর সার্ব্বত্রিকতা ভাবের ব্যাঘাত হয়, এই জন্য "মণ্ডলীর" শব্দটী ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থনা পুস্তকের মুখপত্রে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করা যায়।

পাঠকবর্গের মধ্যে যাহাদের নিকট পুরাতন বাঙ্গালা বা ইংরাজি প্রার্থনা পুস্তক আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ইহার মুখ পত্রে "ইংলণ্ডের মণ্ডলী" স্থলে ইংলণ্ড ও "আয়ার্লণ্ড" মণ্ডলী লেখাছিল; সুতরাং তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "আয়ার্লণ্ড" শব্দটীর লোপ কেন হইল? তাহার বিবরণ এই। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের রাজকীয় একতা স্থিরীকৃত হয়, সুতরাং

সেই সঙ্গে২ দুই শাখা মণ্ডলীর জাতীয় ও রাজকীয় একতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড মণ্ডলী যেমত সার্ব্ব মণ্ডলীর এক শাখা, আয়ার্লণ্ড মণ্ডলীও তদ্রূপ; অতএব এই দুইয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় একতা ছিল, এখনও আছে। তবে দুই মণ্ডলীর উক্ত যে জাতীয় ও রাজকীয় একতা স্থির হইয়াছিল, তাহাই ১৮৬৯ অব্দের ব্যবস্থা দ্বারা লোপ হয়। অর্থাৎ আয়ার্লণ্ডের মণ্ডলী আর পার্লেমেন্টের অধীন রহিলেন না, সুতরাং ধর্ম্ম সম্পর্কে পার্লেমেন্টের আর কোন আধিপত্য না থাকায় আয়ার্লণ্ডের মণ্ডলীকে প্রার্থনাপুস্তক গ্রহণ করিতে বলা অসঙ্গত হয়। এই জন্য "আয়ার্লণ্ড" শব্দটী লোপ করা হইল। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের মণ্ডলী কোন২ বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এই প্রার্থনা পুস্তকই ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেহেতুক এই সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের সারাংশ গুলি কোন কাল, দেশ বা লোক বিশেষের জন্যে সৃষ্ট হয় নাই বরং দেশ কাল পাত্রের অভেদে সার্ব্ব মণ্ডলীর সকলের পক্ষে ব্যবহার্য্য।

নির্ঘণ্ট।

১ ভূমিকা। ২ মণ্ডলীর সেবা। ৩ ক্রিয়া কাণ্ডের লোপ করা এবং চলিত রাখার কারণ। ৪ গীতাবলী পাঠের ধারা। ৫ অবশিষ্টাংশ পবিত্র গ্রন্থ পাঠের নিয়মিত ধারা। ৬ বিশেষ পাঠের ও গীতের তালিকা। ৭ পঞ্জিকা ও পাঠাবলী। ৮ সম্বৎসরের উৎসব এবং উপবাসের তালিকা ও বিধান। ৯ প্রাতঃ প্রার্থনা বিধান। ১০ সায়ং প্রার্থনা বিধান। ১১ সাধু আথানাস্যের বিশ্বাসাবলী। ১২ লিতানিয়া। ১৩ নৈমিত্তিক প্রার্থনা ও ধন্যবাদ। ১৪ সম্বৎসরের পবিত্র সহভাগ সম্পাদনে ব্যবহার্য্য সঙ্কলিত প্রার্থনা, লিপি ও সুসমাচার। ১৫ পবিত্র সহভাগ সম্পাদন বিধান। ১৬ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বাপ্তিস্ম বিধান ১৭ বয়ঃপ্রাপ্ত দিগের বাপ্তিস্ম বিধান। ১৮ কাটিকিস্ম। ১৯ নির্দ্ধারণ বিধান। ২০ বিবাহ সম্পাদন পদ্ধতি। ২১ রোগীদের অবেক্ষণ ও সহভাগের বিধান। ২২ মৃতদের কবর বিধান। ২৩ প্রসবানন্তর ধন্যবাদ। ২৪ তর্জ্জন বিধান। ২৫ গীতাবলী। ২৬ সমুদ্র যাত্রায় প্রার্থনার বিধান। ২৭ বিশপ পুরোহিত এবং সেবক নিয়োগের এবং ২০ জুনের অর্থাৎ ২৮ রাণীর অভিষেক দিনের প্রার্থনা পদ্ধতি। নিম্ন লিখিতটী প্রার্থনা পুস্তকে রাখা পরামর্শ সিদ্ধ নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ২৯ উনচল্লিশ ধর্ম্ম প্রকরণ। নানা কারণ বশতঃ তিনটী প্রার্থনা পদ্ধতি প্রার্থনা পুস্তকে রাখা পরামর্শ সিদ্ধ নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১। পঞ্চম তারিখের ধন্যবাদ। অর্থাৎ যে দিনে কতকগুলি পাষণ্ড লোক রাজা প্রথম জেমস ও পার্লমেন্টকে বারুদ দ্বারা নষ্ট করিবার বৃথা চেষ্টা করে। এই দিনেতে তৃতীয় উইলিয়মের আগমনে ইংলণ্ড দেশ ও মণ্ডলী মহাবিপদ হইতে রক্ষা পায়। ২। জানুয়ারির ৩০ তারিখের প্রার্থনা ও উপবাস। এই দিনে কতকগুলি রাজবিদ্রোহী ও দুরাত্মা লোক প্রথম চার্লসকে হত্যা করে। ৩। মে মাসের ২৯ তারিখের

প্রার্থনা ও ধন্যবাদ। এই দিনে দ্বিতীয় চার্লস পৈত্রিক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই নির্ঘণ্টটী ১৬৬১ অব্দের প্রার্থনা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হয়। ১৫৪৯ ও ১৫৫২ অব্দের নির্ঘণ্টে অনেক গুলি বিষয়ের অভাব ছিল, কিন্তু তাহার উল্লেখ এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন।

যজমান কিং প্রকারে আপন পুরোহিতের সাহায্য করিতে পারেন।

২য় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে মণ্ডলীর অপর সাধারণ সভ্যের কিং কর্ত্তব্য তাহা দেখা আবশ্যক। এই কর্ত্তব্য চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রত্যেকের আপনং ও আপনং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য; (২) খ্রীষ্টীয় প্রতিবেশীগণের পক্ষে কর্ত্তব্য; (৩) পুরোহিতের যাজন কার্য্য বিষয়ে কর্ত্তব্য, এবং (৪) পুরোহিতের প্রতি কর্ত্তব্য।

(১) প্রত্যেকের আপনং ও আপনং পরিবারের প্রতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, নিজে অথবা পরিবারের মধ্যে সকলে খ্রীষ্ট যীশুকে পরিত্রানকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে কি না তাহা দেখা। খ্রীষ্টীয়ানসমাজভুক্ত কোনং ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, যাঁহাদিগের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ; তাঁহারা হয়ত পুরোহিতকে এ কথা বলিতে ভয় করেন; কিন্তু এইরূপে চিকিৎসকের নিকট রোগ গোপন করা অতিশয় ভ্রম। যাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ সন্দেহই হউক, সকলই পুরোহিতের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; আর তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেই ব্যবস্থানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য। পুরোহিতদিগেরও তাঁহাদিগের পালের সকলে প্রকৃত বিশ্বাসী কি না তাহা আপনাদিগের সপ্রেম আলাপ দ্বারা জানা আবশ্যক। অনেক সময় এমত দেখিতে পাই যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলেও অনেকের মণ্ডলীর নিয়মাদির প্রতি অশ্রদ্ধা আছে; তাঁহারা মনে করেন, খ্রীষ্ট পরিত্রাণ কর্ত্তা একথা শত মুখে বলিব, কিন্তু একবার ব'স একবার উঠ,একবার এমুখ ফির, একবার হেঁট হও, এ সমস্ত যে নিতান্ত ভুল ইহা একবারে স্বতঃসিদ্ধ। এ সমস্ত সন্দেহের বিষয়ও তাঁহাদিগের পুরোহিতের নিকট প্রকাশ করা উচিত।

আবার কখনং এমত দেখা যায়,পিতা মাতা উত্তম খ্রীষ্টীয়ান,কিন্তু পুত্র কন্যাগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম নিতান্ত পাগলামি মনে করে, পিতামাতা তজ্জন্য সর্ব্বদাই দুঃখিত; পুত্রকন্যাগণকে সর্ব্বদা ভৎ'সনা করেন, তাহারা যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন, কিন্তু লোকজনের সমক্ষে বিশেষ পুরোহিতের সমক্ষে, একটু দোকানদারি করিয়া দেখান, যেন তাহারা বড় ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে, ধর্ম্মগীত গান করিতে এবং উপাসনালয়ে গমন করিতে বড় মনোযোগী। ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভুল। পুত্রকন্যাগণ যাহাতে অনন্তকাল রক্ষা পায়, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ অপমান স্বীকার করিয়া

তাহাদিগের কিসে মঙ্গল হইবে তজ্জন্য পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করা উচিত।

বিশেষং সময় প্রত্যেকের পুরোহিতের পরামর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; যথা, শিশুগণের বাপ্তিস্ম, বালক বালিকাগণের নির্দ্ধারণ, প্রভুর ভোজন, পরিবারের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষ পাপের প্রতি আসক্তি, বিবাহ, এবং কোন সাংঘাতিক পীড়া। এই শিক্ষা যে আবশ্যক, সে বিষয় পুরোহিতকে অবগত করা যজমানের বিশেষ কর্ত্তব্য। নতুবা হয়ত, পুরোহিত অন্যান্য কর্ম্মের ব্যস্ততায় ঐ সমস্ত বিষয় অবগত না থাকিতেও পারেন। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যেকের কিং আবশ্যক, তাহা পুরোহিতকে অবগত করিলেও তাঁহার কার্য্যের অনেক সাহায্য করা হয়।

(২) খ্রীষ্টীয় প্রতিবেশীগণের প্রতি আমাদিগের দুই প্রকার কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদিগের ধর্ম্মোন্নতি হইতেছে কি না তাহা দেখা এবং তাঁহাদিগের কোন ঐহিক ক্লেশ আছে কিনা তাহাও জানা। কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ দোষে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে নিজে কিছুতে তাহার উপকার করিতে না পারিলে, তাহার বিষয় পরামর্শ করিলে পুরোহিতের কার্য্যের সহায়তা করা হয়। প্রতিবেশীর মধ্যে সকলের বাপ্তিস্ম ও নির্দ্ধারণ হইয়াছে কি না সকলেরই তাহা দেখা কর্ত্তব্য। প্রভুর ভোজন গ্রহণে যাহাতে প্রতিবেশীগণের প্রবৃত্তি জন্মে তজ্জন্য চেষ্টা করা। এবং প্রতিবেশীগণকে উপাসনালয়ে যাইবার উৎসাহ দেওয়াও তাহাদিগের এক কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার প্রধান উপায় এই যে, যাঁহারা উপাসনালয়ে যাইতে ভাল বাসেন, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর ভোজ সংস্কারদ্বারা প্রভুকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা যেন কিছুং সময় প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব সংরক্ষণার্থে ব্যয় করেন। তাঁহাদিগের সহিত আলাপ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতিবেশীগণের অনেক উপকার হওয়া সম্ভব।

প্রতিবেশীর ঐহিক বিষয়ও সকলের দেখা কর্ত্তব্য। কাহারও চাকরি না থাকিলে, অথবা ঘরে চাউল না থাকিলে তাহাকে যেন পাদ্রির বাড়ী দৌড়াইতে না হয়; ভ্রাতৃপ্রেম থাকা কেবল পাদ্রিরই কার্য্য এরূপ নহে, পরস্পরের ভার বহন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং খ্রীষ্টীয়ানের তাহা অধিক কর্ত্তব্য। অতএব ঐহিক অভাবের জন্য পুরোহিতের মুখাপেক্ষা করা নিতান্ত অসঙ্গত। হিন্দুরা এরূপ কখন মনেও ভাবে না যে, ঘরে চাউল বাড়ন্ত হইলে পুরুত মহাশয়ের বাড়ী যাই। গুরুপুরোহিতকে দিতেই হয়, এই তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এবং এই সংস্কারানুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সমক্ষে ঈশ্বরের বাক্য থাকাতেও আমরা সে বাক্য মানি না; ধর্ম্মার্থে দশমাংশ ব্যয় করা আমাদের পক্ষে পুস্তকের কথা মাত্র। পুরোহিত কিন্তু পঞ্চমাংশ দিয়াও গালাগালি এড়াইতে পারেন না। অতএব প্রতিবেশী খ্রীষ্টীয়ানগণের কষ্টের অবস্থায় তাহাদিগের সাহায্য করিবার চেষ্টা

করিলে পুরোহিতের অনেক সহায়তা করা হয়।

পুরোহিতের যাজন কার্য্য সম্বন্ধেও যজমান কখন সাহায্য করিতে পারেন। আমরা সকলে যে মণ্ডলী সংক্রান্ত সে মণ্ডলীতে যাজন কার্য্য সম্বন্ধে সহায়তা করা অনেক সহজ। প্রার্থনা পুস্তকে কোন্ সময়ে কি করা বিহিত তাহা স্পষ্ট লিখিত আছে। পুরোহিতের আদেশানুসারে কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা জানিতে পারিলে অনেকে অনেক কার্য্য করিতে পারেন। বিশেষ যেং পল্লিতে পুরোহিত নাই, সেইং পল্লিতে পল্লিস্থ কোন ধার্ম্মিক ও প্রবীণ ব্যক্তি পুরোহিতের আদেশানুসারে মণ্ডলীর অনেক কার্য্য চালাইতে পারেন। মিসন কার্য্য অর্থাৎ অবিশ্বাসীগণের সমক্ষে খ্রীষ্ট বিষয়ক অমূল্য বার্ত্তা প্রচারও পুরোহিতের আদেশানুসারে যজমান অনেক সময়ে সাধন করিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য যে অনাদিষ্ট হইয়া যেন এরূপ কার্য্যে কখন হাত না দিই। অশিক্ষিত লেম্যান কখনং সদভিপ্রায়ে অবিশ্বাসীগণের নিকট প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া বরং অনেক সময় ইহার অগৌরব করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক এ সম্বন্ধে আরও কিছু পশ্চাৎ বলিব।

(৪) আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, পুরোহিত ও যজমানের প্রভেদ নিতান্ত আবশ্যক। সাধু পৌল বলেন "যাঁহারা সুসমাচার প্রচার করেন, সুসমাচারই তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হওয়া আবশ্যক"। সাধু পৌল নিজে কখনং তাম্বু নির্ম্মাণরূপ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও, সুসমাচার প্রচারকদের ব্যবসায় না করিয়া একাগ্রমনা হইয়া সমস্ত জীবন ধর্ম্মশাস্ত্র অন্বেষণে, সুসমাচারের প্রচারে ও মণ্ডলীর পরিচর্য্যায় ক্ষেপণ করা নিতান্ত আবশ্যক ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ও মণ্ডলীর অন্যান্য ব্যয়, যথা বিধবা ও অনাথাদিগের ভরণ পোষণ, নির্ব্বাহার্থে, অর্থ আবশ্যক ও সেই অর্থ বিশ্বাসীদলের অর্থাৎ সাধারণ লেইটী হইতে না আসিলেও চলিবে না, ইহা প্রেরিত-প্রধান পৌলের প্রায় প্রত্যেক পত্রে প্রকাশিত আছে। সে কালেও এই সকল বিষয়ের জন্য যেরূপ অর্থ প্রয়োজন হইত, একালেও তদ্রূপ হইয়া থাকে; বরং সে কাল অপেক্ষা একালে অর্থের শতগুণ অধিক আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই অর্থ সঞ্চয় ও দান করা লেইটীর আর এক প্রধান কার্য্য। পুরোহিতের ভরণপোষণ করা, মণ্ডলীর পরিচর্য্যা কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দান করা, অথবা বিধবা ও অনাথাগণের তত্ত্বাবধান করা, ভার স্বরূপ জ্ঞান না করিয়া, বরং প্রধান এক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করত তাহা করিবার সুবিধা পাইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। কোনং মণ্ডলীতে হয়ত ৫০ ঘর খ্রীষ্টীয়ান আছে; কিন্তু সেখানকার পুরোহিতের গৃহসংস্কার বিদেশীয় অর্থ হইতে চলিতেছে, ইহা নিতান্ত কলঙ্কের বিষয়। বোধ হয় এই কারণেই বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানের দেশ বিদেশে অপযশ। বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান

ভাত খাইয়া উপকার বোধ করেন, এ কারণ ভাতের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, কিন্তু বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান উপাসনালয়ে গিয়া, প্রভুর শরীর ও রক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া উপকার বোধ করেন না, এজন্য সে বিষয়ে পরিশ্রম বা ব্যয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা কি হইতে পারে? দেশ বিদেশের লোকে বলিয়া থাকে, সকল খ্রীষ্টীয়ান অপেক্ষা বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান ওঁছা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালী অপেক্ষা সাঁওতাল ভাল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালী অপেক্ষা কোল ভাল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালী অপেক্ষা মান্দ্রাজী ভাল। কেবল অর্থ দান দ্বারা যে মণ্ডলীর কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে, সুদ্ধ এমত নহে, ইহা দ্বারা আমাদিগের অপকলঙ্ক ও ঘুচিবে। আমরা পূজা করিব, বিলাতের লোকে আমাদিগের পূজাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে; আমাদেরই আত্মার পোষণের জন্য পুরোহিত যাজন ক্রিয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিকট উপকার স্বীকার আমরা না করিয়া সহস্র২ ক্রোশ অন্তরের লোকেরা করিবে; আমাদিগের পল্লির অনাথা ও বিধবাদিগের কি হইবে, এ বিষয় ভাবিবার লোক ও তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিবার লোক এ পল্লিতে দূরে থাকুক, এ মহাদেশের মধ্যে কেহ নাই; কি ভয়ঙ্কর কথা! এ কথা যাহাতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঘরে২ প্রতিধ্বনিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের লজ্জার উদ্রেক করে, তাহার উপায় বিধান করাও যজমানের এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লজ্জার উদ্রেক করিতে পারিলে তবে অর্থ-সঞ্চয়ের কথা।

(ক্রমশঃ)

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুর ভোজে বিশ্বাসী বর্গের সহভাগিতা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু প্রভুর ভোজ যে কেবল পবিত্র সহভাগ রূপে উক্ত হইয়াছে তাহা নহে; ইহাকে "ইউখ্যারিষ্ট" অথবা প্রশংসা ও ধন্যবাদের বলিও বলা যায়। সাধু পৌল ১ করি, ১৫ অধ্যায়ের ষোড়শ পদে বলেন, "তোমার ইউথ্যারিষ্ট (অর্থাৎ ধন্যবাদের বলির সময়) অজ্ঞান ব্যক্তি কি রূপে আমেন বলিবে?" প্রাচীন মণ্ডলী মলাখী প্রবাচকের নিম্নলিখিত বচনে ধন্যবাদ সূচক বলির নিদর্শন দেখিতেন। "সূর্য্যোদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত আমার নাম বিজাতিদের মধ্যে মহান্ হইবে এবং সর্ব্বস্থানে আমার নামে ধূপ ও বিশুদ্ধ বলি উৎসর্গীকৃত হইবে।"

জষ্টিন মার্টর বলেন, উক্ত বচনে "ইউথ্যারিষ্টের রুটী ও পানপাত্র নিদর্শিত হয়।" পলিকার্পের শিষ্য ইরেনিউস বলেন, "সৃষ্টির প্রথম ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ কর, এই কথা খ্রীষ্ট নিজে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার যে তাহাতে প্রয়োজন আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্ট একটী সৃস্বষ্ট দ্রব্য রুটী

লইয়া ধন্যবাদানন্তর বলিলেন, "ইহা আমার শরীর।" আর একটী সৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ দ্রাক্ষারস লইয়া বলিলেন "ইহা আমার রক্ত।" ইরেনিউস গ্রন্থের সম্পাদক ডাক্তার গ্রেব্ বলেন, "মণ্ডলীর প্রাচীন আচার্য্যগণ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেন যে, পুণ্য সহভাগ সুসমাচার সম্বন্ধীয় বলি। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাহা সৃষ্টির প্রথম ফল স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠার পরে তাহা খ্রীষ্টের নিগূঢ় দেহ এবং রক্ত" ইত্যাদি।

সাধু ইরেনিউস বলেন, "রুটী পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা প্রার্থনার পর ইহা সামান্য রুটী থাকে না। এই ইউথ্যারিষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত। একটী পার্থিব, আর একটী স্বর্গীয় বস্তু। আমাদের দেহ ইউথ্যারিষ্ট গ্রহণ করিয়া আর নশ্বর থাকে না, কিন্তু পুনরুত্থানের আশায় সবলীকৃত হয়।"

প্রাচীন আচার্য্যগণ যদিও বাস্তবিক খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি স্বীকার করিতেন, তথাপি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করিতেন। সাধু ক্রুসস্তম হিব্রিয় পত্রের দশম অধ্যায় নবম পদের ভাষ্যে বলেন, "আমরা ক্রুশে একবার উৎসর্গীকৃত খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ স্মরণ করি।" সাধু আগষ্টিন বলেন, "আমরা সেই অতীত যজ্ঞের স্মরণার্থক উৎসব পালন করি।" বনিফ্যাসের প্রতি পত্রে উক্ত মহাত্মা বলেন, "সংস্কারকে যজ্ঞ বলা যায়, কেননা ইহা খ্রীষ্টকৃত যজ্ঞের সাদৃশ্য।" রোমের বিশপ গেলাসিউস (৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে) বলেন, "আমরা যে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের সংস্কার গ্রহণ করি, তাহা ঐশিক বস্তু হইলেও রুটী ও দ্রাক্ষারসের সত্ত্বা লোপ হয় না।" থিয়ডোরেট নামক একজন আচার্য্য বলেন, "প্রতিষ্ঠা প্রার্থনার পর রুটী ও দ্রাক্ষারস আপন২ প্রকৃতিহীন হয় না।"

জষ্টিন মার্টর দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে খ্রীষ্টীয় সংস্কার এবং প্রভু বাসরীয় উপাসনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা অত্যাবশ্যকীয় বোধে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষা সত্য বলিয়া যাহাদের ধারণা ও বিশ্বাস আছে, তাহারা আমাদের শিক্ষা পালন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায় যেন তাঁহারা উপবাস প্রার্থনা এবং গত পাপ ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে উপবাস ও প্রার্থনা করি। তাহার পর তাহারা একটী জলাশয়ের নিকটে নীত হন এবং আমরা যেরূপে পুনর্জ্জাত হইয়াছিলাম তাঁহারাও সেই রূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন, কেননা তথায় তাঁহারা বিশ্বপতি ঈশ্বর পিতা, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যেশুখ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মার নামে প্রক্ষালিত হন। যিনি আমাদের শিক্ষায় অনুমোদন, ও বিশ্বাস স্বীকার করিয়া ধৌত হইয়াছেন তিনি তৎপরে ভ্রাতৃগণের সমাজে নীত হন। তখন আমরা আপনাদের, বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত এবং অন্যান্য সকলের জন্য ব্যাকুলতা সহকারে প্রার্থনা

করি যেন আমরা সকলে সৎকর্ম্মের পথে বিচরণ করিবার উপযোগী হইয়া অবশেষে অনন্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই।

প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে আমরা পরস্পরকে পবিত্র চুম্বন দ্বারা অভিবাদন করি। তাহার পরে সভাপতির নিকট রুটি আনীত হয় এবং জল এক পাত্র দ্রাক্ষারসে মিশ্রিত হয়। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বপতি পিতার প্রশংসা ও গৌরব করেন এবং ঈশ্বর আমাদিগকে এই দানের যোগ্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে থাকেন। প্রার্থনা ও ধন্যবাদ সমাপ্ত হইলে সমস্ত সমাগত লোক আমেন বলিয়া আপনাদের সম্মতি প্রকাশ করেন। হিব্রীয় 'আমেন' শব্দটী গ্রীক শব্দ 'গেনইটোর' অনুরূপ। ইহার অর্থ, 'এই রূপ হউক।' সভাপতির ধন্যবাদ দান এবং লোকদের অভিমত ব্যক্ত হইলে 'ডিকন' নামে অভিহিত জনগণ সমাগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত এক খণ্ড রুটী এবং জল মিশ্রিত কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস প্রদান করেন। এবং তাঁহারা অনুপস্থিত লোকের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠিত বস্তুর কিয়দংশ লইয়া যান। আমরা এই আহারকে 'ইউখ্যারিষ্ট' বলি। যে আমাদের শিক্ষায় বিশ্বাস করে না, কিম্বা পাপ ক্ষমা এবং পুনর্জন্মের জন্য বাপ্তিস্মের স্নান দ্বারা ধৌত হয় নাই, অথবা খ্রীষ্টের আদেশানুসারে চলে না, তাহাকে এই আহার দেওয়া হয় না। আমরা সামান্য রুটী অথবা সামান্য পেয় বলিয়া ইহা গ্রহণ করি না। কিন্তু যেমন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যেশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ত্রাণের জন্য মাংস ও রক্তবিশিষ্ট ছিলেন, সেই রূপ আমরা শিক্ষা পাইয়াছি যে উক্ত আহার 'বাক্যের' প্রার্থনা দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া অবতীর্ণ যেশুর মাংস ও রক্ত হয়। কেননা প্রেরিতেরা সুসমাচারে বলেন যে, প্রভু তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিয়াছিলেন যে ইহা আমার স্মরণার্থে কর কেননা 'ইহা আমার শরীর।' সেই প্রকারে পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ প্রদানানন্তর তিনি বলিলেন, 'ইহা আমার রক্ত,' এবং তিনি কেবল তাহাদিগকেই রুটী ও দ্রাক্ষারস প্রদান করিলেন।"

প্রভুর দিনে খ্রীষ্টীয় সমাজে যে উপাসনা হইত, তদ্বিষয়ে জষ্টিন বলেন, "যাহারা নগরে ও গ্রামে বাস করে তাহারা সকলে রবিবারে একত্রিত হয়। তখন সুযোগ ও অবস্থানুসারে প্রেরিত ও প্রবাচকগণের গ্রন্থ পাঠ করা হয়। পাঠকের পাঠ সাঙ্গ হইলে প্রধান আচার্য্য উপদেশ দেন, সেই উপদেশে পঠিত বিষয়ের অনুকরণ ও অনুধাবন করিতে বলা হয়। তাহার পর আমরা সকলে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করি। তাহার পর অগ্রে যেমন বলা হইয়াছে রুটী, দ্রাক্ষারস এবং জল আনীত হয়, ইত্যাদি।

যাঁহারা ধনবান ও ইচ্ছুক তাঁহারা আপনাদের বিবেচনানুসারে দান করেন। দান সংগ্রহ হইলে উহা সভাপতির কাছে গচ্ছিত থাকে। সেই দান হইতে বিধবা নিরাশ্রয়, পীড়িত, বিদেশী ও দরিদ্র লোকদের সাহায্য করা হয়। সংক্ষেপে,

সকল লোকের অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করা হয়।

আমরা রবিবারে একত্র হই, কেননা রবিবার প্রথম দিন। এই দিনে ঈশ্বর পরমাণু ও অন্ধকারের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই দিনে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যেশু খ্রীষ্ট মৃত গণের মধ্য হইতে উত্থান করিলেন। তিনি শনিবারের পূর্ব্ব দিনে ক্রুশে হত হন এবং রবিবারে প্রেরিত ও শিষ্যদিগকে দর্শন দিয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিলেন, যাহার প্রসঙ্গ আমরা এক্ষণে তোমাদের নিকট করিলাম।"

উপরোক্ত হইতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অবগত হওয়া যায়। (১) প্রভুর দিনে প্রভুর ভোজ সম্পাদন করা খ্রীষ্টীয় উপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহা আদিম ও প্রৈরিতিক ব্যবহার হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। (২) প্রভুর ভোজের সঙ্গে২ দান সংগ্রহ হইত। আমাদের চির ধন্য প্রভু পার্ব্বতীয় উপদেশে প্রার্থনার সহিত দান সংযুক্ত করেন (মথি ৬, ১—১৬)। তাঁহার শিক্ষা এই যে প্রার্থনা যেমন নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটী, দানও তদ্রূপ। প্রভুর দিনের উপাসনায় দান যে একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা সাধু পৌল স্বয়ং নির্দ্দেশ করেন (১ করি ১৬, ১২)।

যাঁহার নিকট সকল বস্তু পাওয়া যায় এবং যিনি আপনার প্রিয় পুত্রের অনুরোধে দাতাকে সহস্র গুণে আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহাকেই সাপ্তাহিক দান সংগ্রহ কালে দরিদ্র ও ধনবান ব্যক্তিগণ আপনাদের দান দ্বারা পূজা করিত। প্রাচীন মণ্ডলীর প্রভুর ভোজ বিধানে দান সেবা একটী প্রধান অঙ্গ ছিল।

(ক্রমশঃ)

হেনরী হ্যাভ্‌লক।

ঘোর সিপাহী বিদ্রোহে যাঁহারা অসমসাহসিকতা ও প্রকৃত খ্রীষ্টীয় বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, সর্ হ্যাভ্‌লক্ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার নাম এখনও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার জীবনে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তেজ ও বল এত উত্তমরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের কতকগুলি প্রধান২ ঘটনা বর্ণনা করিলে পাঠকের উপকার হইবে মনে করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল হেনরী হ্যাভ্‌লক জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে জগদ্বিখ্যাত নেল্‌সন যেরূপ সাহস ও অন্যান্য গুণের পরিচয় দেন, হ্যাভলকও শৈশব কালে সেই রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র, তখন তিনি একটী পাখির বাসা পাড়িবার জন্য একটী উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়াছিলেন। যেমন পাখির বাসাটী করায়ত্ত করিয়াছেন, অমনি হঠাৎ ভূতলে পতিত হন। সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নীচে পড়ি-

বার সময় কি তোমার খুব ভয় হয় নাই, তখন তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন, না, আমি ভয়ের কথা তো কিছুই মনে করি নাই, আমি কেবল ডিম্বের কথা ভাবিতে ছিলাম। শৈশবকালে তিনি যে রূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহচর ও প্রতিবাসীরা বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন যে হ্যাভ্‌লক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন। লণ্ডন নগরের চার্টর হাউসে হেনরী হ্যাভ্‌লক প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাঁহার পর তিনি ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনা করেন। কিন্তু আইন শিক্ষা করিতে বড় স্পৃহা ও যত্ন না থাকাতে তিনি যাহা দ্বারা আপনার অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন, এমন একটী ব্যবসায়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার একজন ভ্রাতা সেই সময় সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। তাহার সাহায্যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সৈন্যদলভুক্ত হন। যোগ্যতা ও খ্যাতির সহিত আপনার কার্য্য করিয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে তিনি আপনাকে প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যাহাতে স্বদেশের বাস্তবিক উপকার হয়, তজ্জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যত্ন সহকারে ধর্ম্মপুস্তক ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পুস্তক পাঠ করিতেন। যখন চার্টর হাউস স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন, তখন তাঁহার খ্রীষ্টীয় আচরণ দেখিয়া অনেকেই মোহিত হইয়াছিল। পরে যখন ভারতবর্ষে আইলেন, তখন তাঁহার খ্রীষ্টীয় ভক্তি, উদ্যোগ এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কিসে তাঁহার সহচর, বন্ধু বান্ধবেরা খ্রীষ্টের প্রকৃত সেবক হয়, এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে আলস্য বা ঔদাস্য কি, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি যাহাকে পাইতেন তাহাকে আপনার প্রার্থনা সভায় আনিতে চেষ্টা পাইতেন। যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তাহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৮২৪ খ্রী অব্দে ব্রহ্মদেশের সহিত যখন ইংরাজেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন হেনরী হ্যাভ্‌লক রাঙ্গুনে ছিলেন। স্যর্ আরকিবল্ড ক্যাম্বলের অনুমতি লইয়া তিনি আপনার অধীনস্থ লোকদিগের সহিত ব্রহ্মদেশীয় একটি মন্দিরে প্রার্থনাদি কার্য্য করিতেন। ঈশ্বরের উপাসনায় সর্ব্বদা মনোযোগী থাকাতে তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে করিত। এই সময় কোন এক নির্দ্দিষ্ট রেজিমেন্টকে যুদ্ধ স্থলে পাঠাইবার কথা হওয়াতে কেহ২ বলিল "এ রেজিমেন্টকে কার্য্য স্থলে পাঠাইলে কি হইবে? বিপদের সময় ইহারা কোন কর্ম্মেরই হইবে না। ইহার মধ্যে সকলই মাতাল।" প্রধান সেনাপতি বলিলেন, "হ্যাভ্‌লকের সাধু সৈন্যদিগকে কার্য্যে নিয়োগ কর, তিনি নিজে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত, এবং তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা কখন মাতাল হয় না।"

হ্যাভ্‌লক সুরাপায়িদের যম সদৃশ ছিলেন। যাহাতে সিপাহিদের মধ্যে মদের

নাম পর্য্যন্ত না হয়, তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। সুরাপান সকল অনর্থের মূল জানিয়া যাহাতে তাঁহার রেজিমেণ্ট মধ্যে এই রাক্ষসী প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত তিনি যার পর নাই পরিশ্রম করেন এবং এবিষয়ে সফল-মনোরথও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত আফগান স্থানের যুদ্ধ বিবরণীতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, গিজনী অধিকার করিবার সময় সৈন্যগণ মাদক দ্রব্য না পাওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তাহাতে পরাজিত আফ্‌গানদের প্রতি কম অত্যাচার করা হয়, এবং পাঠান স্ত্রীলোকদের সতীত্ব প্রায় নষ্ট হয় নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। তিনি আরো বলেন, যখন সৈন্যরা ২০ ক্রোশ পদব্রজে গমন করিয়া "রম" সুরার সাহায্য ব্যতিরেকে ২৫ মিনিটের মধ্যে দুর্গ অধিকার করিতে পারে, তখন যেন কখন কেহ না বলে যে, সিপাহীদিগকে রোজ২ মদ্য পান করিতে না দিলে তাহারা কোনও কার্য্যেরই হয় না। এ কথাগুলির যে মূল্য কত, তাহা আমরা এক মুখে বলিয়া ফুরাইতে পারি না। হ্যাভ্‌লকের ন্যায় ঈশ্বরভীত বিচক্ষণ যোদ্ধা যখন এ কথা বলেন তখন যে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যখন ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ হয়, তখন অপর্য্যাপ্ত রূপে মদ বিক্রীত হওয়াতে যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্তও ভুলিতে পারেন নাই। হ্যাভ্‌লক এবং তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, সদাশয় ও পরোপকারী লোকেরা এই সব কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বড় মনোযোগী হন না। সে যাহা হউক, হ্যাভ্‌লক বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে অসংখ্য লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যাহাতে ইংরাজদের জয় পতাকা উড্ডীন হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিজ রেজিমেণ্টের য়্যাড্‌জুটেণ্ট পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে কেহ২ বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনরল অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, হ্যাভ্‌লকের রেজিমেণ্টের লোকেরা সকলেই সৎ লোক। একদা গবর্ণর জেনারলের সাক্ষাতে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া কেহ বলিয়াছিল "হ্যাভলক বাপ্তিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত;" তাহাতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রত্যুত্তরে বলেন, "যদি তাঁহার সমস্ত রেজিমেণ্ট বাপ্তিষ্ট হইয়া যায় তাহাতেও কিছু ক্ষতি নাই।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিছু কালের জন্য জেনেরল এলফিনষ্টনের কাছে পারস্য ভাষায় দ্বিভাষী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাহার কিছু কাল পরে খুর্দ কাবুল পাস্‌. টৌজন্ এবং জালালাবাদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্যর বরর্ট সেলের নিকট প্রেরিত হন। যখন ইংরাজদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তখন হ্যাভ্‌লক জেনরল সেলকে পরামর্শ দিলেন যেন তাঁহারা সকলে একত্রে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। জেনরল সেল সম্মত হইলে হ্যাভ্‌লক

উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। যুদ্ধ যাত্রা কালে তিনি নিয়মিত রূপে প্রাতঃকালে দুই ঘন্টাকাল ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও গুপ্ত প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। যদি প্রাতঃকালে ৬টার সময় যাত্রা করিবার কথা থাকিত, তাহা হইলে তিনি রাত্র ৪টার সময় গাত্রোত্থান করিতেন। ৪টার সময় যাত্রার কথা থাকিলে ২টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া প্রস্তুত হইতেন। প্রার্থনাই তাঁহার প্রকৃত বল ছিল। প্রার্থনার বল তিনি বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। দক্ষতা, পরিশ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং অন্যান্য গুণের জন্য তিনি ক্রমে২ বড়২ পদে উন্নীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্ব অবস্থায়, তিনি যে প্রভুর সেনা, এটী তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত।

(ক্রমশঃ)

খ্রীষ্টের মৃত্যু।

(শুভ শুক্রবার)

আজ শুভ শুক্রবার। আজ মনুষ্যের বাঞ্ছিত, দূত ও সাধুগণের চির পূজিত, জগজ্জীবন যেশু আপনার মৃত্যুতে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর অনন্ত মূল্য ও রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি প্রিয় সুহৃদ অথচ আত্মীয়ের বিযোগে প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে যিনি জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, মনুষ্য হৃদয়ের এক মাত্র অবলম্বন, ভব সাগরের এক মাত্র কর্ণধার, তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া আমরা কি কখন উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিব? সেই অপাপবিদ্ধ অনন্ত পুরুষ দুঃখের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া জগতের জন্য, তোমার জন্য আপনার বহুমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তোমার নিমিত্ত ক্ষুধিত, তৃষিত, অপমানিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত, ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া নিদারুণ ক্রুশ যন্ত্রণায় আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তোমার বিলাস, সুখলালসা, লোভ, ধনস্পৃহা এবং অসংখ্য পাপের জন্য আপনার পবিত্র মস্তকে কন্টকের মুকুট পরিলেন। তোমার বহুমূল্য প্রাণকে বাঁচাইবার জন্য অকথ্য যন্ত্রণার মধ্যে তোমাকে স্মরণ করিয়া পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি আপনার দুঃখ না ভাবিয়া তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ ভাবিলেন। তাঁহার বিশাল হৃদয় তোমার নিমিত্ত প্রসারিত হইল, সমস্ত পাপির নিমিত্ত প্রসারিত হইল। তোমার জন্য অনন্ত প্রেম তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। তোমার জন্য যিনি লালায়িত হইলেন, এমন বন্ধুর মৃত্যু বিষয়ে উদাসীন থাকিও না। হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া আজ তাঁহাকে এই দুঃখের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা কর। আজ ক্রুশের নীচে বসিয়া তন্ন২ করিয়া আপনাকে পরীক্ষা কর। পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে অনুতাপ ও ভক্তির জলে তাঁহার পদ সিক্ত কর। বল, নাথ! যদি মরিতে হয় তোমার পদতলে মাথা রাখিয়া

যেন মরিতে পারি, তোমার অমৃতময় সান্ত্বনা বাক্য শুনিতেং যেন আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, অনন্ত কাল পর্যন্ত যেন তোমার মৃত্যুর ফল ভোগ করিতে পারি। আমার কিছুই গুণ নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, তোমার ক্ষত বিক্ষত পার্শ্বে আমাকে লুক্কাইত করিয়া রাখ।

কি অদ্ভুত মৃত্যু! কি শান্তি! কি বিশ্রাম। কি সহিষ্ণুতা! কি বিশ্বাস! কি প্রেম! যাহারা চরম সময়ে প্রকৃতির হস্তে, আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা কি সুখী? না কখনই নহে। নানা বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতেরা কখনং নিশ্চিন্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছেন। ঈশ্বর-সন্তানগণের মৃত্যু সেরূপ নহে। তাহাদের বাস অন্ধকারের মধ্যে হইলেও আলোক উদয় হয়। কাহার হস্তে আত্মা সমর্পণ করিবে? অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অনির্ণীত প্রাকৃতিক বলের নির্ম্মম কঠিন হস্তে প্রাণ দিয়া কি সুখী হইবে? না কখনই নহে। যিনি ঈশ্বরের হস্তে আপনার পূর্ণ পবিত্র জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ কর, তাহা হইলেই সুখে মরিতে পারিবে। তিনি সকলই সিদ্ধ করিয়াছেন।

সকলই সিদ্ধ হইল বলিয়া তোমার প্রভু প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তবে নির্ভয়ে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ক্রুশে যেং কথা প্রভু বলিয়াছিলেন তাহাতে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। সাহস কর। যে সুধাভাণ্ডার মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সকল ধন পাইবে। বল, শক্তি, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, পবিত্রতা, জীবন সকলই তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। সৈনাধ্যক্ষ অগ্রগামী, যুদ্ধে ভয় কি? অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া তাঁহাকেও সিদ্ধ হইতে হইয়াছিল, তুমি কে যে তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে দূরে থাকিবে? ক্লান্ত হইলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যিনি এক বার নিমীলিত নয়নে ভক্তিভাবে তাঁহার ক্রুশের যন্ত্রণা দেখিয়াছেন এবং "সিদ্ধ হইলে" ও অন্যান্য উক্তি শুনিয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার সত্ত্বায় এক অপূর্ব্ব স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। যখন তোমার দুর্ব্বল জানু ভূতলে পতিত হইবে তখন তিনি তোমাকে শক্তরূপে ধরিবেন; যখন তোমার মস্তক নতপ্রায়, তখন তোমাকে ধারণ করিবেন। সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন সমাপ্ত হইলে প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে। এই মৃত্যুপূর্ণ জীবন সাঙ্গ হইলে, সত্য জীবনের আরম্ভ হইবে। বিবেক তোমাকে দোষী করিবে। প্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য আর যত্ন করা উচিত ছিল, প্রভুর কার্য্য ও সেবার জন্য অকাতরে অধিকতর পরিশ্রম করা উচিত ছিল। তুমি আমি কি বলিতে পারিব, "সিদ্ধ হইল?" ঈশ্বরের নাম চিরধন্য হউক! মস্তকের যাহা তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অধিকৃত। তাঁহার জীবন, তাঁহার দুঃখ ভোগ, তাঁহার জয়লাভও আমার তরে। আমার ক্ষীণ, কম্পনযুক্ত, ভগ্ন স্বরে নহে, কিন্তু তাঁহার প্রবল ও জয়পূর্ণ নাদে বলিব, "সিদ্ধ হইল" "হে পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম।"

পুনরুত্থান পর্ব্ব।

পুনরুত্থান পর্ব্ব পালন সম্বন্ধে প্রাচীন মণ্ডলী মধ্যে মতভিন্নতা হইয়াছে। আমরা সে বিষয় অদ্য উল্লেখ করিতে যাইতেছি না। সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই যে পুনরুত্থান পর্ব্ব সকল পর্ব্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মণ্ডলীর প্রাচীন আচার্য্যগণ যেরূপে এই দিবসের মহিমা গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে অনেক স্থানের দরকার। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইহাকে "মহা-দিবস" "শ্রেষ্ঠ দিবস "দিনের কর্ত্রী ও রাজ্ঞী" "শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব" ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। গ্রেগরী নাজাইনজেন বলেন, "ইহা ঈশ্বরের পুনরুত্থান দিন, ত্রিত্বের সম্মানার্থক পুনরুত্থান দিন, পর্ব্বের পর্ব্ব" ইত্যাদি। সাধু ক্রুসস্তম বলেন, ইহা "পরিত্রাণের বাঞ্ছিত পর্ব্ব, আমাদের প্রভুর পুনরুত্থান দিবস, আমাদের শান্তির ভিত্তিমূল, মিলনের সময়, ঈশ্বরের প্রতি বৈরিতার ও বিবাদের শেষ, মৃত্যুর বিনাশ, শয়তানের উপর জয়লাভ।"

আদিম মণ্ডলীতে এই দিবসে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুগণ বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হইত ও প্রভুর ভোজও সম্পাদিত হইত। আধ্যাত্মিক আনন্দ, রাজকীয়, সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যাপারে পরিব্যক্ত হইত। এই দিবসের সম্মানার্থে সম্রাট থিয়দোসিউস এবং ভ্যালেনটিনিয়ান প্রায় সর্ব্ব প্রকার বন্দিদিগকে কারামুক্ত করিতেন। এই দিনে খ্রীষ্টীয়ানেরা সর্ব্বপ্রকার দান ও হিতকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এক দিনই যে এরূপে পালিত হইত তাহা নহে। এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রার্থনা, প্রচার ও পবিত্র সহভাগ গ্রহণে মণ্ডলীর লোকেরা ব্যস্ত থাকিত। সকল গৃহে উত্তেজনা বহ্নি প্রজ্বলিত হইত। অপূর্ব্ব উৎসাহে চারিদিক মাতিয়া উঠিত। পুনরুত্থান দিনে যখন লোকদের সাক্ষাৎ হইত, তখন প্রচলিত নমস্কারের পরিবর্ত্তে একজন বলিত, "প্রভু উঠিয়াছেন," অপরজন তদুত্তরে বলিত, "প্রভু বাস্তবিক উঠিয়াছেন এবং সিমোনকে দর্শন দিয়াছেন।" গ্রীক মণ্ডলীতে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

পুনরুত্থান দিন আমাদের অশেষ আনন্দের দিন। এই দিবসীয় প্রার্থনা পুস্তকের ব্যবহার্য্য উপাসনার প্রতি বচন, প্রতি ছত্রে এই আনন্দসূচক ভাব ব্যক্ত আছে। পুনরুত্থান খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল স্তম্ভ ও ভিত্তি। সাধু পৌল স্পষ্ট করিয়া বলেন, যদি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস বৃথা, আমরা এখনও পাপে রহিয়াছি। তবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সমস্ত মনুষ্যের স্বাধীনতার ক্ষমতা-পত্র স্বরূপ। ইহাতে মনুষ্যের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আলোক উদিত হয়। এই পর্ব্বে মনুষ্যের অমরতা সপ্রমাণিত হয়। যে অমরতার আভাস পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়, যে অমরতা সম্বন্ধে প্লাতো (Plato) সন্দিহান-চিত্ত ছিলেন, যে অমরতা পিথাগোরাস (Pythagoras) কর্ত্তৃক বিকৃতভাব সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই অমরতা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যোদয়ের ন্যায় জাজ্বল্যমান হয়, মনুষ্য জীবনের গৌরব

স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয়। আমরা ইহাতে কি শিক্ষা লাভ করি? না, আমাদিগকে পার্থিব নশ্বর জীবন হইতে উত্থিত হইতে হইবে। অমরতার সন্তান জানিয়া জাগ্রত হইতে হইবে। নিদ্রাবস্থা হইতে উঠিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে হইবে। যিনি আমাদিগকে পুনর্জাত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে অমর করিবার নিমিত্তই পুনর্জাত করিয়াছেন। আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবার অগ্রে তিনি স্বর্গীয় আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে সম্মত। কি অদ্ভুত প্রেম! আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্রে এমত কি অদ্ভুত বিষয় আছে যাহার অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করেন নাই? পর্ব্বত ধুলিতে পরিণত হইতে পারে, সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য নিজ২ তেজে বঞ্চিত হইতে পারে, স্বর্গ ও পৃথিবী বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন ক্ষুদ্রতমের জীবন অনন্ত কালের জন্য, ঈশ্বরকে কালের জন্য উপভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট। অতএব অমরতার সন্তানগণের ন্যায় যেন আচরণ করি। যদি আমরা খ্রীষ্টের সহিত উত্থিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে ঊর্দ্ধস্থ বিষয়ের অন্বেষণ করি। অনন্ত রাজ্যের চিহ্ন আমাদের মস্তকে মুদ্রাঙ্কত হউক। আমাদের উচ্চ অধিকারের উপযোগী লক্ষ্যও হউক। আমাদের পিতা স্বর্গে এবং আমাদের ভ্রাতৃগণের প্রথমজাত সন্তান ঈশ্বরের সিংহাসনে অবস্থিত। জ্যোতির সন্তানগণ, অমরতার অধিকারীগণ! নেত্র যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, হৃদয় যাহা ধারণ করে নাই, এমন বস্তু আমাদের পিতা আমাদের জন্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। অবহেলে তাহা পদতলে দলিত যেন না করি। এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু ইহার পরে কি হইব, জানি না। ইহার অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য আছে?

বিবিধ বিষয়।

অধ্যাপক মক্ষমুলর পেল মেল গেজেট নামক একখানি ইংরাজী পত্রিকাতে পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত আর্য্য সমাজের স্থাপয়িতা ও নেতা ছিলেন। বেদে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বেদ সম্বন্ধে তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। যে সকল সামাজিক অনন্ত দুর্নীতি ও আচার ব্যবহার কালক্রমে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সেই সকলের বিরুদ্ধে তিনি ঘোরতর সংগ্রাম করিতেন। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের তিনি বিশেষ বিপক্ষ এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

বিসপস্ কালেজের নূতন অধ্যক্ষ হোআইট্‌হেড্ সাহেব যেরূপ উদ্যম সহ-

কারে আপনার গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার যেরূপ উদ্যোগ, সহানুভূতি ও ঐকান্তিকতা, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে বিশপস কালেজের উপর ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে। বিশপ সেলউইন যেমন বলিয়াছিলেন সেইরূপ আমরা বলিতেছি, যাহারা জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া খ্রীষ্টপ্রেমে আকর্ষিত হইয়া বিদেশীয়দের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগের মিশনরী ব্রত অবলম্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র।

পাদ্রি হোয়াইটহেড্ সাহেবের সহিত আর একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য এক বৎসরের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নাম রেভঃ চার্লস গোর। তিনি অক্সফোর্ডের কডেসডন কালেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সম্প্রতি পিইসি লাইব্রেরির অধ্যক্ষ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গোর সাহেব একজন বিচক্ষণ, তীক্ষ্নদৃষ্টি এবং সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ। তাঁহার বিশেষ বাগ্মিতা শক্তি আছে। প্রভু তাঁহার কার্য্যের উপর আশীর্ব্বাদ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

অনেকে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রোমীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া চর্চ অব ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক অভাব মোচন করিবার জন্য চর্চ অব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। এমন কিছুই নাই যাহা চর্চ অব ইংলণ্ডে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে বুধবার সাড়ে সাতটার সময় পটলডাঙ্গা কেথিড্রেল মিসনরী ডিভিনিটি স্কুলে একটী মিসনরী সভা হইবে। তদুপলক্ষে রেভঃ প্যারীমোহন রুদ্র, দক্ষিণ ভারতবর্ষে তদীয় পরিভ্রমণ এবং তথাকার দেশীয় মণ্ডলীর অবস্থা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিবেন। সভার সমস্ত কার্য্য বাঙ্গালায় হইবে। ভরসা করি, অনেকে সমাগত হইয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

১৫ই মার্চে ছোট লাট আসিয়া হাবড়ার নূতন টাউন হল খুলেন। এই উপলক্ষে ২১ জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের রচিত একটী সংস্কৃত শ্লোক পঠিত হয়। সাহেব বলণ্টীয়র সকল উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী মিউনিসিপাল কমিসনারেরা টমসন সাহেবের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ চিহ্ন সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান চর্চ্চম্যান বলেন, সমাজ সংস্কারক ছিলেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার বাগ্মিতা এত প্রখর ও তেজস্বিনী ছিল যে, যদি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ বক্তৃতা করিতেন, তাহা হইলেই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিতেন। আপনার সৌজন্য ও শিষ্টাচারে যুবক সম্প্রদায়কে

বিমুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কারক বলিয়া তিনি যে বিশেষ সম্মানের পাত্র তাহা বলা যাইতে পারেনা।

বিসপ্‌স কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাক্তার কেনেট সাহেব বোম্বায়ের রোমান কাথলিক বিসপ মিউরিনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কেনেট সাহেব একজন অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এ দেশে অতি বিরল। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের নাম মনে হইলে বিসপ্‌স কালেজ সম্বন্ধীয় আশা পুনরুদ্দীপিত হয়।

চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর অবৈতনিক সেক্রেটরী এফ, ই, উইগ্রাম সাহেব উক্ত সোসাইটীর অধীনস্থ মিসনরীগণের সন্তান সন্ততিদের লেখাপড়ার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাকেই বলে বদান্যতা!

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ লইয়া আজ কাল বড় আন্দোলন চলিতেছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্য পদে মনোনীত হইয়াও যে কেন আচার্য্যের সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দেখা যাইতেছে "আদেশ" ও "প্রত্যাদেশ" রূপ পাষাণে নব বিধানের ক্ষুদ্রতরি চূর্ণ প্রায় হইতে বসিয়াছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বাধীন চেতা হইয়া যে এতদিন কি রূপে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন ইহার রহস্য আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। যাহা হউক, সময়ে সকলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ইংলণ্ডে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শোকচিহ্ন পরিধান সম্বন্ধীয় সংস্কারের জন্য একটী সভা সংগঠিত হইয়াছে। আরল অব্ সাফ্‌টস বরি, ডরহ্যাম, কার্লাইল চেষ্টর, সেন্ট ডেভিড্ বাথ ও ওয়েলস, এক্‌সটের, লিচফিল্ড, রিপণ, ম্যানচেষ্টার লিভেরপুল, নিউক্যাস্‌ল এবং টুরোর বিসপগণ, আর আর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য হইয়াছেন। আমাদের দেশে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সংস্করণের বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভরসা করি, মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

---

১০ মার্চ্চে বড় লাট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা মেলায় উপস্থিত হইয়া তাহার শেষ করিয়াছেন। প্রায় ১০, ১২ লক্ষ লোক মেলা দেখিতে গিয়াছিল।

মান্দ্রাজ নগরেও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ২ মাসের মধ্যে ১৪২৪ জন ঐ রোগে মরিয়াছে। কলিকাতায়, আমরা শুনিতে পাই, অন্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বসন্তের বৃদ্ধি হইয়াছে।

বড় লাট গত মাসের ১৩ই তারিখে সিমলায় যাত্রা করিয়াছেন; ছোট লাটও দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদের রাজস্ব সচিব কল্‌ভিন্ সাহেব গত মাসে ভারতের আয় ব্যয় হিসাব দিয়াছেন। ১৮৮২-৮৩ অব্দের আয় ৭০,১২,৫২ ৩১০। ব্যয় ৬৯, ৪১, ৮৫, ৯৮০। উদ্বৃত্ত ৭০,৬৬, ৩৩০। ১৮৮৩-৮৪ আয় ৭০, ৫৬, ৯৯, ০০০ ব্যয় ৭০,২৯, ৮৫,০০০, উদ্বৃত্ত ২৭, ১৪,০০০। এই বৎসরের ইষ্টিমেট। আয় ৭০, ৫৬,০৪. ০০০ ; ব্যয় ৭০, ২৪, ১১, ০০০, উদ্বৃত্ত ৩১, ৯৩,৮৮০ টাকা।

১৫মার্চ শনিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনবোকেষণ হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে ৩,৫৯১ জন ; ১৪৯৫ জন এফ এর জন্যে, ৫০১ বি এর নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম দলের প্রায় অর্দ্ধেক উত্তীর্ণ হইয়াছে, দ্বিতীয়ের সংখ্যা শতকরা ৪৩ জন, এবং তৃতীয়ের সংখ্যা ৪৬ জন। বলি রাজা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ পাইয়া রোদন করিয়াছিলেন, এই সকল যুবকদের ভবিষ্যত ভাবিয়া আমাদের কান্না পায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ও মনুসংহিতার বঙ্গানুবাদ আমাদিগের নিকট সমালোচনার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা নিবিষ্টচিত্তে পুস্তকদ্বয় পাঠ করিয়া অদ্য সমালোচনে হস্তক্ষেপ করিলাম। দার্শনিকদিগের মত যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা বিবেচনা করি, হিন্দু দর্শন শাস্ত্র যাহারা কখনও পাঠ করেন নাই, যাঁহারা ইংরাজী পুস্তকে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের মত কিছু২ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিশেষতঃ প্রচারকদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। ষড় দর্শনের মূল সুত্র, ভাষ্য এবং অনুবাদ এমন সরল যে বুঝিবার জন্য অধ্যাপকের নিকট যাইতে হয় না। আমরা অনেক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ও বেদ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, সমালোচ্য গ্রন্থে এক্ষণে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা হিন্দু ষড় দর্শন পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সমালোচ্য গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। অনেকে হিন্দু ষড়দর্শনের সমালোচনে কপিলকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় সাংখ্য দর্শনের সুত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কপিল নিরীশ্বরবাদী নহেন, কিন্তু আস্তিক। বেদের সমালোচনে তিনি লিখিয়াছেন যে বেদ তিনটী ; অথর্ব্ব, বেদত্রয়ের সারসংগ্রহ ; আর ঋষিগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বেদবিশ্বাসী হিন্দু সমাজকে দেখাতেছেন যে, বেদ পৌরুষেয়। এ স্থলে বিদ্যারত্ন মহাশয় বেশ সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বেদ পৌরুষেয় ও তিনটী, ইহা প্রমাণ

করিয়া ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইয়াছেন। আমরা ভিন্নং সমালোচনে দেখিলাম যে নবদ্বীপ প্রভৃতির বিখ্যাত পণ্ডিতগণও অতি উত্তম সমালোচন করিয়াছেন, এবং অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস্ যে সমালোচন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এই গ্রন্থ নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন না করিলে ইহাতে প্রবেশাধিকার জন্মে না, বেদের উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছেন, যুক্তি মন্দ নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ভাষা বিচার দ্বারা উহার সময় নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহাই যে ঠিক্ আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারিব না। বেদান্ত ও সাঙ্খ্য দর্শনের সমালোচনটী পাঠ করিয়া কেবল যে আনন্দিত হইয়াছি এমত নহে, জ্ঞান লাভও করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাঙ্খ্যকার নিরীশ্বরবাদী অথচ আপনি বলেন, যাঁহারা সাঙ্খ্যকে প্রকৃতিবাদী বলিয়া নাস্তিকের শিরোমণি জ্ঞান করেন, তাঁহারা ঘোর ভ্রান্ত। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ। আপনি দেখাইয়াছেন, কপিল ঈশ্বর নাই ইহা বলেন নাই, তিনি প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না দেখান, * * * অদ্বৈতবাদ খণ্ডন পক্ষে যে সমস্ত যুক্তিপ্রদ ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অকাট্য।

আপনি চতুর্ব্বেদ অস্বীকার করিয়া ত্রিবেদ সংস্থাপনের উদ্যোগী। আমারও বিশ্বাস ঐরূপ। অথর্ব্ব বেদ অন্য বেদত্রয়ের সার সংগ্রহ মাত্র। আপনি যে বহু যত্ন ও প্রচুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া দার্শনিকদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থের গৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্তান্ত আপনাদিগের নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। * * * ন্যায়দর্শনের সমালোচনা ৮৬ পৃষ্ঠার হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি মনোরম; তবে ভারতীর ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে পণ্ডিতবর অরিষ্টটল গ্রীসে ন্যায় শাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার প্রমাণ কি?

আমি আপনার প্রদত্ত সমস্ত গ্রন্থ দেশে লইয়া গিয়া আমার সতীর্থ পণ্ডিতবর্গকে দিব এবং তাঁহারা যে সমালোচন করিবেন, তাহা আপনার নিকট পাঠাইব।"

অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস্ অতি ভদ্র ভাবে এই পত্রখানি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়া আপনার নম্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আর আমরাও জানি, বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃতবিদ্য লোক এবং সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে রেভঃ উইলিয়মস্, ডাক্তার ওয়েবার এবং বঙ্গের সমস্ত পত্রিকা গুলি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনেকাংশে অনুমোদনীয়।

মনুসংহিতার অনুবাদ এমন সরল যে অভিধানের আবশ্যক করে না, ভাষা সুখপাঠ্য ও মিষ্ট। এই অনুবাদের জন্য মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছিলেন।

২। রাজকীয় পঞ্জিকা। The Royal Almanac বাং ১২৯১। ইং ১৮৮৪-৮৫। ২৩ চৌরঙ্গী রোডে প্রাপ্তব্য। এই পঞ্জিকার মূল্য এক পয়সা মাত্র। ইহাতে মণি

অর্ডর, ডাক মাস্থল, জন্ম ও মৃত্যুর রেজেষ্টারি, রেলের ভাড়ার নিয়মাদি এবং অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মপুস্তকের পদাবলি এবং কতক গুলি মনোহর গীত দ্বারা ইহাকে স্থশোভিত করা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, পাঠক মাত্রেই এই পঞ্জিকা খানি ক্রয় করিবেন।

৩। খ্রীষ্টই সর্ব্বে সর্ব্বা। আদি পুস্তকের সুসমাচার, হেন্‌রি লা কর্ত্তৃক বিরচিত। ডাক্তার বোমান সাহেবের যত্নে অনুবাদিত। এই পুস্তকখানি আমরা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ডিন লার সমস্ত পুস্তক উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার লেখার এক প্রকার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য আছে; তাহার কারণ এই যে বাইবেলের সর্ব্বাংশে, প্রত্যেক পংক্তি ও ছত্রে তিনি খ্রীষ্টের কার্য্যের অতুল সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ময় উদ্দেশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। বাস্তবিক যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম রূপ চাবিদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সর্ব্বাংশ না খোলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকের সার মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ। ইংরাজিতে এই গ্রন্থকারের ভাষা অত্যন্ত সরল এবং উদ্দীপনাও ভক্তিপূর্ণ। অনেকে আদর ও আগ্রহের সহিত তাঁহার গ্রন্থ গুলি পাঠ করিয়া থাকেন এবং অনেকে তদ্দ্বারা উপকৃতও হইয়াছেন। এমন পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে দেশীয় মণ্ডলীর উপকার হইবে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, "ডিন লা ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী ছিলেন না।" বোমান সাহেব আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী তিনি কাহাকে বলেন? আমাদের বোধ হয়, সকল সম্প্রদায়স্থ লোকই কোন না কোন প্রকারে ক্রিয়া কলাপের পক্ষপাতী। যাঁহারা তীব্র ভাবে "রিটুয়ালিষ্টদের" ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা হয় ত "পিউরিটানদের" ক্রিয়া কলাপ প্রয়াসী, যাঁহারা শ্বেত "সরপ্লিস" রোমের "গুড়া গাঁড়া" মনে করেন, তাঁহারা হয়ত জেনিভা "গাউন" ভক্ত। অশরীরী যত দিন না হওয়া যাইতেছে, তত দিন ক্রিয়াকলাপ বিদ্যমান থাকিবে। তবে দেখিয়া লইতে হইবে যেন "খ্রীষ্টই সর্ব্বে সর্ব্বা" হন, যেন তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা সমস্ত বাহ্যিক পদার্থ, সমস্ত প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে। অনুবাদ বেশ হইয়াছে, ভাষাও যথেষ্ট প্রাঞ্জল। আমরা বোমান সাহেবের যত্ন, পরিশ্রম ও উদ্যোগের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের আশা আছে বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় সাহিত্য তাঁহার যত্নে উন্নতি লাভ করিবে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা মে ১৮৮৪। [৮ সংখ্যা।

ভারতে ব্রাহ্মণ।

(২ খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠার পর।)

বুদ্ধিমূলক, অর্থমূলক, ও দৈহিক, এই ত্রিবিধ ক্ষমতার মধ্যে প্রথমোক্ত ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপর দুটী প্রথমটীর দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সমাজ সংগঠনের প্রারম্ভে ইহার বিপরীত দেখা যায়। তখন বুদ্ধিবৃত্তি অপরিস্ফুট থাকে এবং সমাজস্থ লোকগণের স্থৈর্য্য সঞ্চয় হয় না, সুতরাং তখন দৈহিক ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। মৃগয়া অথবা পশুপালন দ্বারা তখন লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সুতরাং যে ব্যক্তি অধিকতর বলবান ও অন্যাপেক্ষা মৃগয়া-পটু সে সমাজে অধিক সমাদর প্রাপ্ত হয়। যাহা তোমার আছে তাহা যদি আমার না থাকে অথচ তাহা প্রয়োজনীয় হয়, আমি তোমাকে ভয় ও ভক্তি করিব, করপুটে বলিব "হে মহান্ এই তাপদগ্ধ সংসার মরুভূমিতে তুমি একমাত্র ছত্রপতি, আমাকে ছায়া দানকর।" ভক্তি, ভয় ও বিস্ময়ের সমপারিমাণিক। এইরূপে পূজ্য ব্যক্তি সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া দেব পদবী লাভ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার সহিত বুদ্ধি বৃত্তি দিন২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও অননুভবনীয় রূপে সমাজের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। এই প্রভুত্ব স্বভাবতঃ এবং প্রায় সকল স্থলেই অধিপতি ও অধিকৃত উভয়েরই অজ্ঞাত। যথায় মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তি সমাজস্থ অপর ব্যক্তিগণের হীনবুদ্ধি উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সেই খানেই মহান্ অনর্থের সুত্রপাত উপস্থিত হয়। বুদ্ধিসম্ভূত আধিপত্য যেমন নৈসর্গিক, তেমনি

বুদ্ধির বিকাশও স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন কোনও উপায়েই রুদ্ধ করিতে পারা যায় না, তেমনি মানব মনোবৃত্তি নিচয়ের বিকাশও কিছুতেই রুদ্ধ হয় না; সমাজে অলক্ষ্য ভাবে ক্রমে পুষ্ট হইয়া এই বৃত্তি নিচয় যখন গিরি-কন্দর নিঃসৃত প্রস্রবণ তুল্য বেগে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ চেষ্টা বিফল। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইউরোপে ধর্ম্ম সংস্কার ও তন্মূলক ত্রিংশৎ বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ ইহার উদাহরণ স্থল।

বুদ্ধিবৃত্তি অলক্ষ্য ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও তৎসঙ্গে সঙ্গে লোকে তৎপ্রতি ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। মহাধনী ব্যক্তি বিশেষকে যেমন লোকে ভক্তি করে, তেমনি সমধিক বুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায় প্রতিও লোকের ভক্তি সঞ্চার হয়। এই ভক্তি তাহাদের উত্তরাধীকারিগণের প্রতিও সমপ্রসারিত হইয়া থাকে। আমি তোমাকে ভক্তি করি, তোমার পুত্র পৌত্রাদিকেও ভক্তি করিব, কেননা তাহারা তোমার অংশ। তবে পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। ভারতে যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নমস্য তাহা এই প্রবৃত্তি প্রসূত। যে যে দেশে জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত, তথাই এইরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষের জাতি বিভেদ যে প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, তাহা মহাভারতকার বেশ বুঝিয়াছিলেন। মন্বাদি শাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বিবরণ যেরূপই থাকুক না কেন, ভারতে ব্রাহ্মণ যে স্বীয় শক্তিদ্বারা ভারতের পূজনীয় দেব পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতের মতে ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণ নহে, কিন্তু যিনি বিদ্বান বুদ্ধিমান তিনিই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু মহাভারতের উদারমত ভরদ্বাজকে বলিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসিলেন, "যদি চাতুর্ব্বর্ণগণের বর্ণানুসারে জাতিবিধান হয়, তাহা হইলে সকল বর্ণগণের বর্ণ-সঙ্কর নিশ্চিত দৃষ্ট হইতেছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি নীচ বৃত্তি নিচয় তো ব্রাহ্মণের গোচর ও আধিপত্য করিয়া থাকে, তবে হীনবর্ণে ও ব্রাহ্মণ বর্ণে প্রভেদ কি? স্বেদ, মল, মূত্র প্রভৃতি সকলের পক্ষে সাধারণ, তবে বর্ণ বিধান কিসে নিরূপণ হইবে? সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন, তবে প্রভেদ কি? যদি ব্রাহ্মণ শ্বেতকায় শূদ্র কৃষ্ণকায় দ্বারা বর্ণ বিভেদ হয়, তবে আমরা কিজন্য ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকায় ও শূদ্র শ্বেতকায় দেখিতে পাই, বিশেষতঃ অসংখ্য জাতি দৃষ্ট হয়।" পূর্ব্বোক্ত বচন শ্রবণে ভরদ্বাজের মন বাস্তবিক সন্দেহযুক্ত হইয়াছিল। বর্ণানুসারে বর্ণ বিভেদ করিতে হইলে তিনি দেখিলেন কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। তখন মহর্ষি ভৃগু সন্দেহ নিবারণ জন্য বলিতে লাগিলেন "জাতি বিভেদ নাই, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সেই ব্যবসায়োপজীবী হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে লাগিল, এইরূপ

কর্ম্মদ্বারা দ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।”

চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিক মত ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি পৌরাণিক মত অপেক্ষা মহাভারতের মত অধিক সঙ্গত। যদিও পৌরাণিক মতের ভিত্তি ঋগ্বেদ্, তথাপি ঐ ঋক্‌টী শেষ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়। বোধ হয়, পুরাণ রক্ষার জন্য ঋষিগণ প্রাচীন ঋগ্বেদে ঐটী পরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের ১ম ঋকের নাম পুরুষ সূক্ত, এই সূক্তে চতুর্ব্বর্ণের বিবরণ আছে।

পৌরাণিক ভারতে ব্রাহ্মণের গৌরব এত অধিক ছিল, যে দশ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ শিশু গলিতকেশ শত বর্ষীয়ান ক্ষত্রিয়ের পিতা বলিয়া গণ্য হইত। যে সময়ে হিন্দুর দেব ও অসুর পারসীদিগের “দেও” ও “অসুর” হইয়াছিল, তাহা অতি প্রাচীন ও ঘোরান্ধকারে ব্যাপ্ত। সে দৃশ্য দেখিতে কৌতূহল হইলেও সে কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিবে। ভারতের সেই পূর্ণ অবস্থারই এখন ইতিহাস রচিত হয় নাই, তখন ত ভারত শ্মশান। যদি কোন চিত্রকর শ্মশানের সলিল-ধৌত সৈকতে, শোকাকুল বান্ধব বেষ্টিত শব, অদূরে সজ্জিত চিতা, ভগ্ন-হৃদয় ধরণী-লুণ্ঠিত অগ্নিদানোন্মুখ পুত্র, শ্মশানের সেই হৃদয়ভেদী প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার কালজয়ী তুলিকা-বেগে লোকের চক্ষুর্গোচরে উপস্থিত করিতে পারেন, তাঁহার চিত্র যে মাধুরীহীন, এ কথা কেহই বলিবে না ; তবে এ মাধুরী বিকট মর্ম্মভেদী, আনন্দপ্রদ নহে। তাই লেখক অশ্রুজলের সহিত কাঁদিয়া বলিতে চাহে যে—

“ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নর জাতি বুঝি হেন নাহি আর,
ধূ ধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার,
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি ॥

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে একপ্রকার দেখাইলাম যে, ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় ক্ষমতা বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দেবত্ব পদবী দিয়াছিলেন তাহা নহে। আগামীতে দেখাইব যে ব্রাহ্মণে আর য়িহুদীতে কিরূপ নিকট সম্বন্ধ। য়িহুদী ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষমতাশালী। তবে ব্রাহ্মণ স্বক্ষমতায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, য়িহুদী জাতি ঈশ্বরাদেশে তাঁহার মনোনীত জাতি বলিয়া প্রাধান্য করিয়াছিলেন, ইহাই মাত্র প্রভেদ।

ক্রমশঃ

পরকাল।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিমাণে বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই। প্রভূত পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। বিজ্ঞান বলে মনুষ্য কত আশ্চর্য্য২ বিষয়ের আবিষ্কার করিতেছে। বিজ্ঞানের জ্যোতিতে পুরুষ-

পরম্পরাগত কুসংস্কারাদি তিরোহিত হইতেছে। তোমার আকার প্রকারে বোধ হয় যে, তুমিও বর্ত্তমান কালোচিত বিদ্যা উপার্জ্জনে রত। কি প্রকারে খ্যাতি লাভ করিবে এই আশয়ে প্রচুর পরিমাণে ধন ও পরিশ্রম ব্যয় করিতেছ। সে অতি প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কখন কি পরকালের বিষয় চিন্তা করিয়া থাক? বিদ্যাবল, খ্যাতিবল, যশবল, মানবল, জনবল, ধনবল, এসকলই এ জগতের। সকলই পড়িয়া থাকিবে। কেননা মনুষ্য যাহার জন্য এত লালায়িত, হয়ত সেই ঈপ্সিত বিষয়প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিবার পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হয়। এমন অবস্থায় এই গুরুতর বিষয়ের কি কখন আন্দোলন করিয়া থাক?

এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া জনৈক ধর্ম্ম শিক্ষক কোন এক যুবকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহাতে ঐ যুবক উত্তর করিলেন মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমি পরকালের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। মৃত্যুর পরেও আমি থাকিব ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই সংসারে ক্লেশ, পরীক্ষা, ভাবনা প্রভৃতির অনেক লাঘব হইত। এই সকল আর কষ্টদায়ক হইত না। কিন্তু আমি তো ইহা কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না। অধিকন্তু আমার (আত্মার) অমরতার প্রতিকূলে যত তর্ক ও যুক্তি আছে, তৎসমুদয় অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। তবে আর পরকালের চিন্তা কি করিব?

শিক্ষক। বড় আক্ষেপের বিষয় যে এবম্বিধ গুরুতর বিষয়ে তোমার মত এইরূপ। যাহা হউক; "মৃত্যুর পরেও তুমি থাকিবে"—ইহা বিশ্বাস করিতে পার না কেন?

যুবক। যেহেতু ইহার অনুকূলে যত যুক্তি আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহার প্রতিকূল যুক্তি নিচয়ের অধিকতর বল আছে।

শিঃ। এতৎসম্বন্ধে তোমার যে২ আপত্তি ও সন্দেহ আছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে ভাল হয়। অবশ্য, এই গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই?

যুঃ। না তাহা নাই। এ যে একটী গুরুতর বিষয়, তাহা আমি অস্বীকার করি না। অতএব এতৎসম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক।

শিঃ। তবে এখন বলিতে পার, এই বিষয়ে তোমার সন্দেহ কি? সাধ্যমত আমি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমার আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বদা কি প্রকার সিদ্ধান্তের আশা করিয়া থাক?

যুঃ। অবশ্য এমন সিদ্ধান্তের আশা করি, যদ্দ্বারা তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সন্দেহ একেবারে তিরোহিত হইবে। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান বিবেচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা (certainty) পাইতে অভিলাষ করি।

শিঃ। যখন কোন ব্যবসায় করিতে মনস্থ কর, তখন কি তাহার সিদ্ধির

বিষয়ে নিশ্চয়তার অপেক্ষা কর, না এক প্রণালীতে কার্য্য করিলে লাভের সম্ভাবনা ও অন্য প্রণালীতে কার্য্য করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা, এই মাত্র জানিতে পারিলেই তদনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর?

যুঃ। অবশ্য সিদ্ধি-লাভের পক্ষ অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

শিঃ। এমন স্থলে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না পাইলেও কেবল সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছ। যদ্যপি কোন একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুতর হয়, তবে কি এই নিয়মের অনুগামী হইবে না?

যুঃ। হাঁ তাহা হইলেও এই নিয়মে কার্য্য করিব। কিন্তু কোন গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে আমি অত্যন্ত সতর্ক হইব এবং বিষয়ের গুরুত্বানুসারে তৎসম্বন্ধে কার্য্য করিবার নিমিত্ত অধিক প্রবর্ত্তক কারণের আশা করিব।

শান্তি না খড়্গ?

যেশু নানা প্রকার সঙ্কেত দ্বারা লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাঁহার এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতি প্রযুক্ত পৃথিবীতে ঘোর বিপ্লব জন্মিবে। শান্তির পরিবর্ত্তে খড়্গ,আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ হইবে। পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে অশুচি, অনির্ম্মল আত্মা চীৎকার করিয়া বলিবে,"তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমাকে যাতনা দিও না।" দার্শনিক প্লেটো-বর্ণিত (Plato) গুহাতে যে সকল লোক অনেক দিন অন্ধকারে বাস করিতেছিল, তাহারা উহার ভিতরে আলোক প্রবেশ করিবা মাত্র চমকিত হইয়া উঠিল, ইহার কারণ এই যে, আলোক দ্বারা সকল বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের জন্মিল। ঠিক এই রূপে পাপীরা যখন খ্রীষ্টের সম্মুখীন হইত, তখন আপনাদের পাপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চমকিত ও ভীত হইত। তাহাদের মনে এক প্রকার যাতনা উপস্থিত হইত। এই রূপ যাতনার ও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যত ক্ষণ না ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জন্মে, ততক্ষণ তাহা নিবারণ করিবার বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতক্ষণ পাপ ভয়ানক দুর্ব্বহ ভার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হয়, ততক্ষণ তাহা দূর করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। পাপ ক্ষমার জন্য আকাঙ্ক্ষা না হইলে পাপক্ষমাও সম্ভবে না। পবিত্র আত্মার বিদ্যমানতা একটী লক্ষণ দ্বারা অবগত হওয়া যাইতে পারে। খ্রীষ্ট কহিয়াছিলেন, "আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসি নাই, আমি পৃথিবীতে খড়্গ দিতে আসিয়াছি।" বাস্তবিক খ্রীষ্টের আগমনে পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বিরোধের সূত্রপাত হইল। যখন প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে, খ্রীষ্ট প্রচারিত ধর্ম্মবীজ রোপিত হইল, তখন একটী ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। পুরাতন স্বভাব নূতন স্বভাবের বিরুদ্ধে, পুরাতন ধর্ম্ম নূতন

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইল। যে প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যিহুদীরা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, সেই প্রবৃত্তি দ্বারা প্রনোদিত হইয়া তাহারা রোমের আধিপত্যের বিপক্ষে উত্থান করিয়াছিল, এবং এই সংগ্রামে তাহাদের রাজধানী ও পবিত্র মন্দির বিনষ্ট এবং তাহারাও একেবারে উচ্ছিন্ন হয়। খ্রীষ্টের সময় হইতে পবিত্র আত্মা দ্বিবিধ প্রকারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ ভাল ও মন্দ, শান্তি ও যুদ্ধ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধ, উপপ্লব, উপধর্ম্ম যেন খ্রীষ্টীয় ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই পৃথিবীতে জীবন সমস্যা অত্যন্ত কঠিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, পবিত্র আত্মা ধীরে ধীরে আপনার কার্য্য করিয়া মন্দ হইতে ভাল, যুদ্ধ হইতে শান্তি, উৎপাদন করিতেছেন। ক্রমে২ মিথ্যাধর্ম্ম, দেবপূজা, বহুবিবাহ, দাসত্বপ্রথা ইত্যাদির মূল শিথিল করিয়া মনুষ্যদিগকে নীতির উন্নত সোপানে আনয়ন করিতেছেন। প্রথমে মনুষ্যদের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া তাহার পর দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদানকারী আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সংশোধন করিতেছেন। ফলতঃ তিনি ভিতর হইতে বাহিরেই কার্য্য করিয়া থাকেন।

কেবল নীতি সম্বন্ধেই যে প্রাচীন ও খ্রীষ্টীয় ভাবের প্রভেদ আছে, তাহা নহে। প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতা পাঠ করিলে এই দুই স্বতন্ত্র ভাবের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রাচীন কালে এদেশে না হউক, ইউরোপ এবং অন্যত্রে ইহ সংসারকে মনুষ্যের একমাত্র আবাসভূমি বলিয়া অনুমান করা হইত। প্রাকৃতিক পদার্থ এখন স্বতন্ত্র চক্ষে দেখা যায়। সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থ এখন সৃষ্টিকর্ত্তা না হইয়া কেবল সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব, মহিমা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশক হইয়াছে। হিব্রিয় ভাবানুসারে সকল সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক বিধান ও নিয়ম প্রকটিত দেখা যায়। খ্রীষ্টের আত্মা আসিলে পর প্রকৃতি স্বগৌরব প্রাপ্ত হইল। কবি অন্য ভাব দ্বারা চালিত হইতে লাগিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তি, বিবেক এবং আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি নিচয়ে প্রকাশিত হইল। যে রূপ উপধর্ম্ম ও মিথ্যাধর্ম্মে বুদ্ধি সঙ্কুচিত ও হীনপ্রভ হয়, সেই রূপ প্রেম ও সত্যের আত্মা দ্বারা বুদ্ধি ও বিবেক পরিমার্জ্জিত ও সবল হয়। বিশ্বাসে ভুল থাকিলে বিজ্ঞানে ভুল হয় এবং যখন সত্যরূপ ভিত্তির উপর ঐশিক বিশ্বাস স্থাপিত হয়, তখন আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বা আধ্যাত্মিক সত্য হউক, সর্ব্বপ্রকার সত্যের অনুধাবনে অধিক উপযোগী হই। এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, যেমন পূর্ব্বকালে তেমনি বর্ত্তমান সময়ে পবিত্র আত্মা নূতন অবস্থানুযায়ী নূতন কর্ত্তব্যের জ্ঞান প্রদান করেন, মিথ্যা বিশ্বাস ও ভয় হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি ও বিবেক পরিষ্কার করেন, এবং অবশেষে খ্রীষ্টের কথানুসারে আমাদিগকে সকল সত্যে আনয়ন করেন।

হেনরী হ্যাভ্লক।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠার পর।)

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিখ্ যুদ্ধে গমন করেন। তাহার পরে যখন দ্বিতীয় শিখ্ যুদ্ধে তাঁহার যাইবার কথা হইতেছিল, তখন একটী প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৫ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে থাকিয়া তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত বিলাত গমন করা আবশ্যক বোধ হইল। তিনি বিলাত গমন করিয়া তথায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। একদা তাঁহাকে জনৈক দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে দেখিয়া একটী আইরিস্ কামিনী বলিলেন, "হে প্রিয় মহাশয়! আপনি যে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আপনার পক্ষে সাজে নাই। আপনার যেরূপ কোমল হৃদয়, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপদেশক হইলেই আপনার ভাল হইত। বোধ হয় ঈশ্বরেব অভিপ্রায়ই তাই।" ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উন্নত পদ লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। সিপাহী যুদ্ধে তিনি যে অসমসাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের চির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং অন্যান্য স্থানে যখন ইংরাজ পুরুষ ও স্ত্রীগণ ঘোর বিপদে পরিবেষ্টিত, যখন তাহাদের জীবনাশা প্রায় নিবিয়া গিয়াছে, যখন ভয়ঙ্কর মৃত্যু আপনার মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে একেবারে গ্রাস করিতে প্রস্তুত, তখন হ্যাভ্লক আপনার বিপন্ন দেশ বাসিদের উদ্ধার করিয়া অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শক্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইলেও তিনি আপনার কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। যখন তাঁহার অতুল সাহস ও জয় বার্ত্তা বিলাতে ঘোষিত হইল তখন তাঁহার সম্ভ্রম দেখে কে ? কিন্তু সম্পূর্ণ পুরস্কার ও সম্ভ্রম ভোগ করিতে পাইলেন না। বাৎসরিক পেন্সন্ ও অন্যান্য সম্ভ্রম সূচক পদ প্রাপ্তির কথা গেজেটে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব দিনে তিনি কানপুরে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আসন্নকালে তাঁহার পুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য দেখিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৎস! এখানে উপস্থিত থাকিয়া এক জন খ্রীষ্টীয়ান কেমন করিয়া মরে, তাহা স্বচক্ষে দেখ। বীর শ্রেষ্ঠ স্যর জেম্স অঁউটরামকে বলিলেন, "৪০ বৎসর ধরিয়া আমি এমন আচরণ করিয়াছি, মৃত্যু সময় যেন শান্তি পূর্ব্বক ও নির্ভয় চিত্তে মরিতে পারি। তিনি খ্রীষ্টের প্রকৃত সেনা থাকিয়া আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন; অতএব, মৃত্যু যখন আসিল, তখন ক্ষুদ্র শিশু যেমন নির্ভয়ে মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে, তেমনি তিনি প্রিয় ত্রাণকর্ত্তার হস্তে আপনার আত্মা সমর্পণ করিলেন।

হ্যাভ্লকের মৃত্যু ঘটনা শুনিয়া ইংলণ্ড শুদ্ধ লোক যার পর নাই দুঃখিত হইল এবং বলিতে লাগিল, "এখন হ্যাভ্লক

গিয়াছেন, এখন ভারতবর্ষ কি রূপে রক্ষিত হইবে, এখন ইংলণ্ডের মাহাত্ম্যই বা কি রূপে বজায় থাকিবে?”

আমরা বলি হ্যাভলক গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব অপার্থিব স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত এখনও বিদ্যমান আছে। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন একখানি প্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে তাঁহার বিষয়ে এই রূপ লেখা হয়, “তাঁহার মত সমর-কুশল সেনাপতি ভারতবর্ষে আইসে নাই। যদিও তিনি সকলকে খাটাইতেন এবং সকলের নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য লইতেন, তবুও তিনি কাহার অপ্রিয় হন নাই। সৈন্যদিগের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী। ঘোর বিপদ যখন সন্নিকট, তখনও তাঁহাকে প্রফুল্ল ও বাক্‌পটু দেখা যাইত। লরেন্স, এড্‌ওয়াড নিকলসন, মন্টগমরী ইত্যাদি বিখ্যাত পুরুষদের মতন তিনি সত্য ও ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। ধর্ম্ম-পুস্তক অনুসারে তিনি সর্ব্বদা চলিতেন এবং অপর লোকদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতে কখন লজ্জিত হইতেন না। লর্ড হার্ডিং তাঁহার বিষয়ে একদা বলিয়াছিলেন, “তিনি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যোদ্ধা, সেইরূপ আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে একজন খ্রীষ্টভক্ত”। হ্যাভ্‌লক খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে চালিত করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেক মন সংসারকে ও অর্দ্ধেক মন ঈশ্বরকে দেন নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যে সম্ভ্রম দ্বারা তিনি বুঝিতেন খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, সে সম্ভ্রম বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। তিনি সকল সময়ে আপনার বিশ্বাস স্বীকার করিতেন। যখন কানপুর রক্ষা করেন, তখন বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কার করেন নাই। তারে কেবল এই মাত্র সমাচার পাঠান, “ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে কানপুর অধিকার করিয়াছি।”

হ্যাভ্‌লক অত্যন্ত প্রশস্তচেতা ছিলেন। তাঁহার দানশীলতাও বিলক্ষণ ছিল। প্রভুর জন্য আপনার আয়ের দশমাংশ নিয়মিতরূপে ব্যয় করিতেন। নিজের জন্য প্রায় কিছুই সঞ্চয় করেন নাই।

পাঠক, এই আদর্শ-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে জানিয়া আপনাকে কি তজ্জন্য প্রস্তুত করিতেছ? মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন মৃত্যু আসিয়া তোমাকে আক্রমণ না করে। তুমি কি বাস্তবিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছ? মহাত্মা হ্যাভলকের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই জানিতে পারিবে, খ্রীষ্টীয়ান শব্দের অর্থ কি, খ্রীষ্টীয়ানের কি রূপ আচরণ হওয়া উচিত, কেমন করিয়া খ্রীষ্টীয়ান জীবন সমাপ্ত করিতে পারে। ত্রাণকর্ত্তার অভাব কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে এখনই তাঁহার শরণাগত হও। ধন, মান, জীবন ও যৌবন থাকিতেই তাঁহার আশ্রয় লও। যিনি জীবন ও মুক্তির আকর, সময় থাকিতে২ তাঁহাকে গ্রহণ কর। খ্রীষ্টের জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন ধারণ কর, তাহা হইলে তুমিও মৃত্যুজেতা হইয়া অনন্ত কাল গৌরব রাজ্যে বাস

করিতে পারিবে। তুমি নিজে খ্রীষ্টের জন্য জীবন ধারণ করিবে, কেবল তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে তোমার বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সাধ্য মতে চেষ্টা করিবে। শতং লোক তোমার চতুর্দ্দিকে যেশুর পরিচয় না পাইয়া কাল কবলে পতিত হইতেছে; তুমি কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিবে? মনে করিও না কেবল মিশনরীরা প্রচার করিতে বাধ্য। সকল খ্রীষ্টীয়ান আপনাদের বাক্য ও কার্য্য দ্বারা প্রচার করিতে বাধ্য। হ্যাভ্‌লক মিশনরী পদে নিযুক্ত না হইয়াও কেমন প্রভুর কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রিয় পাঠক! আমরা তোমাকে অনুরোধ করি, সর্ব্বপ্রথমে খ্রীষ্টের জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর, তাহার পরে সেই অমূল্য ধন বিতরণ করিতে সযত্ন হও। চুপ করিয়া থাকিও না, অলস হইয়া থাকিও না। এই জীবন কার্য্য করিবার সময়, কেননা "রাত্রি আসিতেছে, যখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না।"

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

৬ অধ্যায়।

১৫৭ পৃষ্ঠার পর।

কেহং বলেন কনফরমেশন্ অর্থাৎ নির্দ্ধারণ বিধি খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই বলিয়া তাহা মানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। অতএব তাহা অগ্রাহ্য করিলেও চলে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে প্রেরিতেরা মণ্ডলী সম্বন্ধে যেং কার্য্য করিতেন তাহা খ্রীষ্টের অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মার দ্বারাই চালিত হইয়া করিতেন। আধ্যাত্মিক প্রসাদের জন্য তাঁহারা যেই বিধান নিয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসী বর্গের নিত্য আবশ্যক বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা এক প্রকারে খ্রীষ্টকর্ত্তৃক নিরূপিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। যত কার্য্য মণ্ডলীতে সম্পন্ন হয়, সকলই খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক সম্পাদিত বলিতে হইবে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। পবিত্র আত্মার শক্তিতে মণ্ডলীর জন্ম হইয়াছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণ সাধিত হয়। একবার খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ও মধ্যস্থতা স্বীকার কর, তাহা হইলেই এবিষয়টী সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। আবার দেখিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে কনফরমেশন কখন নিরূপিত হইতে পারিত না। নির্দ্ধারণ দ্বারাই বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পবিত্র আত্মার দান পাইয়া থাকে। ইহা ঈশ্বরের বিধান। স্বর্গারোহণ দ্বারা খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইবার পূর্ব্বে সেই দান কি রূপে প্রদত্ত হইতে পারিত? যোহনের সপ্তম অধ্যায় ৩৯ পদে লিখিত আছে, "পবিত্র আত্মা প্রদত্ত হয় নাই, কেননা যেশু তখনও মহিমান্বিত হন নাই।" আরও দেখা যাইতেছে যে ফিলিপ 'ডিকন' অর্থাৎ সেবক হওয়াতে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ডিকনেরা

জলসংস্কার সম্পাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু হস্তার্পণ করিতে পারিতেন না। প্রেরিতদিগকে পিতর ও যোহনকে সমেরিয়ায় পাঠাইতে হইয়াছিল,যেন তাঁহারা ফিলিপ কর্ত্তৃক বাপ্তাইজত ব্যক্তিদিগের উপর হস্তার্পণ করিয়া পবিত্র আত্মা প্রদান করিতে সমর্থ হন। প্রেরিতদের ক্রিয়ার অষ্টম অধ্যায় ১৪-১৭ পদে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে, তাঁহারা যতক্ষণ না হস্তাপণ করিলেন, ততক্ষণ পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইল না। স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রেরিতগণ ব্যতীত আর কেহ যে এই বিধি সম্পাদন করিতে পারিত না এমন নহে। যিনি খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রথমে প্রেরিতত্ব পদে নিযুক্ত হন নাই অর্থাৎ সাধু পৌল এই বিধি সম্পাদন করিতে পারিতেন (প্রেরি, ক্রিয়া ১৯,৪-৬।)

হিব্রীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় পদে বাপ্তিস্ম-শব্দের পরেই "হস্তার্পণের" উল্লেখ আছে। ইহা খ্রীষ্টের শিক্ষার মধ্যে একটী মৌলিক বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদিও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতান্তর হইয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে যে, উক্ত পদ আমাদেরই মতের পোষকতা করে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণও এইরূপে উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ তারস্বরে বলেন যে, নির্দ্ধারণ প্রেরিতদের উত্তরাধিকারী বিশপগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং তাহাতে পবিত্র আত্মার দান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয় শতাব্দীতে কার্থেজের বিশপ সিপ্রিয়ান বলেন, "জলসংস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মণ্ডলীর প্রধান পালকদের নিকট এইজন্য আনীত হয় যেন তাহারা প্রার্থনা ও হস্তার্পন দ্বারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত ও খ্রীষ্টের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়।"

সাধু জেরম বলেন "আমাদের মণ্ডলীর নিয়ম এই। বিশপ পরিভ্রমণে গমন করিলে, যাহারা পুরোহিত ও সেবক দ্বারা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে প্রার্থনা ও হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দান করা হয়।"

সকলেই আশীর্ব্বাদ পাইবার নিমিত্ত একতার ব্যক্তিগত মধ্যবিন্দু স্বরূপ বিশপের নিকট আনীত হইত। এই আধ্যাত্মিক একতা সংরক্ষণ করাও এই উপায় দ্বারা বিশিষ্টরূপে সাধিত হইয়া থাকে। সাধু আমব্রোসের মতে নির্দ্ধারণ বাপ্তিস্মের পূর্ণতা মাত্র। তিনি সংস্কার সম্বন্ধীয় পুস্তকে ইহাকে "সমাপ্তি কারক অভিষেক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমার স্বপ্ন।

১৪০ পৃষ্ঠার পর।

তাহারা এক মধুকরগুঞ্জন-মুখরিত বকুল বৃক্ষের তলে যাইয়া উপবেশন করিল। তখন জ্যেষ্ঠা কহিল, "সখি! ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে যে সমস্ত অন্যায় প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তোমার ন্যায় সরলা বালার সহজে বোধগম্য নহে। তবে এই মাত্র বলি

যে তৎসম্বন্ধে সমাজ সংস্করণ আবশ্যকীয় হইয়াছে। হিন্দুসমাজভুক্ত জনগণের মধ্যে উদ্বাহ সম্বন্ধে যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে তাহা বর্ণনা করিলে উহার সংস্করণের আবশ্যকতা জানিতে পারিবে। প্রথমতঃ, কুলীনকে কন্যা সম্প্রদানার্থ প্রাণপণে চেষ্টা। আমি ইহাকে সমাজের এক মহৎ দোষ বিবেচনা করি। কারণ প্রায় সকলেই ঐ বিষয়ে চেষ্টিত থাকায়, সমাজে যে কত হৃদয়-বিদারক ব্যাপ্যার ঘটিতেছে তাহা বলা যায় না। যাঁহারা যথার্থ কুলীন উপাধির যোগ্য, তাহাদিগকে কন্যাদানে কোন দোষ নাই; বরং তজ্জন্য চেষ্টা করাও উচিত। কিন্তু কুলীনের লক্ষণ কি? "আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠারত্তিস্তপোদানংনবধা কুললক্ষণং॥" এসকল লক্ষণ এক্ষণকার কুলীনদের মধ্যে কয় জনের আছে? বর্ত্তমান কুলীন মহাশয়েরা কেবল পূর্ব্বপুরুষদের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া দম্ভ করিয়া থাকেন! এবং সমাজের এমনি মহিমা যে, সেই দম্ভের ভয়ে প্রায় সকলেই জড়সড়! কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা অপ্রকাশ্যে। আমি এমন বলি না যে, যাঁহারা এক্ষণে কুলীন উপাধিধারী তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান একবারে অনুচিত। তবে বিবেচনা পূর্ব্বক দান করিলেই ভাল হয়। পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারে চলিতে যাইয়া, কন্যাটীকে চিরকালের জন্য অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া, অথবা নিজে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া কি জ্ঞানবান লোকের কর্ম্ম? মনে কর এক কুলীন ব্রাহ্মণের একটী কন্যা জন্মিল। কন্যাটী দেখিতে অতি পরিষ্কার। যেন সোণার পুত্তলি। কন্যাটী শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণের এখন মহাবিপদ উপস্থিত। আর তিন বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে মহাপাপ হইবে! আবার নিজে কুলীন; কুলীনকে কন্যাটী দান করিতে হইবে। ভাবনায় ব্রাহ্মণের নিদ্রা হয় না। কুলীনের বড় দর! ব্রাহ্মণের তত অর্থ নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী কুলীন পাওয়া গেল। দুর্ভাগ্য বশতঃ 'মেলে' মিলিল না। পরে আর একটী পাওয়া গেল। সে আবার নাম স্বাক্ষরে অক্ষম! কন্যার পিতার সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই; কেবল কুলীনের সন্তান পাওয়া গেল, এই আনন্দেই মন নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণ পরেই সে সাধে বিষাদ হইল। পাত্রের পিতা বলিলেন "পাঁচশত টাকা না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিব না"। কিসের এত অহঙ্কার বলিতে পারি না। না, তাঁহার দোষ নাই; অনেকেই এরূপ বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত! ঐকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন বজ্র নিক্ষিপ্ত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কুলীনকে কন্যা দিবার চিন্তা মনে উদয় হইতে দিব না। অমনি সমাজের কুটীল আকর্ষণে আকর্ষিত হইলেন। ভাবিলেন, প্রতিবাসীরা কি মনে করিবেন? একবার ভাবিলেন, সকলকে একমত করিয়া এই

কার্য্য সমাধা করিব। কিন্তু হায়! কাহাকে সম্মত করিবেন? সম্মত করিবার ক্ষমতা কি? কোন্ ব্যক্তিই বা সাহস করিয়া সমাজের নিরূপিত চিহ্নের বাহিরে যাইবেন? তা হলেই যে মহা বিপদ। ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়া একজন জ্ঞাতিকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একবাব শুষ্কপত্র প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমার সন্তানদের একবারে পরকাল নষ্ট হইবে। তাহাদের আর বিবাহ হইবে না। তুমি কুলীনের ছেলে; কুলীনকে বিবাহ না দিয়া কি পূর্ব্বপুরুষদের নাম ডুবাইবে?" ইত্যাদি অনেক তিরস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর, প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক এক কুলীনের সহিত, অশীতি টাকা পণে, কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন! এখন জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আনন্দিত। কন্যার কি দশা হইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। কুলীনকে কন্যাদান করা হইল ইহাই পরম আনন্দ।' এক্ষণে কন্যার বয়স প্রায় একাদশ বর্ষ। বরটী তাহার পিতামহ সদৃশ হইল! কন্যার পিতা যেন জীর্ণ তরণী করিয়া কন্যাটীকে অগাধ জলধিজলে ভাসাইয়া দিল। তিন বৎসর না যাইতেই ব্রাহ্মণের কুলীন জামাতার গৌরব ফুরাইল! কন্যাটীর একমাত্র অবলম্বন জীর্ণ তরণী অগাধ সলিলে ডুবিল। কন্যা ডুবিল না! মরিলও না! মৃতপ্রায় ভাসিতে লাগিল। তখন কন্যার পিতা ভাবিলেন, যদি সেই বিষময় বিবাহে সম্মত না হইতাম, তাহা হইলে এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। একে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের সময় নিঃস্ব হইয়াছেন; তাহাতে আবার কন্যাটী গলগ্রস্ত হইল। কন্যার কমল গঞ্জিত বদনখানি যেন শুখাইয়া গেল! পিতা দুঃখে অধীর হইয়া বলিলেন, "হা! সমাজ তোমার কুটীল চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া কি হৃদয়-বিদারক কার্য্যই সাধন করিলাম!" কেন, ব্রাহ্মণ কি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন না? ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু সমাজের ভয়ে কিছু করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ। যে সমাজে এ নিয়ম প্রচলিত আছে, সে সমাজের সংশোধন অতি আবশ্যক। হিন্দু সমাজে এরূপ নিয়ম থাকা উচিত, যে 'ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে স্ত্রীর, এবং ত্রয়োবিংশতি অথবা চতুর্ব্বিংশতি বৎসরে পুরুষের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য'। এইরূপ নিয়ম না থাকায় সমাজের অনেক দুর্দ্দশা হইতেছে। অনেকে কন্যার বিবাহ দিয়া আমোদ করিব, এই বিবেচনায়, চারি পাঁচ বৎসরের কন্যাকে বিবাহিতা করেন। গতকল্য তাঁহার কন্যা যেরূপ পুত্তলিকার বিবাহ দিয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ করা হইল। বিবাহের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন যে, পরস্পর প্রণয়সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজে যে রূপে বিবাহ সমাধা হয়, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া দুষ্কর। মনে কর, এক ব্যক্তি সপ্তম বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ

দিলেন। কন্যাটী তখন জানে না যে স্বামী কি, আর ভক্তিই বা কি! ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানবৃদ্ধি হইল। তখন স্বামীকে একজন সাধারণ লোকের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল। আর না করিবেই বা কেন? বিবাহের পর তিন চারি বৎসর যাহাকে একজন পথিক বা বিদেশীয়ের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছিল, তাহাকে কিরূপে এক্ষণে ভক্তি করিবে? এরূপ স্থলে মনের মিলন হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং অহর্নিশি কলহ ঘটিয়া থাকে। কন্যার পিতা মাতা একদিন আনন্দ করিতে যাইয়া, ভবিষ্যৎ জ্ঞান শূন্য হইয়া বাল্যকালে বিবাহ দিলেন; তাহার এই ফল ফলিল। যদি কন্যার উপযুক্ত কালে বিবাহ দেওয়া হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতে প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিত; সুতরাং উভয়ে সুখে কাল যাপন করিত। এরূপ স্থলে যদি স্বামীর বয়স স্ত্রীর অপেক্ষা দশ বার বৎসর অধিক হয়, তবেই কিঞ্চিত মঙ্গল। যদি উভয়ের বয়স প্রায় সমান হয়, তবে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রধান অমঙ্গল এই যে, তাহাদের সন্তান হয় চিররুগ্ন নয় অল্পজীবী হয়। যে দিন সমাজস্থ সকলে একমত হইয়া এই বাল্য বিবাহ নিবারণে যত্নবান হইবেন; সেই দিন হইতে আশা হইবে যে, শত শত জননীকে নিদারুণ পুত্রশোকে আর দগ্ধ হইতে হইবে না, স্বামীকে ভার্য্যার অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইতে হইবে না, এবং সন্তানকে স্ত্রৈণ দেখিয়া জননীকে অশ্রুজলে ধরা ভাসাইতে হইবে না। আর বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের আশা বৃক্ষও ক্রমে ক্রমে পুনরঙ্কুরিত হইবে।

মৃত্যু।

১৩৬ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, "এক মনুষ্যদ্বারা পাপ ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়াছে; আর এই প্রকারে তাবৎ মনুষ্যেতে মৃত্যুর আবেশ হইয়াছে; কারণ সকলেই পাপ করিয়াছে।" অনেকে মনে করে, এই পদে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দিয়াছেন; তিনি আর আমাদের উপরে দয়া বা অনুকম্পা করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এবম্প্রকার চিন্তা নিতান্ত অনুপযুক্ত এবং তাহা আমাদের সৃষ্টি স্থিতি পালনকর্ত্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অযথার্থ। মৃত্যু ঈশ্বরের কার্য্য নহে; কিন্তু তাহা মনুষ্যের কার্য্য। "মনুষ্য দ্বারাই মৃত্যুর আবেশ হইয়াছে, মনুষ্যদ্বারা পাপ ইহজগতে প্রবেশ করিল; এবং পাপহেতু মৃত্যুর আবেশ হইল।" আমাদিগের দণ্ডের জন্য আমাদিগেতে মৃত্যুর আবেশ হয় নাই; কিন্তু তাহা আমাদের পাপের আবশ্যকীয় ফলস্বরূপে প্রবিষ্ট হইল। মনুষ্যদ্বারা পাপের সঞ্চার হইয়াছে, আর মনুষ্য তাহার দণ্ড পাইবে; কিন্তু মনুষ্য পাপ

করিবামাত্রেই তাহার আশু ফলস্বরূপ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ইহ জগতে যে সমস্ত পাপ করি, মৃত্যুর পরে তাহার দণ্ডভোগ করিব; কিন্তু সম্প্রতি পাপের ফল স্বরূপে আমরা মৃত্যুর অধীন হইয়াছি। মৃত্যু পাপের দণ্ড নহে; কিন্তু তাহার ফল; এবং পাপের দণ্ড মৃত্যুর পশ্চাদ্বর্ত্তী।

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাগুক্ত বচনে এবং অন্যং অনেক স্থানে দেখাযায় যে আদমের অপরাধ হেতু মানব কুলে মৃত্যুর আবেশ হইয়াছে; নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি কোন প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করেন নাই। আদম পাপ করাতে মৃত্যুর অধীন হইল; আর আমরা আদমের বংশ হওয়াতে মৃত্যু আমাদের উপরেও কর্ত্তৃত্ব পাইল। ইহাতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণার কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা কিম্বা তাঁহার স্নেহের কথঞ্চিৎ হ্রাসও দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথমতঃ ঈশ্বর আদমকে যে শরীর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আমাদের প্রত্যেকেরই যে শরীর আছে, তাহা স্বভাবতঃ অবিনাশ্য বা অবিনশ্বর নহে। তাহাতে অবিনশ্বরত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বত্ব নাই এবং কদাচ ছিলও না; তাহা সৃষ্টিকালাবধি নশ্বর ও বিনাশ্য। ঈশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা আদমের শরীর গঠন করিয়াছিলেন; এবং আমাদের শরীর ধূলা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব তাহা স্বভাবতই ধূলাতে লীন ও মৃত্তিকায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে। নশ্বর পদার্থ সম্ভূত ও ক্ষয়ণীয় বস্তু হইতে গঠিত বা জাত কোন বস্তু ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্যতীত অবিনশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে না। আদমের শরীর নশ্বর মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; অতএব তাহা অবিনাশ্য ও অবিনশ্বর করিবার জন্য ঈশ্বরের করুণার বিশেষ কার্য্যকারিত্বের আবশ্যকতা ছিল, সন্দেহ নাই। আর ঈশ্বর আপন করুণায় তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি আদমকে বলিয়াছিলেন, "যে দিনে তাহা খাইবা সেই দিনে মরিবা" অর্থাৎ যত দিন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলভোজন না করিবে, যতদিন এই স্বর্গারামে থাকিবে, ততদিন অনশ্বর হইবে; ততদিন তোমার নশ্বর পদার্থ সম্ভূত শরীর অনশ্বর থাকিবে। কিন্তু স্বর্গারাম হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাহা হইবে না। এই এদেন উদ্যান হইতে দূরীভূত হইলে, ঐ জীবন বৃক্ষের ক্ষমতা হইতে অপসারিত হইলে যাহা স্বভাবতঃ নশ্বর তাহা অবশ্যই মৃত্যুর অধীন হইবে; আর যাহা ক্ষয়ণীয় তাহা ক্ষয়ের মুখ দেখিবে। আদম পাপ করিলে, ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিবার সময়ে যাহাং দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই কাড়িয়া লন নাই। কেবল সাময়িক রূপে তাহাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই দেন নাই। তিনি আদমকে একটী বিশেষ আদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা পালন করিলে অমর হইবে; আর আদম স্বেচ্ছায় সেই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে অমরত্ব দিলেন না। আদম উক্ত আদেশ লঙ্ঘন না করিলে অবশ্যই অমরত্ব লাভ করিতেন;

কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করাতে অমরত্ব লাভের নিয়ম ভঙ্গ হইল; সুতরাং ঈশ্বর তাহাকে যে অনশ্বরত্ব দিতে চাহিয়াছিলেন সে তাহা পাইল না। অতএব আদমকে মৃত্যুর অধীন করাতে ঈশ্বর তাহার প্রতি কোন প্রকার নির্দ্দয় অথবা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না, কিম্বা তদ্দ্বারা আদমের পাপের ফল তাহার সন্তানদিগেতে আসিয়া বর্ত্তাইল, তাহাও যুক্তিসঙ্গত রূপে উক্ত হইতে পারে না। কারণ স্বয়ং আদম অমর ছিল না; সুতরাং তাহার বংশ পরম্পরা যে অমর হইবে ইহা কদাচই যুক্তিসঙ্গত নহে। নশ্বর আদম সন্তানেরা কখনই অনশ্বর হইতে পারে না। আদমের বংশ স্বভাবতই নশ্বর, অতএব তাহাদিগেতে মৃত্যুর আবেশ হওয়াতে তাহা যে আদমের দোষেই হইল, তাহা বলা যাইতে পারে না। নশ্বর পিতার সন্তানেরা অনশ্বর হইবে, কিম্বা অনশ্বর সন্তানদিগের পিতা নশ্বর হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে আদমের দোষের ফলস্বরূপে তাহার বংশ মৃত্যুর অধীন হইল এমন কথা বলা যাইতে পারে না। শারলক্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলেন, "আদম জীবন বৃক্ষের উপরে যে অধিকার পাইয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে পারিলে আমরাও তাহা ভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু আদম উক্ত অধিকার হারাইয়া ফেলাতে আমরাও তাহাতে তাহা হারাইয়াছি, এবং তাহাতে মৃত হইয়াছি, আদম নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ অবস্থায় থাকিলে আমরা একটী অলৌকিক অধিকার পাইতে পারিতাম। ইহাতে ঈশ্বরের যাথার্থ্য প্রচুররূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। ঈশ্বর আমাদের কোন শাস্তি বিধান করেন নাই। আমরা স্বভাবতঃ নশ্বর প্রাণী, আর তিনি আমাদিগকে নশ্বর অবস্থাতেই রাখিয়াছেন। ফলতঃ উপযুক্ত ও যুক্তি সঙ্গত কারণ সত্ত্বে প্রসাদ না দিলে বা অনুগ্রহ প্রকাশ না করিলে তাহা নিষ্ঠুরতা কিম্বা অন্যায় নহে।" আদম পাপ না করিলে ঈশ্বর তাহাকে অমরত্ব রূপ প্রসাদে বিভূষিত করিতেন; তাহাতে আমরাও অমর হইতাম ও তাহাতে আমাদের বিনাশ্য শরীর অবিনাশ্য ও অক্ষয় হইত; কিন্তু আদম পাপ করাতে ঈশ্বর তাহা হইতে আপনার প্রসাদ অপসরণ করিয়া লইলেন; আর আমরা আদমের বংশ হওয়াতে উক্ত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলাম। বস্তুতঃ উক্ত প্রসাদ আদমের কিম্বা আমাদিগের অধিকার নহে; কিন্তু আদম তৎলাভার্থক ঈশ্বরাজ্ঞা সংরক্ষণ করিতে পারিলে আমরা তজ্জনিত অলৌকিক অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। অতএব আমরা আদমের দোষেই মৃত্যুর অধীন হইয়াছি তাহা নহে আদমের পাপহেতুই যে আমাদিগেতে মৃত্যু কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন নহে।* কিন্তু আমরা নশ্বর সৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমরা স্বভাবতই নশ্বর। ফলতঃ আদম যদি আপনার নিষ্কলঙ্ক অবস্থা রক্ষা করিতে পারিত,

* এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার উপযুক্ত যুক্তি দেখান নাই। বং সং।

তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর প্রসাদাৎ অমরতার অধিকারী হইতে পারিতাম; কিন্তু আদম পতিত হওয়াতে আমরা তাহা পাইতে পারিলাম না। আর ইহাতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও বাৎসল্যের কিছুই হ্রাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিয়া ছিলেন "ইহা করিলে অমর হইবে।" আমরা তাহা করিতে পারিলাম না সুতরাং অমরতা ও লাভ হইল না। ইহাতে তিনি যে আমাদিগের প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্নেহ করেন, তাহা কোন মতেই প্রতিপন্ন হইতেছে না।

উপদেশ।

"ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না" ইফিসীয় পত্র, চতুর্থ অধ্যায় ২৬ পদ।

"ক্রোধ করা" যে গ্রীক শব্দ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ- উত্তেজিত ও উত্তাপিত অন্তঃকরণে কোন কার্য্য করা। হিব্রিয় ভাষায় ইহাকে "রাঘাজ" বলা যায়। যাঁহারা এই অধ্যায়ে সাধু পৌলের যুক্তি ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি ভিন্ন২ জাতীয় লোকদের আধ্যাত্মিক নির্জ্জীবতা ও অসাড়তা অতি স্পষ্ট ও তীব্র ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা পাপ করিয়া অচেতন প্রায় হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবেক একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কোন প্রকার সাড় নাই। পাপের প্রতি তাহাদের ঘৃণা ও লজ্জা নাই, তাহার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ও রাগ নাই। ভিন্ন জাতীয় লোকদের এই অসাড় অচেতন ও মৃতপ্রায় অবস্থা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াই মহাত্মা পৌল বলেন, 'ক্রোধ কর কিন্তু পাপ করিও না।" প্রাচীন কালে দুই বিখ্যাত দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা স্তইকীয় ও এপি- কিউরিয় দার্শনিক সম্প্রদায় নামে খ্যাত। স্তইকীয় লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, যদি রাগাদি কোন রিপুদ্বারা মন চঞ্চল হয় তাহা হইলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। তাহারা বলিত যে, মান- সিক প্রবৃত্তি ও রিপু সংযত ও করায়ত্ত করিবার অপেক্ষা একেবারে তাহার মূলোৎপাঠন অথবা উচ্ছেদ করা সঙ্গত। এপিকিউরিয় দার্শনিকেরা এই চঞ্চল ও দুঃখ পূর্ণ পৃথিবী থাকে বা না থাকে এ বিষয়ে কোনই চিন্তা করিত না। সকল বিষয়ে উদাসীন থাকাই তাহাদের এক- মাত্র লক্ষ্য ছিল। লুক্রেশিয়স (Lucretius) নামে একজন অদ্বিতীয় প্রাচীন লাটিন কবি এই বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এবম্প্রকার ভ্রান্ত মতাব- লম্বিদিগকে লক্ষ্য করিয়া সাধু পৌল বলেন "ক্রুদ্ধ হও"। অর্থাৎ মনে করিও না যে, ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয় কেবল মাত্র দোষলিপ্ত,তাহার দ্বারা ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে

পারে না। যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, ঈশ্বরের নিন্দা, অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য দেখিয়া শুনিয়াও মনে রাগের উদয় না হয়, তাহা হইলে তাহা অসঙ্গত ও অন্যায় বলিতে হইবে। মানব প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্মৃষ্টি, এবং তজ্জন্য ক্রোধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানব সমাজ যে নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ, ক্রোধ তাহাদের মধ্যে একটি বন্ধনী স্বরূপ। যাহারা পাপ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়াছে তাহারা যাহাই করুক না কেন, তোমরা তাহাদের অনুগমন করিও না। এই বিষয়ে বিশপ বটলরের মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনটী উপদেশ বিশেষ রূপে দ্রষ্টব্য। সাধু ক্রিশস্তম বলেন, "ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধ দিয়াছেন, প্রতিবাসী দিগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নহে, কিন্তু পাপীকে উদ্ধার করিবার এবং আপনাদিগকে সচেতন করিবার জন্য। ক্রোধ আমাদিগকে শয়তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য; পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নহে। পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিবাদ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বাহুপ্রদান করেন নাই। তিনি আমাদিগকে বাহু দিয়াছেন, যেন শয়তানের বিপক্ষে তাহা আমরা বর্ম্মস্বরূপ ব্যবহার করি। তুমি কি ক্রোধ-পরতন্ত্র? তাহা হইলে আপনার উপর ক্রোধ কর, আপন আত্মাকে ভৎর্সনা কর, আপন বিবেককে কশাঘাত কর, আপনার দোষের তীব্র প্রতিবাদ কর। ইহাই ক্রোধের উপযুক্ত কার্য্য। এই জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধ দিয়াছেন। যে রিপু দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্য ভয়ানক হিংসা ও প্রতিহিংসার কার্য্য করিয়া থাকে, সেই রিপু দ্বারাই আবার ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়। সেই রিপু দ্বারা আবার আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য শক্তি ও মহিমা! কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, ক্রোধ ইত্যাদি দ্বারা তিনি কীদৃশ আশ্চর্য্য রূপে আপনার কার্য্য সিদ্ধ করেন।

ক্রুদ্ধ হওয়া সহজ, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া পাপে পতিত না হওয়া কত কঠিন! এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক ও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল না হইলে আমাদের পদে২ বিপদ। আমরা যাহা ঐশ্বরিক শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা হয় ত শয়তানের কল্পনা ও চাতুর্য্য হইতে উদ্ভূত। যাহারা আপনাদের জীবনের ভার ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করিয়াছে, যাহাদের চক্ষু সেই অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল ত্রাণকর্ত্তার উপর স্থাপিত, যাহাদের মনের ভাব পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত, তাহারাই নিষ্পাপ ক্রোধ করিতে পারে, তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিতে পারে, যিনি "তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।" সাধু পৌল স্পষ্ট করিয়া বলেন এই বিষয়ে হউক কি অন্যান্য বিষয়ে হউক, "শয়তানকে প্রশ্রয় দিও না।" শয়তানকে প্রশ্রয় দিলেই সর্ব্বনাশ। শয়তানকে প্রশ্রয় দিয়া যিহুদার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল একবার মনে কর। সাধু জেরম বলেন, "শয়তান প্রথমে যিহুদার অন্তঃকরণে একটী অগ্নিবাণ

নিক্ষেপ করে, যিহুদা যদি সেই অগ্নি-বাণটী যত্নের সহিত হৃদয়ে স্থান না দিত, তাহা হইলে শয়তান তাহার অন্তঃকরণে কখনই প্রবেশ করিতে পারিত না। যদি যিহুদা শয়তানকে প্রতিরোধ করিত, তাহা হইলে শয়তানের সাধ্য কি যে তাহাকে পরাজয় করে ?"

শয়তানকে অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে দিও না। ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা অলক্ষ্যভাবে শয়তান তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে অনবরত চেষ্টা করিতেছে, প্রবেশ করিয়া স্বভাবতঃ যাহা ভাল তাহা মন্দে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সাধু আগষ্টিন (৩২ উপদেশে) বলেন, "যদি শয়তান প্রবেশ করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে অধিকার করে, তাহা হইলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, আমরা নিজেই শয়তানকে প্রবেশ করিতে দিয়াছি।"

রাগ বল বা আর কোন প্রবৃত্তি অথবা রিপু বল, আপনাদের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই আমরা বিপথগামী হইতে আরম্ভ করি। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রকৃতিকে ধ্বংস করে না, প্রকৃতিকে আর প্রকৃতিস্থ করে। ঈশ্বর রূপ লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অনুগামী হইতে আমাদিগকে চেতনা প্রদান করে। সেই আদর্শ ও লক্ষ্য কেবল খ্রীষ্টে পরিলক্ষিত ও পরিব্যক্ত হয়। তজ্জন্য আমাদের উচিত সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব ঘটনায় খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাঁহার সাদৃশ্যের সদৃশ হই, তাঁহার পবিত্র পদচিহ্ন ধরিয়া গমন করি।

ত্রিনেত্র।

যে অনন্ত শক্তি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার সত্তায় সত্তাবান হইয়া মনুষ্য চরাচর যথা স্থানে থাকিয়া, নির্দ্দিষ্ট নিয়তির অধীন হইয়া জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে একটী মহান ইচ্ছা পালন করিতেছে, সেই মহাশক্তিকে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা 'ত্রিনেত্রা' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বিশ্বতশ্চক্ষু আবহমান কাল সৃষ্টির তিনটী ভিন্ন২ দিক্ দর্শন করিতেছে; মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক, যে ত্রিনয়নের তিনটী জ্যোতি মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষে নিপতিত হইয়া মনুষ্যের প্রত্যক্ষ, আগম ও অনুমান, এই ত্রিবিধ জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, সেই ভুত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান সাক্ষী ত্রিনয়না শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, জগতের প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই মহাশক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে, কি কালে বদ্ধ নন। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। আমরা যাহাকে কাল আখ্যা দিই, 'কাল' এই শব্দটী শ্রবণ মাত্র, আমাদের মনে যেরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই আদ্যা শক্তি সেইরূপ কালের অতীত। সৃষ্টি-শক্তির মধ্যেই কাল অব্যক্ত ছিল। কালের স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। সৃষ্টি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাশক্তিই কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদান করিয়া কালকে উপযুক্ত করিয়া লইলেন। প্রাচীন

হিন্দু ঋষিগণ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেতে পূর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত চরাচর জগৎ আর কিছুই নয় কেবল ব্রহ্মের সত্তা। একটু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে উপরোক্ত সাধু বাক্যের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সত্য অনুভূত হইতে পারে। স্থান সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, আমাদের স্ব স্ব অস্তিত্ব জ্ঞানই ইহার উপাদান কারণ; ব্রহ্মের সত্তা-জ্ঞানই আবার আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ। সুতরাং প্রাচীন ঋষিগণ এই সংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কাল সম্বন্ধেও একটুকু শান্ত সমাহিতচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে, স্থানের ক্রম সমষ্টি সম্ভূত অনুভূতিই কাল, এ ভিন্ন কাল আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ভূতসম্বন্ধে আগম অথবা সত্য-সন্ধায়ী সিদ্ধ মহাপুরুষগণের যে উক্তি, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বিবেকানুমোদিত অনুমান, ইহার প্রত্যেক জ্ঞানের মূলেই সেই ত্রিনেত্রা মহাশক্তি; অথচ তিনি স্বয়ং স্থান ও কালের অতীত। যে নিয়মের অধীন হইয়া শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদির কার্য্য চলিতেছে, এবং এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই ত্রিনেত্রা মহাশক্তির মধ্যে এই সমস্ত নিয়ম নিহিত রহিয়াছে, অথচ তিনি স্বয়ং এই সমস্ত নিয়মের অতীত, সেই প্রাণরূপী মহাশক্তির সত্তায় সত্তাবান হইয়া যদি আমরা আমাদের সত্তা অনুভব করিতে না পারিতাম, তবে আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে চলিত, তবে আর আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কি আবশ্যক হইত? সেই অনন্ত শক্তির অনন্ত সত্তাতে যদি আমাদের পরিষ্কার বিশ্বাস না থাকে, তাঁহার সত্যস্বরূপে যদি আমাদের দৃঢ় আস্থা না থাকে, তবে যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে যে সকল সাধুগণ তাঁহার স্বর্গীয় সত্যের আলোকে উদ্দীপিত হইয়া, তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশে নবজীবন লাভ করিয়া, যে সকল অমূল্য সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমরা কেমন করিয়া সেই সাধুগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব; কেমন করিয়াই বা সাধুগণকে বিশ্বাস ভাজন মনে করিব? মানিলাম, ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচার করিবার জন্য বিবেক দিয়াছেন; মানিলাম, আমরা বিচার করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিব; কিন্তু ইহকাল পরকালের যে সন্ধি স্থলে ইহকাল পরকালের নির্ম্মুক্ত আত্মাগণ মিলিত হন, আমরা যদি প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় সেই মিলন স্থানে উপস্থিত হইতে না পারি, তবে আমাদের ভূতকালে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বিশ্বাস, অনুমান কিম্বা কল্পনা নহে। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে যাহা অনুভব করিয়া হৃদয়-স্থিত সত্য-গৃহে চিরকাল রুদ্ধ করিয়া রক্ষা করা যায় তাহাকেই প্রকৃত বিশ্বাসের কার্য্য কহে। শুধু শাস্ত্র পাঠে উক্ত বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। শাস্ত্রকারের আত্মার পরিষ্কার অনুভূতি না জন্মিলে শাস্ত্রপাঠে তত্ত্ব-

জ্ঞান জন্মিবার পরিবর্ত্তে বরং শুষ্কতা ও অনাস্থা জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকা অস্বাভাবিক; তবে আনুমানিক প্রমাণ দ্বারা ভবিষ্য ঘটনার কথঞ্চিৎ সন্দেহাশ্রিত অসম্পূণ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু বুঝিবার সম্ভাবনা আছে, ভূতঘটনার সৌসাদৃশ্যের উপরেই তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভূত সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমানাশ্রিত; অর্থাৎ বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ এই তিনই বর্ত্তমানের অন্তর্গত। যিনি গতি, শক্তি, স্থান কালের আধার হইয়া শক্তিরূপে সমস্ত নিয়মের মূলে রহিয়াছেন, তাঁহাকে ত্রিনেত্রাই বল, আর যাহাই বল, তিনি নিমেষের মধ্যে একেবারে বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে পারেন। তাঁহার নিকট কালের প্রাধান্য নাই। তাঁহার অনন্ত শক্তি এক ভাবে অনন্ত কাল কালকে বক্ষে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছে।

অপরের জন্য প্রার্থনা।

বৎসরে২ আমরা সকলে মিলিয়া সমস্ত মিসনের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু বৎসরের এক দিনই কি এই গুরুতর কার্য্যের জন্য নিরূপিত হইয়াছে? তাহাত কখনই নহে। খ্রীষ্টীয়ানেরা নিত্য২ যেমন আপনাদের জন্য তেমনই অন্যের জন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য। প্রভু যে আপনি প্রার্থনা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদিগকে কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন নাই, তিনি অন্যের জন্য প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহার একটী প্রমাণ এই যে তিনি "আমার" স্বর্গস্থপিতার পরিবর্ত্তে "আমাদের" স্বর্গস্থ-পিতা ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, তাহার কারন কি? ইহার কারণ এই যে, প্রেম খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রধান লক্ষন। ঈশ্বরপ্রেম খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ভিত্তিমূল। খ্রীষ্টপ্রেম ইহার নিয়ামক। প্রেমের পবিত্র আত্মা ইহার বল। প্রেরিত যোহন বলেন, "ইহাতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত হইল, কেননা তিনি আপনার একমাত্র জাত পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, যেন আমরা তাঁহার দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি।" পুনশ্চ, "ইহাতে আমরা ঈশ্বরের প্রেম অবগত হই, কেননা তিনি আমাদের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিলেন; ভ্রাতৃগণের জন্য আমাদেরও প্রাণ সমর্পণ করা বিধেয়।" আবার লিখিত আছে, "প্রিয় ভ্রাতৃগণ আইস আমরা পরস্পর প্রেম করি, কেননা প্রেম ঈশ্বর হইতে জাত, এবং যে কেহ প্রেম করে সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং সে ঈশ্বরকে জ্ঞাত আছে।" ঐশ্বরিক প্রেমের শক্তির উপর আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে। যদি এই ঐশ্বরিক প্রেম আমাদের অন্তরে থাকিয়া আপনার কার্য্য সাধন না করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় জানিব যে আমাদিগকে মৃত্যুর

অধীন হইতে হইবে। "যে কেহ প্রেম না করে, সে ঈশ্বরকে জানে না, কেননা ঈশ্বর প্রেম।" প্রাচীন মণ্ডলীর সমকালীন অবিশ্বাসী ও মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বিগণ এটী বিলক্ষণ অবগত ছিল। তাহারা বলিত, "দেখ খ্রীষ্টীয়ানেরা কেমন পরস্পর পরস্পরকে প্রেম করে!" ইহা তাহারা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। প্রেমের অসদ্ভাব কি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দুর্ব্বলতা ও হীনতার মূলীভূত কারণ নহে? উদ্যোগ ও পরিশ্রমের অভাব নাই, কিন্তু প্রেমের যদি পূর্ণতা থাকিত তাহা হইলে আমাদের অন্য প্রকার অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইত।

অপরের জন্য চিন্তা করা, অপরের জন্য প্রার্থনা করা, কেবল সেই ঐশ্বরিক প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়। খ্রীষ্টের প্রেম যখন স্বাধীনভাবে আমাদের অন্তরে কার্য্য করে, তখন আমরা আপনাদের বিষয়েই কেবল ব্যস্ত থাকিতে পারি না। তখন আমরা অন্য লোকের দুঃখ, কষ্ট ও পাপের ভার আমাদের একমাত্র মহাযাজক খ্রীষ্টের নিকট লইয়া যাই। আমরা তখন সাধু পৌলের নিম্নলিখিত বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হই; "সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে আত্মা দ্বারা প্রার্থনা কর, এবং এই কর্ম্মের নিমিত্তে দৃঢ়াকাঙ্ক্ষাতে জাগ্রত থাকিয়া তাবৎ পবিত্র লোকদের জন্যে নিরন্তর প্রার্থনা কর। বিশেষতঃ আমার জন্যেও কর, যেন আমি সাহসপূর্ব্বক সুসমাচারের নিগূঢ় বাক্য প্রচার করণার্থে মুখ খুলিলে আমাকে বক্তৃতাশক্তি দেওয়া যায়। কেননা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেও আমি সুসমাচারের দূত আছি, অতএব আমার যেমন উচিত, তেমনি সাহসপূর্ব্বক তাহার কথা প্রচার করিতে বাঞ্ছা করি।" উক্ত পদ হইতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, সাধু পৌল ইফিসীয় ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয়দের প্রার্থনার উপরে অনেক নির্ভর করিতেন। আমরা যত পরিমাণে অন্যের জন্য প্রার্থনা করিব, তত পরিমাণে অন্যের প্রার্থনার উপরও নির্ভর রাখিব। মণ্ডলীর সমস্ত কার্য্য প্রৈরিত্তিক সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাসীবর্গের সমবেত প্রার্থনার দ্বারা চালিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির সমষ্টিতে খ্রীষ্টের মণ্ডলী সংগঠিত, এবং আমরা পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদৃশ। সামাজিক জীবন এবং একতা বিহীনে ব্যক্তিগত জীবন ও বল থাকিতে পারে না। প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও যত্নকে খ্রীষ্টের দেহের পরিশ্রম ও যত্ন বলিতে হইবে। পরস্পরের জন্য প্রার্থনা ও নিবেদন করিলে মস্তক স্বরূপ খ্রীষ্টের বল সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া বল ও শক্তি প্রদান করে। এই প্রকারে মণ্ডলীর অলৌকিক শক্তির কার্য্যকারিতা প্রকাশিত হইবে। প্রার্থনায় কি বল ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহার পরিমাণ করিতে পারি না। আমাদের ইচ্ছা ও বাঞ্ছার অতীত ফল ঈশ্বর প্রদান করিতে পারেন। যখন আমরা মনে করি যে, অপরের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, পৃথিবীস্থ সমস্ত মিসনের জন্য, প্রার্থনা করা মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়িক, তখন কি আমরা একেবারে

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিব না? যখন আমরা মনে করি যে, ঈশ্বরের মণ্ডলীর সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ লাঘব আমাদের প্রার্থনার উপর নির্ভর করে, তখন কি আমরা এমন পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারি?

বিবিধ বিষয়।

বিগত গুডফ্রাইডে দিবসে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে এবং তৎসময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের কাছে শুনিলাম যে, এমন আশ্চর্য্য শান্তিযুক্ত মৃত্যু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর দু চারি দিবসের পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অতি অল্প দিন পরেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ভয় কিম্বা দুঃখ হয় নাই। মৃত্যুর আধ ঘন্টা পূর্ব্বে তিনি যেরূপ শান্তি,আনন্দ ও প্রত্যাশার সহিত আপনার সহধর্ম্মিণীর ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত, আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। প্রভু যে শেষ পর্য্যন্ত আপনার লোককে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা তাঁহার উক্ত পরলোক গত দাসের পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় মৃত্যুতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যাঁহারা গোবিন্দ বাবুকে জানিতেন, তাঁহাদিগকে বলিতেই হইবে যে তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজ এবং বিশেষ রূপে খ্রীষ্ট সমাজ একটী বহুমূল্য রত্ন হারাইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত বিধবাকে বোধের অতীত সান্ত্বনা প্রদান করুন!

বিগত ২৬ এপ্রেল বুধবারে কেথিড্রেল মিশন ডিভিনিটি বিদ্যালয়ে একটী মিশনরী সভা হয়। অনেকগুলি ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। রেভরেণ্ড ক্লিফর্ড সাহেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গান ও প্রার্থনার পর রেভরেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্র মহাশয় মান্দ্রাজ পরিদর্শন সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ ও মনোহর বক্তৃতা করেন। মান্দ্রাজের জাতীয়, সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার উন্নতি বিবৃত করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করেন। সভ্যতার স্রোতে মান্দ্রাজ দিন২ উন্নতিশীল হইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ও অন্যান্য পরিব্রাজকদের মুখে তথাকার জাতিগত প্রভেদ ও পার্থক্য শ্রবণ করিয়া আমরা বড় দুঃখিত হই। জাতি ভেদ কুসংস্কার এতদূর বদ্ধমূল যে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। নীচ জাতি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার সময় অগ্রে খবর দেয় যেন ব্রাহ্মণ পথিক পথ হইতে কোন ভদ্র বংশজের গৃহে আশ্রয় লইতে পারেন। সে প্রদেশে শিক্ষার বেশ উন্নতি হইতেছে। এ

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় সে দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইতে বড় ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তি কত দিন থাকিবে, আমরা বলিতে পারি না। যখন সমস্ত ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতার ঢেউ লাগিয়াছে, যখন সর্ব্ব বিষয়ে সকল জাতির রুচির দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তখন যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজবাসীরা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন করিয়া থাকিবে এমন বোধ হয় না। তদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা কি পোশাক পরেন, রুদ্র মহাশয় আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই; কিন্তু আমাদের বোধ হইতেছে, তাহারা বাঙ্গালীদের মতন ইউরোপীয় পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। ঐ প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তার ও উন্নতি সম্বন্ধে রুদ্র মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা বাস্তবিক অত্যন্ত সন্তোষজনক ও প্রীতিপ্রদ। তিনেভেলী অঞ্চলে খ্রীষ্টীয়ানদের যে প্রকার বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছে তাহা শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। তাহাদের যত্ন, উদ্যোগ, ভক্তি, পরিশ্রমশীলতা, বদান্যতা ও প্রকৃত স্বাধীনতা অত্যন্ত সন্তোষজনক। বিশপ সারজেন্টের উদারতা, পরিশ্রমশীলতা, প্রার্থনাশীলতা, নম্রতা, বাৎসল্যভাব ও ঐকান্তিকতা যার পর নাই প্রশংসনীয়। তিনি যে এত দিন কার্য্য করিয়া এমন ফল দেখিতে পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্ট হয় বলিতে হইবে। আমরা ভরসা করি, রুদ্র মহাশয় আপনার পরিভ্রমণ প্রবন্ধাকারে ছাপাইয়া খ্রীষ্ট সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন। যখন আমরা ছোটনাগপুর, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিস্তারের বিষয় পাঠ করি, তখন খ্রীষ্টের কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন, আমি বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকদের কাছে এই সকল গুরুতর সত্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অজ্ঞান ও মুর্খ লোকদের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গদেশে এখন বিদ্যা ও জ্ঞানের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর যে ইহ সংসারের জ্ঞানকে অজ্ঞানতায় পরিণত করিতে পারেন, সে জ্ঞান এখন বড় হয় নাই। বঙ্গদেশ! বার জন ধীবর পৃথিবীকে কিরূপে মাতাইয়াছিলেন, তাহা একবার মনে কর। তাহা হইলে জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে মিসনের উন্নতি ও মঙ্গল জন্য প্রার্থনাদি হইবে। সেই দিবসের বিশেষ গীত ও পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বিশেষ গীত।

নিম্ন লিখিত একটী অথবা অধিক গীত ব্যবহার্য্য।

২	৪৭	৭২
৪৫	৬৭	৯৭
৪৬	৬৮	৯৮

নিম্ন লিখিত কোন একটী খণ্ড প্রথম পাঠস্থলে ব্যবহার্য্য।

যিসাইয় ৬; ১-৯।
,, ৪৯
,, ৫২; ১৩ পদ হইতে ৫৩ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত।

৫৪, ১-১০
" ৫৫
" ৬০
" ৬১
" ৬২
যিহি ১৪; ৬
দানি ১০; ২-১৩
মলাখি ১; ৭-১২

নিম্ন লিখিত কোন একটী খণ্ড দ্বিতীয় পাঠস্থলে ব্যবহার্য্য।

মথি ৯; ৩৫ হইতে ১০; ২ পদ পর্য্যন্ত।
"
" ১১; ২
" ২৮; ১৬
ইফিত ৩; ১-১৩
প্রকাশিত ৫

দ্বিতীয় পাঠের পর ৯৬ কিম্বা ১১০ গীত ব্যবহার্য্য।

সম্প্রতি বলিউ নানাজও নামক এক জন জাপান দেশস্থ বৌদ্ধ পুরোহিত অধ্যাপক মক্ষ মুলরের সাহায্যে আপনার শাস্ত্রাদি আলোচনা করিবার নিমিত্ত বিলাতে গমন করেন। সম্ভ্রমার্থে তাঁহাকে এম, এ উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। আপ্তবাক্য বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ।

Weitbrecht Prize Essay by J. Biswas

এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। কেবল কতকগুলি বড় বড় শব্দের উচ্ছ্বাস না থাকিলেই ভাল হইত। প্রশান্তচেতাচূড়ামণি, উৎকৃষ্টতম, অনাদ্যনন্ত, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ইত্যাদি শব্দে এতপ্রকার পুস্তক বড় সুখপাঠ্য হয় না, এবং ভাষার মিষ্টতা নষ্ট হয়। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি থাকিবে। ২৯ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, "মিল কোন অমূঢ়া রমণীর চরণ সেবা করেন।" এটী গ্রন্থকর্ত্তা কোথা হইতে জানিলেন? আবার ২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "এইরূপে সর্ব্বজনাদৃত স্যর উইলিয়াম জোন্স, স্যর ওয়াল্টার স্কট, প্রোফেসার হাক্সিলি, লকী, গ্লাডষ্টোন, ডিস্‌রায়েলী প্রভৃতি অনেকেই উক্ত বাইবল মধুচক্রের সুধাপানে জীবন সার্থক করিয়া সমগ্র সুখে তাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।" এ বিষয়েও গ্রন্থকারের একটুকু সতর্কতাপূর্ব্বক লেখা ভাল ছিল। বৈজ্ঞানিক হাক্সিলি এবং দার্শনিক লেকী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শত্রুদের মধ্যেই গণ্য। ডিসরয়েলী কতদূর "মধুচক্রের সুধাপান" করিয়াছিলেন বলা বড় দুষ্কর।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা জুন ১৮৮৪। [৯ সংখ্যা।

সার্ব্ব মণ্ডলী।

"আমি এক সার্ব্ব ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী বিশ্বাস করি," ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততঃ উপাসনাকালে সাধারণের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। উল্লিখিত কথাগুলিতে যে মণ্ডলীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহার দুইটী লক্ষণ, প্রথম "সার্ব্ব" দ্বিতীয় "প্রৈরিতিক"। "সার্ব্ব" শব্দের অর্থ সর্ব্বকালে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বলোকের মধ্যে অবস্থিত। প্রৈরিতিক শব্দের অর্থ প্রেরিতদিগের শিক্ষার উপর গঠিত।

খ্রীষ্ট যে পৃথিবীতে একটী মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। "আমি এই প্রস্তরের উপর আপন মণ্ডলী স্থাপন করিব," পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বের দিনে সাধু পিতরের বক্তৃতা শ্রবণে যখন পাঁচ সহস্র লোক অনুতপ্ত হৃদয়ে খ্রীষ্টের আশ্রয় লয়, তখন পিতরের নিকটে উক্ত উল্লিখিত কথা সফল হইয়াছিল। এই রূপে খ্রীষ্ট মণ্ডলী স্থাপিত হইল, এবং প্রেরিতেরা মুখে সেই মণ্ডলীভুক্ত লোকদিগকে খ্রীষ্ট প্রকাশিত সত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে মণ্ডলীর মধ্যে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যিহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা ভিন্নজাতীয় লোকদের বিষয়ে এই রূপ আপত্তি উত্থাপন করে যে, ভিন্নজাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগের ত্বকচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য যিরূশালম নগরে মণ্ডলীর এক সভা হয়। এই সভায় যাহা স্থিরীকৃত হয়, সকলেই তাহা সাদরে গ্রাহ্য করিয়াছিল। খ্রীষ্ট নিজ শরীর রূপ মণ্ডলীর হস্তে যে এক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

খ্রীস্টীয় ৩২৫ সালে সম্রাট কন্‌ষ্টান-টাইনের রাজত্বকালে, নীস নগরে সার্ব্ব মণ্ডলীর এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে এরিয়সের শিক্ষার সত্যাসত্য নির্ণয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এরিয়স আলেকজাণ্ড্রিয়া মণ্ডলীর এক জন পুরোহিত ছিলেন, অতএব তিনি বাইবেল সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন, এমন বলা যায় না। তাঁহার মতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সহিত সমনিত্য নহেন, ফলতঃ সকল স্বষ্টির পূর্ব্বে কোন এক সময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে স্বষ্টি করিয়াছিলেন, অতএব তিনি স্বষ্ট। এরিয়স বাইবেল পাঠ করিতেন। পাঠ কেন, শতং লোককে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বাইবেলে প্রকাশিত সত্যেতে নিজ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া এই ভয়ানক ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন। নীস নগরে অধিবেশিত উল্লিখিত সভায় এরিয়সের মতকে ভ্রমাত্মক মত আর খ্রীষ্ট সর্ব্বযুগের পূর্ব্বে আপন পিতা হইতে জনিত, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর, দীপ্তি হইতে দীপ্তি, সত্য ঈশ্বর হইতে সত্য ঈশ্বর, জনিত নতু স্বষ্ট, পিতার সহিত এক বস্তু, যাঁহা দ্বারা সকল স্বর্ষ্ট ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশিত হয়। এই সভার আদেশেই এরিয়স এবং তন্মতাবলম্বী লোকদিগকে মণ্ডলীচ্যুত করা হয়।

পৃথিবীর যে প্রদেশে যত স্থানীয় মণ্ডলী ছিল, প্রতিনিধি বিশপ দ্বারা সকলেই এই সভায় উপস্থিত ছিল, অতএব এই সভাকর্ত্তৃক যাহা স্থিরীকৃত হয়, তাহা সার্ব্বমণ্ডলীর মত, শিক্ষা এবং মীমাংসা, এই বোধে সকলেই তাহা গ্রাহ্য করিয়াছে এবং করিয়া আসিতেছে। এ স্থলেও আমরা সার্ব্ব মণ্ডলীর হস্তে খ্রীষ্টন্যস্ত ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছি। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের যত গুলি বিষয় আছে, তন্মধ্যে মূল বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিলে তাহার মীমাংসা যখন মণ্ডলীর কথার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন মণ্ডলীকে একেবারে তুচ্ছ করা কতদূর সঙ্গত সে বিষয় বিবেচনা করিবার ভার পাঠকের উপর রহিল।

বর্ত্তমান কালে যাহারা মণ্ডলীর ক্ষমতা অগ্রাহ্য করেন, যাহারা বলেন বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীই বল, প্রেসবিটেরিয়ানই বল, ওয়েস্‌লিয়ানই বল, এ সকলেই সার্ব্ব মণ্ডলী, তাঁহাদের মতে এরিয়সের মতাবলম্বী লোকেরাও সার্ব্ব মণ্ডলী ছিল এবং তাহাদের মতে ইউনিটেরিয়ানেরাও সার্ব্ব মণ্ডলী! তাঁহাদের মতের ফল যখন এই, তখন তাঁহারা যে কোন যুক্তিতে রোম মণ্ডলীকে সার্ব্বমণ্ডলীর বহির্ভূত করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে যদি কেবল বাইবেল এবং নিজ বুদ্ধিই প্রচুর হয়, তবে এ বিষয়ের দোষ কি? রোমান কাথলিকদের বা দোষ কি? ইহারা সকলেই ত বাইবেল পড়িয়া থাকে; ইহারাও বুদ্ধিবিহীন নয়; তোমার হস্তে বাইবেল আছে, পোপের হস্তেও ত বাইবেল আছে? তোমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, পোপও ত এ বিষয়ে তোমাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নন; সার্ব্বমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিলে, কোন্ সাহসে তুমি পোপকে ভ্রান্ত বলিতে পার? তুমি যেমন বাইবেলের কথা

লইয়া আপনার মত স্থাপন করিয়া থাক, পোপগুত তদ্রূপই করিয়া থাকে। সার্ব্বমণ্ডলীর কথা অগ্রাহ্য করিলে, আমি ত পোপ এবং তোমারি মধ্যে কোন ভিন্নতাই দেখি না। ভাল! বলদেখি, যে বাইবেলকে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেই বাই-বেলে সঙ্কলিত পুস্তকগুলি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত লোকদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে কাহার কথার উপর নির্ভর করিতে হয়? মণ্ডলী স্থাপনের বহুকাল পরে নুতন নিয়মের পুস্তকগুলি লিখিত হয়। লূক লিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১ম পদে এই প্রকাশ পায় যে, সে সময়ে আরও অনেকে এই প্রকার পুস্তক লিখিয়াছিল। কিন্তু কে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত লোকদের লিখিত পুস্তকগুলি অন্যান্য পুস্তক হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া, কেবল এই গুলি ঈশ্বরের বাক্য আর ও গুলি নয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে? এই বিষয়ে আমরা সকলেই কি সম্পূর্ণ রূপে সার্ব্ব মণ্ডলীর কথার উপর নির্ভর করিতেছি না? তুমি বলিবে, এ বিষয়ে সার্ব্বমণ্ডলী কেবল সাক্ষীর কায করিতেছে বই আর কিছু নয়: সাক্ষ্য দান ভিন্ন এ বিষয়ে সার্ব্বমণ্ডলীর যদি আর কোন ক্ষমতা না থাকে, তবে কেহ বাইবেলের দুই, চারি খান পুস্তককে ঈশ্বরোক্ত নয় বলিয়া ঘোষণা করিলেও মণ্ডলী তাহার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতে পারে না। মণ্ডলী কেবল সাক্ষ্য বইত নয়, আমি যদি তাহার সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য না করি, তবে এই কারণে মণ্ডলী আমাকে দূরী-ভূত করিতে পারেন না। তবে কেবল সাক্ষ্য নয়, কিন্তু এ বিষয়ে তাহার আর অধিক ক্ষমতা আছে, স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কোন্ গুলি ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিত, আর কোন গুলি নয়, ইহা বিবেচনা করিতে মণ্ডলী যখন নিযুক্ত হয়, তখন যে এই কার্য্যে ঈশ্বরের আত্মা তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন যে নিজ প্রতিজ্ঞামতে খ্রীষ্ট তাহার সঙ্গে ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত, সেই খ্রীষ্টের শরীর সার্ব্বমণ্ডলী যে বিষয়গুলি অনুমোদন করিয়াছে, সে গুলিতে যে খ্রীষ্টের মত আছে তাহার সন্দেহ নাই। কোন সাহসে তবে আমি নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বাইবেল সম্বন্ধে সেই সার্ব্ব মণ্ডলীর ব্যাখ্যা ও শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতে পারি?

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে খ্রীষ্টীয় প্রথম ছয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সার্ব্ব মণ্ডলী এক মুখে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারিত; অতএব এই ছয় শতাব্দীর মধ্যে খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতদের শিক্ষার কোন অংশ লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, সমগ্র মণ্ডলী সভা করিয়া তাহার মীমাংসা করে। সেই মীমাংসিত বিষয় যদি আমি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে কি মণ্ডলীর মস্তক খ্রীষ্টকে এক প্রকারে অগ্রাহ্য করা হইতেছেনা? যখন বাইবে-লের কোন কথার তাৎপর্য্য লইয়া তো-মার ও আমার মধ্যে ভিন্নবাক্যতা জন্মে, তখন সে বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাহার কথার উপর নির্ভর করা উচিত? তুমি

কি এমন বলিতে পার যে, সেই বিষয়ে তুমি যাহা স্থির করিয়াছ, তাহাই ঠিক? আমিত তাহা বলিতে পারি না। এমন স্থলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কি কোন উপায় বিধান করেন নাই, যাহার সাহায্যে এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে? সার্ব্বমণ্ডলী ভিন্ন আমি ত আর কোন উপায় দেখি না।

পরকাল।

১৭৩ পৃষ্ঠার পর।

শিঃ। সত্য, কিন্তু মনে কর প্রশ্নটী যদি এইরূপ হয় যে, ঐ গুরুতর বিষয়ে এক প্রণালীতে কার্য্য করিলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা; আর অন্য প্রণালীতে কার্য্য করিলে কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন হইলে এই দুয়ের মধ্যে উপরোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করা কি তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়?

যুঃ। হাঁ তাহা আমি স্বীকার করি।

শিঃ। মনে কর যেন কোন একটী কার্য্যের দুই প্রকার প্রণালী তোমার সমীপে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। কেবল এক প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার ফল স্বরূপ অসীম লাভ ও অন্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অত্যন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী আর অন্য কোন প্রণালী না থাকায়. ইহাদেরই একটিকে অবলম্বন করিয়া যদি কার্য্য করিতে বাধ্য হও, তবে তুমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিবে? কার্য্যসিদ্ধির অত্যল্প সম্ভাবনা সত্ত্বেও যদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া না কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তৎসিদ্ধির নিশ্চয়তা জানিবার অপেক্ষা করিবে?

যুঃ। দুই প্রথার মধ্যে কাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির স্থিরতা নাই। অথচ একের দ্বারা অসীম লাভ ও অন্যের দ্বারা অসীম ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি ও এই দুই প্রথার অন্যতর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য। এমন হইলে যদ্দ্বারা অসীম লাভের সম্ভাবনা আছে, কার্য্য সিদ্ধির কিঞ্চিৎমাত্র সম্ভাবনা থাকিলেই তদনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিব।

শিঃ। তুমি অর্থাৎ তোমার আত্মা অমর, অতএব মৃত্যুর পরেও তুমি থাকিবে; এই বিষয়ের নিশ্চয়তা (certainty) না থাকিলেও যদি কেবল মাত্র সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কি সেই অমরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত নয়? না কেবল এই বর্ত্তমান জীবনের বিষয়েই মনোযোগী থাকিবে?

যুঃ। তাহা হইলে ঐ অমরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিব।

শিঃ। এমন যদি প্রতিপন্ন করা যায়, যে আত্মার অমরতার প্রতিকূলে যে সকল তর্ক ও যুক্তি আছে, তৎসমুদয় উহার পক্ষ সমর্থনকারী তর্ক ও যুক্তি অপেক্ষা হীনবল; তাহা হইলে তুমি

স্বীকার করিবে যে তোমার আত্মা অমর ?

যুঃ। হাঁ তাহা করিব।

শিঃ। অন্যান্য সকল বিষয় বা কার্য্যের ন্যায় এই বিষয়টীও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও নিশ্চয়তা পাইবার আশা করা যায় না। ইহা স্মরণ রাখিয়া এখন বলিতে পার যে, আত্মাকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না কেন ?

যুঃ। তরু,লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট প্রাণীকে মৃত্যুর অধীন দেখিতেছি। ইহারা কিছুকালের জন্য জীবিত থাকে; অবশেষে কয়েক ঘন্টা, দিন, মাস বা বৎসরের পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থ সকল শুষ্ক হইয়া যায়। জন্তুগণ ক্রমে২ পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিহীন হয়। পরিশেষে উহাদের চিহ্নমাত্র থাকে না। ক্রমে মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। এমন কি প্রমাণ আছে যে, আমার অবস্থা ইহা হইতে পৃথক হইবে ? বরং এমন বোধ হয়, যে প্রকৃতির (nature) নিয়মই এই। চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের বিষয় আলোচনা করিয়া যদি আমার নিজের বিষয় স্থির করিতে হয় (তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় আছে কি না আমি জানি না) তবে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আমিও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিনষ্ট হইব। আমার কিছুই থাকিবে না।

শিঃ। "আমি" বা "অহং" শব্দে কাহাকে বুঝায় ? ইহার দ্বারা তোমার শরীর না তদ্ভিন্ন অন্য কোন অদৃশ্য পদার্থকে বুঝিয়া থাক ?

যুঃ। শরীর এবং তদ্ভিন্ন অন্য এক অদৃশ্য পদার্থ এই উভয়কেই বুঝিয়া থাকি। আমি বা অহং শব্দে এই দুইকেই বুঝিতে হইবে।

শিঃ। বল দেখি, শরীর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের শিক্ষা কি ? বিজ্ঞান সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে শরীর অনবরত পরিবর্ত্তন ও ক্ষয়ের অধীন। অর্থাৎ যে সকল পরমাণুর সমষ্টিতে অস্থি মাংস এবং রক্তাদির উৎপত্তি; তৎসমুদয় অনুক্ষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে। এমন কি সাধারণতঃ এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে সাত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মাংসপেশী,শিরা, অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রথিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান শরীরে তাহার কিছুই নাই। কেমন একথা স্বীকার কর কি না ?

যুঃ। বিজ্ঞানের শিক্ষা আমার শিরোধার্য্য; অতএব ইহা স্বীকার করি।

শিঃ। সাতবৎসর পূর্ব্বে তোমার যে শরীর ছিল, এক্ষণে কি অবিকল তাহাই আছে ?

যুঃ। এমনতো বোধ হয় না।

শিঃ। সাত বৎসর পূর্ব্বে তুমি যে ছিলে, এখনও কি তুমি সেই ব্যক্তি ?

যুঃ। হাঁ তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই। আমি নিশ্চয় জানি যে সে ভিন্ন আমি আর কেহ নই।

শিঃ। ঠিক জান যে, অজ্ঞাতরূপে তুমি অন্য কোন ব্যক্তিতে পরিবর্ত্তিত হও নাই ?

যুঃ। আমি যে সেই ব্যক্তিই আছি,

তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। বাল্যকালে আমার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছে, কিম্বা আমি যাহা২ করিয়াছি, সে সকল এখন স্মরণ করিতে পারি। অধিকন্তু তখন আমি যে ছিলাম এখনও যে আমি সেই, ইহা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারি। সত্য বটে, যে আমার মানসিক শক্তি অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে এবং তদংশে বাল্যকালাপেক্ষা এখন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারি যে তখন আমি যে ছিলাম এখনও আমি সেই ব্যক্তিই আছি।

শিঃ। ইহার দ্বারা কি এমন প্রমাণিত হইতেছে না, যে যখন আমি বা অহং শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তখন ইহা দ্বারা শরীর ভিন্ন অন্য আর এক পৃথক পদার্থের প্রতীতি জন্মে? সেই পদার্থ যাহাই হউক না কেন, তদ্বিষয় এখন কিছু বলা যাইতেছে না।

যুঃ। হাঁ এরূপ বোধ হয়।

শিঃ। "আমি" বলিলে শরীর হইতে পৃথক আর এক পদার্থের প্রতীতি জন্মে, ইহা মনে রাখিয়া আইস এখন আমরা ভবিষ্যৎ জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তুমি বলিতেছ যে, সকল প্রাণীই মৃত্যুর অধীন এবং মৃত্যুই তাহাদের শেষ। ভাল! মনে কর, তুমি কখন কাহার মৃত্যু দেখ নাই বা তদ্বিষয় কখন শ্রবণও কর নাই। এমন হইলে কি কখন তোমার মনে এরূপ আশঙ্কা হইত যে তোমার মৃত্যু হইবে?

যুঃ। কখন না।

শিঃ। কেবল মাত্র যদি ইহাই দেখিতে যে, শিশুরা ক্রমে২ যৌবনাবস্থায় উপনীত হয়। সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থা হইতে ক্রমে মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে কি তোমার এমন প্রতীতি হইত না যে, এক ব্যক্তি ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ অবস্থাপন্ন হইয়া চিন্তা, ধ্যান ও সুখ দুঃখানুভব সম্বন্ধে ভিন্ন২ শক্তি-বিশিষ্ট হইবে, এবং এই প্রকৃতির নিয়ম?

যুঃ। তাহা হইত বই কি!

শিঃ। অন্যান্য জন্তুকেও এই নিয়মের অধীন দেখা যায়, যথা গুটিপোকা, প্রজাপতি হয়; কীট পতঙ্গ হয়, পক্ষী ডিম্ব হইতে নির্গত হয়। অধিকন্তু এই সকল জন্তু এক সময়ে যে অবস্থায় ও যে নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, অন্য সময়ে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

যুঃ। তাহা সত্য!

শিঃ। ভাল আপাততঃ মৃত্যু বিষয়ক কোন কথা উল্লেখ বা মনে না করিয়া, যদি কেবল উপরোক্ত নিয়মের বিষয় আলোচনা করা যায়; তাহা হইলে কি এইরূপ প্রতীত হয় না যে, বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আর এক অবস্থাতে আমাদেরও থাকা সম্ভব?

যুঃ। হইতে পারে, কিন্তু তদ্বিষয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই। এমনওত হইতে পারে যে, আমি জীবনের শেষ ভাগে উপস্থিত হইয়াছি; অতএব তুমি যে প্রজাপতির কথা বলিতেছিলে, তাহার ন্যায় আমারও বিনাশ হইবে।

শিঃ। কিরূপে জানিলে যে, প্রজা-

পতির বিনাশ হয়। প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল মানিয়া লইতেছ যে, উহার বিনাশ হয়। এইরূপ মানিয়া লওয়ায় তোমার ন্যায় মত বিচার হইতেছে না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করা হইতেছে। এখনি বলিতেছিলে যে, বর্ত্তমান বিবেচ্য বিষয়ের নিশ্চয়তা পাওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব যে ব্যক্তি স্থিরতা পাইতে ইচ্ছা করে, কোন বিষয়েই তাহার অনুমানের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যাহা হউক, বল দেখি আমাদের শরীর যদি "আমি" বা "অহং" না হয়, তবে অহং শব্দটী কাহাতে প্রয়োগ করিবে।

যুঃ। আমার বোধ হয় "মন" অর্থাৎ আমি বা অহং শব্দে আমার ঐ অংশকে বুঝায় যদ্দ্বারা চালিত হইয়া আমি কার্য্য করিতে রত হই ও যাহার শক্তিতে আমি সুখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকি।

আমার স্বপ্ন।

১৮১ পৃষ্ঠার পর।

"ভাই! কুলীনদের মধ্যে একটী নিয়ম আছে যে 'মেলে না মিলিলে কন্যা দান করা হয় না।' ইহাও সমাজের পক্ষে এক মহা অনিষ্টকর পদার্থ। কত শত লোক ঐ অসার অমঙ্গল পূর্ণ নিয়ম শিরোধার্য্য করিয়া নিরবধি অন্তর্দহনে দহিতেছেন, তাহা সংখ্যা করা দুষ্কর। ঐ নিয়ম রক্ষার অনুরোধে কেহ হয় ত কোন সুরাসক্তকেই কন্যাদান করিলেন! আমি এরূপ গুণসম্পন্ন লোককে পশু বিবেচনা করিয়া থাকি। সুতরাং কন্যার পিতার এক বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পশু ক্রয় করা হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্যের কোন পশু ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য কি? তাহাদ্বারা কোন না কোন উপকার প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে কন্যার পিতাও কি তদনুরূপ উপকৃত হইলেন না? হইলেন। সরলা বালার আজীবন দারুণ যন্ত্রণাই তাঁহার উপকার! যখন ভর্ত্তা আরক্তিম নেত্রে অপূর্ব্ব বেশে, টলিতে টলিতে আগমন, ও কর্কশ স্বরে সম্ভাষণ করেন, তখন অবলার কোমল প্রাণে যে কত ব্যথা লাগে তাহা কে বুঝিবে? আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, এরূপ নিয়ম রক্ষায় ধিক্! আহা! মুখুজ্যেদের বিনোদবালার কথা মনে হ'লে বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। তাহার পিতা যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, সমাজ যতই প্রতিবাদী হউক না কেন, আমি আপন ইচ্ছা অনুসারে কন্যার বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ঘটিল! কিন্তু ভাই সে সম্বন্ধে বিনোদের পিতার কোন দোষ নাই। তাহার পিতামহ, পিতামহী এবং আত্মীয়েরাই এ সর্ব্বনাশের মূল। বিনোদের পিতা নাকি বলিয়াছিলেন যে "যাঁহারা আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব; এবং যাঁহারা আমার পক্ষ হইবেন তাঁহাদিগকে লইয়া

এক নূতন সমাজ করিব।" তিনি সমাজস্থ কোন কোন লোকের কথার আড়ম্বরে ভুলিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখিলেন যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা সকলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে বিবাহের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা নতবদনে কেশনিষ্পীড়ন ও অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অপসৃত হন। আজ কাল সমাজের এরূপ লোক অতি সুলভ। যাহা হউক, বিনোদের পিতা তখন সন্তাপিত চিত্তে বলিলেন, "কুসংস্কার পূর্ণ সমাজ তোমার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যত দিন হিন্দু সন্তানগণ তোমার মায়াজাল ছিন্ন করিতে না পারিবে, তত দিন ভারতের সুখসূর্য্য পুনরুদিত হইবে না, বহু দিবসাবধি অতল-জল-মগ্ন একতা-রত্ন পুনরুদ্ধৃত হইবে না, এবং ভারত সন্তানগন 'বর্ণ-ভেদোনাস্তি' লিখিত পতাকা লইয়া উল্লাস সহকারে দেশে দেশে, নগরে নগরে, এবং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে পারিবে না!" ওদিগে বিনোদের পিতামহ এক পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রটীর এক ভার্য্যা ছিল। অর্থলোভে বিনোদকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল! বিনোদ তখন বালিকা। তাহার পিতামহ তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিংসার করাল অঙ্কে বসাইয়া দিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সপত্নী কিছু দিন ছদ্মবেশে ছিল। এক্ষণে নিজ গুণ প্রকাশ করিতে লাগিল! আমাদের বিনোদের সহিত পিশাচিনীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল! আহা! অসহায় বালিকা এক্ষণে নিতান্তই উপায়-বিহীন। সপত্নীর এক এক দারুণ বাক্য তাহার কোমল প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেখ দেখি ভাই বিনোদের কি সামান্য দুঃখ? সে তাহার পিতাকে সে দিন এই পত্র লিখেছিল;" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠা যেন পত্র পাঠ করিতে লাগিল।

"পিতঃ!

এক দিন দেখি যার বিরস বদন
কতই সাধিয়াছিলে! সেই বালা তব
কাঁদিতেছে নিরবধি অনাথিনী মত!
দেখে যাও এক বার। অধিক কি ক'ব?
দিবানিশি কাঁপে চিত সপত্নিনী ভয়ে
হরি দরশনে যথা হরিণী কাননে।
ভ্রাতৃস্নেহ আকর্ষণে হ'য়ে আকর্ষিত
দারুণ বচন বাণে কিম্বা আলোড়িত
শোক বারিধীর জলে উথলিয়া যবে
বাহিরায় খরবেগে নয়ন বহিয়া।
পাপিনী সতিনী আসি বিকট আকারে
বৃথা তিরস্কারে তাহা বাড়ায় দ্বিগুণ।
বিধি যদি দিন দেন তব পাশে বসি
প্রকাশি' মনের ব্যথা লভিব সন্তোষ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
বিনোদবালা।

পত্রখানিতে বিনোদের পিতার নয়ন জলে সিক্ত হইয়া গেল! ক্ষণেক পরে তিনি আপন পিতাকে সেই পত্র দেখাইলেন। তিনি অকাতরে বলিলেন "কি করিব বল? আর 'ঘর' পেলাম না— কাজে কাজেই ওখানে দিতে হইল। কুলীনদের ঘরে এমন হ'য়েই থাকে।" বিনোদের পিতা আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন যত দিন হিন্দুসমাজ এরূপ লোকশূন্য না হয়

তত দিন উহার উন্নতির আশা বিফল।"

"দেখ ভাই! বিধবা বিবাহের অপ্রচলন হিন্দু সমাজের আর এক দোষ" এই কথা শুনিয়াই কনিষ্ঠার মুখমণ্ডল যেন আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। জ্যেষ্ঠা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। কনিষ্ঠার মনের ভাব তখনই বুঝিতে পারিয়া বলিল, "দেখ ভাই আজ আমাদের বাড়ী এক জন বৈষ্ণবী গান গাহিতে আসিবে; শীঘ্র বাড়ী যাই চল, এ সকল কথা আর এক সময়ে বলিব।" কনিষ্ঠার অমনি কৌতুহল জন্মিল। মনের ভাব ফিরিয়া গেল, এবং তৎসঙ্গে আননও আর এক শোভা ধারণ করিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল। আমি তাহাদের ঐ সকল কথা শুনিয়া যেন হর্ষ ও বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইয়াছি। এবং মনে মনে ভাবিতেছি, ভারত মাতার বড় সৌভাগ্য যে তাঁহার বক্ষে এরূপ বুদ্ধিমতী কন্যা অবস্থান করিতেছে! এতাদৃশী বুদ্ধিমতী ক্যার সুধামাখা বচনে যাহাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়, সেই জনক জননী ধন্য! যে মহাত্মা এই অসীম গুণালঙ্কৃতা রমণীকে বনিতারূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিও ধন্য। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম সেই কুঠিরে শয়ান রহিয়াছি। প্রাতঃ সমীরণ মৃদু মৃদু গৃহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে; এবং পক্ষীগণ উচ্চরবে নিজ নিজ সহচরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ স্থানান্তর গমন করিতেছে। জগৎপিতার প্রহরী স্বরূপ দিনকর অধর্ম্মচারিগণের অশ্লীল ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিময় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উদিত হইতেছেন। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকট বিনয়াবনত ভাবে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভ্রমণার্থে যাত্রা করিলাম।

প্রার্থনা পুস্তকের ভূমিকা।

প্রার্থনা পুস্তকান্তর্গত ভূমিকা বাঙ্গালায় অনুবাদিত হয় নাই বলিয়া ইহার সার ভাগটী কেবল এখানে দেওয়া যাইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, লিনকনের সুবিজ্ঞ ও বিখ্যাত বিশপ ডাক্তার স্যানডারসন কর্ত্তৃক ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে এই ভূমিকা রচিত হয়।

ইংলণ্ড মণ্ডলীর সংশোধিত ও ইংরাজি ভাষায় সঙ্কলিত প্রার্থনা পুস্তক প্রকাশ হওয়া অবধি, কর্ত্তৃপক্ষেরা স্মরণে রাখিতেন যে, হঠাৎ পরিবর্ত্তন অবিধেয় এবং পরিবর্ত্তনে নিতান্ত অনিচ্ছুক হওয়াও দূষ্য। সকলেই জানেন যে, যৎসামান্য অথবা বিনা কারণে, বিজ্ঞলোক কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিষয় উল্টাইয়া দিতে গেলে, লক্ষিত সামান্য দোষগুলির প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, সে সকল অপেক্ষা অনেক গুরুতর দোষ ও অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। কিন্তু ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ প্রথা ও ক্রিয়া কলাপ স্বতঃ ভাল

কিম্বা মন্দ নহে ও অপরিবর্ত্তনীয় বলা যাইতে পারে না, সুতরাং কালের পরিবর্ত্তনে কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলে মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি প্রয়োজন ও বিধেয় বিবেচনা করেন, তবে উপরোক্ত বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আর বাস্তবিকা এলিজাবেথ, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, ও অন্যান্য রাজাদের সময়ে এইরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু এস্থলে কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন যে, ঈশ্বর সেবার অবয়ব কিম্বা আসল বিষয়ে কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। প্রধান২ বিষয়ের গঠন ও শৃঙ্খলা পূর্ব্বকার মত বজায় রাখিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বার্থপর ও গর্ব্বিত লোকেরা সাধারণের মত ও মঙ্গল অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের প্রাধান্য প্রবল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সন্তোষের বিষয় এই যে, তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মণ্ডলীর আদিষ্ট ও মণ্ডলীতে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের পরিবর্ত্তে বিখ্যাত ব্যাক্স্টার ষোলদিনের মধ্যে আপনকার রচিত একখানি প্রার্থনা গ্রন্থ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তক যেন প্রচলিত না থাকে এই চেষ্টা অনেকে করেন ও অনেকে উহার বিরুদ্ধে পুস্তিকাদিও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল আপত্তি অধিকাংশ বাক্ চাতুরি ও বাকজাল পূর্ণ। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের তুষ্টিকর কার্য্য অবিধেয় জানিয়া, যাহাতে মণ্ডলীর একতা, ঈশ্বর সেবায় আনুরক্তি ও ভক্তির বৃদ্ধি হয় অথচ প্রার্থনা পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রকৃত আপত্তি ভঞ্জন করা যায়, এই উদ্দেশে কর্ত্তৃপক্ষেরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন। এই উপায় দ্বারা যে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু মণ্ডলীর শান্ত, ধীর এবং ধর্ম্মানুরাগী সন্তানেরা যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মণ্ডলীতে ঈশ্বর সেবার বিষয় এখন বিবেচ্য। মনুষ্য কল্পিত অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়ও কালক্রমে বিকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মণ্ডলীর উপাসনা গ্রন্থের পক্ষেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। পুরোহিত ও যজমানের ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি, ভক্তি ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার উন্নতি সাধন জন্য পিতৃগণ (fathers) শাস্ত্র পাঠ প্রণালী এইরূপে স্থির করিয়াছিলেন যে, সম্বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্তই একবার পঠিত হইত, কিন্তু কালক্রমে মনুষ্য কল্পিত নানা প্রকার গল্প ও অন্যান্য ভ্রম বিজৃম্ভিত প্রথার প্রাদুর্ভাব হইলে উপরোক্ত গুরুতর কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল; এমন কি কোন২ শাস্ত্র গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ মাত্র পাঠ হইত। গীতসংহিতা পাঠের ইহা হইতে দুরবস্থা ঘটে। পৌল প্রেরিতের আদেশানুসারে (১ কঃ ১৪-১৬-১৭) চলিত বা সাধারণ ভাষাতে প্রার্থনাদির প্রথা ছিল, কিন্তু রোমক বিশপের অন্যায় ও অসঙ্গত আধিপত্যের প্রাবল্য হইলে, মণ্ডলীতে লাটীন ভাষায় প্রার্থনাদি আরম্ভ হয়; ঈশ্বর সেবায় এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কতকগুলি বিশৃঙ্খলা জন্মে। এই সকল শোধনার্থে ও মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনায় যেন সকল

বিষয় সম্বন্ধে নিষ্পন্ন হয় এই কারণ শাস্ত্রপাঠের পঞ্জিকা ও অন্যান্য স্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য কতকগুলিন নিয়মাদি স্থির করা হয়, অধিকন্তু নানাপ্রকার প্রথা উঠাইয়া দিয়া সকল স্থানে এক পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়। নিয়ম ও বিধান যত স্পষ্ট হউক না কেন, সে সকল পালনে মতামত থাকিতে পারে; এই কারণ আদেশ আছে যে, প্রথমত ইহার মীমাংসা স্থানীয় বিশপের নিকট হইবে, কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার নিজের সন্দেহ থাকিলে মীমাংসার নিমিত্তে প্রধান বিশপের কাছে যাইতে হইবে। এবং এ প্রকার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে; কিন্তু মণ্ডলীর আদিষ্ট প্রার্থনা পুস্তকের বিরুদ্ধে আদেশ বা মীমাংসা দিতে কোন এক ব্যক্তির ক্ষমতা নাই।

যদিও চলিত ভাষাতে প্রার্থনার বিধান আছে বটে, তথাপি কোন ব্যক্তি নিজে প্রাতঃ ও সায়ং প্রার্থনা করিবার সময় যে কোন ভাষা তিনি জানেন তাহা ব্যবহারে কোন হানি নাই। "পীড়া বা অন্য কোন গুরুতর বাধা না থাকিলে সকল পুরোহিত ও সেবক গোপনে বা প্রকাশ্য ভাবে প্রতিদিন মণ্ডলীর প্রাতঃ ও সায়ং প্রার্থনা পদ্ধতি যেন ব্যবহার করেন।" পাঠকবর্গের অনেকে জানেন যে, অধিকাংশ পুরোহিত ও সেবকের এই বিষয়ে ক্রটী আছে, কিন্তু এই রূপ কার্য্য মণ্ডলীর ব্যবস্থা বিরুদ্ধ। প্রার্থনা পুস্তকের আর একটী আদেশ এই যে, "প্রত্যেক পল্লির অভিভাবক (পুরোহিত বা সেবক) নিজ বাটীতে উপস্থিত থাকিলে অথচ কোন প্রকৃত প্রতিবন্ধক না থাকিলে নিজ গীর্জা বা প্রার্থনালয়ে প্রতিদিন যেন প্রাতঃ ও সায়ং প্রার্থনা করেন,আর যেন লোকেরা তাঁহার সহিত প্রার্থনা করে ও ঈশ্বরের বাক্য শুনে এই জন্যে প্রার্থনা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ঘন্টা বাজান হয়।" এই প্রথাটী অবলম্বন করিলে যে পালের লোকদের অনেক অজ্ঞতা দূর হইতে ও অবিশ্বাসিদের অনেক ভ্রম ঘুচিয়া যাইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য (১ করি ১৪; ২৪, ২৫)।

ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি রাখা এবং কি না রাখা কর্ত্তব্য তাহা এখন বিবেচ্য। ক্রিয়া কলাপ নানা সময়ে ও বিবিধ অভিপ্রায়ে মণ্ডলীতে প্রচলিত হয়। ভক্তি ও শ্রদ্ধার উন্নতি সাধন এই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম হইলে কিম্বা কোন ভ্রম বা অবৈধ সংস্কারের পোষকতা করিলে, মণ্ডলীর দ্বারা ঐ ক্রিয়া কলাপের সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, এবং কর্তৃপক্ষের সেই কার্য্য সমাধা করা উচিত। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রত্যেক বা কেবল কতকগুলি লোকের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অবিধেয়। ক্রিয়াকাণ্ডের হানি আশঙ্কা করিয়া বা তাহার মন্দ ফল দেখিয়া কেহ২ একেবারে ইহার লোপ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহা নিতান্ত অযুক্তির কর্ম্ম; দেহ ধারণ করিতে হইলেই সামাজিক বা আধ্যাত্মিক সকল কর্ম্মে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের নিতান্ত প্রয়োজন। এক দল লোক আছেন, যাঁহারা পুরাতন রীতি ও প্রথা হইলেই তাহার যথেষ্ট

আদর করিয়া থাকেন এবং আধুনিক যে কিছু হউক না কেন, তাহা তাঁহারা কোন মতেই গ্রাহ্য করেন না ; অন্য দলের আবার ইহার ঠিক বিপরীত ভাব, কিন্তু দুই পক্ষেরই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। ক্রিয়া কলাপের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য কত দূর সাধিত হইতেছে বা না হইতেছে তাহা নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু পুরাতন অথচ মণ্ডলীর আদিষ্ট কোন ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে আধুনিক এক এক বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত কোন প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহা চলিত করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও হানিকর। সার্ব্ব মণ্ডলীর শাখা বা জাতীয় ভেদে যে ক্রিয়াকাণ্ডের ভেদাভেদ হইতে পারে, ইহা প্রার্থনা পুস্তকের ভূমিকার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

চর্চ কৌন্সিল কি ? ও তাহার গঠন ও উদ্দেশ্যই বা কি ?*

পাঁচ বৎসর হইল, আমাদিগের বঙ্গীয় সিঃ এমঃ সোসাইটির অন্তর্গত চর্চ কৌন্সিলের সুত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু চর্চ কৌনসিল কি জিনিস, তাহার গঠন বা কি, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, অথবা তাহা দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয় অনেকে অবগত নহেন। যে পর্য্যন্ত অধিকাংশ ভ্রাতৃগণ চর্চ কৌন্সিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা মনের সহিত চর্চ কৌন্সিলের কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না আর সকলে আগ্রহের সহিত উহাতে যোগ না দিলে কখন চর্চ কৌন্সিলের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অতএব এই প্রবন্ধটীতে যতদূর পারা যায়, সেই কয়েকটি বিষয় জ্ঞাত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

তাবৎ ভক্ত ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত। তাবৎ মুক্ত মানব অথবা মুক্তার্থীদের সমষ্টি সেই পরিবার। পৃথিবীর ভিন্ন২ স্থানে ভিন্ন২ মণ্ডলী আছে, তাহারাও ঈশ্বরের পরিবার। এই বঙ্গদেশে কলিকাতা কৃষ্ণনগর বা বর্দ্ধমান অঞ্চলে যে সকল মণ্ডলী আছে, তাহাও ঈশ্বরের পরিবার। আমাদের মধ্যে উপস্থিত সকলেই পরিবার মধ্যগত নিয়ম সমূহের বিষয় অবগত আছেন। ফলতঃ প্রত্যেক উত্তম পরিবার মধ্যে এক একটি শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে। শাসন বিধান প্রয়োগের ক্ষমতা পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের হস্তে সমর্পিত। পরিবারের আয় ব্যয়, পিতা মাতা অথবা তাহাদের অনুমতিক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যাদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর তাহাদের দ্বারা সন্তান সন্ততি ও পরিবার ভুক্ত সকলের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ইত্যাদি সকল কার্য্যের সাধন উত্তম রূপেই হয়।

যে পরিবার মধ্যে শাসন প্রণালী নাই, কর্ত্তৃপক্ষীয় নাই, আয় ব্যয়ের

* গত মাসে কৃষ্ণনগরে যে চর্চ কৌন্সিলের অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুত রেভঃ প্যারীমোহন রুদ্র এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। বং সং

হিসাব অথবা তাহা নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত নাই, শিক্ষা বা তত্ত্বাবধানের বিশেষ নিয়ম নাই, সেই পরিবারের শীঘ্রই অধঃপতন হয়। কিন্তু সুনিয়ম বদ্ধ পরিবারের মধ্যে সত্যতা, একতা ও বিবেচনা থাকাতে, অর্থাৎ পরিবারের সকল কার্য্য এই সকল সৎগুণ দ্বারা চালিত হওয়াতে পরিবারের তাবৎ বিষয়ে উন্নতি ও সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকে। বোধ হয় এ কথাতে কাহারো আপত্তি নাই।

যে স্থানে যত উত্তম শাসন প্রণালী আছে আর তৎসমূহে যে সুশৃঙ্খল ও বশ্যতা ও প্রেম ও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উত্তম পরিবারের আদর্শ হইতে প্রাপ্ত। রাজ শাসন প্রণালী ও মণ্ডলী শাসন প্রণালী সকল শাসন প্রণালীর মূলই পরিবারগত শাসন প্রণালী।

এখন মনে কর, যে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে যত মণ্ডলী আছে, তাহারা সকলে যেন এক পরিবার। আর এই চর্চ কৌন্সিল যেন তাহার পিতৃ স্থানীয়। একটী পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের হস্তে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আছে, তাহার স্কন্ধে যে ভার আছে, সেই ক্ষমতা ও ভার চর্চ কৌন্সিলের অধিকার। অতএব চর্চ কৌন্সিল সভা যেন মণ্ডলী সমূহের মস্তক, রক্ষক, শাসক, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধারক বলিয়া পরিগণিত হন। চর্চ কৌন্সিল সভা সম্বন্ধে মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃগণের এই ভাব ধারণ করা আবশ্যক। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন কোম্পানী কি বস্তু তাহা লোকে সচরাচর বুঝিতে পারিত না। কোম্পানি দ্বিপদ কি চতুষ্পাদ, মানুষ কি রাক্ষস কিছুই স্থির করিতে পারিত না। এই কৌন্সিল সম্বন্ধে যেন আমাদের তাদৃশ অনিশ্চিত জ্ঞান ও ভ্রম না থাকে। অতএব চর্চ কৌন্সিল এই শব্দটী শ্রবণ মাত্রেই যেন মনোমধ্যে মণ্ডলী সমূহের একটী বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সভার ভাব উপস্থিত হয়। ঐ সভার বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ প্রত্যেক ভ্রাতা ইহা অনুভব করিতে পারিলে, সকলেই উক্ত সভার বশীভূত হইতে ও তাহার মহৎকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত পরিশ্রম ও সাহায্য করিতে কাতর হইবেন না। তাহাতে মণ্ডলী সকলের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের ও পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। টিনেভেলী অঞ্চলের লোকদের চর্চ কৌন্সিল সম্বন্ধে এই ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের এত উন্নতি।

এখন এই সভাটীর গঠন কিরূপ দেখা যাউক। সভাটীতে মণ্ডলী সমুদায়ের পুরোহিতগণের আসন আছে। আর যে কয়েকটী মণ্ডলীর সহিত চর্চ কৌন্সিলের যোগ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য হইতে সম্ভ্রান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, চিন্তাশীল, হিতৈষী লোক মনোনীত হইয়া ঐ ঐ মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে প্রাগুক্ত কৌন্সিল সভাতে আসন গ্রহণ করেন। অতএব উক্ত সভাতে পুরোহিতের দল ও মণ্ডলীস্থ বিচক্ষণ বিষয়ী লোকের দল উভয় দলই আছে। আর তাহা বিশেষ মঙ্গলের হেতু। ঐ সভাটীর শিরো-

ভূষণ স্বরূপ বিশপ মহোদয় সভাপতি হইলেই চূড়ান্ত হইল। অতএব বিশপ পুরোহিত ও বিষয়ী লোক লইয়া এই সমাজটী গঠিত হইয়াছে বলিয়া উহা মণ্ডলীর উপযুক্ত শাসন, তত্ত্বাবধানও এবং মণ্ডলীর উন্নতি ও হিত সাধনে প্রকৃত উপযোগী। আমাদের চর্চ কৌন্সিলে বিশপ মহোদয় সভাপতি নন,কিন্তু তিনি আমাদের অভিভাবক। এক্ষণে আমাদের চর্চ কৌন্সিলের শৈশবাবস্থা। প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে উল্লিখিত বিশপ মহোদয়, অথবা তাঁহার নিয়োজিত সহকারী বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তখন আমাদের কৌন্সিল সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অতএব চর্চ কৌন্সিলের গুরুতর কার্য্য-ভার স্মরণ করিলে, তাহার গঠন সম্বন্ধে ভ্রাতৃগণের কেমন মনোযোগী হওয়া উচিত। যে সকল ভ্রাতৃগণ এই কৌন্সিল সভাতে আসন পরিগ্রহ করিবার নিমিত্তে মণ্ডলীদ্বারা নিযুক্ত হন, তাঁহারা উপযুক্ত না হইলে মণ্ডলী সকলের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব চর্চ কমিটী ও চর্চ কৌন্সিলের সভ্য মনোনীত করিতে হইলে প্রার্থনা ও অতি বিবেচনা পূর্ব্বক সুযোগ্য ব্যক্তি দেখিয়া নির্ব্বাচন করাই বিধেয়। এ বিষয়ে শৈথিল্য বড়ই দূষণীয়। আর এইরূপ সংগঠিত কৌন্সিলের কার্য্য দ্বারাই "এপিস্কোপাসী" অর্থাৎ বিশপ প্রধান শাসন প্রণালীর মাহাত্ম ও উপকারিতা বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ মধ্যে বিশেষ রূপে অনুভূত হইবে। যত দিন বিশপ মহোদয় অথবা তাঁহার নিয়োজিত সহকারী বিশপ নিযুক্ত না হইবেন, তত-দিন আমাদের কৌন্সিল অঙ্গহীন থাকিবে। টিনেভেলীতে এক জন বিশপ কৌন্সিলের সভাপতি। তাহাদের কৌন্সিল সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট এমনি যে, বিশপ দূরে থাকুক, আমাদের কৌন্সিলের সকলের কার্য্য নিরীক্ষণ করণার্থে এক জন মিসনরী সম্পূর্ণরূপে পৃথকীকৃত হন নাই। যদি আপাততঃ টিনেভেলী অঞ্চলের ন্যায় আমাদের বঙ্গীয় চর্চ কৌন্সিলের তত্ত্বাবধান ও কার্য্যের নিমিত্ত এক জন বিশপ নাই পাওয়া যায়, তবে সভাপতি মহাশয়কে সেই কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দিলেও অনেক উপকার দর্শে।

চার্চ কৌন্সিলের উদ্দেশ্য আত্ম পালন, আত্ম শাসন ও আত্ম উন্নতি ও বিস্তৃতি। "আত্ম" শব্দের পরিবর্ত্তে "মণ্ডলীর" শব্দটী ব্যবহার করিলে বোধ হয় উদ্দেশ্যটী বিশদরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। অর্থাৎ চর্চ কৌন্সিলের উদ্দেশ্য মণ্ডলীর পালন, শাসন, উন্নতি ও বিস্তৃতি।

আজ কাল দেশীয় লোকেরা যেন রাজকার্য্য বা সর্ব্ব সাধারনের মঙ্গলকর কার্য্যে শিক্ষিত হয়, গবর্ণমেন্ট তজ্জন্য প্রত্যেক নগর বা প্রসিদ্ধ গ্রামে মিউনিসিপালিটী সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এবং দেশীয়দের হস্তে অনেক কার্য্য ভার দিয়াছেন। রাস্তা, ঘাট, জল বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, প্রজারা যাতে সুখে বাস করে, যাহাতে বালক বালিকাদের শিক্ষা হয়, পুলিসের ভাল বন্দোবস্ত হয়, পীড়িত ও দুঃখী লোকেরা সাহায্য পায় ইত্যাদি

বিবিধ হিতকর কার্য্য করিতে দেশীয়দের উপরে ভারার্পণ করিয়াছেন। কোন২ স্থানে তাহাদিগকে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ যে স্থানের লোকেরা চিন্তাশীল শিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং পারদর্শী সেই স্থানের মিউনিসিপালিটী এক প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করে। আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্তিভাজন চর্চ মিসনরী সোসাইটির মণ্ডলী সম্বন্ধেও সেই উদ্দেশ্য। দেশীয় ভ্রাতৃগণ চর্চ কৌন্সিলের দ্বারা মণ্ডলীর কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া যেন অবশেষে স্বাধীনভাবে মণ্ডলীর প্রতিপালন ও উন্নতি করিতে সমর্থ হন ইহা তাহাদের একান্ত ইচ্ছা। অর্থাৎ এক্ষণে বিলাতীয় মিসনরীগণ যে সকল কার্য্য করিতেছেন, সেই সকল কার্য্য উপযুক্ত দেশীয়দের দ্বারা সম্পাদিত হয় ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই মহৎ লক্ষ্যের নিমিত্তে চর্চ মিসনরী সোসাইটির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মণ্ডলীর উপযুক্তরূপে পালন করিতে হইলে মণ্ডলীর নিযুক্ত গুরু পুরোহিত ও শিক্ষকদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহা না হইলে মণ্ডলীর রক্ষা ও পালন হওয়া সুকঠিন। অবৈতনিক গুরু, পুরোহিত ও শিক্ষকদের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলীর কর্ত্তব্য এই যে, যাহারা উহার শিক্ষা, শাসন ও উন্নতি নিমিত্ত পরিশ্রম করে, সাংসারিক বিষয়ে মণ্ডলী তাহাদের আনুকূল্য করেন। অতএব মণ্ডলীর প্রত্যেক ভ্রাতার যে মণ্ডলীর রক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত প্রয়োজন। পরে সেই দান চর্চ কৌন্সিলের কোষে সমর্পিত হইলে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার হইবে নিশ্চয় জানিয়া তাহাতে অর্পণ করাই বিধেয়। চর্চ কৌন্সিল সেই দানের সমষ্টি দ্বারা অধীনস্থ মণ্ডলীগণের প্রতিপালনের ও রক্ষার ভার যথা সাধ্য নিষ্পন্ন করিতে যত্নশীল হইবেন। আর মণ্ডলীর সংস্থান ও সম্পত্তি সতর্কতা পূর্ব্বক রক্ষা ও ব্যয় করিবেন।

চর্চ কৌন্সিলে বিশপ ও পুরোহিত ও মণ্ডলীস্থ বিচক্ষণ ভ্রাতৃগণ থাকিলে মণ্ডলীর শাসন প্রণালীর কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হইবে। তাহা হইলে মণ্ডলীর শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না। কি পুরোহিত, কি শিক্ষক, কি মণ্ডলীস্থ বিষয়ী লোক, অত্যাচার করিলে সকলেই ঐ সভার শাসন প্রণালীর অধীন হইবেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যে সমাজে নাই, সে সমাজের অবস্থা ক্রমেই অবনত হয়। অতএব উপরোক্ত সংগঠিত আমাদের চর্চ কৌন্সিলের দ্বারা সকল বিষয়ের সুবিচার হইবার সম্ভাবনা। এতন্নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে এই সভার সমর্থন করা সকলের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর কেবল বিচার সম্বন্ধে নহে, অধীনস্থ মণ্ডলীর কার্য্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা ইত্যাদি সকল কার্য্যের বন্দোবস্ত, ইহা দ্বারা হইবে। ভরসা করি, তাহাতে সকল মণ্ডলীর কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে থাকিবে।

অপিচ, এই চর্চ কৌন্সিল মণ্ডলীস্থ

বালক, বালিকা ও অশিক্ষিত লোকদিগের যাহাতে শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, রবিবারে পাঠশালায় ধর্ম্ম-শিক্ষা ও মণ্ডলীগণের বিশেষ পারমার্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং মণ্ডলীর মধ্যে তেজস্বিতা, উদ্যোগ ইত্যাদির বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকিবেন। আর যে কোন মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি হয় নাই, তাহারা খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচারাদি কার্য্য বা বিদ্যালয় দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষাদি দানের ও বিবিধ প্রকারে মণ্ডলীর বৃদ্ধির বিষয়েও মনোযোগী হইবেন। তাহাতে আমাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের জ্যোতি ক্রমে ক্রমে বিকীর্ণ হইতে থাকিবে।

এখন চর্চ কৌন্সিলটী কি, ও তাহার সহিত প্রত্যেক মণ্ডলী এবং মণ্ডলীস্থ খ্রীষ্টীয়ানগণের সম্পর্ক কি, তাহার গঠন ও অবয়ব কি প্রকার, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিয়াছ ভরসা করি। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইহাকে সমর্থন করা কি আমাদের উচিত নহে? ইহার সম্বন্ধে শিথিল ভাব দূর করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? যেহেতু এই চর্চ কৌন্সিল দ্বারা আমাদের ঐক্য বৃদ্ধি হইবার ও পরস্পরের সাহায্য দ্বারা সহানুভূতিও প্রেম বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সুযোগ আছে।

গত চারি বৎসর মধ্যে আমাদের কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরো অধিক উন্নতির প্রত্যাশা করা হইয়াছিল।

এখন আমাদের মধ্যে যে সকল দোষ ও ত্রুটী আছে তাহা সংশোধন করা অত্যাবশ্যক।

প্রথমতঃ—আমরা প্রভুর দাস ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার মণ্ডলীর নিমিত্ত মুক্তহস্ত হইয়া দান করা, আর মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানের কমিটী ও চর্চ কৌন্সিলকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করা, সকলের কর্ত্তব্য। কেবল অর্থ দ্বারা নয়, কিন্তু বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রার্থনা দ্বারা উপকার করা উচিত। কেমন, এই বিষয়ে কি আমাদের ত্রুটী নাই?

দ্বিতীয়তঃ—যাহাতে চর্চ কমিটীতে ও কৌন্সিল সভাতে মণ্ডলীস্থ ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকেরা আসন প্রাপ্ত হন, তন্নিমিত্তে বিশেষ যত্ন করা উচিত। এ বিষয়ে কি আমাদের ত্রুটী দেখা যায় না?

তৃতীয়তঃ—চর্চ কৌন্সিলের মেম্বরেরা যেন সাক্ষী গোপাল না হইয়া মনোযোগের সহিত ও আপনাপন পদের গৌরব স্মরণ করতঃ সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সকলের তত্ত্বাবধান ও শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখন কি তাহা হইয়াছে?

চতুর্থতঃ—আমাদের কৌন্সিল যদি প্রকৃত প্রস্তাবে চর্চ কৌন্সিল রূপে পরিণত হয়, তবে তাহাতে বিশপের প্রাধান্য থাকা নিতান্তই উচিত। তিনি এখন আমাদের চর্চ কৌন্সিলের অভিভাবক বটেন, কিন্তু "এক্স অফিসিও" চর্চ কৌন্সিলের সভাপতি হইবার বাধা কি? তিনি যখন আমাদের করেস্পণ্ডিং কমিটীর সভাপতি, তখন চর্চ কৌনসিলের তাঁহার আসন থাকিলে লাভ

ব্যতীত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভরসা করি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অথবা তাঁহার সহকারী আমাদিগের সভাতে আসীন হইবেন। আর মিসনরীগণকে আমাদিগের সভাতে স্থান দান করিলেই বা ক্ষতি কি? তাঁহাদের অনেকেই চর্চ কৌনসিলের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন এবং সকলেই কৌন্সিলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাহারা যদি দেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত কৌন্সিল সভাতে সমাসীন হন তাহা হইলে কৌন্সিলের বিশেষ সাহায্য ও উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা না হওয়াতে মিসনরী ভ্রাতৃগণের কৌন্সিলের কার্য্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব কৌন্সিলের গঠন সম্বন্ধে এই যে বিশেষ দুইটী ক্রুটী আছে, তাহার নিরাকরণ করণার্থে যত্নশীল হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। ভরসা করি চর্চ অব্ ইংলণ্ড সংক্রান্ত অন্যান্য সোসাটির অন্তর্গত ভ্রাতৃগণ ইহাতে যোগ দিয়া ইহার উন্নতি ও উৎকর্ষ কল্পে প্রাণপণ করিবেন।

সমাচার পত্রের দায়িত্ব।

সমাচার পত্র সভ্য ও শিক্ষিত দেশের একটী অতি আবশ্যক অঙ্গ। সমাচার পত্র দ্বারা অশেষ উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। সমাচার পত্র দেশের মুখ পত্র। সমাচার পত্র দ্বারা পৃথিবীর যে কত উন্নতি ও মঙ্গল হইয়াছে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। যাহার অনেক উপকার করিবার ক্ষমতা আছে তার আবার অনেক অপকার করিবার সামর্থ্য থাকে। এই জন্য সংবাদ পত্রের এত দায়িত্ব। কিন্তু আজ কাল যে রূপে অধিক সংখ্যক সংবাদ পত্র সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে অনেকের দুঃখ ও লজ্জা উপস্থিত হইবে। যাহাতে অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহাই অশেষ অবনতির কারণ হইয়া উঠে। বিলাতে একখানি প্রতিষ্ঠাপন্ন সংবাদ পত্র সমাচার পত্রের এই অবনতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতে যাহাদিগকে সাধারণতঃ "সোসাইটী জরন্যাল" বলা যায়, তাহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও ঘটনাবলির উপর লোকদের কিঞ্চিৎমাত্র বিশ্বাস ও আস্থা নাই। মিথ্যা কথা ও কুৎসাপূর্ণ সমাচার ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত ঘৃণা, হিংসা ও অহঙ্কার প্রকাশ করিবার জন্য সমাচার পত্র একরূপ যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। কখন২ এমন অবনতি হইয়া উঠে যে উক্ত সংবাদ পত্র প্রকাশিত ঘটনাগুলি বিপরীত অর্থেই গ্রহণ করিলে অনেকবার সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বিলাতের কথা দূরে থাকুক, এদেশের ইংরাজী ও কতকগুলি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র যে রূপে চালিত হয়, তাহা মনে করিলেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। যে সমাচার পত্রের উদ্দেশ্য লোকদিগকে

শিক্ষিত করা, সাধারণ লোকের মত ব্যক্ত করা, সেই সমাচার পত্র অনেকবার কতক গুলি ধূর্ত্ত লোকের স্বার্থ সাধনের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইংরাজি সম্পাদকগণের লিখিবার নীতি ও রীতি বড় চমৎকার! সম্পাদকগণের প্রকৃত মত কি তাহার নির্ণয় করা অতি দুরূহ বিষয়। তাহাদের অনেকেরই একটী গুপ্ত মত ও আর একটী প্রকাশ্য মত আছে। ইহাতে যে কি নৈতিক দুর্গতি ও অবনতি হয় তাহা বলা সহজ নয়। আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার নাম করিয়া লোকে কি না লিখিতেছে! আপনাদের ব্যক্তিগত হিংসা ও বিদ্বেষরূপ গরল কত রূপেই না প্রকাশিত হইতেছে।

যখন সমাচার পত্র দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে, যখন তাহার এতদূর দায়িত্ব, তখন সম্পাদকদিগের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা অশেষ মঙ্গলের যন্ত্রস্বরূপ তাহাকে কখন শয়তানের যন্ত্র করা বিধেয় নহে! এত উন্নত পদের গৌরব রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তবে যদি পয়সার লোভে স্বার্থসাধনের আকাঙ্ক্ষায়, সম্বাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখকগণ আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? আমাদের বোধে একটী অতি সহজ উপায় আছে। পাঠকবর্গ যদি আপনাদের গৌরব ও মান্য রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে জঘন্য ও মিথ্যা কথা পূর্ণ সমাচার পত্রের গ্রাহক কখন হইবেন না। তাহা হইলেই সংবাদ পত্রের চেতনা হইবে, তাহা হইলেই সম্পাদক ও পাঠকের উভয়েরই গৌরব রক্ষা হইবে।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

১৭৮ পৃষ্ঠার পর।

৭ অধ্যায়।

ফিলিপিয়দের প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায় দ্বাদশ পদে সাধু পৌল বলেন, "আমার প্রতি যাহা ঘটিল, তাহাতে সুসমাচারের বৃদ্ধি সম্বন্ধে সাহায্য হইয়াছে।" মণ্ডলীর ইতিহাসে এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই ইতিহাসে দুইটী বিষয় জাজ্বল্যমানরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমতঃ, শয়তান বল অথবা প্রতারণা পূর্ব্বক সর্ব্বদাই মণ্ডলীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বরিক বিধানে ঐ সকল চেষ্টা বিফল হইয়া শয়তানের প্রতিকূলেই কার্য্য করিতেছে এবং তাহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমতা, প্রেম ও গৌরব প্রকাশিত হইতেছে। ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পাদন করা শয়তানের কার্য্য বলিতে হইবে, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রুশদ্বারা শয়তান পরাজিত এবং পৃথিবী মুক্ত হইল। মণ্ডলীর ইতিহাসেও সেই রূপ হইয়া থাকে। যিহুদী অথবা পর জাতীয় লোক উপপ্লব কারীগণ কিম্বা ভ্রষ্ট মত

ও সভাভেদ, যে কোন প্রকারেই মণ্ডলীর প্রতি আক্রমণ ঘটুক না কেন, সমস্ত বিষয় মিলিত হইয়া ঈশ্বর-প্রেমিকদের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে (রোমী ৮, ২৪)। যখন যিহুদীরা উৎপীড়ন আরম্ভ করিল তখন সাধু ষ্টিফন তাহাদের ক্রোধে পড়িয়া নিহত হইলেন। তিনি যদি আপনার মৃত্যু দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর গৌরব বিকাশ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত এবং হিব্রিয় মহাসভার সমক্ষে পুরাতন নিয়মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাও আমাদের হস্তগত হইত না।

সাধু পিতর ও সাধু যোহন পুনরুত্থান প্রচার করাতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন সত্য বটে, কিন্তু সেই ঘটনাদ্বারা ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে পুনরুত্থানের গভীর সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন (প্রেরি ৫, ১৯; প্রেরি ১২; ৭)।

যখন যিহুদীরা সাধু পৌলের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল (১ থিসলি ২, ১৪, ১৬। প্রেরি ১৩, ৫০; ১৪, ২) তখন তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রেম আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার প্রমাণ এই যে, সর্ব্ব প্রথমে তিনি তাহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। (প্রেরি ১৭, ২; ২৮, ২০)। তিনি স্পষ্টরূপে বলেন যে, তাহাদের জন্য তিনি সকলই সহ্য করিতে পারেন (রোমী ৯, ১-৩)। এইরূপ উৎপীড়নে আর একটী উপকার হইল। যাহারা মনে করিত, খ্রীষ্টধর্ম্মও যিহুদীধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই তাহাদের ভ্রম তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের বিজাতীয় আক্রোশ ও বিদ্বেষও কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইতে লাগিল। যদি তাহারা মনে করিত যে, খ্রীষ্ট ও যিহুদীধর্ম্ম একই বস্তু, তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইত। আর একটী উপকার হইল যে, যিহুদীয় ধর্ম্মের বাস্তবিক প্রকৃতি লোকে বুঝিতে পারিল।

মুসার ব্যবস্থা, লেবীয় পৌরহিত্য, মুসা নিরূপিত যাগ যজ্ঞ, যেরূসালেমস্থ মন্দির এবং উহার ক্রিয়া কলাপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন; খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত। খ্রীষ্ট মণ্ডলী এই দুই বিষয়ের সমন্বয় করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, মুসাও প্রবাচকগণ যে সকল ব্যবস্থা ও নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকলের পূর্ণতা, সিদ্ধি ও তাৎপর্য্য খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ নববিধান দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সাধু আগষ্টিন বলেন, "নূতন বিধান পুরাতনে প্রচ্ছন্ন, পুরাতন বিধান নূতনে প্রচ্ছন্ন।" এই কথার প্রমাণ আমাদের প্রভু যেশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতগণের কথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মান্না ও প্রান্তরস্থিত সর্পের খ্রীষ্টীয় ভাব প্রভু আপনি প্রকাশ করিয়াছেন, (যোহন ৬; ৪৮ ৪৯; ৩; ১৪) যূনস ভবিষ্যদ্বক্তা খ্রীষ্টের প্রতিরূপ (মথি ১২, ৩৯, ৪০)। সাধু যোহন এবং সাধু পৌল পাস্কা পর্ব্বের তাৎপর্য্য প্রদান করেন (যোহন ১৯; ৩৬। ১ করি ৫; ৭)। সাধু পৌল গালাতীয় ও রোমীয় পত্রে শিক্ষা দেন যে, মুসার ব্যবস্থা আমাদিগকে খ্রীষ্টের নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত পথ দর্শক স্বরূপ (গালা ৩; ২৪), এবং যাথার্থ্যের জন্য খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণতি (রোম ৭ ১০, ৪)। তিনি আবার করি-

খ্রীয়দিগের প্রতি প্রথম পত্রে বলেন যে, ইস্রায়েলদের সহিত প্রান্তরের মধ্যে যাত্রা, স্বর্গ হইতে আত্মিক আহার, প্রান্তরস্থিত পাহার ভেদ হওয়া আমাদের ও খ্রীষ্টীয় অধিকারের প্রতিরূপ ও নিদর্শন (১ করি ১০; ১-১১)। হিব্রিয় পত্রে মহাত্মা পৌল স্পষ্টরূপে বলেন যে, প্রায়শ্চিত্তের মহাদিবসীয় লেবীয় ব্যবস্থামত সম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপ "আগত উত্তম বস্তুর ছায়া স্বরূপ (হিব্রিয় ১০; ২-১০)। ক্রূশীয় যজ্ঞ ও প্রায়শ্চিত্তের বস্তুতে সেই ছায়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রেরিতদের পরে যে সকল মহাত্মারা পুরাতন বিধান সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রায় এইরূপ সংস্কার ছিল। ক্লেমেন্ট ও বার্ণবা বলেন যে, পুরাতন বিধান খ্রীষ্টে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জষ্টিন মার্টর, টরটুলিয়ান, সিপ্রিয়ান, যিহুদীদের সহিত তর্কচ্ছলে ঐরূপ যুক্তি প্রয়োগ করেন। সাধু যোহনের শিষ্য ইগনেশিয়স মাগনেসিয়ানদের প্রতি পত্রে বলেন, "প্রচারকগণ খ্রীষ্টাভিমুখী (Christward) জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন, "খ্রীষ্টই সেই দ্বার, যাহা দ্বারা আব্রাহাম, ইসহাক, যাকূব এবং প্রবাচকগণ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

জষ্টিন মার্টর যিহুদী ট্রাইফোর সহিত তর্কচ্ছলে বলেন, খ্রীষ্টানেরা ঐ ঈশ্বরের সেবা করে, যিনি ইস্রায়েলকে মিশর হইতে আনয়ন করিয়া ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন। আরও তিনি বলেন, "যে পরিমাণে ব্যবস্থা ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধীয়, সেই পরিমাণে আমরা তাহাদ্বারা চালিত হইতে বাধ্য নহি, কেন না তাহা খ্রীষ্টে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহাকে বিশ্বাস না করিলে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।" তিনি পুনশ্চ বলেন, "যে ব্যবস্থার পরিণতি হিব্রিয় প্রবাচক দ্বারা উক্ত হইয়াছিল, নাশারতীয় যেশু, কুমারী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং ক্রূশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং আরোহণ দ্বারা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিলেন।" এই রূপে টরটুলিয়ান, সিপ্রিয়ান ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে পুরাতন বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবগত হওয়া যাইবে।

যিহুদীরা যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল, তখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বীগণ আরও তন্ন২ করিয়া পুরাতন নিয়ম পাঠ করিতে, তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে, সেই অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। নানা ঘটনাবশতঃ এবম্প্রকার আলোচনা ও যত্নের সুফল ফলিতে লাগিল। ধর্ম্ম পুস্তকের আলোচনা ও অনুসন্ধানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল. এবং যতই তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তৃত হইতে লাগিল। ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায়, এবং আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়. অর্থাৎ শয়তানের বিক্রম ও প্রবঞ্চনায় কেবল ঈশ্বরের গৌরব অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত হয়। আগামীবারে অন্য প্রকার উৎপীড়নের কথা বলা যাইবে।

কৃষ্ণনগরস্থ চর্চ কৌন্সিল।

বিগত মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখে কৃষ্ণনগরে চর্চ মিসনরী সোসাইটীর চর্চ কৌন্সিলের অধিবেশন হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয় তদুপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০, ৬০ জন প্রতিনিধি এবং নিম্নলিখিত আচার্য্যগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া চর্চ কৌন্সিলের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। রেভঃ পার্কার সাহেব, রেভঃ ক্লিফোর্ড সাহেব, রেভঃ উইলিয়মস্‌, রেভঃ হল, রেভঃ প্যারীমোহন রুদ্র, রেভঃ রাজকৃষ্ণ বসু, রেভঃ মোলাম বিশ্বাস, রেভঃ সার্থক বিশ্বাস, রেভঃ কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, রেভঃ ভবানী চরণ চৌধুরী, রেভঃ মধুসূদন শীল, রেভঃ অনন্তচন্দ্র শীল, রেভঃ বরদাচরণ ঘোষ এবং মিষ্টর চারুচন্দ্র দত্ত। প্রথম দিবসে রেভঃ রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয় এবং বাবু দুঃখলাল বিশ্বাস মণ্ডলীর নানা প্রকার কুসংস্কার সম্বন্ধে দুই জনে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দিবসে প্যারী বাবু চর্চ কৌন্সিলের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পড়েন এবং টাকা কড়ির হিসাব প্রদান করেন। ফণ্ডের অবস্থা অগ্রের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। তাহার পর কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ আপনাদের মণ্ডলীর উন্নতি, অবনতি ও অন্যান্য বিষয় সভার সমক্ষে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাহার পরে বিশপ সাহেব ও পার্কার সাহেব বক্তৃতা করেন। মান্দ্রাজ অঞ্চলে চর্চ কৌন্সিলের যে রূপ উন্নত অবস্থা ও তথায় যেং উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা বিশদরূপে পরিব্যক্ত হয়। আমরা মনে করিয়াছি ক্রমেং বঙ্গবন্ধুতে সভার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিব। এবারে কেবল প্যারীমোহন রুদ্র মহাশয়ের প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল। এটী প্রথমে দেওয়া গেল, কেননা ইহাতে চর্চ কৌন্সিল সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। বিশপ মহাশয় চর্চ কৌন্সিলের সভাপতির আসন পরিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। বিশপ, পুরোহিত, সেবক ও বিষয়ী লোক লইয়া মণ্ডলী সংগঠিত। অতএব রুদ্র মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, বিশপ এত দিন চর্চ কৌন্সিলেরও সভাপতি না থাকাতে কৌন্সিল বাস্তবিক অঙ্গহীন ছিল। এখন সে অভাবটীর মোচন হইবে শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। বিশপ একতার মধ্য বিন্দু এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতান্তর থাকিলেও আধ্যাত্মিক একতার জন্য আমাদিগকে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইবে। চর্চ অব ইংলণ্ড যেমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত, সেইরূপ আমাদিগকেও প্রশস্তচেতা হইতে শিক্ষা করিতে হইবে।

ভবিষ্যতের কথা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যদি সুনিয়ম ও বিহিত নীতি অবলম্বন করিয়া এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও উন্নতি কেনই না হইবে? মূলে যদি ভুল না থাকে, তাহা হইলে পরিণামে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে ডিষ্ট্রিক্ট কৌন্সিল এখন হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইবে এবং দুই ভিন্নং স্থানে উহাদের অধিবেশন হইবে। কলিকাতা, বর্দ্ধমান ইত্যাদি স্থানের কৌন্সিল কলিকাতা অথবা ইহার নিকটস্থিত কোন স্থানে অধিবেশিত হইবে। সমগ্র কৃষ্ণনগরের কৌন্সিলের কৃষ্ণনগরেই অধিবেশন হইবে। ইহাতে অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। কেবল প্রভিন্সিয়াল কৌন্সিলে সমগ্র মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ এক স্থানে একত্রিত হইয়া সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলী স্বীয় নিতান্ত কর্ত্তব্য সাধনে একাগ্রমনা হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আত্মশাসন ও আত্ম পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং আমরা যদি আপনাদের কর্ম্মে ঔদাস্য প্রকাশ না করি, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্ট ভক্তগণ আমাদিগের যথাসাধ্য উপকার করিবেন। ধর্ম্ম আমাদের নিজের জিনিশ বলিয়া যদি হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা হইলেই অতি অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গীয় খ্রীষ্ট ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ হইবে, নতুবা আত্মশাসন ও আত্মপালনের কিছুই ভরসা নাই। আমরা যে রৌপ্য শৃঙ্খলবদ্ধ, সেই রৌপ্য শৃঙ্খল-বদ্ধই থাকিব!

বিবিধ বিষয়।

যাহাতে শবদাহ প্রথা প্রচলিত হয়, এই জন্যে ইউরোপে কতকগুলি সম্প্রদায়স্থ লোক চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা মনে করেন, শবদাহ প্রচলিত হইলে শ্মশান পার্শ্বস্থিত লোকদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না। উত্তরকালে ইউরোপে এরূপ প্রথা অবলম্বিত হইবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বোধে এরূপ প্রথা অবলম্বিত না হইলেই ভাল।

বিলাতে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম সংশোধনী সভার কার্য্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। বিগত অধিবেশনে যিশাইয়া প্রবাচকের প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত সংশোধিত হইয়াছে। আশা আছে, জুলাই মাসের অধিবেশনে সমস্ত পুরাতন নিয়মের সংশোধন কার্য্য সমাপ্ত হইবে; তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরের শেষাশেষি উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যেরও শেষ হইবার সম্ভাবনা।

অল্প দিবস হইল দুইটী তামিল খ্রীষ্টীয় সমাচার পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। একটীর নাম Friendly Instructor আর একটীর নাম Desopakari; উহাদের মধ্যে একটীর গ্রাহক প্রায় এক হাজারেরও অধিক, আর একটীর গ্রাহক সংখ্যা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে অনেক খ্রীষ্টধর্ম্ম

সম্বন্ধীয় সমাচার পত্র আছে এবং তাহাদের সকলেরই বেশ কাটতি হয়। ইহা একটী সম্পূর্ণ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাদ্বারা দেশের উন্নতি ও অবস্থা পরিমিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বঙ্গদেশের অবস্থা শোচনীয় বলিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ লেখক, আরকিবল্ড ফরবস সাহেব জেনেরাল গরর্ডনের একখানি নূতন জীবনী লিখিয়াছেন। একস্থলে গর্ডনের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন, "চারলস গর্ডনের চরিত্র এক প্রকারে অদ্বিতীয়। সেই চরিত্র আশ্চর্য্যরূপ প্রশস্ত ও নানাভাগে বিভক্ত হইলেও কোন মতে পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে। তাঁহার চরিত্র মনে করিলে, স্যর ল্যান্‌সেলট, বেয়ার্ড, ক্রমওয়েল্, হ্যাভলক, ব্যালফর, আরথর, কনলী, জননিকলসন, লিভিংষ্টন ইত্যাদির চরিত্র মনোমধ্যে উদয় হয়। তাঁহার চরিত্র অনুপম প্রভুত্বশালিতা এবং বল ও মাধুর্য্যের কোমলতায় মিশ্রিত। জ্বলন্ত ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার উন্নত স্বভাব আরও বীর্য্যবান বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর থাকাতে তিনি ঘোর বিপদেও শান্তমনা। ইহারই জন্য তিনি অতিশয় নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত হইলেও আপনাকে একাকী জ্ঞান করেন না, কোন দুর্দ্দশায়ও সঙ্কুচিত হন না।"

কলিকাতার বিশপ মহোদয় দার্জ্জিলিং হইতে বিগত ১৬ মে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া আবার মণ্ডলী পরিদর্শনে বাহির হইবেন।

বারিপুরের রেভঃ উইলিয়ম ড্রু সাহেব ২১ বৎসর মিসনরীর কার্য্য করিয়া দুই বৎসরের জন্য বিলাত গমন করিয়াছেন। টালিগঞ্জের মিশনরী রেভঃ হ্যারিসন সাহেব বারিপুরের মিসনরী নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থানী গীর্জ্জার আচার্য্য রেভঃ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় টালিগঞ্জে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। রেভঃ রজর দত্ত এখন হিন্দুস্থানী গীর্জ্জার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

মান্দ্রাজের বিশপ ছয় মাসের ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২৩ বৎসর ধরিয়া মান্দ্রাজ মণ্ডলীর শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কলিকাতার পূর্ব্বতন বিশপ উইলসন ছাড়া এত বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থিতি আর কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

সময় কি রত্ন, বাঙ্গালি তাহা চিনিল না। নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, বিবিধ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে, সুসভ্য হইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, এরূপ যত জাতি আছে, তন্মধ্যে এই বাঙ্গালী জাতি সময়ের অপব্যবহার করিতে যেমন পটু এমন আর কোন জাতি নহে। সময়ের মূল্য বাঙ্গালী বড় কম বুঝে। সময়ই যে জীবন তাহা বঙ্গবাসীর খবরে আসে না। মস্তিষ্ক তত্ত্ব বিদ্যাবিদেরা (Phrenologists) বলেন যে, মানুষের একটা মনোবৃত্তি আছে, তাহা "সময়-বোধ" নামে উল্লেখ করা যায়। এই "সময়-বোধ" যাহার আছে সে সময় বিভাগ করিয়া কার্য্য করিয়া

থাকে। সময় নিয়ন্ত্রিত করা তাহার স্বভাব সিদ্ধ। যখনকার যে কাজ সে তাহা না করিতে পারিলে, বড় অসুখ বোধ করে। আজ চারি ঘণ্টা মিছা গল্প করিয়া কাটাইলাম, কাল পাঁচ ঘণ্টা টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্ষেপণ করিলাম, পরশ্ব তিন ঘণ্টা তবলা পিটিয়া অতিবাহিত করিলাম, সময়-বোধ বিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ অনিয়মে কখন সময় কাটাইতে পারে না। এই সময়-বোধটা বাঙ্গালী জাতির যত অল্প, এমন অন্য কোন সভ্যজাতির নহে। বাঙ্গালী সময়ের মুল্য বুঝে না, সময়ের ব্যবহার করিতে জানে না, ইহা বাঙ্গালী জাতির মানসিক হীনতার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যাঁহারা শিক্ষিত, মার্জ্জিত-বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারাও যেরূপ নির্দ্দয় রূপে সময় নষ্ট করেন, যেরূপ নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় সময়ের অপব্যবহার করেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অশিক্ষিতগণের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিতদিগের মধ্যেও আমরা দেখিয়াছি অনেকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় হয়, তা-না না-না করিয়া, না হয় তাস পিটিয়া, না হয় দাবা খেলিয়া, না হয় এস্রাজ বাজাইয়া, না হয় মিছা-গাল গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। যেন জীবনে কোন গুরুতর কার্য্য করিবার নাই, যেন হাসি তামাসা করিবার জন্যই বিধাতা জীবনটা দিয়াছিলেন, যেন ভাল মন্দ প্রমোদ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও যদি এইরূপ করিয়া সময়ের মাথা খান, তাহা হইলে দেশের সাহিত্যের উন্নতি জন্য, বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি জন্য, দর্শন, কাব্য, ইতিহাসের উৎকর্ষ সাধন জন্য কে জীবন অতিবাহন করিবে? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরে যে শত শত গ্রাজুয়েট ও অণ্ডার গ্রাজুয়েট বাহির হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই সংসারে প্রবেশ করিলে লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া, বা দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন।

বঙ্গবাসী।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রী যা, বি। আমরা সমালোচনার সমালোচনা প্রায় পত্রস্থ করি না। সে যাহা হউক, সমালোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বে যেরূপ মত ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখি না। আমাদের সমালোচনা কিসে যে বড় "তীব্র" হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যখন "বঙ্গ খ্রীষ্টীয় সাহিত্য কুলতিলক," "পণ্ডিত চূড়ামণি" ও "বিজ্ঞ চূড়ামণিগণ" কর্ত্তৃক আপনার পুস্তক প্রশংসিত হইয়াছে, তখন এত পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে আপনার লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সমালোচনে কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন চর্চ মিশনরী সোসাইটির মিসনরী কনফরেন্স আপনার পুস্তকের আদর করিয়াছেন, তখন আমরা ত ছার! বং বং।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা জুলাই ১৮৮৪। [১০ সংখ্যা।

মিতব্যয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে একবারে নিন্দনীয় ও দূষিত তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে২ যে অনেক দোষ প্রবিষ্ট হইতেছে না, তাহা আমরা বলিতে কি প্রকারে সাহস করিব ? পনর কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে মাসিক আয় ১০, ১২ টাকা হইলেই যাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দে চলিত, তাঁহাদের এখন ২০, ৩০ টাকা না হইলে আর চলে না। নূতন সভ্যতার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং অল্প আয় সম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রমে২ সেই সকল দ্রব্য আপনার জন্য অত্যাবশ্যক মনে করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। যদি নানা কারণ বশতঃ সেই সকল সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে হতভাগ্য মনে করিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমরা যেদিকে দেখি সেই দিকেই ইহার ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রামে, নগরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকল স্থানে ও সর্ব্বপ্রকার লোকদের মধ্যে এই প্রকার অমিত ব্যয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয় এ বিষয়ে দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিদের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের যতদূর ঝাঁকজমক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকে তাহাদিগকে সম্পন্ন লোক মনে করিতে পারেন। অনেক লোক আছেন যাঁহাদের তাবৎ আয় কোট, হ্যাঠ, গাউন, জুতা, চা, কাফি, মটন কটলেট, ম্যাহগিনি টেবিলেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, দাম ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিবার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। মানিলাম, তাঁহারা সভ্য

হইয়া উঠিয়াছেন; মানিলাম, ইউরোপীয় সভ্যতা উপাদেয় পদার্থ; কিন্তু তাই বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে না যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নয়, বাঙ্গালীর যাতে সুখ স্বচ্ছন্দে চলে, ইংরেজের তাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে চলিতে নাও পারে। একটী বিষয়ে অনুকরণ করিতে গিয়া আর কাজের বিষয়ে উপেক্ষা করা হয় কেন? ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রমশীলতা, সাহস, উদ্যোগ, সময়ের ব্যবহার, কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদির মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, আমরা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি? তাহা যদি না হয়, তবে মিছামিছি কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের মতন খরচ করিলে কি হইবে? আর সব বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হও, তাহা হইলে এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। সে বিষয় তখন বিবেচনাধীন হইবে। ইংরাজই বল, বাঙ্গালীই বল, সকলের মিতব্যয়ী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ আয় তাহার তদনুরূপ ব্যয় করা বিধেয়। অতিরিক্ত ব্যয় করাতে সভ্যজাতিদেরও অনেক অনিষ্ট হইতেছে। অনেক ইংরাজ হাজার২ টাকা মাসে২ পাইয়াও বিবাহ করিতে পারেন না! তাঁহারা ঘোর কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের অর্জ্জিত ধন নানা প্রকারে উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু ঈশ্বরের স্পষ্ট বিধির প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। এ বিষয়ে কতকগুলি সরল নিয়ম নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। ভরসা করি সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। এ সময়ে সতর্ক না হইলে আমাদের ভ্রম ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইবে এবং ইহার পরে সে সকলের উচ্ছেদ-সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রথমতঃ। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণরূপে সাবধান হওয়া উচিত। যাহা প্রাকৃতিক ভদ্রতা ও রুচির অনুমোদিত তাহা অবলম্বন কর, কিন্তু ইহাতে অতিরিক্ত আড়ম্বর করিও না। "ফ্যাশনের" জ্বালায় ইংলণ্ড ছারখার হইতে বসিয়াছে, অতএব "ফ্যাশনের" দিকেও যাইও না। জগতের আড়ম্বর পূর্ণ ভাবকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিবে না। যাহা সুরুচি সম্পন্ন বলিয়া তোমার বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। "ফ্যাশনের" দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু সুরুচির বাস্তবিক পরিবর্ত্তন হয় না। এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রদত্ত হইতে পারে না কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন, কত ক্ষুদ্র২ বিষয়ে অন্যায় ও অযথা খরচ হইয়া থাকে। প্রভু কাপড় পুষ্পের বিষয় কি বলিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিলে অনেক লাভ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। আহার বিহার বিষয়ে অনেক অন্যায় খরচ হইয়া থাকে। যাহা শরীর ও স্বাস্থ্যের নিমিত্ত একবারেই প্রয়োজনীয় নহে, আমরা এমন অনেক বস্তুর জন্য অপারমিত ব্যয় করিয়া থাকি। এদেশে সুরা সেবনের কোন প্রয়োজন নাই। বড়২ বিজ্ঞ ডাক্তারগণ সুরার ব্যবহার ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুরার কিছুই প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে ঔষধার্থে তাহা সেবন করিলে

বরঞ্চ তাহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা। তবে সুস্থ যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সুরা সেবন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে অনেক খরচ হয় এবং অনেক বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য আমরা বলি, যদি অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখা যায়, তাহা হইলে আহার ও পান বিষয়ে অনেক অতিরিক্ত খরচ অবলীলাক্রমে বাঁচান যাইতে পারে। তাহার পরে দেখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতার কুহকে পড়িয়া যে সকল কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়া গিয়াছে, তাহাতে কি বাস্তবিক অনেক অযথা খরচ হয় না? মাসে২ এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের যদি নিয়মিত হিসাব রাখা যায়, তাহা হইলে বৎসরের শেষে খরচের সমষ্টি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। সেই টাকার অনেক সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মিতব্যয়িতার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন কখন মনে না করেন যে তাই বলিয়া কৃপণতার অনুমোদন করি। যাহাতে অশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই আবার অশেষ অমঙ্গল হইতে পারে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে, ধনলোভ সমস্ত অনর্থের মুলাধার। মহাকবি সেক্স্পিয়র ধনের মোহিনী শক্তি ও মহিমা নিম্নলিখিত পদে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"This Yellow slave
Will kill and break religions; bless the accursed;
Make the hoar leprosy ador'd; place thieves,
And give them title, knee and approbation,
With Senators on the bench; this is it,
That makes the wappen'd widow, wed again;
She, whom the spital-house and ulcerous sores
Would cast the gorge at, *this embalms and spices*
To th' April day again."

ধনাকাঙ্ক্ষা ও ধনলোভে যেরূপ পরীক্ষা সেরূপ পরীক্ষা আর কিছুতেই নাই। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার 'মান্নার' সহিত টাকাকড়ির তুলনা করেন। যেমন "মান্না" এক দিনের অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য সঞ্চয় ও রক্ষা করিতে গেলেই পচিয়া যাইত সেই রূপ সংসারের ধন সম্বন্ধে প্রায় ঘটিয়া থাকে। তিনি আর বলেন যে, খ্রীষ্ট ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক দিনের জন্য ইহার অমঙ্গল যথেষ্ট।" দুইটী জিনিস ধন দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা প্রকৃত সাধুতা এবং প্রকৃত সুখ পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ধনের অপব্যবহার না করিয়া উত্তম ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধন পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে বটে, কিন্তু যিনি পরিমিতাচারী, জ্ঞান ও বিবেকাধীন, তিনি ধনের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

২১২ পৃষ্ঠার পর।

প্রকাশিত পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মণ্ডলীর শত্রু অগ্নিময় ঘোটকে আরোহিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার হস্তে একটী বৃহৎ খড়্গ রহিয়াছে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহাতে মণ্ডলীর প্রথম ঘোর উপপ্লব প্রতিবিম্বিত হয়। এই উপপ্লব সম্রাট নিরো কর্ত্তৃক ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে মিসিনাস আগষ্টস্ সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, যেন কোন বিধর্ম্ম রোমে প্রচলিত না হয়। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নিরো একটী লোমহর্ষণ ব্যাপারে সংলিপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি রোম নগর অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট করেন, এবং খ্রীষ্টীয়দিগকে এই ভয়ানক কার্য্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকাশ করেন। লোকেরা খ্রীষ্টীয়দিগের বিরুদ্ধে সকলেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিল অতএব দুরাত্মা নিরোর বাসনা পরিপূর্ণ হইল। রোমক ইতিহাসবেত্তারা পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদের তাড়না ও দুঃখ বিশদ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। নিরো খ্রীষ্টিয়ানদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আপনার উদ্যান প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পশুর চর্ম্মে পরিচ্ছিন্ন করিয়া কুকুরদের দ্বারা দংশিত হইবার নিমিত্ত নিক্ষেপ করা হয়। কাহাকেও ক্রুশে হত করা হয়। অনেককে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা হয়। রাত্রিতে আলোক দিবার জন্য অনেককে প্রজ্বলিত করা হয়। সম্রাট্ এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তান্বিত না হইয়া বরং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছিলেন। ঐ ঘটনা ইতিহাস বেত্তা টাসিটস্ (Tacitus) স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, অতএব ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইহা করিয়াই নিরো ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি এই বলিয়া একটী আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহাকে কঠিন দণ্ডাধীন হইতে হইবে।

ইহাতে যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিস্তারের ব্যাঘাত হইল এমন নহে। বরং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আরও বিস্তৃত হইতে লাগিল। পিতর ও পৌল যখন সেই সময়ে তাড়না দ্বারা রোম নগরে প্রাণে হত হইলেন, তখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ঐশিক শক্তি আরও প্রকাশিত হইল। একদা সাধু পিতর উদ্যানে খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া তিনবার অস্বীকার করিয়াছিলেন; সাধু পৌল এক সময়ে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর তাড়নাকারী ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কি অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি যে উপরোক্ত দুইজনেই এতদূর পর্য্যন্ত পবিত্র আত্মা হইতে সাহস, উত্তেজনা, বিশ্বাস ও প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, অবশেষে নির্ভয়ে, জয়োল্লাস পূর্ব্বক তাঁহারা আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করিলেন। সেই জগদ্বিখ্যাত রোমীয় নাট্যশালায় তাঁহারা "মনুষ্য ও দূতগণের সমক্ষে দৃশ্য স্বরূপ হইলেন" (১ করি ৪,৯)। কথিত আছে, সাধু পিতর প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া ও তাঁহার সহিত আপনার মৃত্যুর পার্থক্য দেখাইবার জন্য ঊর্দ্ধ-পদ ও নিম্ন মস্তক হইয়া ক্রুশের

উপর আপনার প্রাণ সমর্পণ করেন। ইতিহাসে পাঠ করা যায় (Eusebius) যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার স্ত্রী বলিরূপে নীত হইতে ছিলেন, তখন পিতর নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে নারি, প্রভুকে স্মরণ কর।"

অক্সফর্ডের পথিমধ্যে অনেক শত বৎসর পরে লাটিমর ও বিসপ রিডলীর মধ্যে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সেই রূপ কথোপকথন যে প্রসিদ্ধ প্রেরিতদ্বয়ের মধ্যে হইয়াছিল, তাহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা যে অগ্নি জ্বলাইয়া গিয়াছেন, তাহাতো এখন নির্ব্বাপিত হয় নাই, বরঞ্চ তাঁহাদের স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কত লোক কত প্রকারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া অবশেষে আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

এই দুই সাধুর মৃত্যু মণ্ডলীর পক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্বরূপ হইল। রোমের ক্লেমেন্ট ইহাকে উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক দীপ্তি স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়া ইগনেসিয়স মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। টরটুলিয়ান রোমীয় মণ্ডলী লক্ষ্য করিয়া বলেন, "হে ধন্য মণ্ডলী! প্রেরিতেরা রক্ত সেচন করিয়া তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।"

এই সকল ঘটনায় মণ্ডলীর যে কত মঙ্গল হইয়াছিল তাহা বলা যায়না। ইহাতে সাধু পৌলের পূর্ব্বোল্লিখিত বচন সপ্রমাণিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা২ ঘটিয়াছিল তাহার দ্বারা সুসমাচারের বিস্তৃতি হইয়াছিল। যেরুশালেমে ধৃত হইয়াও তিনি যেরুশালমস্থ যিহুদিগণের কাছে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, (প্রে,ক্রি ২১; ৪০। ২২; ১-১২)। তাহার পরে মহাযাজক ও মহা সভার সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন (প্র.ক্রি ২৩; ১-১৬,) তৎপরে ফিলিক্স ও দ্রুসিল্লার নিকটে; ক্রমে২ রোমক শাসন কর্ত্তা ফেসটস, আগ্রিপ্পা রাজা বারনীকি, নাবিক ইত্যাদি অনেক প্রকার লোকের কাছে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (প্রেরি,ক্রি, ২৫; ২৩। ২৬; ১-২৯। ২৭। ২৮; ৭-১০। ২৮; ১৬-৩১। ফিলি ১; ১৩

যখন মহর্ষি পৌল রোমে কারাবদ্ধ ছিলেন, তখনও তিনি অলস ছিলেন না। প্রথম কারাবাসের সময় তিনি ইফিসীয়, কলসিয়, ফিলিমন, ফিলিপীয় এবং হিব্রীয়দের প্রতি পত্র লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারাবাসের সময় তিমথী ও তীতকে পত্র লিখেন। সেই সকল আশ্চর্য্য জ্ঞানগর্ভ পত্র দ্বারা তিনি এখনও জগতকে শিক্ষা দিতেছেন; "মৃত হইয়াও তিনি কথা কহিতেছেন।"

দুরাত্মা নিরো, ক্লডিয়সের পুত্র ব্রিটানিকস, আপনার মাতা অগ্রিপ্পিনা, পত্নীদ্বয় অকটেভিয়া ও পপিয়া এবং আপনার শিক্ষক সেনেকাকে হত্যা করিয়া অবশেষে আপন আদেশমতে ৬৮ খ্রীঃ অব্দের ৯ জুনে এক জন দাসের হস্তে আহত হইলেন। এই ঘটনা, বেসপিসিয়ানের পুত্র টাইটস কর্তৃক যেরুশালম বিনষ্ট হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

প্রাচীন দানশীলতা।

ডাক্তর উলহরণ নামক একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ সম্প্রতি খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর মধ্যে দানাদি ক্রিয়া সম্পাদনের ইতিহাস লিখিয়াছেন। সেই ইতিহাসে কতকগুলি বিষয় এমন বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে যে তাহাতে নিঃসন্দেহে অনেকের চিত্ত আকর্ষিত হইবে।

ডাক্তর উলহরণ বলেন যে, যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সমুত্থান হয়, তখন দরিদ্র, অনাথ, নিরাশ্রয়, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিহীন লোকদের অবস্থা বিশেষ চিন্তা ও মনোযোগের বিষয় হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে গ্রীক ও রোমকদের দান ও উপকার সাধারণতঃ স্বার্থ হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতে সংকীর্ণ ও জাতীয় ভাব সংশ্লিষ্ট থাকিত। ডাক্তর উলহরণের মতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের দানশীলতা কেবল স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত। আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিব যে, ভিন্ন২ প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিদের ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে এ বিষয়ে মত ও কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য ছিল। গ্রীক ও রোমীয় দানশীলতায় সংকীর্ণ জাতীয় ভাব এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে সার্ব্বজনিক ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। রোমীয় ভাবের সহিত খ্রীষ্টীয় ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিতে পারিত না; কেননা খ্রীষ্টই স্পষ্ট রূপে শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল পুরুষ ভ্রাতা, সকল স্ত্রী ভগিনী এবং ঈশ্বর সর্ব্ব সাধারণের পিতা। খ্রীষ্টের আগমনে দরিদ্রদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ধনবান ও নির্ধন এক পিতার সন্তান, একই রক্ত হইতে সকলে উৎপন্ন, পরস্পর পরস্পরের মাংসের মাংস ও অস্থির অস্থি, এই শিক্ষা প্রদান করিয়া খ্রীষ্ট জগতে এক প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। স্বজাতীয় দর্শনানুসারে ক্রীতদাস প্রথা দূষণীয় ছিল, কিন্তু উহার মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে স্ত্রীলোক, দরিদ্র ও অনাথদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয়। বরঞ্চ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে দরিদ্র, নিরাশ্রয় ও দুর্ব্বল লোকেরা রাজ্যের কণ্টক ও বিঘ্ন স্বরূপ; যত শীঘ্র তাহাদিগকে এই পৃথিবী হইতে স্থানান্তর করা যাইতে পারে, ততই মঙ্গল, ততই পৃথিবীর পূর্ণ অবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

আমাদের গ্রন্থকার প্রাচীন মণ্ডলীতে দানশীলতা ও দান সেবার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। তিনি প্রাচীন মণ্ডলীতে দানশীলতার উৎপত্তি, উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস লিখিয়াছেন। দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান আর কিছু করিতে যদি না পারিত, সে অন্ততঃ অপর দুঃখী ভ্রাতার মৃত্যু শয্যা শান্তিযুক্ত করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিত। ক্রমে২ মধ্যম শতাব্দীতে যখন রোমান কাথলিক ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রতাপ হইয়া উঠিল, তখন আদিম মণ্ডলীর ব্যক্তিগত দানশীলতা অন্য আকার ধারণ করিল। ডাক্তার উলহরণ বলেন যে, উল্লিখিত সময়ে অনেক২ উত্তম অনুষ্ঠান হইতে লাগিল সত্য বটে, কিন্তু সেই২ উত্তম অনুষ্ঠান অনেক ভ্রম ও দোষের

সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। মধ্য-যুগে হাঁসপাতাল, ধর্ম্মাশ্রম ইত্যাদি স্থাপিত হইতে লাগিল এবং সমগ্র মণ্ডলী, উৎপীড়িত এবং দুঃখিত লোকদের আশ্রম স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিন্তু একটী বিষম ভ্রম উৎপন্ন হইতে লাগিল। দয়া প্রকাশ করা, দান করা, ত্যাগস্বীকার করা, লোকে আপনাদের পরিত্রাণ-সাধক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই রূপে এক রকম ঘোর স্বার্থভাব দান-শীলতার উদ্দীপক হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের ভক্ত দরিদ্রদের উপকার সাধন করার পরি-বর্ত্তে দাতা কেবল আপনার মুক্তি, "পর্গাতুরী" হইতে উদ্ধার, অনন্ত সুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে লাগিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইল যে, দারিদ্র্য মোচন না হইয়া ভিক্ষুকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল; খ্রীষ্টীয়ানের দান-শীলতা আর খ্রীষ্টীয় ভাবপূর্ণ রহিল না। ইহা অনতিবিলম্বে স্বার্থপর, গর্ব্বিত, এবং "ফিরুসি" ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। বিশ্বাস বিহীন কার্য্যে ইহা পরিণত হইয়া গেল। ডাক্তর উলহরণ মনে করেন যে, ইউরোপের "ধর্ম্মসংশোধন" সময়ে আ-বার দানের প্রকৃত ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল।

দান ও দানশীলতার ইতিহাস যে অতীব জ্ঞান ও শিক্ষা পূর্ণ হইবে ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না, এখন ও নাই। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, এই সভ্যতাপূর্ণ অপ্রাকৃতিক শতাব্দীতে খ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষা বাছিয়া লওয়া বড় দুষ্কর। পাশ্চাত্য সভ্যতায় সঙ্গে সুসমাচার এত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে সভ্যতা যেন সুসমাচারের অত্যাব-শ্যকীয় অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমা-দের উচিত, দরিদ্রদের অবস্থা, তাহাদের উপকার সাধন, দানশীলতার আব-শ্যকতা, ইত্যাদি বিষয়ে সুসমাচারের শিক্ষা গ্রহণ করি। বর্ত্তমান যুগে সমাজ-তান্ত্রিক, নিহিলিষ্ট ও নানা প্রকার বিপ্লবকারী সম্প্রদায়েরা ইউরোপ ও অন্যত্রে চীৎকার করিতেছে। তাহাদের যে অনেক ভ্রম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পাঠকেরা একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা উপেক্ষিত হইলে কি বিষ-ময় ফল ফলিয়া থাকে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের একটী মহৎ সত্য উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই ইহার ভয়ানক ফল হইবে। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া যেন সমগ্র মণ্ডলীর চক্ষু এই দিকে আকর্ষিত করেন।

পাদরি উইলিয়ম ক্রফর্ড ব্রম্‌হেড্।

ইংরাজিতে একটী কথা আছে যাহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী আপনার বড় লোকদিগকে জ্ঞাত নহে। আমরা পর-লোকগত মহাত্মা ব্রমহেড্ সাহেবের বিষয় বলিতে পারি যে বাহিরের অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিত।

যাহাদের সহিত তাঁহার নিত্য দেখা সাক্ষাৎ হইত, তাঁহারাই কেবল জানিতে পারিতেন পাদ্রি ব্রম্‌হেড্ কি ধাতুর লোক।

সিপাহী বিদ্রোহের কিছু বৎসর পরে তিনি চ্যাপলেনপদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। দানাপুর ইত্যাদি স্থানে চ্যাপলেনের কার্য্য করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতাস্থ "সেন্ট জন" গির্জ্জার চ্যাপলেন নিযুক্ত হন। কলিকাতা হইতে তাঁহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া সুখ্যাতি, প্রশংসা, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে দশ বার বৎসর হইবে তাঁহাকে বিলাত গমন করিতে হয়। বিলাতে কেন্‌সিংটন রাজ প্রাসাদে চ্যাপলেন নিযুক্ত হন। অল্প দিবস হইল আমরা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

ব্রমহেড সাহেবের মত ন ইংরাজ অতি অল্পই ভারতে পদার্পণ করিয়া থ কেন। ভারতের দুর্ভাগ্য এই তাঁহার মত ইংরাজ এ দেশে আসিয়া অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারেন না। নানা কারণে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের শ্রদ্ধেয় পরলোকগত বন্ধু অনেক বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি নামে চ্যাপলেন্ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মিসন কার্য্যে উদ্যোগী এবং দেশীয়দের সত্য হিতৈষী অতি অল্পই আছে। কলিকাতায় এমন কোন সৎকার্য্য হইত না যাহাতে ব্রমহেড্ সাহেব কোন প্রকারে না লিপ্ত থাকিতেন। যেখানে মিশনরী কি অন্য কোন সভার অধিবেশন হইয়াছে, সেই খানেই ব্রম্‌হেড্ সাহেব উপস্থিত সর্ব্বপ্রকার উত্তম অনুষ্ঠানে তিনি মনের সহিত যোগ দিতেন। গরিবদের বন্ধু বলিয়া তিনি খ্যাত ও পরিচিত ছিলেন। কলিকাতার কত গরিব লোক যে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা "ফ্রি স্কুলের" তিনি প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। প্রত্যেক অনাথ বালক, বালিকা তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য ও ভক্তি করিত। বালক বালিকারা বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও ব্রমহেড্ সাহেব তাহাদিগকে বিস্মৃত হইতেন না। যাহাতে তাহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়, যাহাতে তাহারা স্কুলের শিক্ষা ও উপদেশ আপনাদের দৈনিক বিষয় কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে পারে, ইহার জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেন। তিনি কোন প্রকার বাগাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। নিঃশব্দ ও অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। এস্, পি, জি, সোসাইটীর বর্ত্তমান সুযোগ্য সেক্রেটরীর আগমন পূর্ব্বে ব্রম্‌হেড্ সাহেব আপনার হাজার কর্ম্ম সত্ত্বেও উক্ত সোসাইটীর অবৈতনিক সেক্রেটরীর কার্য্য করেন। অনেক বেতন ভোগী সেক্রেটরী যাহা করিতে সমর্থ হন না তাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন। এত পরিশ্রম, এত কার্য্য, তবুও

তিনি লেখা পড়ার কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। অনেক দিন ধরিয়া তিনি "ইণ্ডিয়ান চর্চম্যানের" সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। "কলিকাতার বিশপ দিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী," "সুরসুম কর্ডা" ইত্যাদি পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মণ ও অন্যান্য ভাষাতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। দু এক খানি জর্ম্মণ কবিতা সম্বলিত পুস্তক তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেও তিনি ভারতের বিষয় ভাবিতেন। যাহাতে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম ও প্রার্থনা করিতেন। বিলাতে একটী ভারতীয় মিসন কার্য্য সম্বন্ধীয় সভা আছে। ভারতবর্ষ প্রত্যাগত পাদ্রি ও অন্যান্য লোকেরা সেই সভার সভ্য। ব্রমহেড্ সাহেবের যত্নে সেই সভা সংস্থাপিত হয়, এবং তিনিই এত দিন উহার সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়া আসিতে ছিলেন। তিনি কাল, শাদা ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, বাঙ্গালী ইত্যাদির প্রভেদ জানিতেন না। ব্রমহেড্ সাহেব আমাদের মধ্য হইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য স্থায়ী হইবে, এবং তাহাই তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সান্ত্বনার ঈশ্বর তাঁহার বিধবা পত্নীকে আপনার অনির্ব্বচনীয় শান্তি প্রদান করুন।

"নাবি।"

হিব্রিয় শব্দ "নাবির" অনেক প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছে। নাবি শব্দ "ভবিষ্যদ্বক্তা" "ভাববাদী" "প্রবাচক" রূপে ভাষান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, হিব্রিয় "নাবি" শব্দ যে ভাবব্যঞ্জক তাহা উপরোক্ত একটী শব্দটীতেও প্রকাশিত হয় না। কেহ২ বলেন, "দৈব বাদী" শব্দটী উহার প্রকৃত ভাবটী অনেক পরিমাণে প্রকাশ করে। সে যাহা হউক, হিব্রিয় "নাবি" শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া লাভপ্রদ হইবে মনে করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম আছে। অনেকে মনে করেন যে, নাবির কার্য্য কেবল ভাবী ঘটনা নির্দ্দেশ করা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহারা গভীর চিন্তা ও ধ্যান করিয়া ঐশিক তত্ত্ব ও স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহাদের ঐশিক ও মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছে, এবং যাঁহারা আপনাদের অনুপ্রাণিত হৃদয়ে গভীর সত্য লাভ করিয়া অন্য লোকদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে তৎপরতা ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত "ভাববাদী"। ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীন বিধান পাঠকেরা অবগত আছেন যে, প্রাচীনকালে যিহুদীদের মধ্যে "ভাববাদিদিগের বিদ্যালয়" ছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এই গুরু-

ত্তব কার্য্য সম্বন্ধে নিয়মিত শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ভাববাদীগণ বিশেষ২ সময়ে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশেষ২ কার্য্য সমাধা করিতেন। ব্যবস্থা ও নিয়মে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতেন, বিশেষ২ সময়ে রাজা ও প্রজার কর্ত্তব্য স্পষ্ট করিয়া ক্ষমতার সহিত প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধ্যান করিতেন, এবং দিবারাত্রি তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতেন। জগতের সমস্ত ঘটনা ও ব্যাপার এক জন চির বর্ত্তমান, জীবনময়.প্রাণস্বরূপ গুরু ও শিক্ষাদাতার কর দ্বারা পরিচালিত, ইহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা পবিত্র আত্মার সামর্থ্য দ্বারা অতীত কালের শিক্ষা, বর্ত্তমান কালের লক্ষণ, হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভবিষ্যৎ কালের অবস্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের ঘটনা ও লক্ষণ বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা, তাহাহইতে শিক্ষা লাভ করা, সেই শিক্ষা নির্ভয়ে ব্যাখ্যা করা, তাঁহাদের বিশেষ কার্য্য ছিল। সমগ্র ইতিহাসে জীবিত ঈশ্বরের "অঙ্গুলি" নির্দ্দেশ করা, তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল। সংসারের-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারা একেবারে যে নির্জ্জনধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, এমন নহে। দুই চারি মাস তাঁহারা নির্জ্জনে বাস করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু যে সকল ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে সেই সকল ঘটনা হইতে তাঁহারা কখন দূরে থাকিতে পারিতেন না। সাংসারিক লোকদের জ্ঞান অপেক্ষা এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান তীক্ষ্ণতর। প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকাতে তাঁহাদের অনেক জ্ঞান ও তৎসঙ্গে মনুষ্য স্বভাবের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি জন্মিত। যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মানব ও ঐশিক তত্ত্ব চিন্তা করিয়াছেন, যাঁহারা অতীত কালের শিক্ষা সমষ্টি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভাবি ঘটনা অনেক পরিমাণে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, লোকদিগের নেতা ও শিক্ষক হইতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে ভাবি অমঙ্গলের সূচনা দিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এখন প্রতীয়মান হইতেছে, ভাববাদির প্রকৃত অর্থ কি, এবং কি করিয়াই বা তাঁহারা ভাবি ঘটনা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা কি বর্ত্তমান কালে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে? বাইবেলোক্ত ভাববাদিগণের কি উত্তরাধিকারী এখন নাই? সম্পূর্ণ তাঁহাদের মতন না হউক, মণ্ডলীর মধ্যে চিরকালই প্রবাচকের সমুত্থান হইয়াছে। এক২ জন নেতা ও শিক্ষক যে হাজার২ লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে তাহাদিগকে চালাইতেছেন সে কিসের বলে? কার্ডিনেল নিউম্যান, মরিস, রবর্টসন, পিউসী, ওয়েষ্টকটের ন্যায় মহাত্মারা যে শত২ লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন যুগের সৃষ্টি করিতেছেন, সে কিসের জোরে? ইহার উত্তর দুরূহ নহে। যত পরিমাণে ভাববাদিগণের ভাব বর্ত্তমান শতাব্দীতে থাকিবে, তত পরিমাণে ভাববাদিগণের কার্য্যও সিদ্ধ হইবে। বঙ্গীয় খ্রীষ্ট সমাজ

নিস্তেজ ও অসাড় কেন? তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে ভাববাদির সমুত্থান এখনও হয় নাই। মণ্ডলীর স্বাধীনতা, আত্মশাসন ও আত্মপালন সম্বন্ধীয় নানা প্রলাপময় কথা বলিবার অগ্রে, যাহাতে ভাববাদির উত্থান হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা ও যত্ন করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। শরীরের শক্তিতে (energy) অনেক কর্ম্ম করা হয় বলিয়া অভিলষিত ফল ফলিতেছে না। যতক্ষণ না আত্মার শক্তিতে আমাদের কার্য্য সাধিত হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের মঙ্গলের আশা নাই।

জেনেরাল গর্ডন।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা গর্ডন স্বীয় ধর্ম্মমত সম্বলিত একখানি আত্ম জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহার জীবনের মুখ্য২ ঘটনাগুলি অবগত আছেন, কিন্তু বোধ হয় অতি অল্প লোকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানেন। এতপ্রকার লোকদের কৌতুহল নিবারণার্থে আমরা অদ্য অতি সংক্ষেপে তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গর্ডন সর্ব্ব বিষয়ে এক জন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য লোকদের নিকটে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারেন। তাঁহার বাস্তবিক ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও নিঃস্বার্থ ভাবও আছে। তাঁহার মনের এ প্রকার গতি যে পবিত্র ত্রিত্ব, খ্রীষ্টের অবতরণ, সৃষ্টি, মনুষ্যের প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় তাঁহার কাছে জটিল ও দুরূহ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না। যাহাদের মনের গঠন ঐ প্রকার তাহাদের যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মপুস্তক ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য গত বৎসর গর্ডন পালেষ্টাইন দেশে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। সেখানে তাঁহার যে সকল চিন্তা উপস্থিত হয় সেই সকল চিন্তা তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পুস্তকের এক স্থলে বলেন যে, আদৌ পৃথিবী প্রাণবিহীন পদার্থস্বরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। এই অন্ধকারের উপর ঈশ্বরের আত্মা আপনার সঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিলেন। এই প্রকারে পবিত্র আত্মা দ্বারা জলনিমগ্ন জড় পদার্থের পুনর্জ্জন্ম হয়। পৃথিবী যে রূপ একদা জলে নিমগ্ন এবং প্রাণবিহীন ছিল, সেই রূপ বাপ্তিস্ম রূপ নিদর্শন দ্বারা মনুষ্যের মৃত্যু প্রকাশিত হয়। বাপ্তিস্ম গৃহীতা প্রকাশ্য রূপে স্বীকার করে যে, মৃত্যু তাহার ভোগ্য। এবং যে রূপ পৃথিবী নূতন সৃষ্ট হইয়া উত্থিত হয় সেই রূপ নূতন সৃষ্ট হইয়া মনুষ্য বাপ্তিস্ম হইতে উত্থিত হয়। তাহার পরে সেই ব্যক্তি পবিত্র সহভাগে জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করে। সাধু আগষ্টিনের এই রূপ মত ছিল। তিনি বলেন যে, এদেন উদ্যানস্থ বৃক্ষচয় সং-

স্কার সম্বন্ধীয় বৃক্ষ; নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহা নিগূঢ় গুণের আধার স্বরূপ ছিল। তিনি বলেন যে, "নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া আমাদের আদি পিতা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শয়তানের আধিপত্য স্বীকার করিলেন এবং তাহা হইতে মন্দ গুণের সহভাগী হইলেন। একবার শুনা গিয়াছিল, 'তুমি ইহা খাইবে না কিন্তু সেই অবাধ্যতার প্রতীকারার্থ খ্রীষ্ট অনেক বৎসর পরে বলিয়াছিলেন, ইহা লও, খাও, কেননা ইহা আমার শরীর।" যাহারা বিশ্বাস না করিয়া বিবেক দ্বারা সহভাগ সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে গর্ডন ভর্ৎসনা করেন, এবং তাহাদিগের প্রতি যিহিস্কেলের নিম্নলিখিত বচন প্রয়োগ করেন, "তোমরা আমার পাল রক্ষক, তোমরা যদি পালকে সাবধান না কর, এবং তাহারা যদি আপনাদের পাপে মরে, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে তাহাদের রক্তের মূল্য চাহিব।"

গর্ডন এক স্থলে বলেন, "প্রভুর ভোজের সহিত শরীরের পুনরুত্থানের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। যদি আমরা উপযুক্তরূপে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আত্মিক রূপে সেই রুটী ভক্ষণ ও সেই দ্রাক্ষা পান করিয়া, আমরা তাঁহার শরীর আপনাদের শরীরে, তাহার রক্ত আপনাদের রক্তে গ্রহণ করি। যে শরীর ঈশ্বরের শরীর ও রক্তের সহভাগী হইয়া তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই শরীরের বিনাশ কি কখন সম্ভবে?" তিনি আবার বলেন যে, "এই পবিত্র বিধিকে উপেক্ষা করিলে আত্মার শুষ্কতা ও নির্জীবতা জন্মে। পবিত্র সহভাগের অনুপযুক্ত ব্যবহার করাতেই মণ্ডলীর এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই যে, বিশ্বাস ও মনোযোগ সহকারে পবিত্র ভোজ গ্রহণ করিলে একতা জন্মিবে।" এইং সার্ব্ব সভা সম্মত মতের সহিত তিনি অনেক ভ্রম বিজৃম্ভিত মতেরও অনুমোদন করিয়াছেন। প্রাচীন ম্যানিকিয়ান লোকদের ভ্রম ও কল্পনা তিনি নিজস্ব করিয়া প্রচার করিয়াছেন। অথানাসিয়সের প্রতীতি বাক্য তিনি অগ্রাহ্য করেন না। তিনি মনে করেন যে, উহার দ্বারা তাঁহার সংস্কার সম্বন্ধীয় বিশ্বাস প্রমাণিত হইতে পারে। তিনি বলেন পবিত্র আত্মা যে রূপ পিতা ও পুত্র হইতে নির্যায়ী, সেই রূপ খ্রীষ্টের ক্ষত বিক্ষত পার্শ্ব হইতে মণ্ডলীর সংস্কার দ্বয়ের নিদর্শন স্বরূপ জল ও রক্ত নির্গত হইয়াছিল।

গর্ডনের আত্মনির্ভরের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি আপনাকে প্রায় অভ্রান্ত মনে করেন এবং তাঁহার বিনয় এক প্রকার অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। যখন স্বাধীন ভাবে তিনি কোন কর্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তখন তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করে? তিনি একজন অসাধারণ বীর, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার যে সকল সংস্কার ও বিশ্বাস আছে, তাহা যে সকলই অনুমোদনীয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যিনি সকল কর্ম্মে ঈশ্বরের আদেশ পাই-

য়াছি মনে করেন, তাঁহাকে মিসরের গুরুতর কর্ম্মে প্রেরণ করা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহাভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। কেবল ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইলে কোন গোলযোগ হইত না, কিন্তু যখন তাঁহার ধারণা আছে যে, কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিতে সক্ষম নহে এবং তিনি কাহার উপদেশও নেতৃত্ব মানিতে বাধ্য নহেন, তখন তাঁহার হস্তে এরূপ গুরুতর রাজকীয় দায়িত্ব সমর্পণ করা বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। গর্ডনের মতন লোক করিতে পারেন না এমন কিছুই নাই। তাঁহাদের যে কোন দুরভিসন্ধি আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের যেরূপ মনের ভাব ও গতি তাহাতে অনেক সময় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যও তাঁহাদের কাছে নীতি-সম্মত কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। অনেকবার আবার আপনাদের ইচ্ছা সাধন করিতে গিয়া মনে করেন যে তাঁহারা পরমেশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছেন। এই রূপ মারাত্মক ভ্রম হইতে ভয়ানক কার্য্য নিঃসৃত হয়।

প্রার্থনা পুস্তকের উপসনাপ্রণালী।

প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য ঈশ্বরের সন্তোষজনক উপাসনা-প্রণালী নির্ণয় করিতে পারে না। এই জন্য কিরূপে ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনা করিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং কৃপা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদম প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিরূপে উপাসনা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন এবং পরম্পরাগত শিক্ষা দ্বারা ইস্রায়েল লোকেরা উপাসনার প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মুসার ভ্রাতা হারোণ এক জন ক্ষমতাপন্ন ও প্রসিদ্ধ বক্তা হইলেও মুসাকে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বলিতে হইয়াছিল, "এই প্রকারে তুমি ইস্রায়েল সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে।" অনিশ্চিত হত্যা সম্বন্ধে মুসা ঈশ্বরাদেশ দ্বারা চালিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত কারণ কেবল প্রার্থনা পদ্ধতি নহে, কিন্তু ক্রিয়া কলাপ ও ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন। ইস্রায়েল সন্তান যখন দশমাংশ দান করিতেন, তখনও তাঁহাকে পূর্ব্ব নিরূপিত বচন কহিতে হইত।

মিসরের দাসত্ব গৃহ হইতে উদ্ধার হইলে মুসা একটী ধন্যবাদসূচক গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেই গান মুসা, মরিয়ম ও অন্যান্য ইস্রায়েল কামিনীগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। মন্দিরের দৈনন্দিন উপাসনার জন্য দায়ূদের গীত বিরচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীত যাজক, লেবীয় সন্তান ও অপরাপর লোক কর্ত্তৃক গীত হইত। আমরা পাঠ করি, খ্রীষ্ট এবং তাঁহার প্রেরিতবর্গ উক্ত কতক গুলি গীত শেষ ভোজের সময় গান করিয়াছিলেন। ক্রমে স্বয়ং প্রভু

দ্বাবিংশত গীত ব্যবহার করেন। দায়ূদের নিয়োগানুসারে লেবীয়েরা প্রতি দিন প্রাতে ও সায়ংকালে প্রভুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিত! সুলেমান ও হিষ্কিয়া রাজার অনুমত্যনুসারে লেবীয়েরা মন্দিরের উপাসনায় দায়ূদের গীত ব্যবহার করিতেন। বাবিলোনীয় বন্দিত্বের পর এস্রা এই নিয়মের পুনরুদ্ধার করেন।

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে নিরূপিত ও পূর্ব্ব বিরচিত প্রার্থনা ও উপাসনা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অভিমত আছে। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে অনেক পূর্ব্ব বিরচিত প্রার্থনা দৃষ্টিগোচর হয়।

যদি এই রূপ লিখিত প্রার্থনা ঈশ্বরের অভিমতানুযায়ী ও সম্পূর্ণ রূপে সম্মত না হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর স্বয়ং কেন তদ্বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ দিবেন? সহস্র দৃষ্টান্ত ও ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত শিক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, ঈশ্বর এই রূপ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট। আমাদের সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ধর্ম্মপুস্তক হইতে সঙ্কলিত ও গৃহীত। একটিও বচন ইহার মধ্যে নাই, যাহা ধর্ম্মপুস্তকের স্পষ্ট বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। নূতন বিধান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে, আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা মন্দির ও ভজনালয়ের উপাসনাদি ক্রিয়ায় সর্ব্বদা যোগ দিতেন। যদি সেই উপাসনা প্রণালী অবৈধ হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাতে কোন প্রকারে যোগ দিতেন না। প্রভু ও তাঁহার প্রেরিত বর্গের দৃষ্টান্ত এবং সমগ্র খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, একটী সাধারণ পূর্ব্ব নিরূপিত প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার কোন রূপে অবৈধ নহে। প্রার্থনা পুস্তক উপাস্য দেবতার ন্যায় যত অপরিবর্ত্তিত থাকে ততই ভাল। আমাদের পরমারাধ্য পরমেশ্বর যেমন "কল্য, অদ্য, এবং চিরকাল" পরিবর্ত্তন বিহীন, সেই রূপ প্রার্থনা পুস্তক হইলে কল্যাণের বিষয়। আমাদের পাপ, দুর্ব্বলতা এবং অভাব প্রায় সর্ব্বকালে একই প্রকার, "তজ্জন্য" প্রভো আমার প্রতি দয়া কর, ইত্যাদি কাতরোক্তি শত বৎসর পূর্ব্বে যেমন শক্তি বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ছিল, অদ্যও সেই রূপ রহিয়াছে। ইহার অণুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কতক গুলি শব্দের দৈনন্দিন পরিবর্ত্তনে প্রার্থনার আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণের সারল্যই ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

পুরোহিত লোকদিগের নিমিত্ত নিবেদক (Intercessor) হইয়া "প্রসাদের সিংহাসনের" নিকটে উপস্থিত হন। উপাসকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেন। এক শত ষষ্ঠ গীত ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ—সম্বলিত, এবং লোকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া বলিত আমেন অর্থাৎ তথাস্তু। মন্দিরোৎসর্গের সময় যাজক ও লেবীয় বর্গ—"তিনি উত্তম, কেননা তাঁহার করুণা নিত্য স্থায়িনী" বলিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিত।

আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা আপনার মণ্ডলীকে "প্রভুর প্রার্থনা" নামক একটী

অত্যাশ্চর্য্য প্রার্থনা দিয়া গিয়াছেন। সেই প্রার্থনা আমাদের বাসনার নিয়ামক এবং সমস্ত প্রার্থনার আদর্শ স্বরূপ। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীন মণ্ডলীর সমস্ত প্রার্থনা বিরচিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রভু প্রেরিতদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা প্রার্থনা সময়ে তাঁহার প্রদত্ত আদর্শ প্রার্থনার কথা লইয়া প্রার্থনা করেন। প্রভুর প্রার্থনায় যে সকল পদ আছে, তাহা এক প্রকারে যিহূদী প্রার্থনা হইতে উদ্ভূত। যখন যিহূদী প্রার্থনা পদ্ধতি হইতে প্রভু আপনার প্রার্থনা সঙ্কলিত করেন, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, লিখিত প্রার্থনা প্রণালী তাঁহার অভিমত। পৃথিবীতে যত প্রাচীন মণ্ডলী আছে, সকলেই লিখিত প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রৈরিতিক রীতি প্রেরিত পৌলের কথায় স্পষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায়। করিন্থীয় লোকদের ভিন্ন২ গীত, মত, শিক্ষা, ভাষা থাকাতে প্রেরিত পৌল তাহাদিগকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। পৌলের ভাবে বোধ হয়, করিন্থীয় লোকেরা আপনাদের নিরূপিত প্রার্থনা পদ্ধতি ব্যবহার না করিয়া অজ্ঞাত ভাষায় প্রার্থনা এবং অন্যান্য অনিয়ম করিয়াছিল। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে, সাধু পৌল লোকদিগকে এক মনে ও এক মুখে ঈশ্বরের মহিমা করিতে বলেন। পূর্ব্ব নিরূপিত প্রার্থনা প্রচলিত না থাকিলে, তিনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে এক মনে ও এক মুখে প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন? (ক্রমশঃ)

দূরবর্ত্তী শৈলাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার পর।

এই সময়ে যদিও দুই ভগিনীর আহ্লাদ আমোদ একই প্রকার বোধ হইত, তথাপি তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বৈষম্য ছিল। শৈলসুতা ভাবী আবাস গৃহের প্রতি সতত নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। যদিও সে সকল সময় বাঁশী বাজাইত না, তথাপি কেবল আহ্লাদ আমোদে সময় পর্য্যবসিত করা মহানিষ্টকর তাহা বিলক্ষণ হৃদ্বোধ ছিল। আমোদের বশবর্ত্তিনী হইলে পাছে শৈলাবলীর প্রতি বিরাগ জন্মায়, এই ভয়ে সে সদা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। এমন কি, খেলা করিতে করিতেও সে শৈলাবলীর নিকট আছে কি না দেখিত। যখন কুসুম মঞ্জরী পুঞ্জ বিকশিত হইয়া সৌরভে চারি দিক আমোদ করিত, তখন তাহা পার্ব্বতীয় মরুৎ হিল্লোলে অধিকতর পরিমলযুক্ত হইবে বলিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিত। যখন নানা জাতীয় গায়ক বিহঙ্গমকুল সুমধুর স্বরে গান আরম্ভ করিত, তখন পাছে তাহার মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়, এজন্য সে আপনার বাঁশী বাজাইত! গিরিবালা কিন্তু তাহা করিত না। সে খেলায় এত মত্ত হইত যে, শৈলাবলীর বিষয় ভুলিয়া যাইত। এমন কি, শৈলসুতা তাহার বিপদের কথা স্মরণ করিয়া

না দিলে সে বতবার শৈলাবলী হইতে দূরে গিয়া পড়িত। যে ভগ্ন প্রাচীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাহাকে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে অনবরত সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত। প্রথমে এই স্থানকে সৌন্দর্যহীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এইরূপে সময় অতিবাহিত হয়। হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ক্রমে মরীচিমালী অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করায় সুখ-সেব্য প্রাতঃসমীরণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এভাব কেন হইল, যদিও বালিকারা তাহার কারণ জানিতে পারে নাই, তথাপি বেলাধিক্য প্রযুক্ত তাহারা যে আতপ তাপে তাপিত হইয়াছিল ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। ফলতঃ তাহাদের উৎসাহ নৈরাশ্য ও চাঞ্চল্যে পরিণত হইল। যে স্থানে তাহারা দণ্ডায়মানা হইয়াছিল, সেই স্থানের রম্যতা ও সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাদের এমন বোধ হইতে লাগিল। যে সকল বিষয়ে তাহাদের নির্দোষ আমোদ জন্মাইত, এখন আর জন্মায় না। এ পর্য্যন্ত তাহারা একটীর পর একটী কুসুম হার গাঁথিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ও সুখ সচ্ছন্দে কালহরণ করিতেছিল। এখন দেখিল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধময় যে পুষ্প, তাহাই অগ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং পুষ্প চয়নে তাহারা ক্ষান্ত দিল। পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়ার আনন্দ জন্মাইত, এখন আর সে আনন্দ জন্মায় না। বায়ু উষ্ণ ও পীড়াদায়ক হওয়াতে খেলিতে আর গা লাগে না। যে বাঁশী বাজাইলে তাহাদের কলেবর শীতল হইত, এখন আর তাহা বাজাইতে ভাল লাগে না। উদ্যানের কর্ষণ কার্য্য করিতে পারিত না; অলস ভাবে নিজ২ প্রিয় তরুতলে বসিয়া দুঃখে ও চিন্তাকুল হৃদয়ে কাল হরণ করিতে লাগিল।

সময়ে২ শৈলসুতা যে কেবল শৈলাবলীর দিকে চাহিয়া থাকিত এমন নহে, সে ইহার শিরোভাগস্থিত জলধরের দিকেও তাকাইত। তথায় ইহা পূর্ব্ববৎ স্থির ও সুন্দরভাবে ছিল। পূর্ব্ব দিকে যে দৃশ্য বালিকারা প্রথমে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু আরো অনেক বিষয় জানিবার জন্য তাহার বুভুৎসা বলবতী হইয়াছিল। ভূধর শিখরস্থ সুষমানিকর আজো তাহার দৃষ্টি হইতে লুক্কাইয়া রহিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে করে, এমন সময় সে দেখিল, তুঙ্গস্থিত জলধর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আইল।

গিরিবালা এখনো কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া উৎকলিকাকুল চিত্তে প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি করিতেছিল। ইহার দৃশ্য প্রাতঃকাল হইতে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু শৈলাবলীর তাহা হয় নাই। কেননা মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করজাল পরিব্যাপ্ত হওয়ায় প্রাচীরের বহিঃস্থভাগ দেদীপ্যমান হইয়াছিল। ইটী একটী সুবৃহৎ স্তূপাকার অট্টালিকা। যদিও কাল সহকারে ইহার কোন কোন অংশ হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহা একেবারে শ্রীহীন হয় নাই। অল্প লোক যাহারা দূর হইতে ইহাকে দেখিয়াছে তাহারা জানে ইহার কিরূপ বিপন্ন

অবস্থা। হেথা সেথা ভগ্ন দুর্গ ও আ-লিসা গুলি পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু ধ্বংসাবশিষ্টাংশাদি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ আইভী লতিকা পত্রে ঢাকা; প্রাচীরের ছিদ্রস্থ শৈবালে নানা রঙ্গে পুষ্প চক্ষু ঝলসিয়া ফেলিতেছে। এই সকল দেখিয়া গিরিবালা অতীব চমৎকৃতা হই-য়াছিল। এমন কি, ঐ অট্টালিকা যে পতনোন্মুখ ও ধ্বংস প্রাপ্ত, আজ কালি পড়িয়া যাইতে পারে, নিকটস্থ লোকেরা চাপা পড়িয়া ভূমিসাৎ হইতে পারে, এসকল কথা সে একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রাচীরের ধারে যাইতে যদিও তাহার ইচ্ছা বলবতী হই-য়াছিল তথাপি সে তখনি যায় এমনটা হয় নাই। কোন একটী উপলক্ষ মা-ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল।

ফলে, ঘটনা ক্রমে সেই সময় একটী উজ্জ্বল সরট প্রাচীরের বিবর হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্তকাল রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করিয়া আইভী লতার পত্রের অন্তরালে অর্দ্ধাঙ্গ লুকাইল। গিরিবালা লম্ফ দিয়া উঠিয়া শৈলসুতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিল, দেখ, ভগিনি, দেখ, ঐ জন্তুটী কেমন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; ইহা আমাদিগকে দেখিয়া লুকাইতেছে, দেখ! চল, আমরা ওর নিকটে যাই। এই কথা বলিয়া সে শৈলাবলীর দিকে যাইবার জন্য ভগিনীর অঞ্চল ধরিয়া টানা টানি করিতে লাগিল। শৈলসুতা আপনার চিন্তায় এত নিমগ্ন ছিল যে তাহার ভগিনীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহা হইলেও তাহাকে প্রাচীরাভি-মুখে অগত্যা অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক সে কিছু টিকটিকি দেখে নাই, কিন্তু কিছু নূতন দেখিবে এজন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। এবং গিরিবালার প্রশংসায় তাহার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত আরো উত্তে-জিত হইল। কিয়দ্দূর না যাইতেই তাহার অভ্যাসানুসারে দূরবর্ত্তী শৈলা-বলীর দিকে নেত্রোন্মীলন করিল। যখন দেখিল পর্ব্বত শিখরস্থ মেঘ খানি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তখন বড় আশঙ্কা হইল। প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশ সকল প্রায় লুকাইয়াছে। থাম, ভগিনি, থাম, সে কহিল, আমরা আর দূরে যাইব না। গেলে আমাদের সুখ নিকেতন দেখিতে পাইব না। গিরি-বালা একটুকু অগ্রে ছিল, যেমন সে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে কেবল মেঘ খানি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তাহা নয়, তাহাতে প্রাচী-রের নিকটবর্ত্তী হইবার আগ্রহতা আরো বাড়িল।

চল, ভগিনি, চল; আর একটু অগ্র-সর হই, চল। তা হইলে ঐ সরট যেখানে লুক্কায়িত আছে সেইখানে পৌঁছিব। এই বলিয়া সে জিদ করিতে লাগিল। আমরা এক মুহূর্ত্তকাল দেখিয়া চলিয়া আসিব। তাহাতে শৈলসুতা উত্তর করিল, মনে কর, ঐ মুহূর্ত্তের মধ্যেই যদি দিবাবসান হয় ও মসীকৃষ্ণ-তামসজালে ঘেরে, তা হইলে দীর্ঘ যামিনী যাপন করা ও কাল প্রাচীর চাপা পড়া কি ভয়ঙ্কর হইবে! গিরি-বালা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কহিল, ভগিনি, সেই অপরিচিত ব্যক্তি যেখানে আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তথা হইতে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে ক্রমে উঠিতে

দেখিয়া আসিতেছি, ইহা এখনো গগন-মার্গের মধ্যবর্ত্তী হয়নাই, কোন কুঝ্‌টিকা বা বাষ্প ইহার নিকটে নাই, তবে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই যে ইহার আলোক অন্ত-র্হিত হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। শৈল-সুতা কহিল, অনর্থক আমাদের বিপদ-গ্রস্ত হইবার দরকার কি? ইহা করিলে সেই অপরিচিত ব্যক্তির আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে। ভগিনি, তিনি কি আজ্ঞা দিয়াছেন তোমার কি মনে নাই? তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের দিনের নিশ্চয়তা-নাই। আর যদিও আলোক অনেক ক্ষোরা ধরিয়া থাকে তথাপি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সুকঠিন। বাস্তবিক তাহারা কি, আমরা জানিনা বটে, কিন্তু কিয়দংশ প্রায় বুঝিতে পারা যায়। আমাদের পশ্চাৎ চাহিয়া দেখ! দেখিবে যে ভূধর ভাগ আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা পুনবারোহণ করা সহজ কথা নহে। প্রতি মুহূর্ত্ত ইহাকে পূর্ব্বা-পেক্ষা অমসৃণ ও পিচ্ছলবৎ দেখাইতেছে। তা ছাড়া, যে বায়ুতে আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতেছি তাহা এত পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার উদ্যম বিফল হইবে। এমন কি, আমার বাঁশী বোধ হইতেছে যেন কালা মারিয়া যাইতেছে। তাহার সাক্ষী, ইহা কেমন সরু সুরে বাজিতেছে, শুন। এই বলিয়া সে বাদ্য-যন্ত্র ওষ্ঠে সংলগ্ন করত ফুৎকার দিবা মাত্র অতি সরু সুর বাজিয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ হইলেও ইহার প্রতিধ্বনি পূর্ব্ব-দিকস্থ পর্ব্বতাঞ্চলে শ্রুত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া গিরিবালার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। ফলে, তাহার ভগিনীর কাকুতি মিনতি, তাহার পক্ষে যত দূর ফলোপধায়ক না হইয়াছিল, তত ঐ স্বর্গীয় সুখশ্রাব্য সঙ্গীতে তাহা হইয়া-ছিল। তাহার নেত্র দ্বয় সত্বরে বাষ্প-বারি বিসর্জ্জন করাতে সে আর ভয়ঙ্কর প্রাচীর দেখিতে পাইল না। পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইল। প্রাতে যে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল তথায় ফিরি-য়া যাইবার জন্য দুই ভগিনীতে অনেক কষ্টে শৈলারোহণ করিল।

পর্ব্বতারোহণে উভয় ভগিনী ক্লান্তা হইয়া পড়ে, কিন্তু, বায়ু সেবনে গত-ক্লম হইল। তখন নয়নোত্তোলন করায় নয়নরঞ্জন দৃশ্য তাহাদের নেত্র পথের পথিক হইল। ইহারা ধন্যবাদ সূচক গীত বাঁশরিতে বাজাইতে বিস্মৃত হয় নাই, ইহাতে দূরবর্ত্তী শৈলাবলী হইতে প্রতিধ্বনি হওয়ায় শিখরস্থ মেঘ খানি উজ্জ্বলতর দেখাইতে লাগিল। এবং বোধ হইল যেন সেই সুখী পরিবার তাহাদের প্রত্যাগমনে আহ্লাদের পরা-কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীত দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

[নব্য ভারত।]

ফরাসী প্রত্নবিৎ মুসো এমিলি সেনার্ট মহাবস্তু অবদান প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মৌদ্গল্যায়নের স্বর্গ ও নরক দর্শন, বৌদ্ধসূত্র, দশভূমি, দীপাঙ্কর, মঙ্গল মালিনী ঘটিকার ও জ্যোতিপালের উপাখ্যান (ব্যাকরণ) শাক্য ও কোল্য-বংশের ইতিবৃত্ত এবং ঋষিপত্তন মৃগ-দাবের আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। সংজীব, কালসূত্র,, সংঘাত রৌরব, মহা রৌরব, মহাবীচি, তপন ও প্রতাপন নরকে কত প্রকার যন্ত্রণা এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দ্বারা কিরূপে এই সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, চতুর্ভিক্ষু সমিতি সমক্ষে মৌদ্গল্যায়নের ব্যাখ্যা; দুরারোহা, বর্দ্ধমানা, পুষ্পমণ্ডিতা, রুচিরা চিত্রবিচিত্রা, রূপবতী, দুর্জ্জয়া, জন্মানুদেশা, জৌবরা এবং অভিষেকা নামে দশভূমি বা সমাধি সোপান; দীপাঙ্কর দীপবতী নগরের রাজা অচ্চিষ্টের পত্নী সুশীলা, বোধিসত্ত্ব দীপাঙ্কর তুষিত লোক পরি-ত্যাগ করিয়া সুশীলার গর্ভে আবির্ভূত হন। প্রসব সময়ে সুশীলা পদ্ম সরো-বর পার্শ্বে গমন করিলে সহসা তড়াগ মধ্যে একটী দ্বীপ উদিত হয়, সে দ্বীপ মধ্যে দীপাঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম মুহূর্ত্তে সহসা কতকগুলি অপার্থিব দ্বীপ উঠায় তাঁহার নাম দীপাঙ্কর হইয়াছিল। জন্মিবার পর দিবস দীপাঙ্কর পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন, কিছুকাল পরে আশি হাজার ভিক্ষু সঙ্গে তিনি দীপবতী নগরে ফিরিয়া আইসেন। মেঘ নামে একজন অধ্যেতা দীপাঙ্করকে পাঁচটী পদ্ম উপহার দিয়া জন্মান্তরে দীপাঙ্করের তুল্য হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। কপিলবস্তুর শাক্যমুনি সেই মেঘ নামে অধ্যেতা; মঙ্গলশাক্য সিংহ পূর্ব্ব জন্মে উত্তর নাম নগরে অতুল নামে হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মঙ্গল নামে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। মঙ্গলের পিতার নাম সুন্দর, মাতার নাম শ্রী; মঙ্গলের তিনটী মণ্ডলী ছিল, একটীতে এক লক্ষ, দ্বিতীয়ে নবতি সহস্র ও তৃতীয় সমিতিতে অশীতি সহস্র শ্রাবক ছিল; ছত্রকুণ্ডলা নামে এক যক্ষিণীর সহস্র পুত্র বৈশালী বাসীদিগের ওজহরণ করিয়াছিল। নানা প্রকার চেষ্টায় রোগ সারিল না দেখিয়া বৈশালীবাসী লেচ্ছবদিগের মুখপাত্র তোমর বুদ্ধের শরণ পন্ন হইলে তিনি ব্যাধি নির্ম্মোচনার্থে বৈশালী যাত্রা করিয়া অধিবাসীদিকে রোগ বিমুক্ত করেন; মালিনীর প্রত্যেক বুদ্ধ বারাণসী নগরে ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যান এমন সময় একটী বালিকা তাঁহাকে লইয়া গিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিল ও তাঁহার মৃত্যু পরে প্রতিদিন তাঁহার সমাধি স্তম্ভে নব কুসুম মালা পরাইয়া দিত। সেই গুণে বালিকা বারাণসী রাজা কৃকির কন্যা রূপে জন্মিয়া-ছিল এবং আজন্ম তাহার গলায় একটী মালা ছিল। মালিনী কাশ্যপ নামে বুদ্ধ শিষ্যকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিল। মালিনী পিতার নিকট এক সপ্তাহ অবসর ভিক্ষা করেন, সেই সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার

পাঁচশত ভ্রাতা ও অন্যান্য প্রধান লোক সকল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। কাশ্যপকে দণ্ড দিবার জন্য যে যাইত, সেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং তাঁহাকে শাসন করিতে যায়, কিন্তু সকলেই হত হইয়াছিল। জ্যোতিপাল কোশল রাজ্যে মারকরন্ত গ্রামে ঘটিকার নামে একজন কুম্ভকার বাস করিত, ঘটিকার কাশ্যপের শিষ্য। তাহার পুত্র জ্যোতিপাল অতি দুর্দ্দান্ত ছিল, কিন্তু কাশ্যপের নিকট উপদেশ পাইয়া শেষে জ্যোতিপাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কাশ্যপের বরে জ্যোতিপাল ভদ্রকল্পে কপিলবস্তু নগরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তুষিত লোকে শ্বেতকেতু নামে দেবপুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং শাক্যসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়। শাক্য ও কোলিয়বংশের উৎপত্তি, সথতের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র রব, রবের পুত্র উপোষধ, তাঁহার পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার সহস্র পুত্র পৌত্র জন্মিয়াছিল। শাকেত মহানগরে ইক্ষাকুবংশীয় সুজাত নামে রাজা ছিল। ঔপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ নামে তাঁহার পাঁচটী পুত্র এবং শুদ্ধ, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্যা ছিল, এবং বিলাসিকা জেন্তির গর্ব্ভে জেন্তু নামে এক জারজ পুত্র জন্মে। জেণ্ডুকের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া সুজাতা পুত্র কন্যাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তাহারা কাশী কোশল রাজার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কপিল ঋষির শাকোট বনখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। কপিলঋষির অনুমতি ক্রমে তাহারা এই স্থানে কপিলবস্তু নগর স্থাপন করিয়াছিল। এখানে প্রথমে ঔপুর, তাহার পর তাহার পুত্র নিপুর, তাহার পুত্র করকণ্ড, তাহার পুত্র উলকামুখ, তাহার পুত্র হস্তিশীর্ষ, তাহার পুত্র সিংহহনু ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহহনুর চারি পুত্র শুদ্ধোদন, ধৌতদন, শুক্লোদন এবং অমৃতোদন এবং অমিতা নামে দারিকা। অমিতার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল, কোন প্রকারে আরোগ্য না হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ উৎসন্ধ পর্ব্বতের গহ্বরে অমিতাকে রাখিয়া আইসে। এখানে কোপ নামে এক ঋষি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। কোপের ঔরসে অমিতার কয়েকটী পুত্র হয়। তাহারা কৌল বা কৌলিয় নামে খ্যাত। সুতরাং শাক্য ও কৌলবংশের সম্বন্ধ অতি নিকট। সুভুতির সাত কন্যা, মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, কোলোসোবা এবং মহাপ্রজাপতি। সিংহহনুর মরণান্তে শুদ্ধোধন রাজা হইয়া মায়া ও মহাপ্রজাপতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠেরা অন্য কয়েকটী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন; বিবাহ সময়ে দৈববাণী হইয়াছিল যে, দ্বাদশ বৎসর পরে বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন। মৃগদাবঋষিপতনবাসী মৃগযুথ বারাণসীর রাজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, রাজা তাহাদিগকে শীকারে বধ করিবেন না, তাহারা তাঁহার ভোজনার্থে প্রতিদিন একটী উপহার পাঠাইবে। বহুকাল সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হইলে একটী গর্ব্ভিণী মৃগীর রাজাহারার্থে যাইবার

বঙ্গবন্ধু।

প্রথম খণ্ড।

(১৮৮২ অক্টোবর—১৮৮৩ সেপ্টেম্বর।)

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সম্বাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৩।

সময় হয়; তাহার সঙ্গে তাহার গর্ভস্থ সন্তান দুটী বিনষ্ট হইবে, এই ভয়ে সে কাহাকেও তাহার পরিবর্ত্তে যাইতে বার-ম্বার প্রার্থনা করে। শেষে যূথপতি ন্যগ্রোধ স্বয়ং যাইয়া রাজার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলে তিনি মৃগ-যূথকে নিষ্কৃতি দান করেন।"

এইখানে মুসো সেনার্ট প্রকাশিত মহাবস্তু শেষ হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র Nepalese Buddhist Literature নামক গ্রন্থে যে মহাবস্তু অবদানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের জীবনচরিত ও লিখা আছে। ললিতবিস্তরের ও এই মহাবস্তুর বুদ্ধ আখ্যায়িকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই মাত্র, ললিত-বিস্তরকে বৈপুল্য গ্রন্থ বলিতে হইলে মহাবস্তুকে মহাবৈপুল্য বলিতে হইবে। পশ্চাৎ উল্লিখিত অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত কাব্যে যেখানে তিনটী দেবতার উল্লেখ আছে, ললিত বিস্তরে সেখানে তিন কোটী এবং মহাবস্তু অবদানে তেত্রিশ কোটী দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ললিত-বিস্তরে যেখানে লেখা আছে, যশোধরা শাক্যকে দেখিয়া লজ্জায় অবনত মুখ হইলেন, মহাবস্তুতে সেখানে, সেরূপ লজ্জিত হইবার কারণ কি, পৌরাণিক ইতিবৃত্তের মত তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জন্মান্তরে নারদকে দেখিয়া ইন্দ্রের কন্যা হিরী বড় লজ্জা পাইয়াছিলেন, শাক্য সেই নারদকে এবং যশোধরা সেই হিরী ইত্যাদি ইত্যাদি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহাবস্তু অবদানে ধর্ম্মপাল মহৌষধ, অমরা, শিরী, সুচন্দ্রিম শ্যামা বজ্রসেন প্রভৃতির আখ্যায়িকা গ্রথিত হইয়াছে। মহাবস্তু মতে সুজাতা শাক্যের পাঁচশত পূর্ব্ব জন্মের জননী, তাই তাঁহাকে পায়স খাইতে দিয়াছিলেন। শাক্যের হরিণ অবতারে যশোধরা গিরী-প্রভা নামে কুরঙ্গী ছিলেন, তিনি ব্যাধ হস্ত হইতে স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাই যখন শাক্য উরুবিল্ব গ্রামে কৃচ্ছসাধন করিতেছিলেন, যশোধরা রাজপ্রাসাদেও সেইরূপ করিতেন। এইরূপে কয়েকটী জাতক মহাবস্তু মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে! ধর্ম্মপ্রচার ক্রমে দ্বিতীয় বার বিম্বিসারের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মহাবস্তু অবদানে লিপিবদ্ধ আছে।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, আমরা যখন পরিত্রাণবিহীন ছিলাম, নরকের পথে যাইতেছিলাম, তখন পুরোহিত আমাদের এক মাত্র উপায় ছিল। তাঁহাদের কথাতে বিশ্বাস করিয়া প্রায় ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে ধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছি, মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, পুরোহিতের পদ ধৌত জল খাইয়াছি; অধিক কি,

পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে একমাত্র পুত্রবত্নকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তখন পুরোহিতকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিতাম।

এখন শ্বেতাঙ্গগণ আমাদের কলুষিত ধর্ম্মকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ জন্মাইয়া দিলে পর, জানিলাম, শ্বেতাঙ্গগণ এসিয়া মহাখণ্ড হইতে সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্ম বলে অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে জানিতাম, কেবল ব্রহ্মার মুখ-সৃষ্ট আদ্য জাতিই পৌরহিত্য ব্রতে ব্রতী হইতেন; বাইবেল শাস্ত্রে দেখি, যাকুবের ১২ গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল লেবীয় গোষ্ঠী যাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধুনা সকলেই যাজক হইতেছেন। ব্রাহ্মণ যাজক, কায়স্থ যাজক, কৈবর্ত্ত যাজক, তেলি যাজক, তামলী যাজক, আর জঙ্গলীও যাজক হইয়াছেন। আবার শাস্ত্রানুসারে লেবীও যাজক রূবেনও যাজক, যিহূদাও যাজক, লেখক যাজক, সম্পাদক ও গ্রাহকও যাজক, খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেই যাজক হইয়া বসিয়াছেন।

যাহা হউক, ঈশ্বর যাঁহাদিগকে আপনার কার্য্যে মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত যাজক; তাঁহাদের সম্বন্ধে মহর্ষি পৌল আপন পত্রেতে আপনাকে "খ্রীষ্টের দাস আহূত, প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের নিমিত্ত পৃথক্কৃত" বলিয়া উল্লেখ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দূত বলিয়া বিশ্বাস ও মান্য করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়ের ভাণ্ডারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আর তাঁহারা আমাদিগকে সেই ভাণ্ডার হইতে বহুবিধ রত্নে বিভূষিত করিবার জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন। বলিতে কি, আপন সুখে বঞ্চিত হইয়া আমাদের ঐশ্বরিক সুখের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যস্ত হয়েন, এমত পরহিতৈষী মহাত্মাগণকে প্রেম ও সমাদর না করাই অজ্ঞ লোকের কর্ম্ম। তাঁহারা আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম দিনে দিনে উদ্দীপিত করিতেছেন, এবং আমরা যদি তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদের শিক্ষাগুলি নম্রান্তঃকরণে গ্রহণ করি, আর যদি সাংসারিক অভাবের কারণ তাঁহাদের কষ্ট হয়, এবং সেই অভাবটী পূরণ করিয়া দিই তাহা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে সকলের কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবেন। এবং যদি তাঁহাদের শিক্ষানুসারে আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেমে, দিন দিন বর্দ্ধিষ্ণু হই, তাহা হইলে তাঁহারা আরো সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর কার্য্য উৎসাহের সহিত করিতে সমর্থ হইবেন। আর তাঁহারা যেন আত্মিক বলে বলবান হয়েন, এই নিমিত্ত আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই প্রকার কার্য্য করেন, মহর্ষি দানিয়েল আপন গ্রন্থে তাঁহাদিগকে অনন্তকালীন দেদীপ্যমান নক্ষত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। যিশাইয়া প্রবাচক বলেন, তাঁহাদের চরণ পর্ব্ব-

ত্তোপরি কেমন শোভান্বিত। অতএব এমত উচ্চ পদস্থ লোকদিগকে ভক্তি ও সম্মান করিলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে, আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ঘোরতর দণ্ডে পতিত হইতে হইবে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনীলমণি গোষ্ঠীপতি।

বিবিধ বিষয়।

আমাদের সহযোগী "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জর" ইতিহাসের ঈশ্বর এবং প্রেমময় ঈশ্বর এই দুই ভাবের অসামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত ইহাতে কোন প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই না। ঈশ্বর ইতিহাসের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যদি ঈশ্বরকে ইতিহাস অথবা প্রত্যাদেশের ঈশ্বর বলা যায়, তাহা হইলে যে তাঁহাকে কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয় অথবা তাহাতে ঈশ্বরের প্রেমময় স্বভাবের পক্ষে কোন অভাব ঘটে, তাহা কখনই নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব কোন না কোন প্রকারে আছে বলিয়াই আমরা বিশেষ প্রত্যাদেশের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করি। একটীর আবশ্যকতা স্বীকার করিলে যে আর একটীর অসারতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে,- ইহা কোন্ যুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হইল?

বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও নববিধানীদের মধ্যে যে সম্মিলনের কথা হইতেছিল তাহা বড় সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রতাপ বাবু আপনার "আশ্রমে" উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার দলস্থ লোক "আলোক" নামে একখানি পত্র বাহির করিতেছেন। মিলনের আশা ক্রমে২ অন্তর্হিত হইতেছে। নববিধানীদের মধ্যেই অনেকে মনে করিতেছেন যে, "ত্রৈরিতিক দরবারের" বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ কেশব বাবুর শিক্ষা ও ইচ্ছা অতিক্রম করিয়াছে।

বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা "ভারতীর' সম্পাদকত্ব আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। "ভারতী" একখানি উচ্চ শ্রেণীর কাগজ। উক্ত বিদুষী নানা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যে রূপ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সম্পাদকের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারিবেন। স্ত্রীলোকের উন্নতি সম্বন্ধে একটী নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল।

পঞ্জাবস্থ অমৃত সহরের দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিত ইমাম উদ্দিন ক্যান্টেরবরির আর্চ বিশপের নিকট হইতে ডি, ডি, (ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আচার্য্য ইমাম উদ্দিন এক

জন ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। কিন্তু আর্চ বিশপের উপাধি দান ক্ষমতাটী উঠিয়া গেলেই আমাদের বোধে ভাল হয়। তাহা হইলে এই উচ্চ উপাধির সম্মান অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় থাকে। আমেরিকায় যে রূপ উপাধির ক্রয় বিক্রয় হয় "লামবেথ" উপাধি ক্রমেং তাহার সমান হইয়া যায়, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। ভরসা করি কলিকাতার বিশপ ডাক্তর ফ্রেঞ্চের অনুসরণ করিবেন না। কেম্ব্রিজ ও অক্ষফর্ড বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিনা পরীক্ষায় ডি, ডি, উপাধি গ্রহণ করা অপমানের বিষয় মনে করেন।

স্যর বারটেল ফ্রিয়রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার রাজনীতি অনুকরণীয় ছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে এক জন ভক্ত ও উদ্যোগী খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেক বিষয়ে ক্ষমতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি মিসন কাজ ভাল বাসিতেন, এবং মিসনের ইতিহাস ও উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম, উজ্জ্বল বিশ্বাস ও ভক্তি প্রমাণিত হয়। রাজনীতি ব্যবসায়ীরা অনেক বার তাঁহাকে গালি দিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিকদের মতে মতামত দিলে ভদ্রস্থতা থাকে না।

সুপ্রসিদ্ধ ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ডাক্তার ব্যারী অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানতম বিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই উচ্চ পদ গ্রহণে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। লোকে মনে করে নাই যে এই বৃদ্ধ বয়সে বিলাত ছাড়িয়া তিনি বিদেশে এই গুরুতর কার্য্য করিতে যাইবেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রেমে আকর্ষিত হইয়া তিনি সুখ্যাতি ও সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর নামে অগ্রসর হইয়াছেন। কেম্ব্রিজও অক্ষফর্ড মিসন কার্য্যের নিমিত্ত সেলউইন, প্যাটেসন, ফিল্ড, ম্যাকেঞ্জি মিলম্যান, মার্টীন রূপ যেং অমূল্য রত্ন দিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রধান রত্ন। ঈশ্বর সহায় হইয়া ইহাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, এবং অনেককে ইহাঁর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি দান করুন।

বিগত ১১ই জুন খিদিরপুর "সেন্ট বার্ণবা" চর্চে একটী সম্মিলনী সভা হয়। দুঃখের বিষয় এই, অতি অল্প লোকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগের সহিত অনেক কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঔদাস্য ও শিথিলতা দ্বারা বাঙ্গালী স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। এটী বড় লজ্জার বিষয়। এটী কাহাদের দোষে ঘটিয়া থাকে? নেতৃগণকে একটুকু আত্মানুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিই।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা আগষ্ট ১৮৮৪। [১১ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আন্দোলন।

বড় আড়ম্বর করিয়া আমাদের মান্যবর সহযোগী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কতক গুলি অশিক্ষিত লোককে ভুলাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে শিক্ষিত হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টীয়ানকে ভুলান বড় শক্ত কথা। হিন্দুধর্ম্মের উদারতা, কি সার্ব্বজনিকতা, যে কোন বিষয়েই তিনি উপদেশ দিন না কেন, তাঁহাকে প্রথমে দেখাইতে হইবে, হিন্দু ধর্ম্মটী কি পদার্থ। কত লোক আসিয়া কত প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছে, সেই সকলকে কি হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা বলিতে হইবে? সহযোগীর নিম্ন লিখিত ওকালতী পড়িয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের মনে অনেক উকিল, বারিষ্টরের কথা মনে পড়িতে লাগিল, যাঁহারা আপনাদের বক্তব্যে একটুকুও বিশ্বাস না করিয়া গভীর সত্য বলিয়া গম্ভীর ভাবে আদালতে ব্যক্ত করিতে পারেন। কথাগুলি এই, "মুগ্ধ ব্রাহ্ম! তুমি হিন্দুধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বুঝিবে কি? যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীনতম, যে ধর্ম্ম আজ তিন সহস্র বৎসর অবাধে কোটিং মনুষ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে; সর্ব্ববিজয়ী মুসলমান ধর্ম্ম যাহার নিকট পরাজিত হইল, খ্রীষ্টধর্ম্ম যাহার কাছ হইতে ম্লানমুখে ধীরেধীরে সরিয়া গেল, বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম যাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, তুমি ব্রাহ্ম, হিন্দুধর্ম্মের ব্রণ, সময়েং সেই হিন্দুধর্ম্মের উপর তুমি অযথা আক্রোশ প্রকাশ কর,—ইহা ভাবিলেও হাসি পায়। কর্ত্তাভজা, বাউলে বা ব্রাহ্ম, ইহাঁরা হিন্দু-

ধর্ম্মের কিছুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না, নেংটী ইঁদুর হিমালয়ের মুল কাটিতে সক্ষম হইবে না। হিন্দু ধর্ম্মের অনন্ত সাগরে ইহারা এক একটী বুদ্বুদমাত্র, একবার দেখা দিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এখনি মিলাইয়া যাইবে।"

বঙ্গবাসী! তুমি ইতিহাস ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে বসিলে কেন? তুমি হিন্দু ধর্ম্মকে প্রশস্ত বল ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন পরস্পর-বিরুদ্ধ মত প্রণালী কোথায় কি দেখিয়াছ? সেই ঐক্য ভাব কই যাহা সমস্ত বিভিন্নতার সামঞ্জস্য করিবে? হিন্দুধর্ম্মে দিগন্তমিলন আছে বটে, কিন্তু সে বড় কঠোর মিলন! হিন্দু-ধর্ম্ম যদি সার্ব্বজনিক হয়, তবে সম্পূর্ণ জাতীয় ধর্ম্ম কি? যখন নামে হিন্দু হইলে সকলই করা যাইতে পারে, তখন কি ইহার সার্ব্বজনিক ভাব প্রকাশ হয়? না তখন তাহাতে ইতর, সাম্প্রদায়িক, অপ্রশস্ত, জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়? হিন্দুধর্ম্মে অনেক বিষয় পাওয়া যায় সত্য বটে; কিন্তু কথা এই, হিন্দুধর্ম্মে ব্যক্তিগত ঈশ্বর পাওয়া-যায় না। অনেক কথা পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র প্রেমময়, দয়াময় ঈশ্বরের কথা, পাপ ও পরিত্রাণের প্রকৃততত্ত্ব, বিন্দু বিসর্গও পাওয়া যায় না। বাজে কথা হিন্দুধর্ম্মে ঝুড়িং পাওয়া যায়, কিন্তু আসল কথার সময়ই ভয়ানক গণ্ডগোল। হিন্দুধর্ম্ম সমাজকে বন্ধন করিতে বেশ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে ইহা যে যত্ন করিয়াছে, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রাচীনতম হইলেই যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে হয়, তাহা হইলেই ত বিজ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। কে কাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, সে বিষয় যদি বৌদ্ধেরা ও মুসলমানেরা বঙ্গবাসীর ন্যায় লিখিত, তাহা হইলে অন্য প্রকার কথা শুনিতাম। "খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের কাছে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল," এই প্রলাপময় কথা গুলি শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইতাম। বঙ্গবাসী কি জানেন না যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আগমনে সমস্ত ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম কত লোককে এদেশে খ্রীষ্টীয়ান করিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম গৌণভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপাদন করিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষিত হিন্দুদিগের বিশ্বাস শিথিল করিয়া ফেলিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশের, সমস্ত কুরুচির সংশোধন আরম্ভ করিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম যে অমূল্য স্বর্গীয় সত্য গুলি প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে ভয়ানক আধ্যাত্মিক বিপ্লব উপস্থিত হইল এবং ক্রমাগতই এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিস্তার সম্বন্ধে ইতিহাস যদি বঙ্গবাসী পড়িতেন, তাহা হইলে কিছু বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতেন। বঙ্গবাসীর ন্যায় হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দৌরাত্ম্যের কথা লিখিয়া আপনার ঘোর অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী যদি না জানেন, আমরা তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারি যে, এই মুহূর্ত্তে কলিকাতা নগরে শতং শিক্ষিত যুবক আছেন, যাঁহারা প্রকাশ্য খ্রীষ্টীয়ান না হইলেও গুপ্তভাবে খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় আচরণ করেন, নিয়মিত রূপে বাইবেলাদি পুস্তক পাঠ করেন, রবিবার ও অন্যান্য

দিবসে পারিবারিক উপাসনা সম্পাদন করেন। বঙ্গবাসীর ওকালতি খাটিবে না। জীবন্ত ঈশ্বরের পরিত্রাণের কথা যাহাতে নাই, তাহাতে কি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তবে যাহাদের ধর্ম্মের ভাব নাই, কেবল জাতীয় সমাজোন্নতি কল্পে ব্যস্ত, নীতি বিষয়ে উদাসীন তাহারাই এই রূপ আড়ম্বর করিয়া দু চারটী কথা লিখিতে এবং আপনাদের জঘন্য সংকীর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ।

সে সব যাহা হউক, কতক গুলি সুষুপ্ত বাঙ্গালীর মনে যে ধর্ম্মের ভাব উঠিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে, যদি হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা হয় তাহা হইলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল কিছুই হইবে না। এক্ষণে অনেক সাংসারিক, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হিন্দু আছেন যাঁহাদের কাছে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিলে অমনি বলিয়া উঠেন, "আর অন্য ধর্ম্মের কথা কি শুনিব, এমন কি বিষয় আছে যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই? আমরা আর্য্য জাতি, আমাদের সকলই ভাল।" যাঁহারা না পড়িয়া শুনিয়া আপনাদের ধর্ম্মের কল্পিত গৌরব রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিলে বাস্তবিক উপকৃত হইতে পারিবেন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অন্ধ-বিশ্বাসী হইয়া যাহার গৌরব স্থাপন করিতে তাঁহারা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মূল্য কতদূর। যতই হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনা হইবে ততই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ হইবে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আরম্ভ হইতে এখন পর্য্যন্ত কত মত, কত দর্শন, কত শত্রু উঠিয়াছে, কিন্তু একে২ সকলই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কত রাজা, কত সম্রাট খ্রীষ্টীয়ানদের উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। কত ঝড়, কত তরঙ্গ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। জগতকে আলোক প্রদান করা, জগতকে প্রকৃত সভ্যতা দান করা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কর্ম্ম, কোন বাধা কিম্বা প্রতিবন্ধক ইহা মানে না। হিন্দু ধর্ম্মের মতন অতীত কালের দোহাই দিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম আপনার সত্তার উপযোগিতা প্রকাশ করে না। আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যেরূপ শক্তি ও তেজ ছিল, এখনও সেই রূপ আছে এবং চিরকাল সেই রূপ থাকিবে। মনুষ্য যে ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে পারে, সে ধর্ম্মের আবার তেজ ও শক্তি কোথায়? যে ধর্ম্ম মুসলমান উৎপীড়কদের ভয়ে পর্ব্বত গুহা ও কন্দরে লুক্কায়িত ও জীবনী শক্তি বিহীন, তাহার আবার গৌরব কোথায়? যে ধর্ম্ম ডুবিয়া গিয়াছে তাহাকে আবার উত্তোলন করিবার প্রয়োজন কি? বঙ্গবাসী ইতিহাস পড়, "ইতিহাসে ঈশ্বর," ইতিহাসে সত্য প্রেমময় ঈশ্বরের পরিচয় পাইবে।

সংকীর্ণ অপ্রশস্ত জাতীয় ভাব পোষণ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও না। যখন বঙ্গবাসীরা মনে করিতে থাকিবে যে তাহাদের যা কিছু আছে সকলেই ভাল, তখনই উন্নতির পথে অর্গল লাগিল, তখনই সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতে লাগিল। জাতীয় ভাব প্রশস্ত

হউক, জাতীয় ভাব বিশ্বজনীন ভাবের অধীনস্থ হউক, তাহা হইলে আমাদের উন্নতির আশা থাকিবে। নচেৎ যে "আর্য্য গৌরবের" স্বপ্ন দেখ সে কেবল স্বপ্নবৎ থাকিবে।

জাতীয় আচার ব্যবহার।

নববিধানীদের লিবেরাল ও অক্সফোর্ড মিসনের এপিফনী নামক পত্র দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্প্রতি কতকগুলি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আমাদের হিন্দু,ব্রাহ্ম ও ইউরোপীয় বন্ধুদের যে অনেক কুসংস্কার ও ভ্রম আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ভাল করিয়া নিউটেষ্টমেণ্ট অর্থাৎ নববিধান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে আমাদের চিরধন্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যেশুখ্রীষ্ট যে সকল স্বর্গীয় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে রাজকীয়, সামাজিক অথবা কোন প্রকার জাতীয় ভাব নাই। ইহাতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টিই প্রকাশিত হয়। যদি কোন মানুষ দৈবাদিষ্ট না হইয়া ধর্ম্ম সংস্কারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাতে কোন না কোন প্রকারে জাতীয় ভাব প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে কোন না কোন প্রকারে তদ্দত্ত শিক্ষার মধ্যে রাজনীতি অথবা সমাজনীতির সূচনা থাকিত। কিন্তু খ্রীষ্টদত্ত শিক্ষাবলির মধ্যে সেরূপ সূচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, প্রভু নিশ্চয় জানিতেন যে রাজনীতি ও সমাজনীতির দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। যাহা এক দিন রাজনীতি ও সমাজনীতির অনুমোদিত, তাহা অবস্থান্তর হইলে অনুমোদনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবে যে বিষয় এরূপ পরিবর্ত্তনশীল সে বিষয়ে নিশ্চয় অপরিবর্ত্তনীয় শিক্ষা দিলে কি হইবে? সে বিষয়ে এরূপ সাধারন শিক্ষা দেওয়া উচিত যেন নানা অবস্থা ও পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার ভাব কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রভু যেশুখ্রীষ্ট এবং তাঁহার প্রেরিতেরা এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সে সকল শিক্ষা কাল ও দেশভেদে সমানই রহিবে। তাহার অণুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। তাঁহারা তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহা "সত্য, আদরনীয়, ন্যায্য, প্রিয়, সুখ্যাত কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গুণযুক্ত বা প্রশংসনীয়" তাহা আমাদের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

উক্ত এবং উহার ন্যায় উপদেশ বাক্য স্মরণে রাখিয়া কার্য্য করিলে কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই। সংকীর্ণ জাতীয় ভাবে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কেহ২ জানিতে পারেন। অতএব জাতীয় সংকীর্ণতার পরিবর্ত্তে যাহাতে বিশ্বজনীন উদারতা জন্মে তজ্জন্য

আমাদের সকলের চেষ্টা করা বিহিত।

যাঁহারা বলেন, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা বিজাতীয় আচার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের একটুকু সাবধান হইয়া কথা বলিলেই ভাল হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশীয় পরিচ্ছদ কাহাকে বলে? হিন্দুদের মধ্যে কতজন সেই দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন? ইংরাজী জুতা, ইংরাজি বুট, ইংরাজি কামিজ, ইংরাজি ভাষা কয়জন ব্যবহার করেন না? হিন্দু ভায়ারা সম্বাদপত্রের স্তম্ভে হিন্দুয়ানী ফলাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মফঃস্বলে যেরূপ মুরগির দর বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে যেন বোধ হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে তাঁহারা হাবুডুবু খাইতেছেন। পরস্পরে যখন চিঠি লেখা হয় তখন ইংরাজিতেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হইলে "হউডু ইউডু" বলিয়া ইংরাজিতেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। একটুকু উচ্চ দরের ইংরাজি শিক্ষা হইলেই কোম্‌ত, মিল ও স্পেন্সরের নামে মুখে জল আইসে। ব্রাহ্মেরা স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিয়া এক রকম "খিচুড়ি" কিম্ভুৎ কিমাকার পোষাক প্রচলিত করিয়াছেন। বিলাতি বিসকুট, কেক্ ভাল লাগে বলিয়া দেশীয় খ্রীষ্টীয়েরা যে সন্দেশ খান না এ কথা লিবেরালকে কে বলিল? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে। এ বিষয়ে আমরা বলি, যাহা২ আমাদের মধ্যে ভাল আছে তাহা রক্ষা করিতে যত্ন কর, যাহা মন্দ, তাহা পরিত্যাগ কর। যাহা আদরণীয় তাহা গ্রাহ্য কর। যাহা বর্ত্তমান সভ্যতা ও সুরুচির অনুমোদিত তাহা গ্রাহ্য করিতে ক্ষতি কি? যে বাঙ্গালী সে বাঙ্গালী থাকিবে, যে কাবুলী সে কাবুলী থাকিবে, যে ইংরাজ সে ইংরাজ থাকিবে, যে জর্ম্মণ সে জর্ম্মণই থাকিবে। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে জর্ম্মণ জাতি ইংরাজ জাতির অনেক সমতুল্য, কিন্তু তাহারা কি জাতীয় ভাবে এক? তাহাদের কি কিছু পার্থক্য নাই? পার্থক্য থাকা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা আমরা এক্ষণে বলিতেছি না, কেবল যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার ত লোপ করিতে পারি না। এ বিষয়ে বেশী আর বলিবার দরকার নাই। সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয় সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিবার কথা একবার বলিয়াছিলেন। আমরা তাহাই বলি। বর্ত্তমান অবস্থা অশেষ কারণের সমষ্টি স্বরূপ, ইহার প্রতিরোধ করা দুরূহ ব্যাপার। অতএব বাস্তবিক যদি কোন আচার ব্যবহার দূষিত ও হানিকর না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ করিতে দোষ কি?

ইংরাজ ভায়ারা চটেন কেন? তাঁহারা যদি আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অবস্থায় থাকিতেন, তাহা হইলে কি আজ ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রভুত্ব করিতে পারিতেন? ইতিহাসে পড়া যায় যে তাঁহারা অন্যান্য জাতির নিকট হইতে সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন২ বিষয়ে যদি আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত নীতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে এত ক্ষতি কিসে?

সংসার-সরাই।

পথিক, যাত্রিক ক্রমাগত পথ হাটিতেছে; দিবারাত্রি, যখন সুযোগ, চলিতেছে। চলিতেং শরীর যখন অবসন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বাক্যস্ফূর্ত্তিরহিত বা প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড, অথবা রাত্রি আসন্ন, যাত্রিক তখন অগত্যা পথপার্শ্ববর্ত্তী পান্থনিবাসে প্রবেশ করে। শ্রান্তিপরিহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিতে, বিপদে আশ্রয় পাইতে, অথবা রাত্রিবাসে বিশ্রাম সুখভোগ ও নূতন শক্তিলাভ করিতে তাহার তথায় প্রবেশ, নতুবা তথায় অন্য প্রয়োজন দেখি না। তুমিও কার্য্যপন্থায় অহোরাত্র ধাবিত হইতেছ, নিয়ত প্রাণপণে ছুটিতেছ; একটু ভাবিয়া দেখ, যে কারণে যাত্রিক পথপার্শ্বস্থ পথিকাশ্রমে আশ্রয় লয়, তুমিও সেই কারণে তোমার আশ্রমে (যাহাকে নিজের গৃহ বলিয়া থাক) প্রবেশ করিয়া থাক। ক্লান্তিনাশ, ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারণ, দুঃসময়ে আশ্রয়লাভ, বিশ্রাম সুখভোগে নূতন শক্তিসংগ্রহ তোমারও উদ্দেশ্য; নতুবা তোমার গৃহবাসের অন্য মুখ্য কারণ দেখিতেছি না।

যাত্রিক কোন একটী লক্ষ্য অভিমুখে নিয়ত গতি করে; তুমিও কোন না কোন লক্ষ্যে (প্রকৃত লক্ষ্য অনেক স্থলে উপেক্ষা করিয়া) ক্রমাগত চলিতেছ, অহর্নিশ ঘুরিতেছ। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া জীবিত চেষ্টাতেই হউক, অথবা অপর কোন কারণেই হউক, হন্ হন্ চলিতে আরম্ভ করিলে, কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলে, আবার চলিলে আবার আসিলে; অথবা বসিয়া কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে। তুমি বসিয়া আছ, কিন্তু তোমার হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে কার্য্যে, ব্যবসায়ে; মুখ চলিতেছে বাক্য ব্যবসায়ে; চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি সক্রিয় স্ব স্ব ব্যাপারে; মস্তিষ্ক আলোড়িত, হৃদয় স্পন্দিত; তুমি বসিয়া থাকিলেও যখন তোমার বাহ্য-ইন্দ্রিয়, অন্তর-ইন্দ্রিয়, সকলেই পরিচালিত, বেগবিশিষ্ট, তখন তোমায় গতিশীল ভিন্ন আর কি বলিব? সুতরাং গতিশীল যাত্রিকের সহিত ইহাতেও তোমার অভিন্নতা দেখিতেছি। যাত্রিকের ন্যায় তুমিও কোন গুরুভার বোঝা নিয়ত বহন করিতেছ।

যাত্রিক সচরাচর এক রাত্রি বা কয়েক ঘণ্টার জন্য সরায়ে আড্ডা দিয়া থাকে, তুমিও ন্যূনাধিক এক শতাব্দী, কয়েক বৎসর অথবা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে বসতি করিয়া থাক। যাত্রিকের সময়ের চুক্তি থাকে, তোমারও সময়ের মেয়াদ আছে, বরং তোমার মেয়াদের আঁট আঁটি বেশী; মেয়াদ ফুরালে তিলার্দ্ধেকও তুমি এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

যাত্রিক সরায়ের অপর যাত্রিগণের সহিত কতককালের জন্য আলাপ পরিচয় করিয়া থাকে, কতকাংশে সহানুভূতিও দেখাইয়া থাকে; তোমারও আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা, মিত্রতা তাদৃশ ক্ষণিক; যতক্ষণ আড্ডায় আছ, একত্রে আছ, ততক্ষণই যা, আড্ডা পরিত্যাগের সময়, শেষ বিদায়ের সময় উভয়েরই একতান

"তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন"।

অদূরে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইলে দেখিতে পাও, সরায়ে কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বাহির হইতেছে, ক্রমাগত এই রূপ জনস্রোত বহিতেছে। সংসারেও সেই রূপ আগমন, নির্গমন জন্ম,মৃত্যুর খরস্রোত অবিরাম প্রবাহিত। সরায়ে কখন বা দলে২ যাত্রিক প্রবেশ করিতে দেখ; তত্ত্ববিদদিগের গণনানুসারে প্রতি সেকেণ্ডে এক একটী শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে হিসাব করিয়া দেখ দেখি এক ঘণ্টা কাল মধ্যে এই বিশাল সংসার ভবনে কতবড় বৃহৎ দলটী প্রবেশ করিল। সরাই হইতে কখন বা দলে২ যাত্রিক বাহির হইতে দেখ; মহামারী, অগ্ন্যুদ্গম, প্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক বিপৎপাতেও সংসার হইতে মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাদৃশ শত সহস্র বা ততোধিক ব্যক্তিবর্গকে দলে২ স্থানান্তরিত বা লোকান্তরিত হইতে দেখ।

রাহী, যাহা কিছু গ্রহণ করিবার, গ্রহণ করিয়া, প্রস্থানকালে মনোনীত কুঠরী, উনন, মৃৎপাত্রাদি ভস্মের সহিত পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার স্থান অন্য ব্যক্তি আসিয়া অধিকার করে। তোমাকেও প্রয়াণকালে যাহা লইবার (পাপ, পুণ্য) তাহা লইয়া, তোমার একাগ্রবাঞ্ছিত বাসভবন, প্রাণপণে উপার্জ্জিত ভূমি সম্পত্তি, প্রাণপ্রতিম পুত্র কন্যাদি অবস্তুবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; অন্য ব্যক্তি আসিয়া তোমার পদ, স্থান ও সম্পত্তি অধিকার করিবে।

যখন যাত্রিকের ও তোমার, পান্থনিবাসের ও তদীয় বাসভবনের উদ্দেশ্য কার্য্য ও অবস্থার মধ্যে এতদূর সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য, তখন তোমার গৃহাশ্রম সরায়ের একটী কুঠরী বলিয়া ধরিলে তোমার বসতি গ্রাম বা নগর সরাইয়ের একটী গৃহ; এবং গ্রাম ও নগর সমন্বিত সমগ্র সংসার একটী সুবৃহৎ সরাই।

এই বিশাল ভব পান্থনিবাসে, ঐ যে চতুরা, রসময়ী কুহকিনী (পাপ পিশাচী) ললিত লাবণ্যভঙ্গে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, উহারই এখানে সমধিক পসার। এই পান্থনিবাসে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অশেষ প্রলোভন বিস্তারে মুগ্ধ, বশীভূত ও অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত করাই উহার জীবিকা ও একমাত্র ব্রত। পান্থনিবাসে আগত প্রত্যেকের উপরেই উহার কিছু না কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু যাহারা উহার বশীকরণ বিদ্যাপ্রভাবে একবারে মুগ্ধ ও অন্ধীভূত হয় তাহাদেরই সর্ব্বনাশ। তাহারা আর প্রকৃতিস্থ থাকে না, তাহাদের সকলই বিপরীত বোধ হয়। তাহাদের সরায়ে তীর্থজ্ঞান,অসারে সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয়,ক্ষণিক নিত্যের গিল্‌টিতে আসলের ইন্দ্রজালে সত্যের ভ্রম হয়। এইরূপ জ্ঞানহারা দিশে হারা, লক্ষ্যহারা হইয়া তাহারা দিন কাটাইয়া যায়। তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহাদিগকে জীবনের সর্ব্বস্বস্বরূপ এই ভবগৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। ঘোর নৈরাশ্যে তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা সমাধিক্ষেত্রে, শ্মশানভূমে, জলধিগর্ভে অথবা জীববিশেষের উদরে চিরতরে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সেই পিশাচীর মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধ

প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া একমাত্র প্রভু ও নেতা খ্রীষ্টয়েশুর অবলম্বনে ঊর্দ্ধস্থ তীর্থপুরি অভিমুখে অগ্রসর হয়, পান্থ-নিবাসে অবস্থানকালে অন্তরাত্মায় সেই পুণ্যভুমে পঁহুছায়, তাঁহারা সানন্দে বৈতরণী পাড়ি দিয়া একাগ্রবাঞ্ছিত নিত্য-পুরি সুখধামে উত্তীর্ণ হন।

পান্থনিবাসের মহাজনতা ও কোলা-হলের মধ্যে গৃহের এক কোণে ঐ যে অমূল্য রত্নখণ্ড খ্রীষ্টীয় গ্রন্থখানি পড়িয়া আছে, একবার চাহিয়া দেখ, উহার এই সারার্থ বাক্যগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া, সমুজ্জ্বল অক্ষরে পান্থ নিবাসে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছে, "তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী," "তোমাদের দেশ ঊর্দ্ধেস্থিত," "এই সমস্ত পশ্চাৎ ফেলিয়া লক্ষ্যের অভিমুখে প্রাণপণে অগ্রসর হও।" ফলতঃ বাইবেল গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এই সত্যটী স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইতেছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে জনেক বয়োবৃদ্ধ আর্য্য ঋষি (যাকুব) কোন ভূপতি সমক্ষে আত্ম পরিচয় প্রদান কালে আপনার জীবিত কালকে প্রবাস কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ঐশ্বরিক শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয়শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। সর্ব্বশুদ্ধ শেথের নয়শত বারো বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। সর্ব্বশুদ্ধ মথুশেলহের নয়শত ঊনসত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।" কোন এক ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা উপরোক্ত কথা কয়েকটী পাঠ করিতে২ এই নিগূঢ় সত্যের উপলব্ধি পান। কথা কয়েকটী আপাততঃ নীরস ও অসার প্রতীত হইলেও তাঁহার হৃদয়ে ইহা মহামন্ত্রের কার্য্য করিয়াছিল, তিনি তদ্দণ্ডে ধর্ম্মের উদ্দেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্ম সমর্পণ করেন। অন্যত্রও এই সত্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা কোন প্রবীণবুদ্ধি দরবেশ তাতার দেশ পর্য্যটন করিতে২ রাজ-ধানী বল্ক নগরে উপনীত হয়েন। বল্কনগরী অসংখ্য ইক্ষ্যরাজী পরি-শোভিত। দরবেশ সাধারণ পান্থ-নিবাস ভ্রমে রাজবাটীতে প্রবেশ করি-লেন। কিছুকাল ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী সুপরিসর বালাখানায় প্রবেশ করিলেন। সাজসজ্জা খুলিয়া রাখিলেন। তৎপরে প্রচলিত প্রথানু-সারে নিজের গালিচাখানি বিছাইয়া, তদুপরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। অনতি-বিলম্বে কতিপয় গৃহরক্ষক আসিয়া, তথায় তাঁহার এরূপ ভাবে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দরবেশ প্রত্যুত্তরে কহিলেন "আমি রাত্রিবাসের জন্য এই সরায়ে আসিয়াছি।" রক্ষী-বর্গ ক্রোধ কম্পিত স্বরে উত্তর করিল এ সরাই নহে রাজবাটী। এই রূপ কথোপকথন কালে, ঘটনাক্রমে ভূপতি স্বয়ং সেই বারান্দা দিয়া চলিয়া যান। তিনি দরবেশের ভ্রান্তি বুঝিয়া মনে২ হাসিয়া মিষ্ট একটী অনুযোগের ভঙ্গিতে কহিলেন, তোমার এরূপ ভ্রান্তি কেন, তুমি এতই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য কি যে রাজ-বাটী আর সরাই এ দুয়ের বিশেষ

বুঝিতে পার না। দরবেশ করযোড়ে বিনয় বচনে কহিলেন, মহাত্মন্! নিবেদন করি, আপনায় কয়েকটী প্রশ্ন করিতে আমার প্রতি অনুমতি হউক। মহাভাগ! এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্ব প্রথমে ইহাতে কাঁহারা বসতি আরম্ভ করেন? ভূপতি কহিলেন আমার পিতৃপুরুষগণ। কিন্তু দরবেশ জিজ্ঞাসিলেন, শেষে এই বাটীতে কোন্ ব্যক্তি অধিবাস করিয়াছেন? ভূপতি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার পিতাঠাকুর। দরবেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমানে ইহার বাসেন্দা কে? ভূপতি উত্তর দিলেন, আমি নিজে। দরবেশ পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, আপনকার পরে এটি কাহার বাসভবন হইবে, বলিতে পারেন কি? ভূপাল প্রত্যুত্তর করিলেন, সম্ভবতঃ আমার বংশধর রাজকুমারের। দরবেশ কহিলেন মহোদয়! যে বাটী সতত নিবাসী পরিবর্ত্তন করিয়া, ক্রমাগত এইরূপ অভিনব অতিথি পরিগ্রহ করিতেছে, সেটি রাজবাটী না হইয়া সরাই বই আর কি?

সুহৃদয় পাঠক! সংসার সরায়ের যে স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসিয়া তুমি এই কথা কয়েকটী পাঠ করিতেছ, একবার ভাব দেখি, শতবর্ষ পূর্ব্বে সেই স্থান টুকুতে কাহার বসতি ছিল, এবং ইহার এক শতাব্দী পরেই বা সেই স্থানটুকুতে কে আসিয়া অধিকার করিবে, তুমি আমিই বা তখন কোথায় রহিব!

কার্পাসডাঙ্গা মিশন। শ্রীঃ বিঃ

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

২২১ পৃষ্ঠার পর।

প্রায় ত্রিশ বৎসরের জন্য খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হয়। যিহুদীদের নানা কষ্ট বশতঃ উৎপীড়ন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি রহিত হইল। তাহার পর যেরুশালম ধ্বংস হওয়াতে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ যেরুশালম হইতে পেলা নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। যখন যেরুশালম বিনষ্ট হয়, তখন শিষ্যদের পক্ষে এই লাভ হইল যে মন্দিরের শোভা ও পরিচর্য্যার প্রতি তাঁহাদের যে আসক্তি ছিল, স্বভাবতঃ তাহার লোপ হইতে লাগিল, এবং পার্থিব যেরুশালমের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মন স্বর্গস্থ যেরুশালমে উন্নীত হইল। তখন তাঁহারা পূর্ব্বগত ভাববাণী অনুসারে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর গৌরব ও প্রসাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

বারজন কৈসরদের শেষ কৈসর সম্রাট দমিশিয়ন মণ্ডলীর দ্বিতীয় উপপ্লবকারী। টরতুলিয়ন নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তাঁহাকে নিরোর সমতুল্য মনে করেন। তাঁহার ন্যায় তিনি আপনার পরিবারস্থ লোকদের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিতেন। তিনি আপনার কুটুম্ব ক্লাভিয়স ক্লেমেন্স এবং তাঁহার পত্নীকে অকাতরে বধ করেন। অনেক বিচক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা মনে করেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকার করাতেই তাহাদের এই গতি

হইয়াছিল। কেহ২ অনুমান করেন যে, এই ক্লেমন্স এবং রোমের বিশপ ক্লেমেন্ট একই ব্যক্তি। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে প্রাচীন মার্টারদের পুস্তকাবলিতে এরূপ প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় ঘটনার কিঞ্চিন্মাত্রও সূচনা থাকিত। অরিজিন,ইউসিবিয়স,জেরম এবং ক্রূশস্তম বলেন যে, উক্ত ক্লেমেন্টই "জীবন পুস্তকে" উল্লিখিত সাধু পৌলের সহকার্য্যকারী (ফিলি ৪,৩)। তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দমিশিয়ন বড়২ লোকদের প্রতি অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দরিদ্র ও ইতর লোকদিগকে যৎপরোনাস্তি দুঃখ দিয়াছিলেন। জুভেনাল নামক লাটিন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিবার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সাধু ক্লোমেন্টের পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই দমিশিয়ন সম্রাটের সময় অনেক স্ত্রীলোক খ্রীষ্টের সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। "মেষপালক" নামক পুস্তকের প্রণেতা হেরম্যাস্ স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন, যেন একটী ভীষণ জন্তু "ভিয়া ক্যামপেনা" হইতে নির্গত হইয়া উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই হেরম্যাস সাধু পৌল উল্লিখিত হেরম্যাস হইলে হইতে পারেন (রোম ১৫, ১৪)।

দমিশিয়নের রাজত্বের শেষাশেষি অর্থাৎ ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, আপনার সৈন্য ও ভৃত্য কর্ত্তৃক হত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, উক্ত সম্রাট ইফিস হইতে সাধু যোহনকে রোমে আনয়ন করিতে আদেশ করেন। উপস্থিত হইলে "লাটিন গেটের" নিকট যোহনকে তপ্ত তৈলের কটাহে বসান হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তাহার পরে "ঈশ্বরের বাক্য এবং যেশুখ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রযুক্ত পাতমো উপদ্বীপে" তিনি নিষ্কাসিত হন এবং এই প্রকারে সত্যের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণকারিগণের দুঃখের এবং যেশু খ্রীষ্টের রাজ্য ও সহিষ্ণুতার সহভাগী হন (প্রকা ১ ; ৯)। সেই নির্জ্জন স্থানে তিনি "প্রভুর দিনে" গৌরবাসীন খ্রীষ্টের দর্শন প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ে "প্রকাশিত পুস্তক" রচনা করিয়া মণ্ডলীর নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও ভাবী অবস্থা নির্দ্দেশ করেন।

সাধু যোহন সম্বন্ধে উক্ত প্রাচীন সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রভু যোহন সম্বন্ধে দুইটি বিষয় পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে (যোহনকে) তাঁহার পান পাত্র হইতে পান করিতে হইবে এবং তাঁহার দুঃখ বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হইতে হইবে (মথি ২০ ; ২৩)। রোমের অগ্নিরূপ বাপ্তিস্মে এই বচনটী বাস্তবিক সিদ্ধি লাভ করিল। প্রভু আবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত যোহনকে জীবিত থাকিতে হইবে (যোহ ২২ ; ২৩)। এই উভয় বচন নিম্নলিখিত প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহাকে ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি খ্রীষ্টের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু প্রাণ বাস্তবিক

কার্য্যতঃ দিতে হয় নাই। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু ইফিস্ নগরে আপনার "প্রিয় শিষ্যকে শান্তিতে বিদায়" করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আমরা দেখিতেছি যে যোহন সম্বন্ধে খ্রীষ্টের তাবৎ বচন সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইয়াছিল।

ইতিহাসে দমিশিয়নের দুশ্চরিত্র ও ভয়ানক মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত দুইজন উপপ্লবকারীর সহিত পিতর পোল এবং যোহনের কত প্রভেদ! ক্রুশ খড়্গ, অগ্নি মিলিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এমন ধর্ম্মস্রোত নিবারণ করিতে পারে কাহার সাধ্য? ইহা স্মরণ করিয়া আমরা কি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব না? উৎপীড়িত পিতর, পোল এবং যোহন দ্বারা যে সকল মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা কে বর্ণনা করিয়া ফুরাইতে পারিবে?

চর্চ মিসনরী সোসাইটীর বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে আর্চ বিসপ টমসনের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

যাহার নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়াছি সেই বিষয়ে সাধারণ ভাবে আমি কিছু বলিতে চাহি। যে মণ্ডলীর কোন মিসন ক্ষেত্র নাই সেই মণ্ডলীর বিষয়ে আমরা কি বলিব? আমাদের প্রিয় ইংলণ্ড মণ্ডলীর দশা কয়েক বৎসর গত হইল সেই প্রকারই ছিল। যে মণ্ডলীর কোন মিসন কার্য্য নাই সে মণ্ডলীর সহিত আমরা এমন এক জন রুগ্ন বন্ধুর তুলনা দিই, যিনি একেবারে শয্যাগত, যাঁহার হস্তপদ বিস্তার করিবার শক্তি নাই, দর্পণ দিয়া মুখ দেখিলে আপনার অবয়ব সম্পূর্ণ রূপে অন্য প্রকার দেখেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইবে যে তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড মণ্ডলীকে রক্ষা না করিলে এখন ইংলণ্ড মণ্ডলী কোথায় থাকিত, বলা যায় না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে অবস্থান্তর হইল। লোকেরা মিসন কার্য্যের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা অনুভব করিল বটে, কিন্তু তখনও মিসন কার্য্যের সূত্রপাত হইল না। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রপাগেষণ সোসাইটীর সমক্ষে ডরহ্যামের সুপ্রসিদ্ধ বিসপ মহাত্মা বটলর যে একটী উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে বলেন যে, এই মিসন কার্য্য গুরুতর হওয়াতে সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের ইহাতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমে২ এই শৈথিল্য ও ঔদাস্য দূরীভূত হইতে লাগিল। উন্নত ও সন্তোষজনক লক্ষণ দেখা গেল। পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থার পরিবর্ত্তে এখন আমরা দেখিতেছি যে, চতুর্দ্দিকে মিসন ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইতেছে, যাহারা অন্ধকার ও মৃত্যু ছায়ায় অবস্থিত, তাহারা জীবনাকর প্রভুর উপস্থিতি লক্ষ্য করিতেছে।

এই সকল উন্নতির বিষয় যখন আমি মনে করি তখন আশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ হই। আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি যে, সকল বস্তুরই অবনতি হইতেছে। তাহাদের মত এই যে বর্ত্তমান শতাব্দী কেবল অবনতির শতাব্দী। তাহাদের মতে আমরা কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম নহি, যতশীঘ্র আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে পূর্ণ গৌরবময় ভবিষ্যৎ কাল আসিতেছে, এখন আসে নাই, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আমার বিশ্বাস সেরূপ নহে। যখন লোকেরা বলে যে, বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হইতেছে, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু বিজ্ঞান আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে কেন? আমি বিজ্ঞান ভাল বাসি, আমি ইহার সঙ্গে২ যাই এবং যখন কেহ২ বলে যে, ডারউইন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্যান্য বড়২ চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার পর, অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি লেখাতে সাধারণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন আমি বলি, "আচ্ছা আমি দুই একটী বাস্তবিক ঘটনা নির্দ্দেশ করিব; ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর এই মিসনরী সোসাইটী বাইবল বিতরণ দ্বারা খ্রীষ্টকে জগজ্জীবন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। ডারউনের পুস্তক প্রকাশিত হইলেও সোসাইটীর আট নয় লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়াছে। কেবল এই সোসাইটীর নহে, অন্যান্য সোসাইটীর আয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে।" অতএব আমি দেখিতেছি যে, যে কোন পুস্তকে কোন সত্য প্রচারিত হইয়াছে সে সত্য জীবিত থাকিবে। সত্য পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে। নূতন সত্য যদি বাঁচিতে চায়, তাহা হইলে পুরাতন সত্যের সঙ্গে২ ইহাকে থাকিতে হইবে।

সোসাইটীর আয়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের মহারাণীর জন্ম সময়ে ইহার আয় ৩ লক্ষ টাকা ছিল, মহারাণীর রাজ্যাভিষেক সময় ইহার আয় প্রায় আট লক্ষ টাকা ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আয় প্রায় এক কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আয় প্রায় ২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। এ বিষয় সকলেরই অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। দেশ শুদ্ধ লোকের মন যে মিসনের দিকে আকর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনেক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া টাকা পাওয়া গিয়াছে, দরিদ্র পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকার যত্নে ও প্রার্থনায় এই সকল ফল ফলিয়াছে। প্রেমই এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যে যাহা ভাল বাসে, সে তাহার জন্য ব্যয় করে। এ দেশের লোকেরা সুরাপান ভাল বাসে, সেই জন্য তাহারা কোটি২ টাকা খরচ করে। তাহারা তামাক ভাল বাসে, এই জন্য ইহাতেও অনেক টাকা ব্যয়িত হয়। তবে নিরুৎসাহ না হইয়া আশা ও উৎসাহের সহিত আমরা আপনাদের কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।

সোসাইটীর শিক্ষার মূলমন্ত্র কি? বিশপ বটলর্ এ বিষয়ে কি বলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তিনি বলেন চর্চ অব্ ইংলণ্ডের উপাসনা

প্রণালী ছাড়া বাইবল বিস্তার করা ইহার একটী মহৎ উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য আমরা কখন বিস্মৃত হই নাই । বাইবলের ত অযথা আদর হয় না । আমরা বাইবল বিস্তার করিতে চাই, কেননা ইহাতে প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালক তাঁহার বিষয় পাঠ করে, তাঁহাকে প্রেম করিতে শিক্ষা করে, যিনি বলিয়াছেন, "আমি যদি উর্দ্ধে উন্নীত হই, তাহা হইলে সকল মনুষ্যকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিব।" ইহা সমগ্র চর্চ অব্ ইংলণ্ডের মত। ইহা অপ্রশস্ত অথবা সাম্প্রদায়িক ভাব নহে। চর্চ অব্ ইংলণ্ডের ৩৯ প্রকরণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক নিয়োজিত আচার্য্যের বাইবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য গ্রন্থ। পরিত্রাণের নিমিত্ত সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় বাইবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবল সমস্ত সত্য শিক্ষার ভিত্তি মূল।

মিসন কার্য্য ।

ইউরোপীয় মিসনারীদের দ্বারা এদেশের অনেক মঙ্গল সাধন হইয়াছে, যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার লেশও আছে, সেই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিবে। মিসনারীদের যত্নেই এদেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাতে দিন২ ক্রমে দেশের উন্নতি হইতেছে। মিসনারীরা নানা প্রকার বিঘ্ন ও বাধা সত্ত্বে অধ্যবসায়ের সহিত যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকের কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া তাহাদের মনে উন্নতভাবের রোপণ হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল লোককে নীচ বলিয়া উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে ঘৃণা করিতেন, অতএব তাহাদের উন্নতির জন্য কিছুই করিতেন না, সেই সকল জ্ঞানান্ধ লোকদিগের মধ্যে গিয়া মিসনারীরা জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছেন। এই রূপে নানা বিধানে তাঁহারা যে এদেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে তাঁহারা এই দেশে প্রেরিত হইয়াছেন, ব্যক্তিগত মতের বিভিন্নতার বশবর্ত্তী হইয়া সেই উদ্দেশ্যের অনেক হানি করিয়া বসিয়াছেন। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারই সেই মহদুদ্দেশ্য। সত্য বটে, তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহারা অধ্যবসায়ের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সত্য বটে, তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞান বিস্তার করণার্থে নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন২ মত-জাত ভিন্ন২ প্রণালীতে এই কার্য্য করাতে মনুষ্যে যেরূপ ফলের আশা করে, সেরূপ ফল ফলিতেছে না।

এ দেশীয় লোকের মধ্যে আজ কাল যে পরিমাণে বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কারণ না দেখাইতে পারিলে যে সহজে তাহারা পুরুষ পরম্পরাগত আপনাদের প্রিয় ধর্ম্ম ত্যাগ

করিবে, এমন আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। নীতি কথার উল্লেখ কর, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা আছে। পাপ, পুণ্যের কথা বল, এবিষয়েও তাহাদের জ্ঞান নাই বলিতে পার না। প্রায়শ্চিত্তের কথা বল, তাহারও বিধি ব্যবস্থার অভাব নাই। তবে বলিবে যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের নিশ্ছিদ্র শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল কথায় বলিয়া এ দেশীয় লোককে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের উৎকর্ষতা দেখাইতে পারিবে না, কেননা বিদ্যাবলে আজ কাল তাহারা আপনাদের শাস্ত্রের এমন অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে যাহা পূর্ব্বে ভ্রান্তি বা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহাকে অন্য রকম করিয়া দাঁড় করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে তাহাদের পুরাতন শাস্ত্র কালে অন্য আকার ধারণ করিয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের আর এক নূতন শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

এমন স্থলে কেবল কথায় বলিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

ঈশ্বর প্রকাশিত সত্য ধর্ম্ম এখনও যে এতদ্দেশবাসী স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে আপন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারগ হয় নাই, বোধ হয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের মতভেদ এবং তৎসম্ভূত দলভেদ একটী প্রধান কারণ।

একজন বলিলেন ডুব দিয়া বাপ্তাইজিত না হইলে সে বাপ্তিস্মই নয়; আর এক জন বলিলেন ও কোন কাযের কথা নয়, ডুব দিলেও হয়, না দিলেও হয়। এক জন বলিলেন, খ্রীষ্টের আশীর্ব্বাদ পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে বাপ্তাইজ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, কেননা খ্রীষ্ট ইহাকে অনুগ্রহের উপায় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর এক জন বলিলেন, ও কোন কাযের কথা নয়, বাপ্তাইজ হইলেও হয়, না হইলেও হয়। তবে কেবল খ্রীষ্ট বলিয়াছেন বলিয়া বাপ্তাইজ হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ ইহার কোন গুণ নাই।

এক সম্প্রদায় বলিলেন, সকলেই যাজক, অতএব সকলেই বাপ্তাইজ ও প্রভুভোজ সম্পাদন করিতে পারে। আর এক সম্প্রদায় বলিলেন, না, এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিযুক্ত না হইলে কাহারও এসকল কার্য্য করিবার অধিকার নাই। এক সম্প্রদায় বলেন, অমুক সম্প্রদায়ের শিক্ষা বাইবেল-সঙ্গত নয়, অতএব তাহারা লোককে ভ্রমে ফেলিতেছে; আর এক সম্প্রদায় বলিলেন, না, অমুক সম্প্রদায়ের কথা গ্রাহ্য করিও না, করিলে ভয়ানক ভ্রান্তিতে পড়িবে। খ্রীষ্টীয়ানেরা যে কেবল এই রূপ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত, তাহা নয়, ইহাঁদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কার্য্যের বাধা দিতেও ত্রুটি করেন না। মনে কর, চরিত্র দোষে এক জন লোক এক সম্প্রদায় চ্যুত হইল, সেই ব্যক্তি অবাধে অন্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। এই কারণে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের বিধি থাকিলেও, চরিত্র দোষে সমগ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে চ্যুত হইয়াছে, এমন একটী লোক দেখা যায় না। ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে না আছে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম দোষে এক সম্প্রদায় কাহাকে দূর করিলেও সে অন্য

সম্প্রদায়ে গিয়া আশ্রয় পায়। সত্য বটে, সে এক সম্প্রদায়চ্যুত হইল, কিন্তু আর এক সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়াতে সে খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে রহিয়া গেল। তাহাতে খ্রীষ্টের প্রতি যাহাদের বিদ্বেষ, তাহারা দেখিল যে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যেও যখন এরূপ ব্যবহার প্রশ্রয় পায়, তখন আমাদের আর খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে প্রভেদ কি? যদি খ্রীষ্টশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম এই কুব্যবহার নিবারণ করিতে না পারে, তবে আর আমাদের শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম কিসে নিকৃষ্ট।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ভুক্ত নাস্তিকদের গ্রন্থাদি পাঠে এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদের মনে ধর্ম্মে আস্থা থাকিতেছে না। রাজনৈতিক কারণে সেই সকল যুবকেরা বিজেতাদিগের প্রতি বক্রনয়নে দৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্মাদি রক্ষা করিতে সাধ্য মতে চেষ্টা করিতেছে। মিসনারীরা সনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উৎকর্ষতা দেখাইয়া প্রচার এবং বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দল এবং মতভেদ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বিষয় ভয়ানক গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান হইলে নানা কারণে সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া মিসনারীদের গলগ্রহ হইতে হয়, তাহাতে সময়ে মিসনারীদের অসহ্য ব্যবহার সহ্য করিতে হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এদেশীয় লোকে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র, ধর্ম্ম এবং তৎপ্রচারকদিগের প্রতি এক উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে যাহা কিছু বল, ভাল মনে গ্রহণ করে না। ভাল হউক মন্দ হউক, সত্য হউক মিথ্যা হউক, শত্রুর মতন আক্রমণ করে, কাযেই তাহাদের মনে স্থান পায় না। যতক্ষণ না শ্রোতারা তোমার কথা লইয়া নিজ২ মনে ভাল করিয়া আন্দোলন করিবে, ততক্ষণ যে তাহারা তোমার কথার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিবে এমন আশা করা বৃথা। অতএব যাহাতে এদেশীয় লোকে মিসনারীদের কথা বন্ধুভাবে গ্রহণ করে, তজ্জন্য সকল মিসনারী সোসাইটীর চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের বোধে সকল সোসাইটীর মিসনারীরা কিছু কালের জন্য ব্যক্তিগত মত গুলি ভুলিয়া গিয়া একত্রে সভা করিয়া এই নিয়ম করুন যে, একত্রে সভা করিয়া এক সম্প্রদায় ভুক্ত লোক অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে চাহিলে পূর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন। আর হিন্দু মুসলমানদিগের নিকটে সকলে ভ্রাতৃ ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না। বর্ত্তমান প্রণালীর এই রূপ সংস্কার করিলে দেখিবেন, এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক নূতন যুগের উদয় হইবে, তাহাতে খ্রীষ্টীয় সমাজের নৈতিক জীবন এবং শক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধি হইবে। আগামী সংখ্যায় আর কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ধনপূজা।

বর্ত্তমান লর্ড লিটনের পিতা ইংলণ্ড এবং ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে একখানি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ লিখেন। সেইগ্রন্থে তাঁহার গবেষণা ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অনেক কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টান্ত ও বাস্তবিক ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতির যেরূপ ধনলালসা সেরূপ ধনলালসা প্রায় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ধনী লোকদের যেমন ইংলণ্ডে খাতির, তেমন খাতির, লর্ড লিটনের মতে, আর কোথায় দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের সহিত এখন ইংলণ্ড গুরুতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। এক সময় ছিল যে সময়ে ভারতের লোকেরা সংসারের ধন চাহিত না, যে সময়ে চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা সংসার ও আপনাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া পরম পুরুষার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত, যে সময়ে নির্ধন ও অজ্ঞান লোকেরা ধনের জন্য লালায়িত হইত না। সে সময়ে লোকদের অভাবও খুব কম ছিল। কিন্তু এখন সে সময় আর নাই। ইউরোপের সভ্যতা, মন্দই বল আর ভালই বল, এদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে২ নূতন২ অভাব উপজাত হইয়াছে। সেই সকল অভাব মোচন করিবার জন্য ধন অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল যেদিকে যাও, যে কার্য্য করিতে চাও, সকল দিকে সকল কার্য্যে টাকা কড়ির প্রয়োজন। ভালর জন্য হউক, মন্দের জন্য হউক, টাকা কড়ি ছাড়া এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। ইংলণ্ডে যেমন ধনাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে তেমনই ভারতেও হইবার উপক্রম হইয়াছে। ধন মন্দ জিনিস নহে, কিন্তু অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা ও ধনাসক্তি সমস্ত অমঙ্গল ও অকল্যাণের মূল। ইহাদ্বারা আকর্ষিত ও মোহিত হইয়া শত২ লোকের আধ্যাত্মিক প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। যদি এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিবেশীর মন্দ চেষ্টা না করিয়া আপনার বিলাসরূপ ক্ষুদ্র জগতে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা হইলে অনেকেই তাহাকে গণ্য মান্য বিবেচনা করিবে, তাহা হইলে সে অনেকের কাছে পূজ্য হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে যে অনন্ত প্রভেদ আছে সেই প্রভেদ লোকেরা ধন দিয়া লুপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ধনবান হওয়া পূজ্য, মান্য ও গণ্য হওয়ার প্রতিশব্দ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁর কিছু সম্পত্তি আছে, যে আপনার আয় দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই "ভদ্র লোক" বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ইংলণ্ডে ফিউডাল (feudal) সময় ছিল, তখন ধনবান ও ক্ষমতাবান লোকেরা স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। গ্রীকদের মধ্যে ধনবান লোকেরা আপনাদের ব্যয়ে জাহাজ সাজাইয়া প্রদর্শনী স্থাপন করিত এবং আপনারা যোদ্ধা হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। এমন লোকদিগকে ভদ্র বলিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু

এখন সকল ধনবান লোককে "ভদ্র" বলিয়া অভিহিত করা শব্দের অপব্যবহার মাত্র। যাহারা অকর্ম্মণ্য, তাহাদের জাতীয় জীবনে কোন অধিকার ও স্থান নাই। সকলের যে একই কর্ম্ম তাহা আমরা কখন বলি না। মস্তিষ্ক, উদর হস্ত ও পদ সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। প্রত্যেক অঙ্গকে কোন না কোন কর্ম্ম করিতেই হইবে। ধনের বিশেষ কার্য্য আছে। ধন ঈশ্বরের দান। কিন্তু অন্যান্য ঈশ্বরের দানের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা করিলেই বিপদের সম্ভাবনা। নতুবা কোন বিপদ নাই।

ছেলে বেলায় যখন আমরা স্কুলে পড়িতে যাইতাম, তখন যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে কে? তখন আমরা যে ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত তাহাকেই ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। তখন আমরা কোন রকম নৈতিক মঙ্গলের কথা প্রায় ভাবিতাম না। পিতা মাতা যে ছেলে পড়া শুনা করে তাঁহাকেই ভাল বলিয়া আদর করিতেন। তাহাদের ভাল মন্দের একটী বিশেষ আদর্শ ছিল, সেই আদর্শানুসারে তাঁহারা বিচার করিতেন। এখনও সভ্য জগতে যাও, দেখিবে লোকেরা সাধারণতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকাশ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করে। অসংখ্য২ লোক এই প্রকার আদর্শ হইতে অন্যের বিচার করে। কিন্তু যাহারা ধনাধিক্য লক্ষ্য করিয়া লোকের সাধুতা অথবা অসাধুতায় বিশ্বাস করিতে চায় তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত অবনত। প্রকাশ্য রূপে তাহারা স্বীকার করুক বা না করুক, যাহারা ধনবান তাহাদের অসংখ্য গুণ তাহাদের নেত্র পথে উদিত হয়। দরিদ্র লোকদের অতি সামান্য দোষ তাহাদের কাছে অতি বৃহৎ বলিয়া প্রতীত হয়। ধনবান লোকেরা পাপ করিলে অনেক বন্ধু তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গরীব লোক সামান্য দোষ করিলেই সর্ব্বনাশ!

ধনবান লোকদের কেবল যে ধনাকাঙ্ক্ষা ও ধনলোভ আছে এমন বলিতেছি না, দরিদ্র লোকদেরও ধনাকাঙ্ক্ষা বিশেষ রূপে থাকিতে পারে। নিস্পৃহ ধনবান অথবা নিস্পৃহ দরিদ্র লোক পাওয়া সুকঠিন।

এ দেশে যখন প্রথমে কতকগুলি উদ্যোগী যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন সংসারের সমস্ত ধনে তাঁহারা অনেকেই বঞ্চিত হন। সধন হইয়া তাঁহারা খ্রীষ্টকে পান নাই, নির্ধন হইয়া তাঁহারা খ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাদের ধন, সমাজ, পদ, কিছুই ছিল না। এখন এক প্রকারে একটী নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন খ্রীষ্টভক্তগণের মধ্যে কেহ২ উচ্চ পদ ও ধন পাইয়াছেন। এটী যে অবিমিশ্রিত লাভ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা এমন অনেক লোককে জানি যাঁহারা এক সময়ে খ্রীষ্টপ্রেম ও জীবন্ত উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন; কিন্তু ধনবৃদ্ধি, ধনলোভ ও সংসারের মায়া প্রযুক্ত তাঁহারা একেবারে শিথিল ও শুষ্কহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। আর সে রূপ ভক্তি, উৎসাহ, প্রেম ও শ্রদ্ধা নাই। বাহিক শ্রীবৃদ্ধি বাড়ি-

য়াছে, কিন্তু তাঁহাদের আসল প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যেও ধনপূজার সূত্রপাত হইতে বসিয়াছে। যাহার যেরূপ টাকা তার সেই প্রকার আদর। তাহার প্রমাণ এই যে আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্য হইয়াছেন অথবা হইতেছেন তাঁহারা পূর্ণত্যাগ স্বীকারের নাম শুনিলেই ভয় খান। তাঁহারা সাহস করিয়া টাকার মায়া ছাড়িতে পারেন না, পাছে সমাজ তাহাদিগকে নগণ্যের মধ্যে বিবেচনা করে। তাঁহারা বিশ্বাস সহকারে খ্রীষ্টের পান পাত্রে পান করিতে সাহস করেন না, পাছে ক্রূশের ছায়া তাঁহাদের উপর পড়ে। তাঁহারা পিতর, যাকুব ও যোহনের ন্যায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন না, পাছে ক্রূশের তলে তাঁহাদিগকে দাঁড়াইতে হয়।

একদা প্রভু বিখ্যাত ভক্ত টমাস্ আকুইন্যাসকে দর্শন দিয়া বলেন, "হে টমাস, তুমি আমার বিষয়ে ভাল করিয়া লিখিয়াছ, অতএব কি পুরস্কার চাও?" টমাস প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তোমা ছাড়া আর কোন পুরস্কার চাই না প্রভু।" যত দিন না এই ভাবে আমরা প্রভুকে উত্তর দিতে শিক্ষা করিব, ততদিন সকলই আমাদের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আন্দোলন।

রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতে আজ কাল বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতবাসী আন্দোলন কাহাকে বলে, তাহা আজিও বুঝিল না। শুদ্ধ গলাবাজিতে বা সভা সমিতিতে আন্দোলন হয় না; সেই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই; দেখান চাই যে, যে দ্রব্যের জন্য আমরা প্রার্থী, তাহাতে আমাদের অধিকার আছে, সেই দ্রব্য না পাইলে আমরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না। মান যায়, ধন যায়, প্রাণ যায়, সেও ভাল, তাহাও পণ, কিন্তু যাহার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি তাহা পাইতেই হইবে। এইরূপ দৃঢ় পণ, দৃঢ় অধ্যবসায় ইহার মূল সূত্র। এই সূত্রে অবহেলা করিয়া, এই পণ মনোমধ্যে বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেহ কখন কোন আন্দোলনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই জন্যই কোন বিষয় সহসা উত্থাপিত করিতে নাই। যাহার কথা তুলিতে হইবে, যে বিষয়ের দাওয়া করিতে হইবে, সেই বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অগ্রে জানা চাই, সেই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া মনে মনে দৃঢ় ধারণা চাই। নতুবা গলাবাজিতে আপনার বাগ্মিতার পরিচয়, রিজোলিউসন লিখিয়া আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিলে, কিম্বা বড় বড় প্রবন্ধ লিখিত সংবাদপত্রের স্তম্ভ অপচয় করিলে কোন ফলই হইবে না। আমরা এই সমস্ত মূল সূত্র বুঝি না—বা বুঝিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই না, কাজেই আমাদের আন্দোলন, আবেদন, সবই বৃথা হয়। আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না।

কেমন সময় পড়িয়াছে যে, দেশের

লোক ক্রমশ আত্মনির্ভরশূন্য হইতেছে। সকল কার্য্যই রাজা যেন করিয়া দিলেই ভাল হয়। এই ঘোর বর্ষা কাল, গ্রাম জলে কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; গৃহ হইতে বাহির হইবার যো নাই, জল বৃক্ষাদি পড়িয়া সংক্রামক পীড়া জন্মাইতেছে; দেখিতেছি, গ্রামশুদ্ধ সকলে এই জ্বালায় ভুগিতেছে; কিন্তু আমরা করি কি? আপনাদের অবস্থা লিখিয়া সংবাদপত্রবিশেষে জানাই যে, রাজা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। কেন, যাহারা ভুগিতেছে তাহারা কি ইহার প্রতিবিধান করিতে পারে না? গ্রাম শুদ্ধ লোকে আজ দশ বার বৎসর যাবত—রোডশেষ দিয়া আসিতেছে, সেই রোডশেষ তহবিলের টাকায় তাহাদের ন্যায্য অধিকার আছে। গ্রামশুদ্ধ লোকে মিলিয়া দরখাস্ত করিয়া ন্যায্য দাওয়া করিয়া কি রোড্শেষ কমিটি হইতে, আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিতে পারেন না? কমিটির সভ্যগণ, তাহাদের কথা না শুনিলে, তাহার বিপক্ষে অন্দোলন করিয়া, তাঁহাদের হুকুমের উপর আপিল করিয়া আপন মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন না? সকলই পারেন, কিন্তু এ সব করিতে যত্ন চাই, অধ্যবসায় চাই, স্বার্থ ত্যাগ চাই। আবার দেখুন গ্রামে পুষ্করিণী নাই, নিকটে জলাশয় নাই; চৈত্র বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মের সময় জল বিনা গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রাণ যায়; কোথায় বা ২।৩ ক্রোশ দূর হইতে গৃহস্থকে জল আনাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই যাতনা গ্রামবাসী বর্ষের পর বর্ষ ভুগিতেছেন, কিন্তু কেমন যে অসাড়, কেমন যে উদ্যম শূন্য, ইহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের এই যন্ত্রণাটী, রাজা বা অপর কোন ধনবান ব্যক্তি যদি ঘুচাইলেন, তবেই ঘুচিল, নতুবা যেমন ক্লেশ সেই রূপই রহিয়া গেল; এ কষ্ট দূর করা যে গ্রামবাসীর সাধ্যায়ত্ত, এ কথা তাঁহাদের মনে একবার উঠিল না।

রাজা এই সব কার্য্য না করিলেও, প্রজাদিগের সামান্য যত্নে সামান্য চেষ্টায় এই সব অভাব দূর হইতে পারে। দশে মিলিয়া যত্ন করিলে, অনেক স্থলে অনেক সময়ে দেশের অনেক অভাব ঘুচিতে পারে, কিন্তু তাহা কি কেহ করিবেন? কেহ মুখের গ্রাস চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিবে না, যদি কেহ মুখে তুলিয়া দেয়, তবেই গলাধঃকরণ করিবে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষীভাব আমাদের শিরায় শিরায় মিশিয়া রহিয়াছে। যতদিন আমরা এই আলস্য ত্যাগ করিতে না পারিব, আত্মনির্ভর শিক্ষা না করিব, আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে আপনি চেষ্টা না করিব, ততদিন আমাদের কোন ফললাভই হইবে না। সকলেই দেখিলেন, এই ইলবার্ট বিল লইয়া কি কাণ্ড কারখানাটা হইয়া গেল। বড় লাট যে বিল পাস করিতে চাহিলেন, বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারী যে বিল পাস করিবার অনুমতি দিলেন, মন্ত্রীপ্রবর গ্লাডষ্টোন, মহামতি ব্রাইট প্রভৃতি বড় বড় রাজনৈতিকগণ যে বিলের অনুমোদন করিলেন, ভারতপ্রবাসী জনকয়েক ইংরেজের আন্দোলনে তাহার কি দুর্দ্দশা হইল। এই আন্দোলনে

প্রবাসী ইংরেজ, এক লক্ষ্যে আপনার জিদ বজায় রাখিতে ব্রতী হইয়াছিল, যতদিন এই জিদ্ বজায় না হইয়াছিল ততদিন তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় নাই—বড়লাটকে গ্রাহ্য করে নাই, রাজার ভ্রূকুটীতে ভীত হয় নাই, অর্থ ব্যয়ে কাতর হয় নাই—প্রাণ মন ধন সকলি দিয়া আপনাদিগের কার্য্য উদ্ধারে তৎপর হইয়াছিল। যত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যতই নিজপক্ষ ক্ষীণবল বুঝিতে লাগিল, ততই তাহাদের বল বাড়িতে লাগিল, আন্দোলন বেগ খরস্রোতে বহিতে লাগিল; সেই স্রোত ভারত পার হইয়া ইংলণ্ডে পহুছিল, ইংলণ্ডবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রতিঘাত করিয়া, মহাসভায় মন্ত্রীসমাজের আসন টলাইল—মন্ত্রীসমাজ বাধ্য হইয়া তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইলেন—তাহাদের আশা মিটিল—আন্দোলনের ফল ফলিল। এইরূপ ভীষণ আন্দোলন ভারতবাসী কি করিতে জানে, না করিতে শিখিয়াছে? জানিবে কেমনে, শিখিবে কেমনে, যখন তাহারা পদে পদে আপনাদিগের ক্ষমতাহীনতার পরিচয় পাইয়া থাকে। ক্ষমতাই আন্দোলনের মূল। ক্ষমতা না থাকিলে আন্দোলনে সুফল ফলে না, তাই ভারতবাসীর অগ্রে ক্ষমতা উপচয়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই সব সভা সমিতিতে, বক্তৃতানিনাদে আমরা ক্ষমতার অপচয়ই দেখিতে পাই। কিসে এই ক্ষমতা উপচয় হইবে, কিরূপে আমরা আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিব কি ভাবে কিরূপে কার্য্য করিলে, রাজা, অনভিপ্রায় সত্ত্বেও, আমাদিগকে আমাদিগের ন্যায্য দাওয়া দিতে বাধ্য হইবেন, ইহাই বর্ত্তমানে সকল ভারতবাসীর চিন্তনীয়। নতুবা আমার বৃথা বাগাড়ম্বরে কোন ফল ফলিবে না।

বঙ্গবাসী।

বিবিধ বিষয়।

আমরা শুনিলাম, পুরাতন বৈটকখানা নিবাসী আমাদের বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ছাপার অক্ষর খোদাই, অক্ষর ঢালাই কাজ শিখিবার জন্য বিলাত যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তিনি সফলকাম হইলে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইব। যত দিন পর্য্যন্ত না আমাদের যুবকগণের মধ্যে এই রূপ উদ্যম ও যত্ন দৃষ্টিগোচর হইবে, তত দিন আমাদের বাস্তবিক উন্নতির আশা থাকিবে না।

বাবু শ্যামাচরণ দের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইল। প্রতিভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি বাঙ্গালার আসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার জেনেরালের পদে উন্নীত হন। হিসাব পত্রে তাঁহার যেরূপ দক্ষতা ছিল, যে

রূপ দক্ষতা অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবন অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। বড়২ লোকদের তাঁহার গৃহে সমাগম হইত, এবং সকলেই তাঁহার পরামর্শ প্রার্থী ছিলেন। কত লোক যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। যখন তিনি এত উপার্জ্জন করিয়াও এক পয়সা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তখন তাঁহার যে কিরূপ স্বার্থশূন্য দয়ালু, পরোপকারী স্বভাব ছিল, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে।

এস, পি, জি, সোসাইটীর সুযোগ্য সেক্রেটরী রেভরেণ্ড ব্রে সাহেব আগামী নভেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। তিনি প্রায় এগার বৎসর সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র রাইকার্ড সাহেব সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাইকার্ড সাহেবের পিতা এক সময়ে চর্চ মিসনরী সোসাইটী ভুক্ত মিসনরী ছিলেন।

ইংলণ্ডের একখানি সমাচার পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, স্যর বার্টেল্ ফ্রিয়র এত উপার্জ্জন করিয়াও কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবারের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লোকে অনুমান করে যে, মহারাণী লেডী ফ্রিয়রকে কিছু পেনসন দিয়া হ্যামটন প্রাসাদে থাকিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। স্যর বারটেল ফ্রিয়রের জীবনী লিখিত হইবে, কিন্তু বোধ হয় কিছু সময়ের জন্য তাহা হইতেছে না।

মিঃ শর্ম্মা নামক এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিনের জন্য অক্সফর্ডের কাউলী নামক স্থানের একটী ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিয়া তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে "পৌল" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদূষী রমাবাই এবং মিঃ শর্ম্মার ন্যায় লোকে যদি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রভু তাঁহাদের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আমরা শুনিতে পাই যে দক্ষিণ ভারতবর্ষে কতকগুলি মিসনরী সালভেষণ আর্ম্মির "মেজর" টাকরের ন্যায় শুধু পায়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু পায়ে চলিলে ধর্ম্মের যে কি শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যদি দেশীয়দিগকে বিদেশীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ইউরোপীয় মিশনরীদিগকে এই বিদেশীয় ও দূষিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন ফল নাই। স্বার্থত্যাগ ও ত্যাগ স্বীকারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

বিশপ ব্যারী সিডনীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে, মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির আপনার ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে খ্রীষ্টীয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যদি সমস্ত কর্ম্মের ভার কতক গুলি নিযুক্ত কার্য্যকারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে "নৈতিক প্রান্তরে" কিরূপে সুশস্য জন্মিবে? বিশপ ব্যারীর পরামর্শ আমাদের দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের বিশেষ করিয়া স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা এখন মণ্ডলীর ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ইংলণ্ড মণ্ডলী এখন আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। চিরকাল যে ইংলণ্ডের সাহায্য পাইব তাহা সম্ভব নহে। অতএব যাহারা সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা যদি আপনাদের খ্রীষ্টীয় "আহ্বান" স্মরণ করিয়া সকলে আপনাদের বিশেষ২ দান ও ক্ষমতানুসারে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা ঘোর বিপদ। ইংলণ্ডের প্রত্যাশা" ছাড়িয়া দিয়া আত্ম নির্ভর শিক্ষা কর।

ইংলণ্ড মণ্ডলী সংক্রান্ত আইনজ্ঞ লোকে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশপ কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইলে কোন পরিচারক চর্চ অব্ ইংলণ্ডের পুলপিটে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে পারেন না। তাহা হইলে মণ্ডলী সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। যদি এ দেশীয় বিশপ মহোদয়গণ এই২ এবং এবম্বিধ বিষয় গুলি স্পষ্টাক্ষরে বিধিবদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। তাহা না করাতে মণ্ডলীতে স্বেচ্ছাচারিতা অনেক পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের সহযোগী ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জর বলেন যে, আমাদের বড়২ লোকেরা প্রায় বহুমূত্র রোগে রুগ্ন। ইহাতেই কেশব বাবুর মৃত্যু হয়। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এই রোগে অনেক কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ হোমিওপাথিক চিকিৎসক বাবু লোকনাথ মৈত্রের এই রোগে মৃত্যু হয়। আর অনেক বড়২ লোকে এই রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহা আমরা শুনিয়াছি। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জর এই রোগের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন তাহা সঙ্গত ও সত্য বলিয়া আমাদের বোধ হয়। তিনি বলেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত আহার ও ব্যায়ামে অমনোযোগী হইলেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ফ্রান্সে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বিবাহ বন্ধন-বিয়োজন (Divorce) প্রথার অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট স্পষ্টাক্ষরে যে নিয়ম দিয়াছেন তাহার অন্যথা করিলে যে ঘোর বিপদ হইবে তাহার কিছু সন্দেহ নাই। বিবাহ বন্ধন শিথিল হইলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের মূলে যে কুঠারাঘাত করা হইবে তাহা উক্ত উচ্ছৃঙ্খলকারী লোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। ফ্রান্সের দুর্দ্দশা বাড়িতেই থাকিবে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা না থাকিলে সকলই সম্ভবে।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি নামক এক জন আর্য্য ধর্ম্ম সঞ্চারিণী সভার সভ্য কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন ও এখন দিতেছেন। শিক্ষিত বলিয়া যিনি পরিচয় দেন, তিনি যে কি প্রকারে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, তাহা বলা দুষ্কর। তিনি মনে২ যে অজ্ঞেয় বাদী অথবা নাস্তিক তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার উপদেশ গুলি যদি আর্য্য ধর্ম্মের সনাতন সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতোদ্ধার আরও নিকটবর্ত্তী হইল তাহাতে সন্দেহ কি! ব্রাহ্ম বিদ্বেষ এবং জাতীয় সংকীর্ণতার উপর যদি কতকগুলি হিন্দুর ধর্ম্ম সংগঠিত হয়, তাহা হইলে ইহার চরম গতি সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

চীন দেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার কিরণ লাগিয়াছে। হরবর্ট স্পেন্সর প্রনীত "শিক্ষা" নামক পুস্তকখানি চীন ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদক ইংরাজী ভূমিকায় বলেন যে, "আমার দেশে বর্ত্তমান অপ্রশস্ত বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী সংশোধন এবং উহার উন্নতি সাধন জন্য এই প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করিয়াছি।" উক্ত পুস্তকখানি সমস্ত ইউরোপীয়, জাপান ও চীনভাষার অনুবাদিত হইয়াছে। চীন তবে মাথা নাড়া দিয়াছে?

মধ্য ভারতবর্ষের একজন পাঁচ শতটাকা বেতনভোগী উকীল একজন ভূতপূর্ব্ব মুসলমান পুলিস ইনসপেক্টরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা একটী স্মরণীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই।

রাঞ্চির পূজ্যপাদ বৃদ্ধ মিসনরী বাস্ সাহেব প্রায় ৪০ বৎসরের অধিক ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়া জর্মনীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গসনের মিসন সোসাইটী কর্ত্তৃক তিনি প্রথমে প্রেরিত হন। যখন তিনি ভারতবর্ষে কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন মিসন কার্য্যের যে কত ব্যাঘাত ও অসুবিধা ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু অনেক ব্যাঘাত, অসুবিধা ও বিপদ সত্বেও তিনি বিশ্বাস ও প্রার্থনার সহিত কার্য্য করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যের কোন ফল দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহার পর যে ফল হয়, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় পুলকিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহার পরিশ্রমের উপর বিশেষ রূপে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এখন কোল খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা ৪০,০০০ হাজারের বেশী হইবে। বাস্ সাহেব ছোট নাগপুর মিসনের একজন প্রথম স্থাপয়িতা।

জাপানের চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীভুক্ত রেভঃ আণ্ডুস্ সাহেব আপনার কার্য্য বিবরণীতে বলেন, "তোমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, অতি আশ্চর্য্য রূপে সুসমাচার জাপানে বিস্তীর্ণ হইতেছে। সমস্ত জাপানের মধ্যে এমন একটীও নগর নাই যেখানে খ্রীষ্টের এক আধ জন সাক্ষী

পাওয়া না যায়। একটী স্থানীয় সমাচার-পত্র বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে, কেননা খ্রীষ্টধর্ম্ম সমস্ত জগতের ধর্ম্ম। আমি শুনিলাম সম্রাট সত্যের বিষয় শুনিতে চান, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীরা তাঁহাকে নিষেধ করে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অনেক বিষয়ে উৎসাহ দেন। সম্পূর্ণরূপে আইন অনুমোদিত না হইলেও আমরা নির্ব্বিঘ্নে ইতস্ততঃ যাতায়াত ও সুসমাচার প্রচার করিতে পারি। নীতিব প্রতি সাধারণ লোকদের কোন আস্থা নাই এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতগণেব আচার ব্যবহাব বড় জঘন্য। গবর্ণমেণ্ট স্বীকাব করেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মেব দ্বাবা জাপানবাসীদের মঙ্গল ও উন্নতি হইবে। বাইবল এবং অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকের বেশ কাট্তি হয়।"

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে কাঁদাইয়া বিগত ২৪ জুলাই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস পাল কেবলমাত্র পরিশ্রম ও প্রতিভার গুণে যে রূপে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সে রূপ উচ্চপদ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার যে রূপ অধিকার ও পারদর্শিতা ছিল, সে রূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু পেট্রিয়ট যে রূপ উচ্চদরের কাগজ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কাহার অবিদিত নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে বাঙ্গালী ও ইংরাজ সকলেই যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন।

কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর নানা দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া সম্প্রতি মহামান্য লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট একটী আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কলিকাতা নগরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানা বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটী কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃ কমিসনরগণ আপনাদিগকে অপমানিত ও উপেক্ষিত বিবেচনা করিয়াছেন। আমাদের বোধে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব যদি এ বিষয়ের ভার কমিসনরগণের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে ভাল দেখাইত। টমসন সাহেবের এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা ভাল হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বাপ্তিষ্ট পরিচারক স্পারজন সাহেবের বন্ধুগণ সম্প্রতি তাঁহাকে ৪৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। স্পারজন সাহেব একজন অসামান্য লোক। তিনি লণ্ডনে যেরূপ অনেক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তিনি যে অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত টাকার যে সদ্ব্যবহার হইবে, তাহাতেও কাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

২য় খণ্ড।] ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। [১২ সংখ্যা।

বিলাত প্রত্যাগত যুবক।

আজকাল অনেক বাঙ্গালী বিলাতে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করায় অনেক অসুবিধা থাকিলেও আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে বিলাতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করায় অনেক উপকার আছে। সে সকল উপকার বর্ত্তমান অবস্থায় কখন ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু অনেক উপকার ও সুবিধা থাকিলেও বিলাত ফেরত যুবকদের একটী বিষয়ে গুরুতর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর তাঁহাদের মনে একপ্রকার অস্বাভাবিক দম্ভ ও অহংকারের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাদিগকে অসামান্য বিদ্যা\ বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্পন্ন লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের সংস্কার যে জ্ঞানের এমন একটী পদার্থ নাই যাহাতে তাঁহাদের অধিকার নাই। এই প্রকার ভাব বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যিনি বিলাতে দুই এক বৎসর ব্যবস্থার অথবা চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আপনার চিন্তার প্রশস্ততা, ভাবুকতার গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধির অসীমতা দেখাইবার জন্য প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে "আমি স্বাধীনচেতা, আমি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।"

উচ্চ দরের লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্যই তাঁহারা এতাদৃশ অর্ব্বাচীনের কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন না যে,জ্ঞানবান লোকেরা তাঁহাদের কথার অসারতা একেবারে বুঝিয়া লইতে সক্ষম। দুই এক বৎসর

কাল বিলাতে যাঁহারা অধিকাংশ কাল আমোদ প্রমোদে ও অত্যল্প সময়ই চিকিৎসা অথবা ব্যবহার শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলেন কবে? তাঁহারা যদি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম বিষয়াদি আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত একদিন বলিতে সমর্থ হইতেন যে, আমরা দেখিয়া শুনিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা বিড়ম্বনা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু না বুঝিয়া শুঝিয়া এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা কত দূর সঙ্গত, পাঠক বুঝিয়া লইবেন। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স অক্‌সফর্ডে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মন এই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হইবার অনেক সম্ভাবনা।

অনেকগুলি বিলাত ফেরত যুবক ধর্ম্মের নামও করেন না, আর কতকগুলি যুবক খ্রীষ্টধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে, জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক, কতকগুলি মিথ্যা কথা রটনা করেন। তাঁহারা কতকগুলি নাস্তিক অথবা অবিশ্বাসী লোককে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ইউরোপে আর লোকদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ এবং লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম আর মানে না। এবম্প্রকার লোকদের মহাভ্রম। তাঁহারা ধর্ম্মজগতে কি হইতেছে তাহার খবর রাখেন না। কে কোথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক লিখিল, তাহার খবর রাখেন, কিন্তু সেই পুস্তক কতদূর যুক্তিপূর্ণ, উহার যুক্তি খণ্ডনার্থে কতগুলি অকাট্য যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইল তাহার কিছুই খবর রাখেন না। কোলেন্সো মুসারচিত পুস্তকের বিশ্বাস্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া কতকগুলি পুস্তক লিখিলেন, অবিশ্বাসী জগতে সেই সমাচার ব্যাপিয়া গেল, কিন্তু সেই২ পুস্তকের অগণ্য উত্তর সম্বলিত গ্রন্থ বাহির হইল, তাহার বিষয়ে কাহার খোঁজ নাই। যাহারা অধর্ম্ম বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহারা বিলাতে কেবল অধর্ম্ম দেখিল, যাহারা প্রচারক মুডীর ন্যায় ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত, তাঁহারা বলিলেন লণ্ডনের মতন ধর্ম্মোদ্যোগী নগর আর নাই। ইহার সাক্ষী কলিকাতা সহর। যাহারা কলিকাতার পাপের খবর কেবল রাখে, তাহারা বলিবে কলিকাতায় কিছু ধর্ম্ম নাই, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের খবর রাখে তাহারা বলিবে, কলিকাতায় যেরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে উদ্যোগ ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ প্রায় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে বিলাত প্রত্যাগত যুবকদের প্রতি আমাদের পরামর্শ যে, তাঁহারা যখন এ বিষয়ে মতামত দেন, তখন যেন আপনাদের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে শিক্ষা করেন।

প্রকৃত মিশনরী কাহারা ?

নিউজিলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব বিশপ সেলউইন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহাত্মা প্যাটিসন্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, যে ইউরোপীয় মিশনরী সম্পূর্ণ রূপে অসভ্য নিউজিলণ্ড বাসীদের সহিত আপনাকে সমান বোধ করিতে না পারিবেন, তিনি যেন উক্ত দ্বীপে পদার্পণ না করেন। যে ইউরোপীয় মিশনরী জাতিগত পার্থক্য ও প্রভেদ সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়া অজ্ঞানান্ধ অসভ্য লোকদের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সহানুভূতি প্রকাশ না করিতে পারিবে, তাহার মিশনরী ব্রত অবলম্বন করা ঘোর ভ্রম। যেখানে খ্রীষ্টীয়প্রেম, সহানুভূতি ও ভালবাসা, সেখানে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, অবশ্যই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যাঁহারা প্রকৃত মিশনরী, তাঁহারা বড় ঘরে থাকুন, বা না থাকুন, তাঁহারা গাড়ি চড়ুন, বা খালি পায়ে চলিয়া বেড়ান, সকল অবস্থাই তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকারে সমান। তাঁহাদের যে অপার্থিব প্রেম ও সহানুভূতি আছে, তাহার দ্বারাই তাঁহারা জগতকে জয় করিয়াছেন। স্বর্গীয় প্রেম তাঁহাদিগকে কোন সাংসারিক অবস্থার দাস করে না। তাঁহারা সর্ব্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট। যাঁহারা সত্য মেষ তাঁহারা উক্ত লিখিত কতকগুলি প্রমাণ দ্বারা আপনাদের মেষ পালক বাছিয়া লন। বৃথা বাগাড়ম্বরে কিছু হইবে না, জীবন্ত প্রেমের প্রয়োজন।

জগদ্বিখ্যাত ডফ্ সাহেব কি কেবল বিদ্যা ও বাগ্মিতা গুণে বঙ্গ দেশকে জয় করিয়াছিলেন? তাহা নহে। তিনি প্রকৃত প্রেম ও সহানুভূতি দ্বারা অসংখ্য২ বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া গিয়াছেন। পরম পূজ্যপাদ লাহোরের বিশপ ফ্রেঞ্চ সাহেব এত সম্মানিত ও আদৃত কেন? তাহার কারণ এই যে আপনার মেষের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। ঘোর সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি আগ্রার মিশনরী ছিলেন। যখন প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে, যখন লোকেরা কেবল আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে ব্যস্ত, যখন ইউরোপীয় সিপাহীগণ ফ্রেঞ্চ সাহেবকে দুর্গ মধ্যে প্রাণ রক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল, তখন দেশীয় খ্রীষ্টীয়দের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া এই খ্রীষ্টীয় বীর উত্তর করিলেন, "আমার মেষগণ বাহিরে থাকিতে আমি কখন ভিতরে প্রবেশ করিব না।" এমন জ্বলন্ত উৎসাহ ও প্রেমের নিকট ইউরোপীয় সৈনিকগণ পরাজিত হইয়া মেষপালকের সহিত মেষদিগকে দুর্গে গ্রহণ করিল। বিশপ ফ্রেঞ্চ আপনার অগাধ বিদ্যার জোরে এত সম্মানিত নন, কিন্তু তিনি এই স্বর্গীয় প্রেমে ভারতের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। অনেকেই অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ডাক্তর কে সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি কিসের জন্য এত বিখ্যাত? তাঁহার বাঙ্গালীর প্রতি অসীম

ভালবাসা ও স্নেহ ছিল। বাঙ্গালী ছাত্রের সহিত কলিকাতার উপাসনা লয়ে যাইতে, বাঙ্গালী ছাত্রদের সহিত এক আসনে বসিতে, বাঙ্গালী হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া যাইতে তাঁহার আনন্দ ও সুখ বোধ হইত, এই জন্য তিনি চির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

অক্সফোর্ড মিশনস্থ আমাদের প্রিয় পরলোকগত বন্ধু আর্‌গন্স সাহেব যখন আপনার স্নেহময়ী মাতা ও প্রাণপ্রিয় পিতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া ভারতবর্ষের জন্য আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন তিনি কলিকাতার বিষয়, অক্সফোর্ড মিসন স্কুলের বিষয়, উক্ত স্কুলের বাঙ্গালী ছেলেদের বিষয় ভাবিতেছিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই অপার্থিব স্বর্গীয় প্রেম সূত্র অবিচ্ছিন্ন রহিল। বিশপ মিলম্যান এত বড় ঘরে থাকিয়াও না করিয়াছেন কি? তিনি কত লোকের মনকে উন্নত করিয়াছেন। কত লোককে ধর্ম্মের পথে লইয়া গিয়াছেন। প্রেম ও সহানুভূতির গুণেই ইহা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় মিশনরী হউক বা দেশীয় মিশনরী হউক, আপনার প্রাধান্য আপনার শ্রেষ্ঠতা সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে অভিলষিত ফল কখনই হইবে না। ইউরোপীয় মিশনরীগণ! আপনাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠতা ভুলিয়া গিয়া বিশপ সেলউইনের পরামর্শ গ্রহণ কর। দেশীয় মিশনরীগণ! ইংরাজদের দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহস্র২ সৎগুণের অনুসরণ কর। আচার্য্য পৌল "য়েশু খ্রীষ্টের ক্রীতদাস" বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা করিতেন, তোমরা কি এরূপ করিতে লজ্জিত হইবে?

থিয়সফী সম্প্রদায়।

ইউরোপীয় লোকেরা আজকাল বেশ টের পাইয়াছে ভারতবর্ষের লোকদের ভাবগতিক কেমন। ভারতবর্ষীয়দের ভাবগতিক দেখিয়া কিছু বৎসর হইল কর্ণেল অলকট ও ম্যাদাম ব্লাভেস্কি এ দেশে আগমন করেন। কর্ণেল অলকটের ইতিবৃত্ত আমরা ভাল করিয়া জ্ঞাত নহি। কিন্তু ম্যাদাম ব্লাভেস্কির বিষয় আমরা একখানি পুস্তকে কিছু পাঠ করিয়াছি। রুশিয়া দেশের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে একজন বৃদ্ধ পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বৃদ্ধের নাকি অপঘাত মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর ম্যাদাম ব্লাভেস্কি রুশিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে পর্য্যটন করেন, অবশেষে তিব্বত দেশের প্রান্তর ও পর্ব্বতময় প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। অনেক বৎসর তথায় বাস করিলে পর কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর উভয়ে ভারতবর্ষে আপনাদের মত স্থাপন করিতে আইসেন। কয়েক বৎসর হইল বেনেট নামক একজন মার্কিন পুরাতন পাপী তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। তিনি আমেরিকায় অনেকবার জেল খাটিয়াছিলেন,

অতএব খ্রীষ্টান জাতি, রীতি, নীতির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। মনের সাধে খ্রীষ্টান পাদ্রিদিগকে গালি দিয়া আপনার "পবিত্র" ব্রত সাধন করেন এবং তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার বিষয় আজকাল বড় শুনা যায় না। কিন্তু এদিকে কর্ণেল অলকট ও তাঁহার সঙ্গিনী ম্যাদাম ব্লাভেস্কি কতক গুলি সাহেব ও ভারতবাসীকে আপনাদের মতে আনয়ন করিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। কিন্তু বিলাত বড় কঠিন ঠাঁই। সেখানে লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বড়২ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের গূঢ় মর্ম্ম ভেদ করিতে এবং তাহাদের মতের অসারতা প্রমাণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে ভেল্কিতে তাঁহারা ভারতবর্ষের কতকগুলি লোককে প্রবঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে ভেল্কি সেখানে বড় খাটিতেছে না। বিলাতে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, উক্ত শিক্ষকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে২ শিক্ষা আজকাল দিতেছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। পদে২ এখন তাহাদের পরাজয় হইতেছে। পাওনিয়র সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সিনেট সাহেব ব্লাভেস্কি-কুহকে পড়িয়া "থিয়সফিষ্ট" হন। তিনি এখন বিলাতে থিয়সফী প্রচার করিতেছেন, কিন্তু লোকেরা তাঁহাকেও অপদস্থ করিতে বসিয়াছে।

আমেরিকা খুব সভ্য ও উন্নত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমেরিকা হইতে অনেকবার যে২ জিনিষ আসে, তাহাতে আমাদের বড় ভক্তি হয় না, অনেকবার অশ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের হইয়া আমরা ইউরোপ ও আমেরিকাকে কাতরস্বরে বলি, "পজিটিভিসম" "থিয়সফি" স্পিরিটুয়ালিসম" "অজ্ঞেয়বাদ" এবং আর২ ইত্যাকার ঘৃণিত জিনিস এদেশে পাঠাইও না। ভারতবর্ষে এ সকলেরই শিক্ষা এক সময়ে দেওয়া হইয়াছে। নূতন তোমরা আর কি দিবে? কোমত, স্পেন্সর, ব্লাভেস্কি অনেক মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া যাহা নির্গত করিয়াছেন, তাহা ভারত সন্তানেরা অনেক অগ্রে আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই সকলের পরিবর্ত্তে যদি কিছু ভাল পদার্থ দিতে পার, তাহা হইলেই আইস; নতুবা এখানে আসিবার কোন দরকার নাই। রোজকার করিবার যদি একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে অন্য উপায় অবলম্বন কর, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর, ভারতবাসীরা ভিক্ষা দিতে বড় কাতর নহে। পাপ-জর্জ্জরিত মৃতপ্রায়, ভারতকে যদি নবজীবন দিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার মধুর নাম কীর্ত্তন কর, যিনি প্রেমপুর্ব্বক বলিয়াছেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন, আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার সমীপে উপনীত হইতে পারে না।"

ভারতবাসী! অনন্ত জীবনের প্রস্র-

বন পরিত্যাগ করিয়া ভগ্ন পাত্র মনোনীত করিও না।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

২২১ পৃষ্ঠার পর।

৯। অধ্যায়।

দমিশিয়নের পর যাঁহারা রোমের সম্রাট হন তাঁহারা নীরো ও দমিশিয়নের অপেক্ষা কম নৃশংস। ট্রাজান সম্রাট্ সর্ব্বলোক সমাদৃত হইয়াছিলেন, তিনি যে বস্তুর সমাদর করিতেন, তাহা লোকেরা সমাদর যোগ্য মনে করিত। তিনি যাহা নিষিদ্ধ অথবা মন্দ বিবেচনা করিতেন লোকেরা তাহাই মনে করিত। নীরো ও দমিশিয়ন সয়তান-প্রণোদিত হইয়া মণ্ডলীর তাড়না করিয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকদের দ্বারাও সয়তান অনেকবার আপনার কার্য্য সাধন করিয়া লয়।

ট্রাজান ও হ্যাড্রিয়ান উভয়েই বীরপুরুষ ছিলেন, এবং উভয়েই আপনাদের বীরত্ব ও সৌজন্য দ্বারা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। আনটোনাইনস পিয়স ও মারকস অরেলিয়স উভয়েই সৎ লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা মণ্ডলীর অনেক উৎপীডন হইয়াছিল। সম্রাট্ নীরো খ্রীস্টীয়ান হওয়া সম্বন্ধে যে দণ্ডবিধি নিরূপণ করিয়া গিয়াছিলেন, উপরে লিখিত সম্রাটদের সময় তাহার প্রত্যাখ্যান হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে খ্রীষ্ট ভক্তগণের শিষ্টাচার, সৌজন্য, বিনয়াদি গুন দ্বারা এবম্প্রকার লোকেরা বশীভূত হইল না। সময়ক্রমে জগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয়ান চরিত্রের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। জগত যে অনেক দিন পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জগত্রাতা প্রভু স্পষ্ট রূপে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামের জন্য তাঁহার শিষ্যগণ অপদস্থ ও ঘৃণার পাত্র হইবে (মথি ১০। ২২ ; ২৪।৯)। আচার্য্য পৌল একবারে বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা খ্রীষ্ট যেশুতে ভক্তি ভাবে অবস্থিত, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তাড়না সহ্য করিতে হইবে। (২ তিম-৩।১২)।

তাড়নারও বিশেষ কারণ ছিল। প্রেরিতেরা খ্রীষ্টধর্ম্মকে এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা বলিলেন, ইহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার গৌরব প্রকাশ করিবে ইহাই তাঁহারা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রোমের "প্যানথিয়ন" ছিল, অর্থাৎ রোমের দেবালয়ে মিসর, গ্রীস এবং আসিয়ার নানা দেব দেবীর উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। জুপিটর ও জুনোর সঙ্গে২ তাহাদেরও পুজার বিধান ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের সেরূপ বিধান ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করিল বটে, কিন্তু সেই একেশ্বরবাদের সহিত ত্রিত্বভাব সংশ্লিষ্ট ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রচারক বলিলেন, "আমরা যে মত প্রচার

করিতেছি, তাহা ব্যতীত আর কোন সত্য মত নাই। আবর যে ধর্ম্ম আছে তাহাতে অনেক সত্য থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনন্তকাল সুখে থাকিবার নিমিত্ত আমাদের প্রচারিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য।"

যে ধর্ম্ম ক্ষুদ্র গালীল হইতে উৎপন্ন হইয়া রোমের ধর্ম্ম উল্টাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, সে ধর্ম্ম যে উৎপীড়িত হইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম সাহস ও বিশ্বাস সহকারে মিথ্যা মতের উপরে সজোরে পদনিক্ষেপ করিল। তাহাতে বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত লোকদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা বলিল, অশিক্ষিত বর্ব্বর যিহুদি শিক্ষকেরা কি আমাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবে? শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের ক্রোধ ক্রমে২ জ্বলিয়া উঠিল এবং অবশেষে খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষক ও প্রচারক দিগকে মৃত্যুর দ্বারা এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সহিত পৌত্তলিকতা ও অপধর্ম্মের সংস্রব ছিল, সেই ব্যবসা বাণিজ্য খ্রীষ্টের শিষ্যগণ পরিত্যক্ত ও ঘৃণাযোগ্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ইফিস নগরের দিয়ানা দেবীর রৌপ্যময় মন্দির নির্ম্মাতাদের ক্রোধ বিবরণ পাঠ করিলে রোম ও অন্যান্য স্থানের পৌত্তলিকদের ক্রোধ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। (প্র, ক্রি, ১৯।২৪)।

রোম, ও গ্রীস সেই সময়ে পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন ছিল। জুভেন্যাল বলেন, "সমস্ত রোম যেন নাট্যশালায় অবস্থিত।" তিনি আরো বলেন যে, "রোম কেবল দুইটী বিষয়ের জন্য লালায়িত, অর্থাৎ আহার এবং ক্রীড়া।" কিন্তু টরটুলিয়ন খ্রীষ্টানের হইয়া বলেন, "নাট্য শালার অতিরিক্ত উৎসাহ,রঙ্গভূমির অশিষ্টাচার, আরিনার বিভীষিকা প্রদর্শন, ব্যায়াম শালায় মিথ্যা জাঁক জমকের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।" ইহার জন্যই অনেক পরিমাণে খ্রীষ্টীয়ানেরা বিদ্বেষ পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। নাট্যশালা ও রঙ্গভূমির নৃত্যকারী, গায়ক, দর্শকবৃন্দ ও কার্য্যকারী সকলেই মনে করিত যে খ্রীষ্টীয়ানেরা কোন কার্য্যেরই নহে, তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে ব্যবসার অনেক হানি হইবে। স্কুলের শিক্ষক ও ব্যবহার জীবী লোকেরাও তাহাদিগকে সন্দেহ করিত। মাইনুসিয়স ফেলিক্সের গ্রন্থে কেসিলিয়স নামে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এক জন খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুর সহিত সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন "তুমি সকল প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ পরিহার করিয়াছ; তুমি রঙ্গ ও নাট্যশালায় যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। তুমি আমাদের প্রকাশ্য ভোজে আহার বিহার করা পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি আমাদের পবিত্র ক্রীড়ায় যোগ দেও না" ইত্যাদি।

স্তইকীয় এবং এপিকিউরিয় সম্প্রদায়স্থ দার্শনিক পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টীয়ানদের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রমশঃ।

পরকাল।

১৯৯ পৃষ্ঠার পর।

যুবক! আর যদিচ ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, যে ভালর পরাজয় হউক এবং ভাল দ্বারা মন্দ বিনষ্ট হউক, তথাচ মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাল ত্যাগ করিয়া মন্দ করিতে মনোনীত করিলে, তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। কেমন তোমার কথার তাৎপর্য্য এই কি না?

শিক্ষক। হাঁ; কতক অংশে তাহাই বটে; কিন্তু আর একটি কথা আছে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভাল, পুণ্যই ভাল বাসেন, ইহার অনেক প্রমান আছে।

যুঃ। এতৎ সম্বন্ধে কি প্রমান আছে?

শিঃ। পাপাত্মা অপেক্ষা পুণ্যাত্মার জীবন শান্তিপূর্ণ। বোধ হয়, তোমারও এবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যে, যাহা ন্যায়ানুমোদিত, যাহাকে পুণ্য বলা যায়, এমন কোন একটি কার্য্য করিলে, মনে এক প্রকার সন্তোষ ও সুখ অনুভব করা যায়। আর যাহা অন্যায়, যাহাকে পাপ বলে, এমন কোন কার্য্য করিলে মন অসুখী হয়।

যুঃ। এরূপ যে হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এরূপ হইবার কারন কি? ভয়ের অভাব কি সেই কারণ নয়? যে প্রকার কার্য্য করিলে, মনে সুখ ও সন্তোষের উদয় হয় তদ্বিপরীত কার্য্য করিলে সমাজের নিকট দোষী হইতে হইবে, ইত্যাকার বোধই তাহার কারণ। অন্য পক্ষে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি. তাহা সমাজের অনুমোদিত নয়, অতএব প্রকাশ পাইলে সমাজ আমাকে দণ্ড দিবে, ইত্যাকার ভয়ই পাপাত্মার হৃদয়ে অসুখের উদয় করে।

শিঃ। এবম্বিধ ভয় যে উল্লিখিত মনোভাবের একটি কারণ তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভিন্ন আর কারণ আছে। কতকগুলি কার্য্য করিবা মাত্র, অমনি মনে অসুখের উদয় হয়। প্রকাশ পাইলে, সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইব, মনে এমন ভয় না জন্মিলেও, ঐ সকল কার্য্য করিবা মাত্র মনে অসুখের উদয় হয়। স্বার্থশূন্য দয়ার কার্য্য করিলে, অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তির মনেও আনন্দ এবং সুখের উদয় হয়। দুই জন সৈনিক পুরুষ শীতকালে এক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন অতি সবল ও অন্য জন অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। অধিক রাত্রিতে সবল ব্যক্তি জাগ্রৎ হইয়া দেখে যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি শীতে অত্যন্ত কাঁপিতেছে ও বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহাতে সে আপনার গায়ের কাপড় খুলিয়া ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তির গায়ে জড়াইয়া দিল। পরে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, যে ঐ সবল সৈনিক পুরুষ এক জন জালিয়াৎ ও খুনী ছিল। তুমি কি এমন মনে কর যে, সে কোন পুরস্কারের লোভে এই প্রকার দয়ার কার্য্য করিয়াছিল? আর এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা কি তাহার মন সুখী হয় নাই?

যুঃ। ইহা আমি স্বীকার করি, যে

কোন একটি সাধারণ নিয়মের, কেবল মাত্র যদি একটী বা দুইটী ব্যভিচার স্থল থাকে, তবে তাহাকে অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক বলিয়া গণ্য করা যায়। আর তুমি এখনি যে নিয়মের বিষয় উল্লেখ করিলে, তাহার ব্যভিচার স্থল অতি অল্প, অতএব তাহার উপর কোন তর্ক স্থাপিত হইতে পারে না ইহাও আমি অস্বীকার করি না।

শি। এই বিষয়টী স্বীকার করাতে তোমার মনের যে সরলতা প্রকাশ পাইতেছে, তদ্রূপ সরলতার সহিত লোকে যদি দর্শন, নীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা করে, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস এই যে, তাহাদের মধ্যে আর অনৈক্য থাকিবে না।

যু। যতদূর যুক্তিসঙ্গত, ততদূর স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এখনও আমার আর এক আপত্তি আছে, তুমি নিজেই স্বীকার করিলে যে কোন্টী ভাল এবং কোন্টী মন্দ তদ্বিষয়ে মনুষ্য জাতির মধ্যে মত ভিন্নতা আছে। ভাল,একসময়ে যাহা মন্দ, অন্যায় বা অসৎ ছিল, তাহা কি অন্য সময়ে ভাল, ন্যায্য এবং সৎ হইতে পারে? এই বর্ত্তমান কালে যে কার্য্যগুলি নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত, ৫০, ৬০, কি একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই কার্য্য গুলি নীত্যনুমোদিত বলিয়া গণ্য ছিল। ঈশ্বর যদি নৈতিক নিয়মে শাসন করিতেছেন, তবে কেন এরূপ ঘটিল? এখনও যদি বল, হাঁ তিনি নৈতিক *নিয়মে শাসন করিতেছেন,* তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সময়ে উক্ত কার্য্যগুলি নীত্যনুমোদিত বলিয়া গণ্য ছিল, সে সময়ে তিনি এই নিয়মে শাসন করেন নাই, কেবল এখন করিতেছেন।

শি। এই বিষয়ে তুমি মহৎ ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ, দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, তিনি সাধারণ নিয়মে জগৎ শাসন করিতেছেন। অতএব সর্ব্বদা সেই নিয়মের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যদিচ তাহাকে কখন২ এই নিয়মের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়, তথাচ তৎস্থাপিত নিয়ম সকল নিজে নিজেই কার্য্য করিয়া থাকে। কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের আরএকটী শিক্ষা এই যে, মনুষ্য স্বাধীন। অতএব স্বয়ংই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে। প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর সাহায্য করেন বটে, তথাচ সে স্বীয় মনোবৃত্তি চালনা দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে। এইরূপ স্বাধীনতা থাকাতেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেও সে যাহাতে অনিষ্ট হয় এমন অন্যায় কার্য্য করিতে মনোনীত করে। ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করাতেই মনুষ্যের অন্তরে মন্দ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে; অতএব স্বাধীনতার অপব্যবহারই, ভাল এবং মন্দ বিষয়ে ভিন্নবাক্যতার মূল।

যু। তোমার কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু এই কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, তোমার মতে একটী ভাল বিষয়ে মনুষ্য জাতির মধ্যে কেবল মাত্র একটি মতই থাকিবে; *কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ ভিন্ন২ লোকে ভিন্ন২* মত স্থাপন করিয়া এক বিষয়ে নানা মতের উৎপত্তি করিয়াছে।

শি। তবে তাঁহার মতে, হয় প্রকৃতিতে কোন উদ্দেশ্যই নাই, নয় ঈশ্বর আপন উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম?

যু। হাঁ!

শি। যতক্ষণ না এবম্বিধ গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণিত করিতে পারেন যে, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ছিল, আছে এবং থাকিবে, সকলের বিষয়ই তিনি বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। প্রকৃতি যত প্রকার পরিবর্ত্তনের অধীন, কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই, ততক্ষণ এমন মত স্থাপন করা বড় সাহসের কর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত এই বিষয়ের কি সম্বন্ধ আছে?

যু। মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রকার মত স্থাপন করিতে গেলে, আমরা এই স্থির করি-যে, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা অন্ততঃ স্বীকার করিয়া লই যে, তিনি নৈতিক নিয়মে জগতের শাসন করিয়া থাকেন। এখন বিবেচনা কর যাদৃশ কোন প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া, কতকগুলি স্থলে ব্যভিচার দর্শাইতে পারিলে তদ্রূপ নিয়ম নাই বলিয়া প্রমাণিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের নৈতিক শাসনের ব্যভিচার স্থল দেখাইতে পারিলে এ প্রকার শাসন নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, ঈশ্বর নৈতিক নিয়মে জগৎ শাসন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা দ্বারা তদ্বিপরীত মত স্থাপিত হইতেছে।

শি। তুমি কি মনে কর, যে ভাল এবং মন্দের জ্ঞান কেবল মনুষ্যের মনের কার্য্য মাত্র। তদ্ভিন্ন ভাল এবং মন্দ বলিয়া কোন বস্তু বা বিষয় নাই?

যু। হাঁ!

শি। এই স্থলে দুইটী ভিন্ন২ বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে, যথা, প্রথম ভাল এবং মন্দের জ্ঞান কি স্বভাবতঃ মনুষ্যের অন্তরে রোপিত আছে? দ্বিতীয় ভাল এবং মন্দ সম্বন্ধে কোন এক বিশেষ মত থাকা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, না ইত্যাকার জ্ঞান কেবল মনুষ্য মনের কল্পনা মাত্র?

যু। এই কথাগুলির তাৎপর্য্য আরও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলে ভাল হয়।

শি। সমগ্র জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগেই মনুষ্যের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক যুগে মনুষ্য মনের ভাব কি ছিল, তাহা সেই যুগের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক যুগে ক্রীতদাসত্ব, সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অন্য যুগে তাহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক জাতি বহুবিবাহের পক্ষপাতী; অন্য জাতি অতি ভয়ানক কুরীতি বলিয়া তাহা উল্লেখ ও ত্যাগ করিয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, যে কোন্ বস্তু বা বিষয় ভাল এবং কোন্ বস্তু বা বিষয় মন্দ, এতৎ সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির মধ্যে ভিন্নবাক্যতা আছে। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল যুগে এবং সর্ব্ব জাতির মধ্যে ভাল এবং মন্দ ইত্যাকার জ্ঞান ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অন্য কথায় এই ভাবটী প্রকাশ করিলে, এইরূপ দাঁড়ায়, যথা, যখন

কোন যুগে বা জাতির মধ্যে ভাল এবং মন্দ ইত্যাকার জ্ঞানের অভাব ছিল না, তখন ইহা নিশ্চয় যে এই জ্ঞানটী স্বাভাবিক অর্থাৎ মনুষ্য এই জ্ঞান লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এইটী পাপ এবং এইটী পুণ্য, এতৎসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিলেও পাপ এবং পুণ্য ইত্যাকার জ্ঞান, মনুষ্য স্বভাবের এক অপরিহার্য্য অংশ বলিয়া বোধ হয়।

যু। এখন আমারও তাহা বোধ হইতেছে।

শি। এমন হইলে, ইহা স্বীকার্য্য যে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং মনুষ্যের অন্তরে এই জ্ঞান রোপণ করিয়া দিয়াছেন?

যু। তাহা কেন স্বীকার করিব? কিসে সমাজের মঙ্গল এবং কিসেই বা অমঙ্গল, মনুষ্য স্বভাবতঃই তাহা নির্ণয় করিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই ওরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি।

শি। হাঁ! কিন্তু মনুষ্য যে এরূপ করে, তাহার স্বভাবই ইহার কারণ। ইহা সত্য যে, কোন্‌টী ভাল এবং কোন্‌টী মন্দ, এতৎ সম্বন্ধে ভিন্নবাক্যতা আছে, কিন্তু এমন কোন জাতির বিষয় কি কখন শুনিয়াছ, যাহাদের এই জ্ঞান একেবারে নাই? অধিকন্তু, মার্জ্জিতই হউক, আর অমার্জ্জিতই হউক, অল্প বা অধিক পরিমাণে এই জ্ঞান সমুদয় মনুষ্য জাতির উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা তাহাদের জীবনের গতি উৎকৃষ্ট পথে প্রচালিত হইতেছে, সুক্ষ্মরূপে এবং পক্ষপাত বিহীন হইয়া এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিলে বিলক্ষণ রূপে প্রতীত হয় যে, মনুষ্যের অন্তরে অন্ততঃ এই জ্ঞানের অঙ্কুর রোপিত আছে। সকল লোকেই স্বীকার করে যে, ভাল এবং মন্দ এই উভয় প্রকার বস্তু, কার্য্য, রীতি, নীতি প্রভৃতি আছে।

যু। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এই কথা দ্বারা কি এমন প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর জগতের নৈতিক শাসন কর্ত্তা?

শি। না! কিন্তু ইহা দ্বারা তোমার একটী আপত্তি খণ্ডিত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তুমি বলিতেছিলে যে, নৈতিক নিয়মের কতকগুলি ব্যভিচার স্থল দেখাইতে পারিলে, এ প্রকার নিয়ম নাই, তাহা প্রমাণিত হইবে, এই আপত্তি আর থাকিতেছে না। কেন না কোনটী ভাল এবং কোনটী মন্দ এতৎ সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির মধ্যে ভিন্নবাক্যতা থাকিলেও, সকলের মধ্যেই ভাল এবং মন্দ ইত্যাকার জ্ঞান আছে। এই নিয়মের (অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ ইত্যাকার জ্ঞান সকলের মধ্যেই আছে) ব্যভিচার স্থল এত অল্প যে, তাহার উপর কোন তর্ক বা যুক্তি স্থাপন করা যাইতে পারে না।

আশা।

(১)
কেগো তুমি মধুর হাসিনী ?
কিবা মধুরতাময় অমিয় বচনচয়
অপার্থিব সন্তোষ দায়িনী।
তোমার কুহক ফাঁদে যেই পড়ে সেই কাঁদে
তথাপি তোমার যশ ঘোষিছে মেদিনী !
প্রাণী মাত্রে অনুগামী সতত তোমার
ধন্য আধিপত্য তুমি করেছ বিস্তার।

(২)
অসামান্য ক্ষমতা তোমার !
তোমার প্রসাদে কেহ ভুঞ্জে সুখ অহরহ
লভে কেহ যন্ত্রণা অপার !
দুর্ব্বল মানব মনে সমুদিয়া ক্ষণে ক্ষণে
কতই অপূর্ব্ব মায়া করগো বিস্তার।
কৃপানেত্রে যার প্রতি কর বিলোকন
স্বর্গসুখ কিবা ছার ভাবে তার মন।

(৩)
সুতহারা ওই অভাগিনী
অমূল্য রতন তার রবিসুত দুরাচার
হরিয়াছে করি কাঙ্গালিনী।
বসি তার হৃদিমাঝে ভুলাইছ কত সাজে
দেখাইছ কতলোভ সন্তোষদায়িনী।
সদা বিষময় শোকে করে হাহাকার
উহারও হৃদয়ে দেখি তব অধিকার !

(৪)
ওই সাধ্বী বিচ্ছেদকাতরা
অবলা কোমল প্রাণে কত সয় সেই জানে
অবিরত চিন্তা বিষে জরা।
আবৃত ব্রীড়াবসন চারুদেহ চন্দ্রানন
তাই দেখি ভিন্নভাব, আস্য হাস্যপরা
চিন্তার লহরী তার মানস সলিলে
উঠিছে ডুবিছে কভু ধায় দ্রুতবলে।

(৫)
বসি তুমি সেই বালা সনে—
আশ্বাস বচন মালা গাঁথিয়া সাজায়ে ডালা
উপহার দিতেছ যতনে।
হাসি হাসাবার হাসি আনন্দ সলিলে ভাসি
করিছ আনন্দময় সন্তাপিত মনে !
দুঃখ অন্ধকার পূর্ণ প্রচ্ছন্নমানসে
তব সুকৌশল জ্যোতি সতত বিকাশে।

(৬)
রণমত্ত ওই সেনাগণ—
ভ্রমিছে বেগে কৃপাণ অবিরত হরে প্রাণ
শত শত করিছে শয়ন।
সদর্পে ধাইছে কেহ কেহ আলিঙ্গিছে মোহ
এহেন বিপুল রণে করিছে ভ্রমণ !
উদিছ কতই ভাবে তাহাদের মনে
ভ্রমিছে নির্ভীক তারা তোমারই কারণে।

(৭)
জীর্ণতনু রোগের তাড়নে
আগত গমনকাল দাঁড়ায়ে নিকটে কাল
মুমূর্ষু অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে—
এহেন মানব মন দৃঢ়বাঁধা অনুক্ষণ
তোমার অপূর্ব্বতম মায়ার বন্ধনে !
কেবা তুমি ধন্য তব অসামান্য বল
ধন্য তব প্রেরকের মহিমা কৌশল !

(৮)
বুঝিয়াছি আশা তব নাম
বল আশা কিবা করি প্রমত্ত মানস করী
নাহি চায় সেই সুখধাম !
তোমার মধুর স্বরে যদি তার মন ফেরে
যদি সে এখনও ভাবে নিজ পরিণাম
তাই বলি বসি আশা হৃদয় আসনে
সুপথ দেখাও তারে জ্ঞানালোক দানে।

শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য।
হাবড়া মিশন্ স্কুল।

বিবিধ বিষয়।

রেভ জে, এইচ, পিগট ও রেভ অলিফেন্ট নামে দুই ব্যক্তি চর্চ মিসনরী সোসাইটী সংক্রান্ত মিসন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মত পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাঁহারা স্যালভেষণ আর্ম্মিতে যোগ দিয়াছেন। চর্চ মিসনরীর ইংলণ্ডীয় কমিটি এবিষয়ে মন্তব্য দিয়াছেন যে, ইহারা চর্চ অব ইংলণ্ডের মত বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যে অন্যত্র গিয়াছেন, ইহাতে ভাল কাযই করিয়াছেন। আমরা তাহাই বলি। যাঁহার চর্চ অব্ ইংলণ্ডের মত মনের সহিত মানেন না, কিন্তু অন্য কোন কারণে ইহার মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য করিতে সম্মত হন, তাঁহাদের অপরাধের ক্ষমা নাই।

সিংহল দ্বীপের বিশপ ও চর্চ মিসনরী সোসাইটীর মিশনরীগণের মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে, শুনা যাইতেছে যে চর্চ মিসনরী সোসাইটীর অন্যতম সেক্রেটরী ফেন্ সাহেব নাকি তথায় গোলমাল মিটাইবার জন্য আসিবেন। ফেন্ সাহেব যদি কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তাহা হইলে কোন২ বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে।

মর্মন নামে একটী নিকৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহারা latter day saints (শেষ যুগের সাধু) বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। ছয় সাত বিবাহ না করিলে না কি মর্মন ভ্রাতার সিদ্ধি লাভ হয় না। ভায়ারা যদি জানিতেন যে, এদেশে এ বিষয়ে তাঁহাদের ন্যায় অনেক হিন্দু সাধু আছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা এখানে আসিতেন না। দেখা যাউক, তাঁহারা কি করিয়া কার্য্য করেন।

বিখ্যাত প্রচারকদ্বয় মুডী ও সাংকীকে এদেশে আসিয়া প্রচার করিতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা এখন আসিতে পারিবেন না। ইংলণ্ড ছাড়িয়া স্বদেশে যাইবার পূর্ব্বে মুডী সাহেব একজন ইংরেজকে নাকি বলিয়াছিলেন, "আট বৎসর হইল তোমাদের সমাজে গেলেই সুরা পান করিতে অনুরোধ করা হইত। এখন আমি বলিতে পারি যে, কেহ আমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করে না। এমন কি অনেকের মেজের উপর উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে। আমাদের দেশে অর্থাৎ আমেরিকায় লোকেরা মদ্য পানের অপকারিতা বেশ টের পাইয়াছে।"

পরম পূজ্যপাদ বিশপ ফ্রেঞ্চ আগামী ২২সে সেপ্টেম্বর বিলাত হইতে ভারতের দিকে যাত্রা করিবেন।

ফ্রি চর্চের প্রসিদ্ধ বৃদ্ধমিশনরী ডাক্তার মরে মিচেল চুপ করিয়া বসিয়া নাই। অল্প দিন হইল তিনি পার্সী-ধর্ম্মের এক

খানি সমালোচন পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকা "খানি" রিলিজস ট্রাক্ট সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। ডাক্তার মরে মিচেলের মত বিদ্বান মিশনরী অতি অল্পই এদেশে আসিয়াছেন।

দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে স্পেকটেটর নামে একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজি পত্র বলেন যে,ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে সুরাপান হইতেই লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জেনিভায় শতকরা আশী জন মদ্যপান করিয়া ঘোর দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যেমন মদের কাটতি, তেমনি দারিদ্র্য ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশেও যে মদে কত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না।

ষ্টেটসম্যান বলেন যে, যে মিষ্টর আর্থর চক্রবর্ত্তী সিবিল সরভিস পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন, তিনি এই নগরের বিখ্যাত ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পুত্র। পিতা ও পুত্রের জীবনে, আত্মনির্ভর ও অধ্যবসায় কি করিতে পারে, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একদা ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বন্ধুহীন ও সহায়হীন ছিলেন এবং একজন ভদ্র ইংরাজ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকাল কালেজে পাঠাইয়া দেন; ক্রমেং তিনি আপথেকারী এবং এম, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়া উঠেন, এমন কি, তাঁহার সময়ে তাঁহার সমতুল্য কেহ ছিল না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আপনার সন্তানদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। জাহাজে একটী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। এক জন বড় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পত্নী আপনার সন্তানদিগকে ডাকিয়া "কালা আদমিদের" সহিত খেলা করিতে নিষেধ করেন। এমন কাল সামগ্রী যে এরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা সুখের বিষয়।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু লালমোহন ঘোষ যাহাতে বিলাতে পার্লেমেন্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তজ্জন্য অনেকে চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছেন। বিলাতে দুই এক খানি প্রসিদ্ধ সম্বাদপত্রও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। একজন বাঙ্গালীর পার্লেমেন্টের সভ্য হওয়া আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে ভারতের দুঃখরজনী পোহাইবে, তাহাতো বোধ হয় না।

পূর্ব্ব আফ্রিকার চর্চ মিশনরী সোসাইটীর অধীনস্থ খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য এক জন নূতন বিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠিত বিশপের নাম রেভ জেম্‌স হ্যানিংটন।

গোষ্ঠীপতি নামে একজন আমাদিগকে টালিগঞ্জের সংকীর্ত্তন সভার বিষয়ে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত সভার এখন অবনত অবস্থা। ঐ পত্রে যদি ব্যক্তিবিশেষের অপযশ বার্ত্তা না থাকিত, তাহা হইলে উহা প্রকাশ করি-

তাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রকাশ করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ করি না। কোন পত্রে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব থাকিলে আমরা তাহা কখন প্রকাশ করি না। এই নিয়মটী পাঠকগণ স্মরণে রাখিবেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ভারতবর্ষে আত্মশাসন প্রণালী সম্বন্ধে একজন ইংরাজ রেভ ব্লাকেট সাহেবের মন্তব্যের পোষকতা করিয়া জুলাই মাসের চর্চ মিশনরী ইন্টেলিজেন্সরে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ব্লাকেট সাহেবের মতে দেশ শুদ্ধ লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে প্রকৃত আত্মশাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। ব্লাকেট সাহেবের কথায় অনেক সারবত্তা আছে সন্দেহ নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ না হইলে স্থায়ী মঙ্গল কখনই হইবে না।

ফ্রিমেসনদিগকে লইয়া আজকাল বোম্বাই অঞ্চলে খুব আন্দোলন চলিতেছে। রোমান কাথলিক ডাক্তার মিউরিন তাহাদের উপর খড়্গহস্ত। তিনি মনে করেন, ফ্রিমেসনেরা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ভয়ানক শত্রু। আমরা বোধ করি, ফ্রিমেসনেরা গুপ্ত সম্প্রদায় বলিয়া লোকে ইহার প্রকৃতি নানাভাবে কল্পনা করে। ফ্রিমেসনেরা যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শত্রু তাহা আমরা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না। অনেক ধার্ম্মিক ও ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান যখন ফ্রিমেসন সম্প্রদায়স্থ, তখন বিশপ মিউরিনের কথা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

ডাক্তর উইলসন নামে একজন ইংরাজ চিকিৎসক মানুষের মাথার চুল গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে একজন মানুষের মাথায় কমবেশী ১,৫০০০০০ গাছি চুল আছে।

একজন ধার্ম্মিক মুসলমান কবি লিখিয়াছেন, সুরম্য বসন্তকালে চারিদিক পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, পৃথিবী অপরূপ বেশে জগজ্জনের মন হরণ করিতেছে, সকলেই প্রফুল্ল, সকলেই মনানন্দে মধুর সঙ্গীতের তানে জগৎ মাতাইতেছে, এমন সময়ে একটী কোকিল এক বাজপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি আশ্চর্য্য, এই সুরম্য সময়ে তুমি কাহার আনন্দ উৎপাদন করিতেছ না, তুমি নীরব হইয়া আছ, অথচ পক্ষীদিগের মধ্যে তোমারই গৌরব অধিক।

আমি মনোহর স্বরে জগৎ ভুলাই, কিন্তু কীট আমার আহার, কন্টক শয্যা আমার বাসস্থান। আর রাজার বাহু তোমার আসন, মহামূল্য দ্রব্য তোমার আহার সামগ্রী?" বাজ বলিল "আমি শত শত কায করি, কিন্তু তাহা মুখের বাহিরও করি না। তুমি একটী কাযও কর না অথচ সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া মরিতেছ। আমি নীজের কায নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করি, কাযেই রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন, রাজবাহু আমার আসন, রাজখাদ্য আমার আহার। কিন্তু জিহ্বাই তোমার সার সর্ব্বস্ব, কাযেই কীট তোমার আহার, কন্টক তোমার আসন। অতএব শান্ত হও।" এ সংসারে যাহারা কেবল গোলমাল করে,

আর স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাদের ক্লেশ সার। সার ধন তাহারা লাভ করিতে পারিল না। যাহারা মানব জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া ভগবানের আদেশে সাধুকার্য্যে জীবন নিয়োগ করিল, এ সংসারে তাঁহারাই জিতিয়া গেলেন। প্রভুর ইচ্ছার অনুগত হইয়া, তাঁহাতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, নীরবে সাধুকার্য্য সম্পন্ন করা কি মধুর।

তত্ত্ব কৌমুদী।

জুলাই মাসের ৩০সে ভারতবর্ষের নানা স্থানে কৃষি বিভাগের অবস্থা এই-রূপ ছিল। মান্দ্রাজের সর্ব্বত্রেই বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। মহীসুর প্রদেশে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য লোকের মনে ভয় হইতেছে। কুর্গে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে সাধারণতঃ সর্ব্বত্রেই বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির আবশ্যব। হায়দ্রাবাদ, মধ্য ভারত এবং রাজপুতনায় বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রেই বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আরো আবশ্যক। পঞ্জাবে এখনো বৃষ্টি হইতেছে। ব্রহ্মদেশে গত বৎসর অপেক্ষা কম বৃষ্টি হইয়াছে। আসামে ও বঙ্গদেশে পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ভারি বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ধান্য রোপণের জন্য আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। মান্দ্রাজে কোন কোন স্থানে শস্য কাটা হইতেছে আর নাবি শস্যের জন্য এখনো বৃষ্টি আবশ্যক রহিয়াছে। বোম্বাই ও পঞ্জাবে খারিপের বীজ বপন করা চলিতেছে। উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা ও মধ্য ভারতে খারিপ বোনা হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত প্রদেশে নিড়ান আরম্ভ হইয়াছে। আসাম প্রদেশে আশু ধান্য কাটা হইতেছে, আর সোনির রোপণ চলিতেছে।

The Students' Bi-weekly ষ্টুডেন্টস বাই উইক্লী নামক একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির হইয়াছে। কলিকাতার ছাত্র মণ্ডলীর উপকার সাধন ইহার উদ্দেশ্য। কাগজ খানি মন্দ হয় নাই। ছাত্রদের জন্য অনেক কাগজ হইয়াছে, অনেকেরই অকালে মৃত্যু হইয়াছে। এখানি যদি দীর্ঘজীবী হইয়া উপযুক্ত রূপে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করেন, আমরা সন্তুষ্ট হইব।

লেফটেনান্ট গবর্ণর কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণকে অযোগ্য সিদ্ধান্ত করিয়া সম্প্রতি একটী কমিশন নিযুক্ত করেন। মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য সভাপতি হ্যারিসন সাহেব টম্‌শন সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলেও লেফটেনান্ট গবর্ণর তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। টম্‌শন সাহেব আইন অনুমোদিত কার্য্য করিয়াছেন কি না তাহা কেবল আইনজ্ঞ লোকেরাই মীমাংসা করিতে পারেন। আমাদের বোধে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিলেই ভাল হইত। আমরা শুনিলাম দুএকজন ছাড়া সমস্ত কমিসনর কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর ভূত-

পূর্ব্ব সরকারী সভাপতী বাবু শ্যামাচরণ দের পদে বাবু গোপাল লাল মিত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাবু গোপাল লাল মিত্র কলিকাতার একজন সুযোগ্য ও সুপরিচিত উকিল।

কার্ডিনেল ম্যানিং সম্প্রতি সংশয়বাদ অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে উপদেশচ্ছলে ঈশ্বরবিহীন রাজনীতি, বিজ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবাদ করিয়াছেন। লোকেরা রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখিতে চায় না। যে ঈশ্বর ও মনুষ্য তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রাণ, তাহারই বিয়োগ সাধন করিতে লোকেরা এখন এত তৎপর। ধর্ম্মবিহীন বিদ্যাশিক্ষা শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যাহার দ্বারা ইংলণ্ড ও ইউরোপ এত উন্নত হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভয়ানক ক্ষতি, বই লাভ নাই।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুতে দেশ সুদ্ধ লোক দুঃখিত হইয়াছে। দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদক গণ এক মুখে তাঁহার গুন কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি যে কেবল প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, এমন নয়, তাঁহার অনেক পারিবারিক ও গার্হস্থ্য গুণও ছিল। ডিস্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটীর জন্য তিনি ১০,০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম। এ বিষয়ে তিনি এদেশীয়দের অনেকের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থল,' তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঞ্জাবের চর্চ মিশনরী সোসাইটীর সুযোগ্য মিশনরী হিউস সাহেব কিছু দিনের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি দেশীয় মণ্ডলীর উন্নতি সাধনার্থ বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সারবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি লাহোর চর্চ ক্রনিকেলের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

ভয়ানক বিসূচিকা রোগ ইউরোপেও প্রবেশ করিয়াছে। ফ্রান্সে প্রায় ১৪০০ লোক উক্ত রোগে মারা পড়িয়াছে। জেনোয়া ও ফ্লরেন্সের মধ্য প্রদেশেও ঐ রোগ দেখা দিয়াছে। জর্মনীতে লোকেরা ভীত ও শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্মার্ক নাকি ইংলণ্ডের দোষ দিতেছেন। যখন ইউরোপে এই রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে ইহার কারণ ও ঔষধ অনুসন্ধানে আরও যত্নবান হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যত দূর পর্য্যন্ত শুনাগিয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে, গর্ডন সাহেব এখন নিরাপদে আছেন। যাহারা উঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা কোন মতে কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রত্যুৎপন্নমতির গুণে তিনি অনেক বার আসন্ন বিপদ ও মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মাধিরও ক্লেশ বাড়িতেছে এবং দিনং তিনি হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছেন।

চীন ও ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধিবার খুব

সম্ভাবনা। ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও আমেরিকা বিবাদ মিটাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু রণোন্মত্ত ফ্রান্স তাহা শুনিলেন না। সংগ্রাম করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ফ্রান্স কি এত শীঘ্র ফ্রাঙ্ক প্রুসিয়ার যুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছেন? যদি না ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তবে এ দুর্ম্মতি কেন?

সম্প্রতি বিলাতে এক মিশনরী সভার অধিবেশন হয়। লাহোরের বিশপ ফ্রেঞ্চ সাহেব তথায় উপস্থিত থাকেন। তিনি ইংলণ্ডকে ভারতে আরও প্রচারক পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। পঞ্জাবের মিশনরী হিউস সাহেব বলেন যে, পূর্ব্বে পেশোয়ারের পথে মিশনারী বাহির হইতে পারিত না কিন্তু এক্ষণে পঞ্জাবের যেখানে যাও সেই খানে গিয়া প্রচার করিতে পারা যায়।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে মেদিনীপুর অঞ্চলে আমেরিকান ফ্রি বাপ্তিষ্ট মিশনরীদিগের কার্য্যবিবরণী প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। স্থানাভাবে গত বারে ইহার বিষয় কিছু উল্লেখ করিতে পারি নাই। ডাক্তার ফিলিপস এক জন সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত মিশনরী, এবং তিনি এবং তাঁহার সহকার্য্যকারিগণ যে সুব্যবস্থা ও সুপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। উক্ত কার্য্য বিবরণীর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, কেবল উহাতে প্রকৃত কার্য্যের বিবরণ দেওয়া গিয়াছে, দীর্ঘ২ অনাবশ্যকীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উপদেশ মালা ও প্রবন্ধ উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এ খানি আমাদের মতে আদর্শ রিপোর্ট।

আমেরিকায় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স রাজ্যে চারিশত স্ত্রীলোক চিকিৎসা করিয়া খাইতেছেন। আর আমাদের ভারতে বোধ হয় চারি সহস্র স্ত্রীলোক ঝাড়ান ঝোড়ান করিয়া খাইতেছেন।

চীনের মহারাণী চীন দেশে ধীরে ধীরে রেলওয়ে চালাইবার যত্ন করিতেছেন।

বেঙ্গেলোরে এক সাহেব বলিতেছেন আমি গোক্ষুরা সাপের বিষের ঔষধ পাইয়াছি। তিনি বিজ্ঞানবিদগণকে তাঁহার ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছেন। সেই ঔষধ একটি গাছ, মান্দ্রাজি নাম নাগাদব গাছ।

সংপ্রতি বাগনান গ্রামে পাঁচজন পথিক এক দোকানে রাত্রিযাপন করিতেছেন। রাত্রির শেষে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল। তখনি প্রকাশ পাইল যে একজন পথিক অপর একজনকে খুন করিয়া তাহার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল লইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহার সঙ্গে ৩৪০ টাকা নগদ ছিল।

চীনের এক জাতীয় কুকুরের মাংস নাকি বড়মিষ্ট ও সুস্বাদু! যাহারা পাখীর বাসা সিদ্ধ করিয়া ঝোল খায়, তাহাদের রসনায় কুকুরমাংস মধুর লাগিবে না কেন?

আফ্রিকার মধ্যদেশে কত জলপ্রপাত, আগ্নেয় গিরি, মরুভূমি র হয়াছে, তাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি মেঃ টমসন নামক এক ইংরাজ অনেক আবিষ্কার করিয়াছেন।

———

মিরাটে প্রকাশিত হইয়াছে বিমস নামক এক সাহেব ডেপুটী মুরশিদাবাদের নবাবের গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ান। একদিন সজোরে গাড়ী চলিতেছে, একটি ছাগল ছানা চাকায় লাগিয়া মরিয়া গেল। সাহেব ফিরিয়াও চাহিল না।

———

সে দিবস পঞ্জাবে শতদ্রু নদীতে এক খানি খেয়ার নৌকা ডুবিয়া গিয়া ৫০ জন লোক মরিয়া গিয়াছে।

———

খিদিরপুরের ডকগুলি প্রস্তুত হইলে, তথা হইতে গঙ্গার ধার দিয়া কলিকাতায় বন্দরের জেটীর আড্ডা অর্থাৎ মাল আমদানি রপ্তানির স্থান পর্য্যন্ত রেল বসিবে। সেই রেলে ডক হইতে দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হইবে।

———

আমেরিকার কাণ্ড কারখানা সবই অদ্ভুত। সেখানে নাকি এরূপ কৃত্রিম কাণ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পরিলে উত্তম শুনা যায়। চোখে না দেখিলে সহসা একথায় বিশ্বাস হয় না।

———

বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, পৃথিবীর বায়ু অপেক্ষা চন্দ্রস্থ বায়ু এত লঘুতর যে, চন্দ্রলোকে কোন প্রকার জীব জন্তু বাস করিতে পারে না। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, প্রোফেষর বিডম্যান স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন যে চন্দ্রলোকে মনুষ্য আছে।

———

তারে সংবাদ আসিয়াছে যে মিসর দেশ সম্বন্ধে গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য ভূতপর্ব্ব ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুককে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, লর্ড নর্থব্রুক মেজর বেয়ারিংএর ন্যায় সুযোগ্য সহযোগীর সাহায্য সহকারে এই গোলযোগের একটা নিষ্পত্তি করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

———

বিহার হেরাল্ড বলেন যে, বিহার ট্রামওয়ে কোম্পানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলিকাতাস্থ এজেন্টগণ ইহাঁদের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে স্বীকৃত নহেন। যে সকল ভদ্রলোক অংশ ক্রয় করিবার মানসে টাকা জমা দিয়াছেন, তাঁহারা রসিদ দাখিল করিলে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শাখা পাটনা ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাদের টাকা ফেরৎ পাইবেন।

———

কুচবিহারের মহারাজার বাতশ্লেষ্মা জ্বর বিকার হইয়াছে। তিনি এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল আছেন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ম্যাকোনেল্ ও ডাক্তার হার্ভি তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য সিমলায় গিয়াছেন। মহারাজা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

———

রিয়া নামক চীনের ঘাসের তন্তু বাহির করিবার কলের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট

৫০,০০০ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। এণ্ডার্সন নামক একজন সাহেব তাহার কল বাহির করিয়াছেন, তিনি সত্বরই তজ্জন্য কলিকাতায় আসিবেন।

নীজাম বাহাদুরের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। ইহাদিগকে তাড়াইয়া নীজাম বাহাদুর উপযুক্ত দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট বই দুঃখিত হইব না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

আমরা গত মাসে নিম্নলিখিত দুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, স্থান ও সময় অভাবে সমালোচনা করিতে পারি নাই, এবারেও সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

১। কণ্ঠমালা। এখানি অতি উপাদেয় সামগ্রী। ট্রাক্ট ও সি, ভি, ই, সোসাইটী কতকগুলি বাজে কাজে অর্থব্যয় না করিয়া যদি এই প্রকৃতির কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করেন, বিশেষ মঙ্গল লাভ হইতে পারে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বোধ হইল, ইহা বিদ্যালয়ের শিশুছাত্রদের জনাই রচিত হইয়াছে। ফলে, কেবল তাহারা নহে, ব্যবহার করিলে বৃদ্ধেরাও, বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষক ও প্রচারক শ্রেণীর পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারাও ইহাতে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন। ধর্ম্মপুস্তকের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া, দৃষ্টান্ত কথা, ক্রূশোপরে তাহার সপ্ত কথা, এবম্বিধ অনেকগুলি গুরুতর বিষয় দক্ষতা সহকারে কবিতার আকারে ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান প্রচারক মাত্রেরই এই কণ্ঠমালা কণ্ঠে ধারণ করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। কারণ এ সকল বিষয়ে অনেকেরই তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। সময়ে সময়ে এরূপ প্রচারকের সহিতও আমাদের সাক্ষাৎ হয়, যাঁহারা একাদিক্রমে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের ও যাকুবের দ্বাদশ পুত্রের নাম এবং ক্রূশোপরে খ্রীষ্টের কথা শৃঙ্খলা পূর্ব্বক বলিতে পারেন না। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের শিশুগণ শৈশবাবস্থায় ইহার প্রস্তাব সমূহ মুখস্থ করিলে বহুকাল মনে রাখিতে পারিবে। তবে, কথা এই, আর একটু সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতাগুলি রচিত হইলে সোনায় সোহাগা হইত, সন্দেহ নাই। আমরা যাবতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অধীন বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহার করাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

২। যীশু চরিত্র। এখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের গদ্য গ্রন্থ। ইহাতে অতি চলিত ভাষায় খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এক জন ইউরোপীয় মহিলা ইংরাজি ভাষায় ইহা রচনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ নাথ ইহার অনুবাদক। অনুবাদ বেশ

সরল ও শিশুদের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। পুস্তকখানির রচনা নিন্দনীয় নহে; তবে দুই এক স্থানে ইংরাজির ঈষৎ গন্ধ পাওয়া যায়। আর একই পদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। "বিবাহ' বলিলে যদি শিশুরা বুঝিতে পারে, তবে আবার "বিয়ে" পদ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? যদি "বিয়ে" পদ ব্যবহার করা নিতান্তই আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, তাহা হইলে "বিবাহ" পদটী একেবারে উঠাইয়া দেওয়াই ভাল ছিল না? এরূপ অনেকগুলি শব্দ বিভিন্ন প্রণালীতে ও বিভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিলাম। উপসংহারে বক্তব্য এই, এরূপ গ্রন্থ আপাততঃ প্রকাশিত না হইলে যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য নিতান্ত আটকাইতেছিল, ইহা আমরা মনে করি না। খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যালয়ের জন্য রচিত হইয়াছে। সরল করিয়া ব্যবহার করিলে হইত। তাহা হইলে এত গুলি টাকা অনর্থক ব্যয় হইত না। অরুণোদয়, ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস ও তদনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে ইহাতে যে বিশেষ অতিরিক্ত কোন গুণ আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম না। তবে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

৩। বঙ্গ খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ব্যবহারার্থ নূতন ও পুরাতন ধর্ম্মগীত। এই পুস্তক খানি কয়েক দিবস হইল আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা ইহার সমালোচনা করিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে আমাদের পত্রপ্রেরকের সমালোচনা পাঠ করিতে পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয় এবার চৌদ্দ পয়সা দিয়া নূতন গীত পুস্তক কিনিতে হইবে শুনিয়া প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম প্রকাশক মহাশয়েরা আপনাদের লাভের জন্য এবার ছয় পয়সা মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গতকল্য একখানি কিনিয়া আনিলাম। বাটী আনিয়া দেখি, বাস্তবিক সেটী আমাদের লোকসান নহে; বরং অন্যবারের অপেক্ষা এবারে চারি আনা অধিক্য মূল্য চাহিলেও তাহা অম্লান বদনে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ বহুসংখ্যক ও তাবৎ বিষয়ের ধর্ম্মগীত এত শস্তাদরে কখনও কোনও স্থানে কিনিতে পাওয়া যায় নাই। পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি, আর এতদিন পরে যে এক জন বাঙ্গালী সম্পাদকের হাত দিয়া এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী গুরুতর বিষয় সম্পাদিত হইল, ইহা মহাগৌরবের বিষয় জ্ঞান করিতেছি। পুস্তকটীতে ৫৪৬টী গীত দেখিলাম, তাহার মধ্যে প্রায় ৩০০ বাঙ্গালা ও ২৫০টী ইংরাজি সুরের। ইহাও কম আনন্দের বিষয় নহে।

বঙ্গভাষা! এত দিনে তুমি উপাসনা মন্দিরে ভাল করিয়া আসন পাইলে! যে সকল পুরাতন গীত বাদ দেওয়া হইয়াছে, সে গুলি বাস্তবিকই জঞ্জাল মাত্র। আবার যে গুলি লওয়া হইয়াছে, তাহাও অনেক পরিমাণে মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া হইয়াছে দেখিলাম। ইহাতে বোধ হইতেছে, সঙ্গীত সঙ্কলন সভাকে কি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমই না করিতে হইয়াছে! এবারকার পুস্তকটীতে একটী নূতন ব্যাপার দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয় একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় সভার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাননীয়া শ্রীমতী মিস্ হোরের উদ্যোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি ধন্যবাদের পাত্রী। পক্ষান্তর, এতগুলি দিগগজ মহামহোপাধ্যায় থাকিতে এক জন স্ত্রীলোকে যে আমাদের মাতৃ রক্ষা করিলেন, অনেকের পক্ষে কম লজ্জার বিষয় নহে! ভূমিকায় গীত রচক গণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। এটী, বোধ হয়, এতদিন কর্ত্তব্য বলিয়া কাহারও মনে পড়ে নাই, তাই পূর্ব্বকার পুস্তকে এরূপ কিছুই দেখিতে পাই নাই। দুই ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত গীতগুলি খুলিয়া দেখিলাম, ধন্যবাদের যোগ্য বটে; না হইলে, আমরা সম্পাদক মহাশয়ের কথায় প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতাম না। তবে কি না, তাঁহাদের এত অধিক গীত গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি, যদি সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ এবং বিশেষ অভাব ও তাহাদের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। গীত অপহরণ ও পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় যে বিধি দিয়াছেন, ইহাতে অনেকেরই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা। এতৎ সম্বন্ধে আজকাল খ্রীষ্ট সমাজে লোকের ভদ্রতা বড়ই কম। ইচ্ছা হইলেই অপরের গীত কাটিয়া কুটিয়া ইচ্ছামত ছাপাইয়া লওয়া লোকের একটী কুরীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে [সাক্ষী ধর্ম্মতলা ও চুচুঁড়া] ভরসা করি ইহাতে তাঁহাদের চৈতন্য লাভ হইবে। এক সুরে অনেক গীত, এবং অনেক সুরে এক গীত গান করিবার বিধিটীও অতি ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে। সূচীপত্র পড়িয়া দেখিলাম, বর্ষশেষে, শস্য উৎসর্গ, শিশুদের গীত, সাম্রাজ্ঞীর জন্য প্রার্থনা, সাধুদের পর্ব্ব, সমাধি, দান, উৎসর্গ, বিদায় সঙ্গীত, অধ্যয়ন, লিটানী পীড়াকালীন, মহাসভার আরম্ভ, মহা বিপদ, প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক এক প্রস্তাবে বহুসংখ্যক গীত লাগান হইয়াছে। পুস্তক খানি, খুলিয়া দেখি, মহামতি সাংকীর ও সুরের অনেক সুর ইহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। অতি দীর্ঘ অনর্থক পদযুক্ত গীত গুলি ছাঁটিয়া হ্রস্ব ও ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে। প্রত্যেক গীতের নীচে (উপাসনার বিঘ্নজনক) সাঙ্কেতিক নাম না দিয়া পুস্তকের প্রান্তভাবে কৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া সরলচিত্ত লোক মাত্রেই পুলকিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

এপর্য্যন্ত আমরা পুস্তকখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আইলাম। আর তাহা অযথা করি নাই, আমাদের এরূপ বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিষয়ের অযথা প্রশংসা করিয়া, দোষ থাকিলে যদি তাহার উল্লেখ না করা যায়, তবে সমালোচনা পক্ষপাতবিহীন হয় না। এই জন্য অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা অতি কষ্টে দুইএকটী সামান্য ত্রুটি বাহির করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। পুস্তকখানির দুই একস্থলে অতি অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ, ও কবিতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইয়াছে। উদাহরণ (১২ ৩ গীত ৪ পদ।

"অন্তিমে সে মলিম্লুচ
করিছে কত বিদ্রূপ
এ সব আমারি হেতু
তোমারি লাঞ্ছনা।"

অভিধান না খুলিলে এরূপ শব্দ কিছুতেই বুঝা যায় না। আবার চারি পংক্তির একটীতেও পরস্পরে মিল নাই অন্যান্য সমুদয় পদের অন্তে "ত, থ" অক্ষর আছে, ইহাতে "ন" দেখা যাইতেছে।

৪৪৯ গীত ৩ পদ। "মাভৈ মাভৈঃ নিরুৎসাহ"। উপাসনা মন্দিরে এরূপ মাভৈর্মাভৈঃ ভাল লাগে না।

দুই একটী গীত অস্বাভাবিকরূপে কষ্ট কল্পনা করিয়া ইংরাজি সুরে রচনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু রচক ইংরাজি সুরের নিয়ম না জানাতে একে আর হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ—

৬ গীত ১ ও ৫ পদ।

"গ-গনআ লোকময় হয়েছে
হ-র্ষে-হৃ-দি সব ভাসিছে
পি-তাস্র-ষ্টারহ-উক স-ম্মান
পু ত্রেরন ক-রুক প্র-শংসা গান"।

এরূপ কষ্টকল্পনায় লেখকের মনোগত ভাবও বিহিত বিধানে পরিস্ফুট হইতে পারে না, যথা,

ঐ গীত ৩ পদ

পবিত্র কর মোদের চিৎ
মন্দ ভাব জন্মে না ক্বচিৎ
মোরা করি লঘু আহার
ঘুচাই মোদের শরীর বিকার।"

শরীর বিকারটা ঘুচাব কি করো আবার? একেই বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে।" এরূপ দুই একটী ত্রুটি থাকিলেও খ্রীষ্ট সমাজে প্রচলিত তাবৎ গীত পুস্তক অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট ও পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, ইহা সহস্রমুখে বলিবই বলিব। বলা বাহুল্য, বিষয় ভেদে গীতগুলির শৃঙ্খলাসাধন ও মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য শতমুখে সম্পাদক মহাশয়ের ধন্যবাদ করা একান্ত বিধেয়। বাঙ্গালি! তোমার হাত দিয়া যে এমন উপাদেয় জিনিষ বাহির হইবে, স্বপ্নেও তাহা ভাবিয়া দেখি নাই।

উপসংহারে, আমরা মাননীয়া শ্রীমতী মিস হোরকে আর একটী শুভানুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করি। সম্পাদক মহাশয় আমাদের সকলের হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় তিনি ইহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। উপাসনার জন্য তো আমরা একখানি অভীষ্ট গীত পুস্তক পাইলাম। এখন বালকবালিকাদের জন্য এক খানি ক্ষুদ্র আকারের উপাদেয় গীতপুস্তকের প্রয়োজন। এই

নব প্রকাশিত গীত পুস্তকখানি তাহাদের পক্ষে অতি বৃহৎ ও অধিক মূল্যের জিনিষ হইয়াছে। তাহারা অনুমান ২০০গীতের ৩/১০ মূল্যের একখানি ছোট পুস্তক চাহে। আজি প্রায় ৩৬ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত স্তুর সাহেব মহোদয় এক খানি তাদৃশ গীতপুস্তক প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার ভাষা ও ভাব আর আজ কাল চলে না। তাহার পর যে কয়েক খানি সেই ভাবের পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠায় কেবল আবর্জ্জনা ও রাবিশ সঞ্চয় করা হইয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব্ব সাধারণ মণ্ডলীতে ব্যবহার্য্য নহে। তাহা কেবল রচক বা সঙ্কলনকর্ত্তাদের আত্মীয়গণের আদরের ধন। এরূপ অবস্থায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিশপ স্বাক্ষরিত শিশুদের ব্যবহারোপযোগী গীতপুস্তকের প্রয়োজন। এতৎ কার্য্যে তত আড়ম্বরেরও প্রয়োজন নাই। সম্পাদক মহাশয় নিজে দুই এক জন কবির সাহায্যে মাসেক কালের মধ্যেই তাহা প্রস্তুত করিতে পারেন। বর্ত্তমান গীতপুস্তক হইতে একশত গীত, ও একশতটী নূতনরূপে অনুবাদিত বা রচিত করিয়া লইলেই অল্প কাল মধ্যে আমরা তাহা পাইতে পারি। ভরসা করি সম্পাদক মহাশয় ও শ্রীমতী কুমারী হোর আমাদের নিবেদনে কর্ণপাত করিয়া আমাদের এই অভাব পূর্ণ করিবেন।

বশম্বদ

নিবাসপুর। শ্রী স্পষ্টবাদী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গবন্ধু সম্পাদক।

মহাশয়!

আপনি কিম্বা আপনার গ্রাহকদিগের মধ্যে কোন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিলে যৎপরোনাস্তি বাধিত হইব।

১। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি২ বিশেষ সম্বন্ধ ও পার্থক্য আছে?

২। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী সংক্রান্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা ও বিচার করিতে বাপ্টিষ্ট কিম্বা ফ্রিচার্চ অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অধিকার আছে কি না?

৩। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর কোন পুরোহিত স্বমণ্ডলীভুক্ত কাহার, ও বিশেষতঃ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত কোন দেশীয় পুরোহিতের বিচার করিতে বাপ্টিষ্ট কিম্বা অন্য সম্প্রদায়ের কোন লোককে আহ্বান করিতে পারেন কি না? আর এই প্রকার কার্য্যে বিশপ মহোদয়ের সম্মতি আবশ্যক কি না?

৪। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীভুক্ত কোন্ ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন দেশীয় পুরোহিত অপর সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদের দ্বারা বিচারিত হইতে বাধ্য কি না?

৫। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর কোন কার্য্যকারী অপর সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা বিচারিত হইতে চাহিলে তাহার আবেদন কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত? আর ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর কোন পুরোহিত তাহা হইতে দিতে পারেন কি না?

শ্রী জিজ্ঞাসু